



ভারতীয় বনোষধি

ডক্টর কালীপদ বিশ্বাস

এম. এ., ডি. এস-সি., (এভিন), এফ. আর. এস. ই, এফ. এন্. এ.
কৃতপূর্ব স্থগারিন্টেণ্ট, রয়েল বোটানিক গার্ডেন, কলিকাতা এবং উদ্ভিদ বিজ্ঞানের
অনারারী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ও

শ্রী এককড়ি ঘোষ

রয়েল বোটানিক গার্ডেন পুস্তকাগারের কৃতপূর্ব কর্মচারী

দ্বিতীয় সংস্করণ

পঞ্চম খণ্ড

সম্পূর্ণ নুতন ধারায় পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ

মুখ্য সম্পাদিকা

অধ্যাপিকা ডঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায়

ডি. এস-সি., এফ. এন্. এ., তিন অফ দি ফ্যাকাল্টি অফ সায়েন্স,

ইউনিভারসিটি কলেজ অফ সায়েন্স, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

মুখ্য সম্পাদক

আয়ুর্বেদ-ব্রহ্মপতি কবিরাজ বিজয়কালী ভট্টাচার্য,

আয়ুর্বেদাচার্য কবিরাজ ত্রিাণিবকালী ভট্টাচার্য,

আয়ুর্বেদশাস্ত্রী কবিরাজ শ্রীতেজেন্দ্রকুমার সরকার



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

২০০২





मूल्य — १००.०० টাকা

READING HALL

Grammar
19.7.04

615.53

B345

ed. 2

v. 5

BCU 2822

© Calcutta University

616956



PRINTED IN INDIA

Printed & Published by Sri Pradip Kumar Ghosh
Superintendent, Calcutta University Press

48, Hazra Road, Kolkata — 700 019



পূর্বভাষ

ভারতবর্ষ প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ। তার মধ্যে হিমশিখর হিমালয় পর্বত থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ব্যাপক ভাবে বিস্তৃত রয়েছে নানা বনৌষধি। এই বনৌষধি প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে জীবের মঙ্গলার্থে—বিশেষ করে রোগ ঘূর্ণার উপশমের জন্য। বিশ্ববাসীর হিতার্থে ভারতবর্ষ এই অতিমূল্যবান সম্পদ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্য ঔষধির প্রভাবে ভারতবাসী তাদের নিজের দেশের বনৌষধির মূল্য দিতে পারেনি এবং তার ফলে বনৌষধির বর্ধার প্রয়োগ দ্বারা ভারতীয় আয়ুর্কের চিকিৎসা পদ্ধতি সারা বিশ্বে যে স্থান অর্জন করেছিলো তা প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে।

স্বর্গগত ডাঃ কালিপ্রসাদ বিদ্যাস মহাশয় ভারতের বিশাল বনৌষধির ইতিহাস, তার ঐতিহ্য ও তাকে জনসেবায় প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা নতুন করে ভারতবাসী ও বিশ্ববাসীদের পরিচয় করার জন্য “ভারতীয় বনৌষধি” নামক পুস্তকটিতে (তিন খণ্ডে) হৃদয়ভাবে বিবৃত করেছেন। স্বর্গগত ডাঃ শ্রীমামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই বইটির প্রথম সংস্করণে পূর্বভাষ লিখেছিলেন। তাঁর এই পূর্বভাষে আয়ুর্কের উপর তাঁর হৃদয় বিখ্যাত ও বিশেষে ভারতীয় বনৌষধির সাফল্য সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ বক্তব্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

এই পুস্তকটির দ্বিতীয় সংস্করণে পূর্বভাষ লেখার ভার আমার উপর ন্যস্ত হয়েছে। প্রখ্যাত আয়ুর্কের-বৃহস্পতি ত্রিবিজয়কালী ভট্টাচার্য্য, আয়ুর্কেরশাস্ত্রী ত্রিভুজেন্দ্র কুমার সরকার এবং আয়ুর্কেরাচার্য্য ত্রিবিজয়কালী ভট্টাচার্য্য মহোদয়গণের সহযোগিতায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়েছে। স্বর্গগত ডাঃ শ্রীমামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভারতীয় বনৌষধি সম্বন্ধে অভিমত জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই সংস্করণে পুনর্লিপিবদ্ধ করা হলো। ভারতীয় ভেষজ ও বনৌষধি সম্বন্ধে এই সংস্করণে আমার অভিমত প্রকাশ করলাম।

প্রাচীন কাল থেকে ভারতের বৈদ্য ঋষিগণ ভারতীয় ঔষধোদ্ভিদ গুণাগুণ সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন। আয়ুর্কেরে এক জৈবীয় আয়ুর্কের বিশেষজ্ঞের সন্ধান পাওয়া যায় যারা সন্ধানী বেশে দেশ বিদেশ ভ্রমণকালে জনসাধারণের মধ্যে ভেষজের প্রয়োগ করতেন। প্রাকৃতিক বৌদ্ধগণের বা উৎপত্তিকালের আয়ুর্কেরতন্ত্রে ও সংহিতাগুলো নানা প্রকার বনৌষধির উল্লেখ আছে। এ ছাড়া চরক, হৃদয় ও অষ্টাঙ্গকর সংহিতাতেও বনৌষধির ব্যবহার সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা রয়েছে।

পরবর্তীকালে চরুণাশ্রিত ও শাস্ত্রীয় সংহিতাতে বিভিন্ন প্রকার বনৌষধির ব্যবহারের উল্লেখ করা হয়েছে। ষোড়শ শতকে ভাবমিশ্র তাঁর গ্রন্থে চরুণতের তুলনায় দেশবিশেষের বহু ভেষজের ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। চরুণত রচিত “ব্রহ্মসংহিতা” নামক পুস্তকে ও ভাবমিশ্র রচিত “ভাবপ্রকাশ” নামক পুস্তকে পৃথক পৃথক ভেষজ গুণের বর্ণনা আছে।

সপ্তদশ শতকে ধর্মতর্ক নিষট্ট, রাজনিষট্ট, প্রভৃতি নিষট্টকারগণ ধারাবাহিকভাবে বনৌষধির সংজ্ঞা ও গুণাগুণ হৃদয়কারে লিপিবদ্ধ করেছেন। তার ফলে বনৌষধির ব্যবহার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এদেশের ইউনানি, হেকিমি চিকিৎসক সম্প্রদায় ও হসবৈদ্য সম্প্রদায় পরে ঐ জ্ঞানের সম্বাহার করেছেন। এইভাবে রোগচিকিৎসার্থে ও রোগের মূলকৃত কারণ শোধনার্থে বনৌষধির ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে। স্বর্গগত বিদ্যাস মহাশয় এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণে তা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন।

আয়ুর্বেদ সম্প্রদায়ের চিকিৎসকগণ রোগবিপরীত, দোষবিপরীত বা উভয়বিপরীত গুণবিশেষে বনৌষধি প্রয়োগ করে থাকেন। এ বিষয়ে নতুন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গে আয়ুর্বেদীয় চিন্তাধারার মৌলিক পার্থক্য আছে। এজন্য নিম্নোক্ত ও আয়ুর্বেদগ্রন্থের বর্ণনার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে এবং সেই বৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রও প্রচুর রয়েছে।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে উদয়চাঁদ দত্ত, আর. এন্. থোমস ও বহু পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য মনীষী ভারতীয় বনৌষধি সম্বন্ধে বহু তথ্য সম্বলিত পুস্তক রচনা করেন। তাঁদের কথা বিশ্বাস মহাশয় এই পুস্তকের ভূমিকাতে উল্লেখ করেছেন।

যে সকল পাশ্চাত্য মনীষী ভারতীয় বনৌষধি নিয়ে গবেষণা করেছেন তাঁদের মধ্যে মহামান্ন Watt এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি আসমুদ্র হিরাচল ঘুরে যে অপরূপ সংকলন করেন তাকে একটা Folklore medicine-এর Encyclopaedia বলা চলে। পরবর্তীকালে Watt মহোদয়ের অহঙ্করণে Kirtikar & Basu মহোদয় বনৌষধির একটা সচিত্র গ্রন্থ রচনা করেন।

অসামান্য উদ্যম ও পরিশ্রমে শ্রদ্ধেয় স্থপতিত শ্রীকালিদাস বিশ্বাস মহাশয় বাংলাভাষাতে “ভারতীয় বনৌষধি” গ্রন্থে মুখ্যতঃ অহবর্জন ও নিজস্ব জ্ঞান সন্নিবেশ করেছেন। বর্তমান সংস্করণে আয়ুর্বেদের আলোচনা, সর্কভারতীয় পণ্ডিতগণের মত ও Glossary এর আধুনিকতম বিচার বিশ্লেষণ সংক্ষিপ্ত অথচ নিপুণভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

আর্যভট্টের বহুশতাব্দীর সঞ্চিত সম্পদে যে চিকিৎসা-বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে তার একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি আছে এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা ও গবেষণার ক্ষেত্রও প্রচুর রয়েছে। সেজন্য নিম্নোক্ত কার্যগণের চিন্তাধারার সঙ্গে বর্তমান বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সংযোজনা বইটিকে ভারতীয় আয়ুর্বেদের ধারাবাহিক গবেষণার ক্ষেত্রে দৃল্যবান করে তুলেছে। এই সংযোজনায় কাজে সহায়তা করেছেন তিনজন বিশিষ্ট আয়ুর্বেদসেবী বিজ্ঞ কবিবরাজ (১) আয়ুর্বেদ—বৃহস্পতি শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য (২) আয়ুর্বেদাচার্য শ্রীশিবকালী ভট্টাচার্য ও (৩) আয়ুর্বেদশাস্ত্রী শ্রীতেজেন্দ্রকুমার সরকার। আয়ুর্বেদের দৃষ্টিভঙ্গিকে গবেষণার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে আরম্ভের জন্য “ভারতীয় বনৌষধি” ভূমিকাসহ “আয়ুর্বেদে বনৌষধি প্রদর্শন”, নামে এই পুস্তক ভূমিকা সংযোজিত হলো।

পরিশেষে বিশেষ দুঃখের সঙ্গে জানানো হচ্ছে, এই পুস্তকমুদ্রণের অব্যবহিত পূর্বে আয়ুর্বেদ-বৃহস্পতি বিজয়কালী ভট্টাচার্য মহাশয় পরলোক গমন করেছেন।

পুস্তকমুদ্রণ কালে বিশেষ ভুল ভ্রষ্টা সংশোধনের ভার আয়ুর্বেদাচার্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ঠাকুর পঞ্চতীর্থ মহাশয়ের উপর দেওয়া হয়েছে। বনৌষধির পাশ্চাত্য নাককরণে ডক্টর এন্. আর. দাস আমাদের সহযোগিতা করেছেন।

অক্ষীমা— চন্দ্রশেখর

ভারতীয় বনৌষধি

শিল্প ও সরবরাহ-সচিব মাননীয়

ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

এম. এ., বি. এল., ডি. লিট., এল-এল. ডি., ব্যারিষ্টার-এট-ল
মহোদয়-লিখিত স্মৃতিকা-সম্মিলিত]

ডক্টর শ্রীকালীপদ বিশ্বাস

এম. এ. ডি. এস-সি. (এডিন), এফ. আর. এস. ই., এফ. এন. এ.
সুপারিন্টেন্ডেন্ট, রয়েল বোটানিক গার্ডেন, কলিকাতা এবং উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের
অনারারী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ও

শ্রীএককড়ি ঘোষ

রয়েল বোটানিক গার্ডেন পুস্তকাগারের ক্ষুদ্রপূর্ব কর্মচারী



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৫০

ভূমিকা

“ভারতীয় বনৌষধি” প্রায় ১৩ বৎসর পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইল। অনিবার্ধ্য কারণে এই পুস্তক ছাপিতে বিলম্ব হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে ও তাহার পর বহু অসুবিধার ভিতর দিয়া এই প্রবৃহৎ পুস্তকখানির কষ্টসাধ্য ছাপানর কাজ যে এতদিনে শেষ হইল ইহা আনন্দের বিষয়। উদ্ভিদের বর্ণনা এই পুস্তকে বঙ্গভাষার যথাযথ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা-অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। তবে উদ্ভিদবেত্তাদের অল্প প্রত্যেক গাছের সর্বসম্মত বিস্তৃত বৈজ্ঞানিক ল্যাটিন নাম দেওয়া হইয়াছে এবং জনসাধারণের সুবিধার জন্য ও ভারতের অজ্ঞাত প্রদেশের পরিচয়ের জন্য বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত নামও উল্লেখ করা হইয়াছে। স্বতন্ত্র ঔষধের গাছ চেনা কোনরূপ কষ্টসাধ্য হইবে না।

আমাদের দেশে অনেক সময়ে চিকিৎসকেরা ঠিক গাছের সন্ধান পান না অথবা গাছের সঠিক পরিচয় আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জানা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। সর্বল বাংলায় লতাপাতার বর্ণনা ও গুণাগুণ লিখিত হইলে সাধারণ লোকেরাও গাছের ও ঔষধির সম্যক পরিচয় পাইতে পারেন। প্রত্যেক গাছের অন্নহীন উল্লেখ করার যে কোন গাছ ব্যবহারের সময়ে অনায়াসেই পাওয়া যাইতে পারে। ছবির সাহায্যে গাছ চিনিবার ও কোন অসুবিধা হইবে না। এই সকল কারণে ও আমাদের এই লুপ্ত সম্পদ পুনরুদ্ধার করিবার কার্যে—সাহায্য করিতে বহুদিন পূর্বে আমার বন্ধু শ্রীকালীপদ বিশ্বাসকে বাংলা ভাষায় এই পুস্তক লিখিতে অনুরোধ করি।

হিমাচলে বহু ঔষধের গাছের চাষ করা খুবই সম্ভবপর। কালীপদবাবুর হিমাচলে প্রায় পঁতকরা ৭০ ভাগ বিদেশীয় ঔষধের গাছের—যেমন ডিজিটালিস, কুইনাইন, ইপিকাকুয়ানা, বেলেডোনা, হুয়াসিয়ারাস, লোবেলিয়া প্রভৃতির চাষ সহজেই করা যাইতে পারে এবং এই সকল গাছ হইতে কলকারখানায় ঔষধ প্রস্তুত হইতে পারে। আশা করা যায় যে যাবতীয় দেশীয় ও বিদেশীয় গাছের পদার্থ ও উপযোগিতা বিশদভাবে গবেষণা করিয়াও এই সব উদ্ভিদ হইতে ঔষধ তৈয়ারী করিয়া স্বাধীন ভারত দেশের দেশের ও সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলবিধানে অচিরে সমর্থ হইবে। আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি এই পুস্তক এই মহৎ উদ্দেশ্য-সাধনে যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

৪, কিং এডওয়ার্ড রোড,

নিউ দিল্লী

১০ই জুলাই, ১৯৪৭

{ *শ্রীকালীপদ বিশ্বাস*

পূর্বভাষ

অতি প্রাচীন কাল হইতে বেঙ্গল ঋষিগণ ভারতবর্ষের ভৈষজ্যের গুণাগুণ-সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। অথর্ববেদে উহার একটী জাহ্বল্যমান প্রমাণ। এই অথর্ববেদ হইতেই ধনুস্তর-লিখিত আয়ুর্বেদের উদ্ভব। পরবর্তী সময়ে মহর্ষি আশ্রমের, ভরদ্বাজ ও অগ্নিবিশ প্রভৃতি ঋষিগণ আয়ুর্বেদীয় অধ্যাপকরূপে কয়েকখানি চিকিৎসা-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহাদের গ্রন্থসমূহ হইতে মহর্ষি চরক ব্যাধিপীড়িত জনগণের হিতার্থে চরক-সংহিতা নামক অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন।

কথিত আছে যে দেববৈজ্ঞানিক ধনুস্তরি কাশীরাজ-গৃহে দিবোদাস নামে জন্মগ্রহণ করায় মহর্ষি বিশ্বামিত্র স্বীয়তনয় হৃশ্ৰতকে তাঁহার নিকট আয়ুর্বেদ-শিক্ষার জ্ঞান প্রেরণ করেন। মহর্ষি হৃশ্ৰত শিক্ষালাভের পর যে গ্রন্থ রচনা করেন তাহারই নাম হৃশ্ৰত-সংহিতা। চরক ও হৃশ্ৰত লিখিত চরক-সংহিতা ও হৃশ্ৰত-সংহিতা অতি প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা-গ্রন্থ। এই দুইখানি পুস্তকে অত্রচিকিৎসা, দেহতত্ত্ব, ঔষধ-নির্বাচন ও ঔষধ-প্রয়োগ প্রভৃতি অতি বিস্তারিত ভাবে লিখিত আছে। পুস্তক দুইখানি লোকাতীত জ্ঞানের পরিচায়ক ও অপৌরুষেয় বলিয়া কথিত।

প্রাচীন চিকিৎসা-গ্রন্থের মধ্যে রাজভট্টের অষ্টাঙ্গহৃদয়-সংহিতা, চক্রদত্ত-সংগ্রহ, শাঙ্গর-সংগ্রহ, ভাবমিশ্রের ভাবপ্রকাশ, মদন পালের রাজনিঘণ্টু, মাধবকরের নিধান এবং আরও কতিপয় চিকিৎসা-পুস্তকে দ্রব্যগুণ ও চিকিৎসা-বিধি আলোচিত হইয়াছে।

মুসলমান রাজত্বকালেও রাজকীয় সাহায্যে মুসলমান হাকিমগণ, আরবী, পারসী ও উর্দু ভাষায় প্রদেশীয় ভৈষজ্য-সম্বন্ধে কয়েকখানি অমূল্য পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে তালিপ শেরিফ (Taleep Sheriff) এবং মখ্বেজ-উল-আখ্বির (Makhazan-ul-Adwiya) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

খৃষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে পোতুগীজ ও ওলন্দাজ উদ্ভিদ-বিজ্ঞাবিদ চিকিৎসকগণ ভারতীয় ভৈষজ্যের গুণাগুণ-সম্বন্ধে ধারাবাহিক ইতিহাস প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। দক্ষিণ-ভারতের প্রচলিত গ্রন্থগুলির মধ্যে Van Rheede লিখিত Hortus Indicus Malabaricus নামক পুস্তকখানি ১২ খণ্ডে বিভক্ত। এতদ্ব্যতীত Thomas Rivevs, O. Kerbosa, L. De Costa, Wight, Beddome প্রভৃতি মনীষিগণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের উদ্ভিদের গুণাগুণ-সম্বন্ধে বহু পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন।

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে উদ্ভিদবিজ্ঞান-বিদগণ চিকিৎসকগণ ভারতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন ও প্রণয়ন করিয়া আধুনিক গবেষণার পথ অতি অগম করিয়া গিয়াছেন। এই সকল মনীষির মধ্যে Dr. Roxburgh এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তাঁহাকে ভারতীয় আধুনিক উদ্ভিদ-পরিচয়-গবেষণার পিতৃতুল্য বলিলেও অত্যাক্তি হয় না। Dr. Roxburgh লিখিত Flora Indica নামক পুস্তকে বিভিন্ন ভারতীয় উদ্ভিদের দেশীয় ও বৈজ্ঞানিক নাম, তাহাদের বর্ণনা, আবাস ও গুণাগুণ বিস্তারিত ভাবে লিখিত আছে।

পরবর্তী সময়ে ১৮১০ খ্রিঃ Dr. John Flemming ভারতীয় ঔষধজ্যের হিন্দুস্থানী ও সংস্কৃত নাম Asiatic Research নামক সাময়িক পত্রে অতি বিশদভাবে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। Dr. N. Wallich এবং Dr. Wilson প্রমুখ উদ্ভিদবেত্তারা দেশীয় ঔষধের গুণাগুণ-সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কার করিয়া জনগণের প্রভূত উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। Dr. Ainslie, Moodeen Sheriff, Dr. Wight, Dr. Dymock প্রভৃতি মহোদয়গণের জ্বাণ্ডপ-পুস্তকগুলি (Materia Medica) অতি উৎকৃষ্ট চিকিৎসা-গ্রন্থ। Sir William O'Shaughnessy এবং Dr. Wallich এর 'Pharmacopoeia Bengal'ও অতি সাহসগর্ভ পুস্তক। Dr. Birdwood লিখিত বোম্বাই প্রদেশস্থ ঔষধ এবং Dr. Drury লিখিত রাজ্য-দেশীয় ঔষধ, এবং Dr. Baden Powell লিখিত Punjab Products এবং বায়বাহাদুর কানাইলাল দে লিখিত Indigenous Drugs অতি উৎকৃষ্ট চিকিৎসা-পুস্তক।

Dr. Voigt লিখিত Hortus Subarbanus Calcuttensis, Sir J. D. Hooker লিখিত Flora of British India এবং Sir George Watt সাহেব লিখিত Dictionary of Economic Products যথাক্রমে ১৮৪৫, ১৮৯৭ ও ১৯০৪ খ্রিঃ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়া দেশীয় চিকিৎসা-বিষয়ক উদ্ভিদ ও আরকর উদ্ভিদের পরিচয়-ও ব্যবহার সম্বন্ধে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে।

Sri George King লিখিত বহুসংখ্যক দেশীয় ঔষধ উদ্ভিদের পরিচায়ক পুস্তক, ভারতে কুইনাইন চাষ সম্বন্ধীয় পুস্তক এবং ডাঃ উদয়চাঁদ দত্ত লিখিত Hindu Materia Medica নামক পুস্তকের Glossary বহু ঔষধ উদ্ভিদের 'দ্রুত' পরিচয় অতি সহজ করিয়াছে। Sri David Prain সাহেব লিখিত Bengal Plants, হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগণার গাছ ও হৃন্দরবনের গাছ নামক পুস্তকগুলিতে অনেক ঔষধজ্যের নিদর্শন ও পরিচয় পাওয়া যায়।

আধুনিক চিকিৎসা-গ্রন্থের মধ্যে Dr. Kirtikar ও Major B. D. Basu লিখিত Indian Medicinal Plants, Dr. R. N. Chopra লিখিত Indigenous Drugs, Dr. Nadkarni লিখিত The Indian Materia Medica এবং কবিবাহু বিবজাচরণ গুপ্ত, কাব্যতীর্থ লিখিত বনৌষধি-দর্পণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বৈদিক যুগ হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত যে সকল চিকিৎসা-গ্রন্থের বিবরণ উল্লেখ করা হইল, ইহার সকলগুলিই সংস্কৃত, ইংরাজী ও ল্যাটিন ভাষায় লিখিত। এই সমস্ত পুস্তক যদি

কৰিয়া অধ্যয়ন কৰা অতি স্বাভাৱিক। তদ্ব্যতীত ইংৰাজী ও ল্যাটিন ভাষাৰ অনভিজ্ঞ ভিত্তিকৃদিগেৰে অল্পপাঠ্যপী। বনৌষধি-দৰ্পণ নামক পুস্তকখানি যদিও বঙ্গভাষাৰ লিখিত তথাপি উহাতে অল্পসংখ্যক ভেদভেদৰ উল্লেখ আছে মাত্ৰ এবং উহাতে তৰুলতাদিৰ চিত্ৰ-পৰিচয় না থাকায় ইহা সাধাৰণেৰ পক্ষে সহজে বোধগম্য নহে।

ভৈষজ্য তৰুলতাদিৰ প্ৰকৃত নাম ও পৰিচয়, উহাদেৰ বৈজ্ঞানিক, দেশীয় ও সংস্কৃত নাম-সম্বন্ধে বহুসংখ্যক অল্পসংখ্যক-পত্ৰ আমাৰ নিকট সময়ে সময়ে প্ৰেৰিত হওৱাৰ সেৱালিৰ স্বাভাৱিক উত্তৰ-প্ৰদানকাৰী আমাৰ মনে হইয়াছে যে, তৰুলতাদিৰ চিত্ৰ ও বৰ্ণনাসহ একখানি ভৈষজ্য-পুস্তক লিখিত হওৱা বিশেষ আবশ্যক। বহু প্ৰণামাত্মক চিকিৎসক এতদপ একখানি পুস্তক প্ৰণয়ন কৰিবাবৰ অল্প অল্পবোধ কৰায় আমাৰ পূৰ্ণ ইচ্ছা। আৱণ্ড বলবতী হইব। উঠে ও এই পুস্তকখানি প্ৰকাশ কৰিতে উৎসাহিত হই। Sir David Prain, C. M. G.C.I. E., M.A., I. M. S., D. Sc., LL. D., F. R. S., F. R. S. E., F. L. S., কৃতপূৰ্ণ হুপাৰিটেণ্টেণ্ট, রয়েল বোটানিক গাৰ্ডেন, কলিকতা, ও জাইৰেট্টৰ, রয়েল বোটানিক গাৰ্ডেন,—Kew, এ বিষয়ে আমাকে বিশেষ উত্তোষী কৰেন এবং এই কৃমিকাৰ ইংৰাজী অল্পবাবৰ তাঁহাৰ জীবদ্দশায় সংশোধন কৰিয়া দিয়াছেন, এজন্য তাঁহাৰ নিকট আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। এই পুস্তক ইংৰাজী ভাষাৰ লেখা দ্বিৰ কৰিয়াছিলাম। পৰে আমাৰ বহু মাননীয় শ্ৰীভামাপ্ৰসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইহা বঙ্গদেশেৰ আৰাল-বুদ্ধবনিতাৰ পাঠ্যপাঠ্যগী ও উপকাৰেৰে অল্প বঙ্গভাষাৰ লিখিত অল্পবোধ কৰেন। তাঁহাৰ উপদেশমত এককড়িৰাবৰ একান্ত পৰিশ্ৰম এবং আমাৰ উদ্ভিদ-গবেষণায় তাঁহাৰ নিষ্ঠা ও আগ্ৰাণ চেষ্টাৰ ফলে এই বিস্তীৰ্ণপুস্তক বঙ্গভাষাৰ লেখা সম্ভবপৰ হইয়াছে। এই পুস্তক-প্ৰণয়নে মাননীয় শ্ৰীভামাপ্ৰসাদ মুখোপাধ্যায় এবং শ্ৰীভামাপ্ৰসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে পৰামৰ্শ ও উৎসাহ দিবাবৰ অল্প এবং কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়েৰ দ্বাৰা এই পুস্তক ছাপাইবাবৰ বন্দোবস্ত কৰাবৰ অল্প আমাৰ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

মৰ্মসাধাৰণেৰ সুবিধাৰ অল্প স্বাভাৱিক প্ৰত্যেক উদ্ভিদেৰ বৈজ্ঞানিক নাম, কোন্ কোন্ ইংৰাজী পুস্তকে উহাৰ চিত্ৰ-পৰিচয় ও বৰ্ণনা আছে, কোন্ কোন্ স্থানে গাছগুলি পাওৱা যায়, ঔষধপ্ৰস্তুত-কাৰ্য্যে উদ্ভিদেৰ কোন্ কোন্ অংশ ব্যবহৃত হয় এবং উহাৰ ভৈষজ্য গুণ কি কি আছে ও কোন্ কোন্ ৰোগে প্ৰযুক্ত হইতে পাৰে তাহা এই পুস্তকে লিখিবাবৰ চেষ্টা কৰা হইয়াছে। তদ্ব্যতীত সাধাৰণ পৰিভাষা অল্পবাবৰী সহজ ভাষাৰ বৰ্ণনাৰ সহিত বুদ্ধাবিৰ চিত্ৰ ও চিত্ৰ-পৰিচয় দেওৱা হইয়াছে। পুস্তকখানিতে প্ৰায় ৭০০ (সাত শত) উদ্ভিদেৰ বিৱৰ লিখিত হইয়াছে। বৰ্তমানে কুইনাইন, ডিজিটালিস, ইলিকাকুয়ানা, হুয়াসিগামাস্ প্ৰভৃতি যে সকল গাছেৰ চাষ ভাৰতে প্ৰবৰ্তিত হইয়াছে সেগুলিও বিশেষভাবে ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

একশে পুস্তকখানি যদি খাৰ্জুৰীয়া ও অশ্বপাৰ চিকিৎসকগণেৰ ও উদ্ভিদতত্ত্ব অল্পসংখ্যক ছাত্ৰগণেৰ উপকাৰে আইসে তাহা হইলে আমাদেৰ পৰিশ্ৰম সাৰ্থক হইয়াছে বলিয়া ধৰ্ত হইব। এই পুস্তক-প্ৰণয়ন কাৰ্য্য আমি প্ৰায় শতাধিক চিকিৎসা-প্ৰাণ ও উদ্ভিদ

বিজ্ঞা-বিষয়ক পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি ; তজ্জন্ম এই সকল গ্রন্থকারের নিকট চিরকণ্ঠে
আবদ্ধ রহিলাম। প্রফ-সংশোধন কার্যে শ্রীহৃৎলীলকুমার মুখোপাধ্যায় সাহায্য করায় তাঁহাকে
আমার আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, একপ পুস্তক-প্রণয়নে ভ্রম-প্রমাদ থাকা সম্ভবপর। সন্তান
পাঠকগণ সেগুলি নির্দেশ করিয়া দিলে আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব ও পরবর্তী সংস্করণে
অতি যত্নের সহিত সংশোধন করিয়া দিব।

হারবেরিয়ায়,

হরেল বোটানিক গার্ডেন, কলিকাতা।

শ্রীকালীপদ বিশ্বাস

১লা আগষ্ট, ১৯৪২।

উদ্ভিদের শ্রেণী-বিভাগ

হিন্দু আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বহু প্রাচীনকাল হইতে তরুলতাদির আকৃতি, গুণ, বাসস্থান ও ব্যবহার অস্থায়ী শ্রেণী-বিভাগ অতি বিশদ ভাবে লিখিত আছে ; যথা—শাকবর্গ, পুষ্পবর্গ, হরীতকীবর্গ, কর্পূরাদিবর্গ, গুড়চ্যাদিবর্গ, তৈলবর্গ ইত্যাদি। এই সকল বিভাগ প্রধানতঃ উদ্ভিদের গুণাগুণের উপর নির্ভর করিয়াই লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কালক্রমে এই সকল জ্ঞান-সম্বন্ধে অস্থূলন না থাকায় এবং উক্ত প্রথা অস্থায়ী কোন উদ্ভিদাগার সজ্জিত না থাকায় বৃক্ষাদির পরিচয়-বিষয়ে বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে।

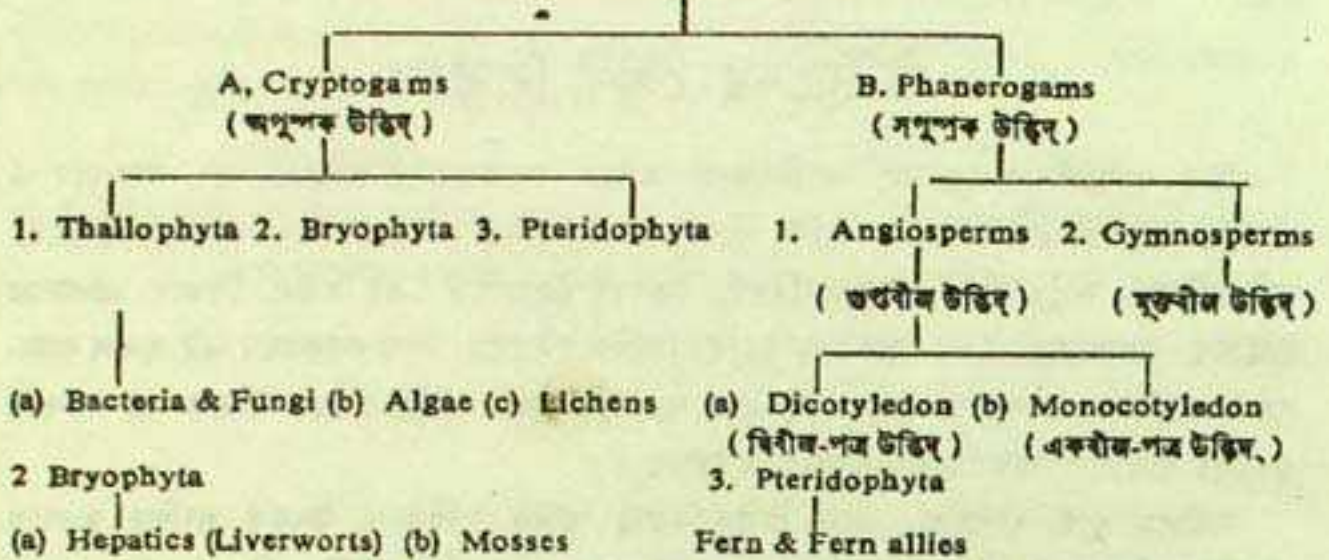
বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য দেশে উদ্ভিদ-বিজ্ঞান অধিক পরিমাণে উৎকর্ষ সাধিত হওয়ার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উদ্ভিদের ফল, ফুল ও আকৃতিতে সাদৃশ্য লইয়া উদ্ভিদগুলিকে নানা ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এই শ্রেণী-বিভাগ পৃথিবীর যাবতীয় সত্য দেশে চলিত থাকায় ও এই বিভাগ অস্থায়ী আধুনিক উদ্ভিদাগারগুলি সংরক্ষিত হওয়ার তরুলতাদির পরিচয়-সম্বন্ধে বহুপরিমাণে বাধাবির দূর হইয়াছে। আমরা সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য পুস্তক-লিখিত গাছগুলিকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথাঅস্থায়ী সজ্জিত করিয়াছি। পাশ্চাত্য প্রথা অস্থায়ী গাছগুলির শ্রেণী-বিভাগ থাকায় উদ্ভিদাগারে একস্থানে সেইগুলি দেখিয়া লইবার পথ সুগম হইবে এই আশায় আয়ুর্কোদোক্ত সাবেক প্রথা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে খ্রীঃ পূঃ ৩৭০-২৪৫ অব্দে Theophrastus নামক একজন গ্রীসদেশীয় দার্শনিক প্রথম উদ্ভিদের শ্রেণী-বিভাগ করেন। ইহার পর ১৭০৭-১৭৭৮ খ্রীঃ অব্দে সুইডেন-দেশীয় প্রসিদ্ধ দার্শনিক Linnaeus ইহার বহু পরিমাণ উন্নতি সাধন করেন। বর্তমান যুগে এই শ্রেণী-বিভাগের দুইটা শ্রাণালী সত্যজগতে গৃহীত হইয়াছে। একটা Bentham & Hooker সাহেবের লিখিত বিভাগ, অপরটা Engler & Prantl সাহেব লিখিত বিভাগ। Bentham & Hooker সাহেবের লিখিত বিভাগ ভারতে, ইংলণ্ডে এবং ইংরাজ অধিকৃত দেশে চলিত আছে ; আর Engler & Prantl সাহেবের লিখিত বিভাগ জার্মানীতে এবং ইউরোপের দুই একটা উদ্ভিদাগারে প্রচলিত আছে। অধুনা Rendle & Hutchinson সাহেবের লিখিত শ্রেণী-বিভাগ দ্বারা তরুলতাদির স্বাভাবিক অবস্থা আরও বিশদ ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে।

Engler & Prantl সাহেব সাধারণতঃ উদ্ভিদগুলিকে ১০ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। পূর্বে বলিয়াছি যে Bentham & Hooker সাহেবের লিখিত শ্রেণী-বিভাগ ভারতের উদ্ভিদাগারে গৃহীত ও চলিত আছে ; অতএব আমরা এই পুস্তক-লিখিত উদ্ভিদগুলিকে ঐহাদের

মতামতাদায়ী বিভাগ করিয়াছি। Hooker সাহেব তাঁহার লিখিত Genera Plantarum নামক পুস্তকে উদ্ভিদগুলিকে ২০০ (দুই শত) Natural Order বা বর্গে (Family) বিভক্ত করিয়াছেন। ইহার প্রণী-বিভাগ অতি সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল।

Plant Kingdom (উদ্ভিদ রাজ্য)



উপরোক্ত তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে Bentham & Hooker সাহেব উদ্ভিদ-রাজ্যকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ; যথা, Cryptogams (অপুষ্পক উদ্ভিদ) এবং Phanerogams (সপুষ্পক উদ্ভিদ)।

Cryptogams আবার Thallophyta, Bryophyta, এবং Pteridophyta এই তিন ভাগে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে Bacteria (বোগোৎপাদক উদ্ভিদজাত), Fungi (ছত্রক উদ্ভিদ), Algae (অলঙ্গ শৈবালাদি উদ্ভিদ) এবং Mosses (মসৃজাতীয় উদ্ভিদ) প্রধান।

উপরোক্ত তালিকার দেখা যাইতেছে যে Phanerogams (সপুষ্পক উদ্ভিদ) প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত ; যথা, Angiosperms (গুপ্ত বা আবদ্ধবীজ উদ্ভিদ) এবং Gymnosperms (উন্মুক্তবীজ উদ্ভিদ)। Angiosperms আবার দুইভাগে বিভক্ত ; যথা, Dicotyledon (দ্বিবীজ-পত্র) ও Monocotyledon (একবীজ-পত্র) উদ্ভিদ।

Gymnosperms (উন্মুক্তবীজ) উদ্ভিদের মধ্যে Cedrus deodara (হিমালয়জাত দেবদারু), Pinus longifolia (সরল কাঠ), Abis, Juniperus, Thuya ও Cupressus ইত্যাদি প্রধান।

যে সকল উদ্ভিদের অঙ্কুর বাহির হইবার সময়ে দুইটা বীজ-পত্র বাহির হয় সেইগুলিকে Dicotyledon উদ্ভিদ বলে ; যেমন চালুতা, আম, জাম, তেঁতুল, বেল, কাপাল, কলাই প্রভৃতি। যে সকল উদ্ভিদের অঙ্কুর বাহির হইবার সময়ে একটা বীজ-পত্র বাহির হয় সেইগুলিকে Monocotyledon উদ্ভিদ বলে ; যেমন হুপারি, তাল, খেজুর, নারিকেল, হরিদ্রা, মূগা, তামমুগী, পিয়াজ, কেতকী ইত্যাদি।

এই পুস্তকে লিখিত যাবতীয় উদ্ভিদের প্রত্যেকটির পৃথক বর্ণনা আছে ; ইহাদের বংশাবলীর সমগ্র পরিচয় দিতে হইলে পুস্তকের কলেবর অতিশয় বর্ধিত হইবে এই আশঙ্কায়

এখানে উহা পরিভাষ্য হইল। বিভাগগুলি আরও কিকিৎ বুঝাইবার জন্য নিম্নে আর একটি তালিকা দেওয়া হইল।

Class 1.—Dicotyledons (দ্বিবীজ-পত্রী)

Division 1. Polypetalae (বা বিবৃক্ত-দল)

Sub-Division (a) Thalamiflorae (বিবৃক্ত-স্তবক)

(Family—Ranunculaceae—Tiliaceae)

Sub-Division (b) Disciflorae (যুক্ত-স্তবক)

(Family—Linaceae—Moringaceae)

Sub-Division (c) Calyciflorae (বহিস্ফলী)

(Family—Leguminosae—Cornaceae)

Division 2. Gamopetalae (বা সংযুক্ত-দল)

(Family—Rubiaceae—Plantaginaceae)

Division 3. (Incompletae) Monochlamydeae (একচ্ছদী)

(Family—Nyctaginaceae—Ceratophyllaceae)

Class II.—Gymnosperms (যুক্তবীজ-পত্রী) অনাচ্ছাদিত

(Family—Gnetaceae—Cycadaceae)

Class III.—Monocotyledons (একবীজ-পত্রী)

Division 1. Petaloideae (বিসারি-দল)

(Family—Hydrocharideaceae—Naiadaceae)

Division 2. Glumiferae (শীষধারী)

(Family—Eriocaulaceae—Gramineae).

প্রত্যেক গাছের নাম বৈজ্ঞানিক প্রণালী-অনুসারে বর্ণিত। ইহা গাছের বিশেষ নাম ও বর্ণনাকারীর নামের সহিত সংলগ্ন থাকে। সর্বপ্রথমে গাছের পর্যায়ত্ব বা গণীয় (Generic) নাম দেওয়া হইয়া থাকে ; যেমন *Terminalia belerica* Roxb. এখানে Roxburgh সাহেব উক্ত গাছের বর্ণনা করিয়াছেন, এইজন্য তাঁহার নাম শেষভাগে লিখিত হইয়াছে ; *belerica* নামটি বিশেষজাতীয় (Specific) নাম। কোন লোকের নাম যদি দেবেজনাথ ঘোষ হয় : তবে দেবেজনাথ *belerica* জাতীয় (Specific) নামের এবং ঘোষ নামটি *Terminalia*-গণীয় (Generic) নামের তুল্য। দেবেজনাথ ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ও বগেন্দ্রনাথ ঘোষ এই তিনটি নাম ঘোষ-বংশীয় তিনটি ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে। গাছেরও তেমনি *T. belerica*, *T. catappa*, *T. chebula* প্রভৃতি নাম *Terminalia* গণত্বক। পূর্বোক্ত গাছগুলি সমস্ত *Combretaceae* Family বা বর্ণের অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক গাছের একটি করিয়া গণ—genus ও জাতি—specie আছে। Specific নামটি generic নামের বিশেষণরূপে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; যেমন *Pinus longifolia* বলিলে *longifolia*

অর্থাৎ লম্বা পাতায়ুক্ত *Pinus* গাছ বুঝায়; অতএব *longifolia* শব্দটি *Pinus*-এর বিশেষণ-রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। কখন কখন *Specific* নামটি উদ্ভিদের আবিষ্কার-কর্ত্তা অথবা একজন বিখ্যাত উদ্ভিদ-তত্ত্বজ্ঞের নামানুসারে দেওয়া হইয়া থাকে; যেমন *Meconopsis Wallichii* Hook. এ গাছের *Wallich* সাহেবের নামে *Hooker* সাহেব নাম দিয়াছেন। এই নিয়মানুযায়ী দুই-শব্দবিশিষ্ট নামকরণ-প্রণালীকে *Binominal nomenclature* (নামকরণ) প্রণালী বলে।

এই প্রকার নামকরণ-প্রণালী *Linnaeus* সাহেবের সময় হইতে এখন পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে এবং ইহার নিয়মাদি *International Botanical Conference* হইতে ধাৰ্য্য হইয়া থাকে। এই *Conference* সর্বপ্রথমে অষ্ট্রিয়ার ভিয়েনা নগরে আয়ত্ত হয়, তৎপরে ইংলণ্ডে আর একবার বসিয়া থাকে। সম্প্রতি কয়েকটি বিশেষ বিষয়ের মীমাংসার জন্য হলান্ডের আমস্টারডাম নগরে হইয়া গিয়াছে এবং ১৯৫০ সালে *Stockholm*-এ এই সভার পুনরায় অধিবেশন হইবে।

এই পুস্তকে উদ্ভিদের নামগুলি যথাসম্ভব বর্ত্তমান *International nomenclature* অনুযায়ী দিবার চেষ্টা হইয়াছে।

Fern ও *Fern* শ্রেণীর উদ্ভিদ যেমন *Lycopodium*, এই লতার স্পোর (Spores), সামুদ্রিক বড় বড় শেওলা-বিশেষ, বাহা হইতে মূল্যবান আগর আগর (Agar Agar), আয়োডিন (Iodine, Vitamin) প্রভৃতি পাওয়া যায়, ছত্রক-বর্গ (Fungi) যেমন *Penicilium* জাতীয় সূতার দ্বার উদ্ভিদ, অতি মূল্যবান ঔষধ। অমূল্য ঔষধ *Penicillin*, এবং সম্প্রতি ডাক্তার সহায়রাম বহু-আবিষ্কৃত কানচটা-বর্গতন্ত্র *Polystrietus sanguinius* জাতীয় উদ্ভিদ হইতে 'Polyhorin' আজ চিকিৎসা-শাস্ত্রে এক যুগ-পরিবর্ত্তন আনিয়াছে।

আজিও এই বিশাল ভারতের বহু উদ্ভিদের বিষয় আমাদের অজানা রহিয়াছে। আজ আমাদের স্বাধীন ভারতে এই সব উদ্ভিদের ও ঔষধের যথাযথ বিপ্লবণ ও অন্বেষণ করিয়া তাহাদের তথ্য সম্যক-রূপে উন্মোচন করা বিজ্ঞান ও মানবতার দিক দিয়া বিশেষ প্রয়োজন।

বৈজ্ঞানিক বিভাগ অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদের সূচীপত্র

Genus—*Crinum* Linn.

597. *C. asiaticum* Linn. (বড় কাছুর)

598. *C. zeylanicum* Linn. (স্থপদর্শন)

C. latifolium Linn.

CVII. *Taccaceae*.

Genus—*Tacca* Forst.

599. *T. integrifolia* Ker.
(বরাহীকন্দ)

T. aspera Roxb.

CVIII. *Dioscoreaceae*.

Genus—*Dioscorea* Linn.

600. *D. pentaphylla* Linn.
(কাটা আলু)

D. jacquemontii Hook. f.

CIX. *Liliaceae*.

Genus—*Smilax* Linn.

601. *S. glabra* Roxb. (তোঁচিনি)

602. *S. lanceaefolia* Roxb.
(গুটিয়া সাকচিনী)

603. *S. macrophylla* Roxb.
(সুমারিকা)

S. zeylanica Linn.

Genus—*Asparagus* Linn.

604. *A. racemosus* Willd. (শতমূলী)

Genus—*Aloe* Linn.

605. *A. vera* Linn. (হুতুমারী)

A. barbadensis Mill.

Genus—*Allium* Linn.

606. *A. cepa* Linn. (পেঁয়াজ)

607. *A. sativum* Linn. (বহন)

Genus—*Gloriosa* Linn.

608. *G. superba* Linn. (লাললিকা)

Genus—*Polianthes* Linn.

609. *P. tuberosa* Linn. (রজনীগন্ধা)

Genus—*Urginea* Steinh.

610. *U. indica* Kunth. (বনপেঁয়াজ)

CX. *Pontederiaceae*.

Genus—*Monochoria* Presl.

611. *M. vaginalis* Presl. (হুথা)

CXI. *Xyrideae*.

Genus—*Xyris* Linn.

612. *X. pauciflora* Willd. (দাবিহুবি)

X. indica Linn.

CXII. *Commelinaceae*.

Genus—*Commelina* Linn.

613. *C. benghalensis* Linn.
(কানছিড়ে)

Genus—*Aneilema* Br.

614. *A. scapiflorum* Wight.
(হুবেলী)

CXIII. *Flagellariaceae*.

Genus—*Flagellaria* Linn.

615. *F. indica* Linn. (বনচাঁদ)

CXIV. *Palmeae*.

Genus—*Areca* Linn.

616. *A. catechu* Linn. (হুপারি)

Genus—*Cocos* Linn.

617. *C. nucifera* Linn. (নারিকেল)

Genus—*Borassus* Linn.

618. *B. flabellifer* Linn. (তাল)

Genus—*Caryota* Linn.

619. *C. urens* Linn. (গোলদাত্ত)

Genus—*Phoenix* Linn.

620. *P. sylvestris* Roxb. (খেজুর)

621. *P. dactylifera* Linn.
(পিও খেজুর)

ভাৰতীয় বনৌষধী

Genus—*Calamus* Linn.

622. *C. viminalis* Willd. (বড় বেত)
C. rotang Linn.

623. *C. tenuis* Roxb. (ছাঁচিবেত)
C. trovancoricus Bedd. ex Hook.
CXV. Pandanaceae.

Genus—*Pandanus*.

624. *P. fascicularis* Lam. (কেয়া)
P. tectorius Soland. ex
Parkinson.

CXVI. Typhaceae.

Genus—*Typha* Linn.

625. *T. elephantina* Roxb. (হোগলা)

CXVII Araceae.

Genus—*Amorphophallus* Bl.

626. *A. campanulatus* (Roxb. Bl.
ওল)

Genus—*Acorus* Linn.

627. *A. calamus* Linn.
(ঘোড়াবচ বা বেতবচ)

Genus—*Alocasia* Schott.

628. *A. indica* Schott. (মানকহু)

Genus—*Colocasia* Linn.

629. *C. antiquorum* Schott. (কহু)
C. esculenta (Linn) Schott.

Genus—*Pistia* Linn.

630. *P. stratiotes* Linn. (টোকাপানা)

Genus—*Scindapsus* Schott.

631. *S. officinalis* Schott. (গজপিপুল)

Genus—*Typhonium* Schott.

632. *T. trilobatum* Schott. (বেটকহু)

CXVIII. Cyperaceae

Genus—*Kyllinga* Rottb.

633. *K. triceps* Rottb. (বেতগোধূবি)

634. *K. monocephala* Rottb.
(গোধূবি)

Genus—*Juncellus* Kunth.

635. *J. inundatus* C. B. Clarke.
(পাতি)

Genus—*Cyperus* Linn.

636. *C. scariosus* R. Br. (নাগবন্ধু)

637. *C. rotundus* Linn. (মুখা)

Genus—*Scirpus* Linn.

638. *S. grossus* Linn. f. (কেহর)
S. kysoor Roxb.

CXIX. Gramineae.

Genus—*Andropogon* Linn.

639. *A. squarrosus* Linn. f.
(বেনা. খসুখসু)

Vetiveria zizanioides (Linn.)
Nash.

640. *A. nardus* Linn. (গন্ধবেনা)
Cymbopogon nardus (Linn.)
Rendle.

641. *A. schoenanthus* Linn.
(অগাখাস)

Cymbopogon schoenanthus
(Linn) Spreng.

642. *A. jwarancusa* Jones. (করাবুল)
Cymbopogon jwarancusa
Schult.

643. *A. citratus* DC. (গন্ধতুণ)
Cymbopogon citratus (D.C.) Stapf.

644. *A. sorghum* Brot. (জুয়ার)
Sorghum vulgare (Linn).
Pers.

Genus—*Bambusa* Schreb.

645. *B. arundinacea* Willd. (বাণ)
B. bambos Druce.

Genus—*Dendrocalamus* Nees.

646. *D. strictus* (Roxb) Nees.
(কাগাইল বাণ)

Genus—*Cynodon* Rich.

647. *C. dactylon* (Linn.) Pres. (ছত্রী)

Genus—*Zea* Linn.

648. *Z. mays* Linn. (ভুট্টা)

Genus—*Eragrostis* Beauv.

649. *E. cynosuroides* Beauv. (হুশ)
Desmostachya bipinnata
Stapf.

উদ্ভিদের শ্রেণীপত্র

Genus—Eleusine Gaertn.

650. *E. corocana* Gaertn.
(মার্গা, দেহরা)

Genus—Imperata Cyrill.

651. *I. arundinacea* Cyrill. (উলু)

Genus—Oryza Linn.

652. *O. sativa* Linn. (ধান)

Genus—Paspalum Linn.

653. *P. scrobiculatum* Linn.
(কোদো)

Genus—Panicum Linn.

654. *P. miliaceum* Linn. (চীনা)

655. *P. frumentaceum* Roxb. (ভায়া)

Echinochloa frumentacea
Wight.

Genus—Setaria Beauv.

656. *S. italica* Beauv (কুসু)
The Italian millet.

Panicum italicum Linn.

Genus—Saccharum Linn.

657. *S. officinarum* Linn. (ইন্ডু)

658. *S. sara* Roxb. (শব)

S. munja Roxb.

659. *S. spontaneum* Linn. (কেশ)

Genus—Hordeum Linn.

660. *H. vulgare* Linn. (ঘর)

H. sativum Pers.

Genus—Triticum Linn.

661. *T. vulgare* Vill. (গম)

T. aestivum Linn.

Genus—Avena Linn.

662. *A. sativa* Linn. (বহু)

Genus—Coix Linn.

663. *C. lachryma-jobi* Linn.
(গুড়গুড়)

CXX. Polypodiaceae.

Genus—Adiantum Linn.

664. *A. lunulatum* Burm.
(কালিফাটে)

665. *A. caudatum* Linn. (ময়ূরশিখা)

666. *A. capillus-veneris* Linn.
(হংসপর্বা)

Eng. Maiden-hair.

667. *A. venustum* G. Don.
(হংসপাখ)

Genus—Polypodium Linn.

668. *P. quercifolium* Linn. (শুক্ল)
Drynaria quercifolia J. Smith.

Genus—Actiniopteris Link.

669. *A. dichotoma* Bedd. (ময়ূরপাখী)

CXXI. Salviniaceae.

Genus—Azolla Lamk.

670. *A. pinnata* Lamk. (পানা)

Genus—Salvinia Schreb.

671. *S. cucullata* Roxb.
(ইন্দুকানী পানা)

Ipomoea reniformis Choisy.

CXXII. Marsiliaceae.

Genus—Marsilea Linn.

672. *M. quadrifolia* Linn.
(হুনি শাক)

Blepharis edulis Pers.



Genus—CRINUM Linn.

597. *C. asiaticum* Linn. (বড় কাছুর)

ভাষাসুসারী নাম—বিখমওলা—সংস্কৃত ; বড় কাছুর, নাগমল—বাংলা ; পিওর, কানমু—হিন্দি ; নাগমোয়ান—বোম্বে ; বিখমজিল—মালয় ; নাগ দমনী—গুজরাট ; বিখমজিল—তামিল ; বিখমজিলি, কেসর চেটু—তেলেগু ।

জন্মস্থান—চট্টগ্রাম, স্থানবনের নিম্নভূমিতে এবং দক্ষিণ ভারতের কখন প্রভৃতি স্থানে জন্মে ।
হগলী ও হাওড়া জেলায় বাগানে রোপণ করে ।

বর্ণনা—পেঁয়াজের ছায় উদ্ভিদ । ইহার কোষার ব্যাস ২-৩ ইঞ্চি, অগ্রভাগ সরু । পাত ৩-১২ ইঞ্চি উচ্চ হয় । ছোট মূল হইতে অনেক শিকড় হয় । পত্র ৫-৭ ইঞ্চি বিস্তৃত । পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, চামড়ার ছায়, উজ্জল সবুজবর্ণ, কিনারা মসৃণ । পুংকেশর নরম ও এক একটি হয় । মেঘিতে সবুজবর্ণ । ফুল স্বাদিতে ফোটে ; অতিশয় সুগন্ধযুক্ত । ফল প্রায়ই হয় না । ফলের ব্যাস ১-২ ইঞ্চি, গোলাকার । ইহাতে দুইটি বীজ থাকে । বর্ষাকালে ফুল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ—মূল, টাটকা রস ২-৪ ড্রাম ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার—শুক শিকড়ের ওঁড়া বমনকারক । অল্প মাত্রায় বর্ধকর Sir. W. O'shaughnessy বলেন ইহা একটি সেনীর বমনকারক ঔষধ । ইহাতে ডেব বা কোন প্রকার অপ্রীতিকর গন্ধ দেখা যায় না । ইহা ইপিকাকুয়ানার স্থানে ব্যবহৃত হয় (Pharm. Ind.) । Dr Anislie বলেন, দক্ষিণ ভারতে ইহার পাতা ছেঁচিয়া রেড়ির তৈলের সহিত আঙ্গুল হাড়ার ও পদের অস্ত্রাঙ্গ স্থানের প্রদাহে ব্যবহৃত হয় । উত্তর ভারতে ইহার রস কান বেদনার দেয় ।

যাভাদেশে ইহা বমনকারক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় (Dr. Drury) । কোনস্থান ফুলিয়া উঠিলে ইহার পাতায় সরিষার তৈল বা নারিকেল তৈল লাগাইয়া গরম অবস্থায় ফুলার স্থানে প্রলেপ দেয় । বমনকারক ঔষধের অল্প রসের মাত্রা ২-৪ ড্রাম নিদ্রাপের মাত্রা শিশুদের অল্প ২ ড্রাম । শুকমূল ব্যবহার করিতে হইলে ইহার বিধান ।

এই গাছের পত্রের ওঁড়া গোশালায় রাখিলে বিষাক্ত পোকা পলাইয়া যায় । পত্রের ধূম ঘষে দিলে সেখান হইতে বিষাক্ত মশা ও পোকা প্রভৃতি মাড়িয়া যায় ও পলাইয়া যায় । পত্রের রসদ্বারা প্রস্তুত তৈল কান-বেদনা নাশক । কম্ব সিদ্ধ করিয়া বাতে লাগাইলে বেদনা নষ্ট হয় ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

কম্ব :—তিক্ত, বসায়ন, বিরোচক । জেমা ও পিত্ত নিবারক । পাখুরী ও অস্ত্রাঙ্গ মূত্রেয়ের যন্ত্রণায় ব্যবহৃত হয় ।

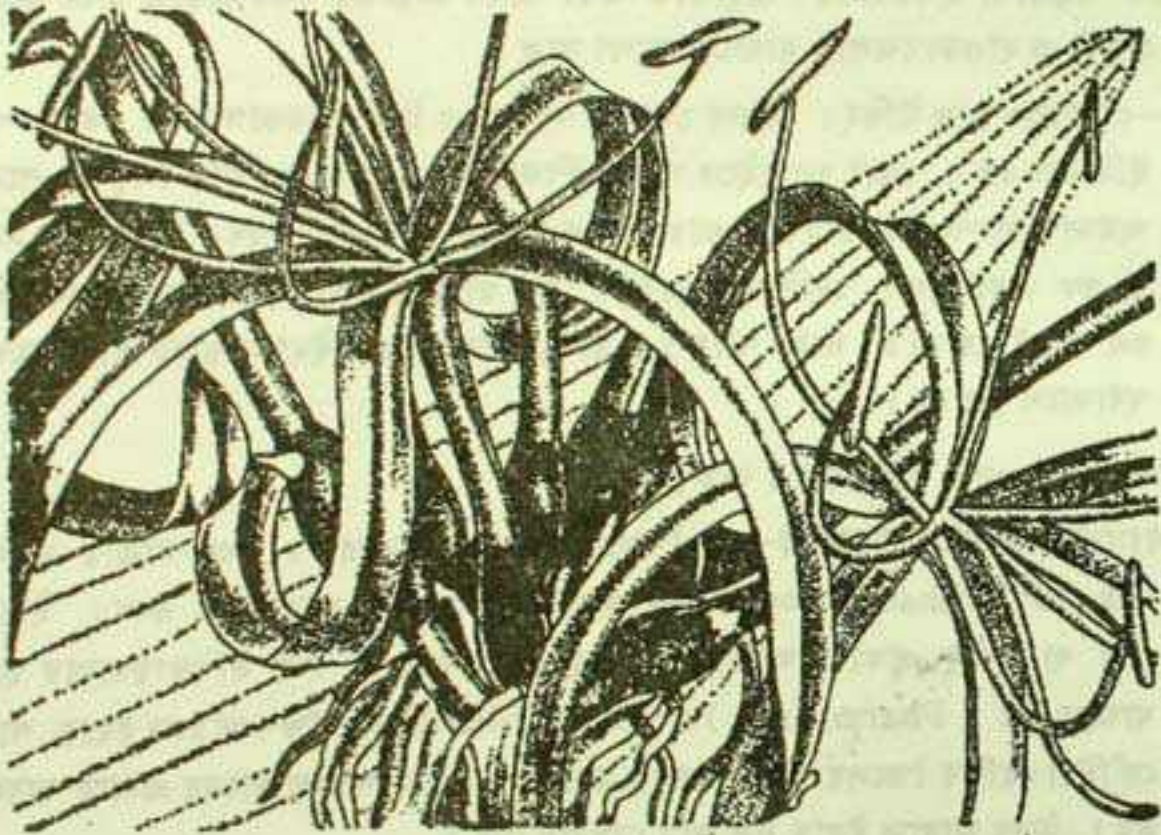
টাইকাডুল—বমনকারক ও ঘর্মকারক।

বীজ—বিষেচক, প্রক্রাবকারক, গিট, বলাইন।

পাতা—রেমানিঃসারক, চর্ম রোগ এবং যন্ত্রণা প্রশমনে উপকারী।

Fig :—Bot. Mag., t. 1073, 2908, 2239 ; Wight, Ic., t. 2021 ; Rheede. Hort. Mal., xi. t. 38 ; Benth & Trim. t. 275 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., T. 957.

Ref :—F.B.I., vi. 280 ; Roxb, F. I., ii. 134 ; B.P., ii 1061 ; Prain, H. H., 287.



597. *Crinum asiaticum* Linn. (দ্বিভূজ কাছর)

598. *C. zeylanicum* Linn. (সুখদর্শন)

C. latifolium Linn.

ভাষাপ্রসারী নাম :—সুখদর্শন—বাংলা ; সুখদর্শন—হিন্দি ; বিধ মজিল—তামিল।

সুদর্শনা সোমবল্লী চক্রাঙ্গা যধুপর্ণিকা।

সুদর্শনা স্বাত্তুরকা কক্ষশোফাশ্রবাতজিহ্বা ॥

ভাবপ্রকাশ :। শুড়্ঢ্যাদিবর্গ :।

মায়পর্ধ্যায় :—সুদর্শনা, সোমবল্লী, চক্রাঙ্গা, যধুপর্ণিকা এই ৪টি নাম।

শুগপর্ধ্যায় :—সুদর্শনা—স্বাত্তুরকা, উকবীর্ধ্য, কক্ষ, শোখ, স্বক্কদোষ এবং বাতরোগ নাশক।

জলস্রবান :—উড়িচা ও ছোটনাগপুরের অঞ্চলে জন্মে ; বঙ্গদেশের বাগানে দেখা যায়।

বৰ্ণনা :—গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। বহুবর্ষ জীবিত থাকে। কন্দ ৫-৬ ইঞ্চি, গোলাকার বা ত্রিভুজাকৃতি। গলদেশ মোটা ও ছোট। পত্র ২৪ ফুট লম্বা, ৩-৪ ইঞ্চি চওড়া, অগ্রভাগ সরু। পুষ্পগোড় পত্র ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা। ফুল খেতবর্ণ, উহাতে ঈষৎ বেগুনে কিছা ঘোর লাল বর্ণের দাগ আছে। ফুলের পুংকেশর অপেক্ষা স্ত্রীকেশর অধিক লম্বা। ফল ঈষৎ গোলাকার। *Rhumphius* ইহাকে *Tulip javanica* বলেন। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :— কন্দ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার কোষ পত্রদের বেলেডায়ায় ব্যবহৃত হয়। ইহার পাতার রস কান বেদনায় ব্যবহৃত হয়। Dr. Rheede বলেন, ইহার শিষ্ট কোষ গরম করিয়া অর্শে ও ফোড়ায় বনাইলে বেশ উপকার হয়। ইহার অপরাপর গুণ *C asiaticum*-এর তুল্য।

Dr. Rheede বলেন ইহার লিঙ্ক কন্দ ফোড়ায় দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়।

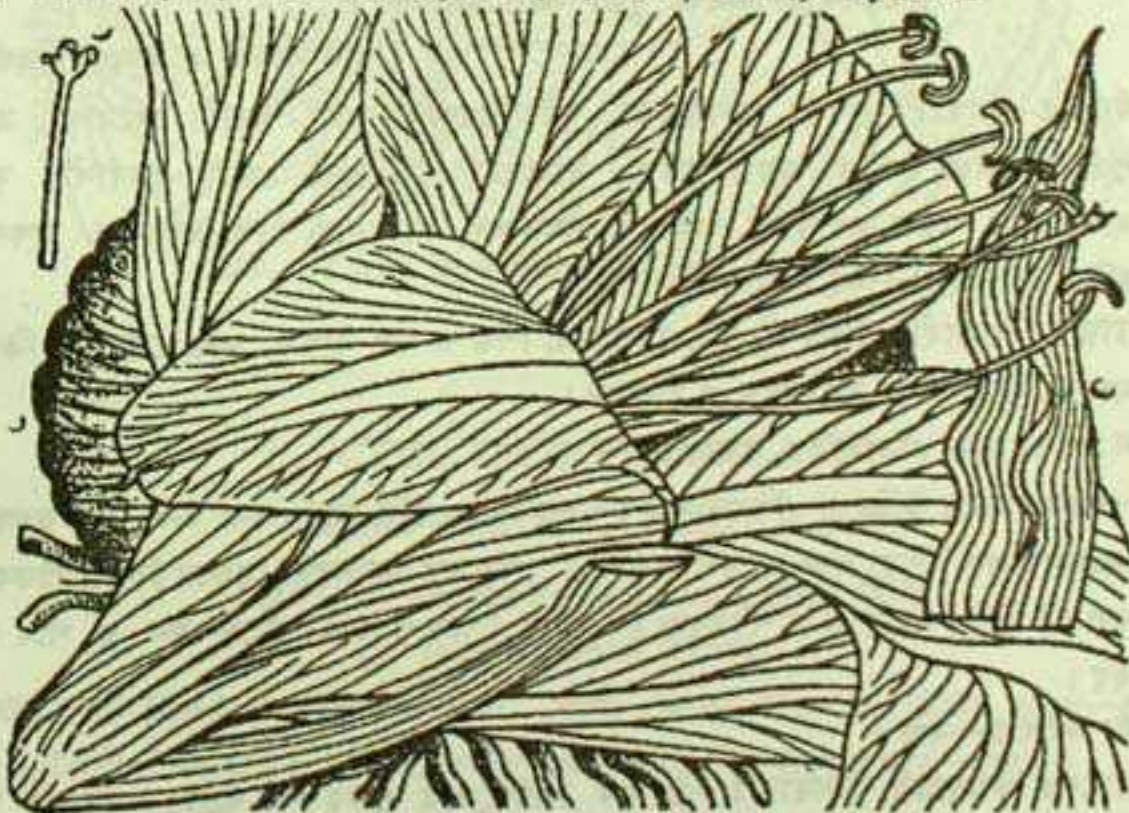
Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণ-পরিচয় :—

কন্দ :—ছেঁচিয়া এবং ঝলুগাইয়া ব্যবহারে চর্মের স্বক্ৰবর্ণতা আনয়ন করে। বাত, অর্শ এবং ফোড়ায় ব্যবহৃত হয়।

পাতার রস :—কানের বেদনায় উপকারী।

Fig :- Wight. Ic. t. 2019-2020 ; Rheede, Hort, Mal., xi, t. 39 ; Bot. Mag, tt. 1171, 2217, 2292 & 2466.

Ref :- F. B. I., vi, 283 ; Roxb., F. I. ii, 137 ; B. P., ii, 1061



598. *Crinum zeylanicum* Linn. (স্বপ্নদর্শন)

CVIL TACCACEAE.

Genus—TACCA. Forst.

599. *T. integrifolia* Ker. (বারাহীকন্দ)

T. aspera Roxb.

ভাষানুসারী নাম :—বারাহীকন্দ, শুকরী—সংস্কৃত ; বরাহীকন্দ—বাংলা ; গেঠি—হিন্দি ;
বারাহীকন্দ—মহারাষ্ট্র ; হিন্দিগেটে—কর্ণাট ; বাঙ্গলতিচেট্ট, পাতিতোকে, নেগতাড়ি-
চেট্ট—তেলেগু ; ডুংরকন্দ—বোম্বে ; হাণ্ডীগডি—কন্নড় ।

শ্রাবারাহী শুকরী ফোড় কণ্ডা
গুঠি বিবক্সেনকান্তা বরাহী ।
কৌমারী শ্রাব্দ ত্রুপুত্রী ত্রিনেত্রা
ফোড়া কণ্ডা গুঠিকা মাধবেষ্টা ॥
শুকরকন্দঃ ফোড়ো বনবাসী কুষ্ঠনাশনো বহুঃ ।
অমৃতচ্চ মহাবীৰ্য্যো মহৌষধিঃ শবরকন্দচ্চ ॥
বরাহকন্দো বীরচ্চ ত্রাপ্তকন্দঃ শুকন্দকঃ ।
বুদ্ধিদো ব্যাধিহস্তা চ বস্তুনেত্রমিতাহবরাঃ ॥
বারাহী তিস্তকটুকা বিষপিত্তকফাপহা ।
কুষ্ঠমেহক্রিমিহরা বৃদ্ধা কল্যা রসায়নী ॥

রাজনিঘণ্টু : মূলকাদিবর্গঃ ।

নাম পর্য্যায় :—বারাহী, শুকরী, ফোড়কণ্ডা, গুঠি, বিবক্সেনকান্তা, বরাহী, কৌমারী, ত্রু-
পুত্রী, ত্রিনেত্রা, ফোড়া, কণ্ডা, গুঠিকা, মাধবেষ্টা, শুকরকন্দ, ফোড়, বনবাসী, কুষ্ঠ-
নাশন, বহু, অমৃত, মহাবীৰ্য্য, মহৌষধি, শবরকন্দ, বরাহকন্দ, বীর, ত্রাপ্তকন্দ, শুকন্দক
বুদ্ধিদ, ব্যাধিহস্তা—এই আঠাশটি নাম ।

গুণপর্য্যায় :—বারাহী—তিস্তকটু বস, বিষদোষ, পিত্ত ও কফ নাশক, কুষ্ঠ, মেহ ও ক্রিমি,
নাশক, বীৰ্য্যবর্দ্ধক, বলকারক ও রসায়ন ।

জন্মস্থান :—চট্টগ্রাম, টেনাসরিম, বঙ্গদেশ ।

বর্ণনা :—কন্দপ্রাচীণ উদ্ভিদ । শিকড় বক্র । পত্র ৮-১৬ ইঞ্চি লম্বা এবং ৪-৮ ইঞ্চি চওড়া ।
অগ্রভাগ সরু, শিরা শক্ত । ফুল অবনত । সবুজের আভাযুক্ত বেগুনে কিংবা পীতবর্ণ ।
ফল ১৫ ইঞ্চি, লম্বাকৃতি ও শীতলযুক্ত । বর্ষার শেষে ও শরৎ কালে ফুল ও পরে ফল
হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—কন্দ ।

মূলগ্রন্থাংগের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহাকে নিঘণ্টুকার শুকরকন্দ বলেন । কারণ বহু
শুকরে ইহা থাকিতে অতিশয় ভালবাসে । ইহা হৃদ্মি কারক, গুঠিকর, বলকারক ও

কৃষ্ট রোগে হিতকর । *T. laevis*, *T. pinnatifida* প্রভৃতি উদ্ভিদের আলুর মত মূল হয়। ইহা হইতে একাধিক মত পালো বাহির হয় এবং পালো প্রস্তুতকারীরা এইগুলি হইতে পালো বাহির করিয়া বিক্রয় করে ।

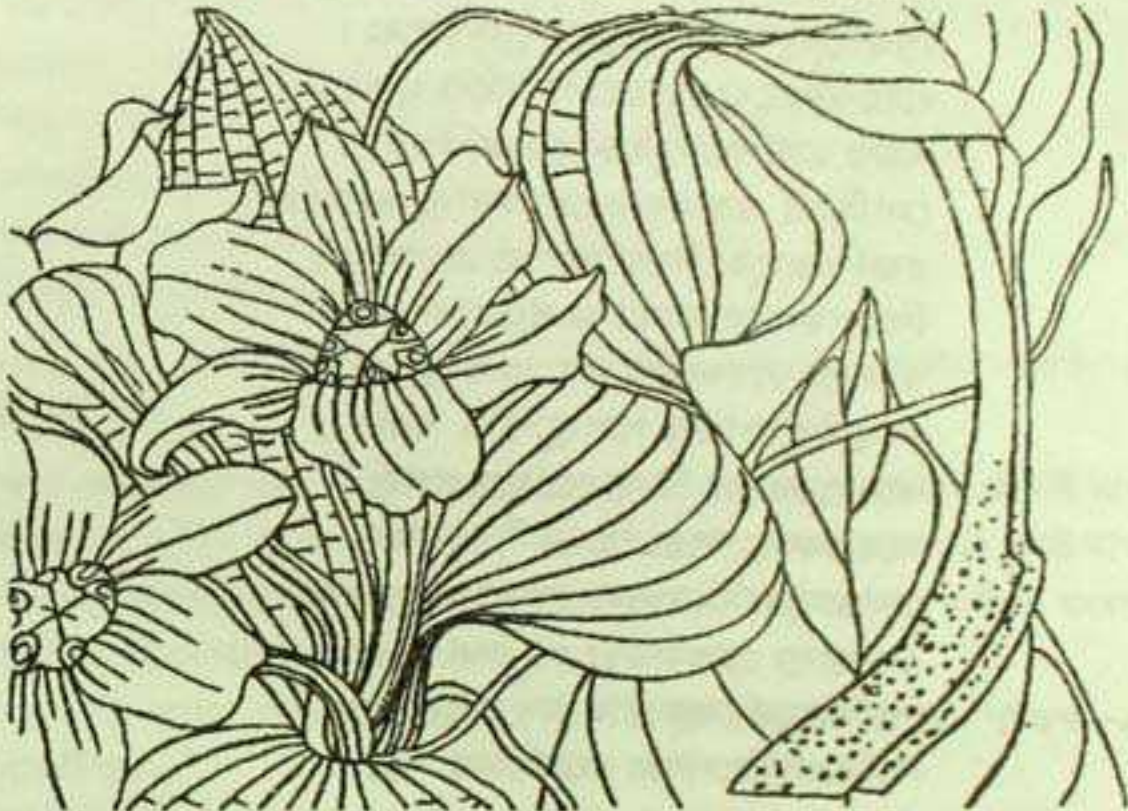
বৈজ্ঞান্যে ইহা ক্ষুধা ও বৃদ্ধির স্থানে ব্যবহৃত হয় ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

কন্দঃ—রসায়ন, বৃক্ষমোক্ষণগত রোগ, চর্মরোগ এবং কৃষ্টরোগে উপকারী ।

Fig :- Roxb., Cor. Pl, t. 257.

Ref:- F. B. I. vi. 287 ; Roxb., F. I. ii, 169 ; B. P. ii, 1063.



599. *Tacca integrifolia* Ker. (বারাহীকন্দ)

CVIII. DIOSCOREACEAE.

Genus—DIOSCOREA Linn.

600. *D. pentaphylla* Linn. (কাঁটা আলু)

D. jacquemontii Hook. f.

ভাষাসুসারী নামঃ—খারিগী—সংস্কৃত ; কাঁটা আলু—বাংলা ; কাঁটা আলু—হিন্দি ;
উলসী—মহারাষ্ট্র ; কাটুঝিলালু—তামিল ; ছুকাপেওলালু—তেলেগু ; কাঁটা
আলু—বোম্বে ।

ধারিণী ধারিণী চ বীরপত্রো সুকন্দকঃ ।
 কন্দালুর্বকন্দশ্চ কন্দান্তো দণ্ডকন্দকঃ ।
 মধুরো ধারিণীকন্দঃ কদপিভ্যামরাপহঃ ।
 রক্তদোষপ্রশমনঃ কুষ্ঠকণ্ডুভিমাশনঃ ॥
 পিণ্ডালুঃ শ্রাৎ গ্রন্থিলঃ পিণ্ডকন্দঃ
 কন্দগ্রন্থী রোমশো রোমকন্দঃ ।
 রোমালুঃ শ্রাৎসোহপি ভাস্কুলপত্রো ।
 লালাকন্দঃ পিণ্ডকোহয়ং দশাহরঃ ।
 পিণ্ডালুর্মধুরঃ শীতো মূত্রকৃচ্ছ্রমরাপহঃ ।
 দাহশোষপ্রমেহয়ো বৃষ্ণঃ সস্তপ্ণগো গুরুঃ ॥
 অত্যন্ত রক্তপিণ্ডালু রক্তালু রক্তপিণ্ডকঃ ।
 লোহিতো রক্তকন্দশ্চ লোহিতালুঃ ষড়াহরঃ ।
 রক্তপিণ্ডালুকঃ শীতো মধুরায়ঃ প্রমাণহঃ ।
 পিত্তদাহাপহো বৃষ্যো বলপুষ্টিকরো গুরুঃ ।
 কাসালুঃ কাসকন্দশ্চ কন্দালুঃ শ্বাসুকন্দ সঃ ।
 আলুর্বিশালপত্রশ্চ পত্রালুশ্চেতি সপ্তধা ॥
 কাসালুরুগ্রকণ্ডুভি-বাতশ্লেষ্মামরাপহঃ ।
 অরোচকহরঃ শ্বাসুঃ পথ্যো দীপনকারকঃ ॥
 ফোণালুলেহিতালুশ্চ রক্তপত্রো মূত্রকৃচ্ছ্রনঃ ।
 ফোণালুঃ শ্লেষ্মবাতয়ঃ কটুর্কো দীপনশ্চ সঃ ॥
 পাণিরালুর্জলালুঃ শ্রাৎ অমুপালুরবালুকঃ ।
 পাণিরালুজ্বিদোষয়ঃ সস্তপ্ণকরঃ পরঃ ॥
 নীলানুরসিতালুঃ শ্রাৎ কৃষ্ণালুঃ শ্যামলালুকঃ ।
 নীলানুর্মধুরঃ শীতঃ পিত্তদাহপ্রমাণহঃ ।
 শুভ্রালুর্মহিবীকন্দো লুণায়কন্দশ্চ শুক্লকন্দশ্চ ।
 সর্পাখ্যো বনবাসী বিষকন্দো নীলকন্দোহস্তঃ ॥
 কটুর্কো মহিবীকন্দঃ কদবাতামরাপহঃ ।
 মুখজাভ্যহরো রুচ্যো মহাসিদ্ধিকরঃ সিভঃ ॥
 কোলকন্দঃ ত্রিমিশ্রশ্চ পঞ্জলো বস্ত্রপঞ্জলঃ ।
 পুটালুঃ পুটপুটশ্চৈব পুটকন্দশ্চ সপ্তধা ॥
 কোলকন্দঃ কটুশ্চোক্ষঃ ত্রিমিদোষবিমাশনঃ ।
 বাস্তিবিজ্ঞর্দিশমনো বিষদোষ নিবারণঃ ।

বিষ্ণুকন্মা বিষ্ণুগুপ্তঃ হৃৎপুটে কহসম্পূটঃ ।
জলবাসো বৃহৎকন্মা দীর্ঘবৃন্তো হরিপ্রিয়ঃ ॥
বিষ্ণুকন্মা মধুরঃ শিলিরঃ পিত্তনাশকঃ ।
দাহশৌকহরো কচ্যঃ সন্তপর্ণকরঃ পরঃ ॥

রাজমিষট্ঠুঃ । মূলকাদিবর্গঃ ।

নাম পর্য্যায়ঃ—ধারিণী, ধারিণীয়া, বীরপত্র, হৃৎকন্মা, কন্মালু, বনকন্মা, কন্মালু, হৃৎকন্মা
এইগুলি নাম ।

অন্য প্রকার আলু আছে—পিণ্ডালু, গ্রহিল, পিওকন্মা, কন্মাগ্রহী, রোমশ, রোমকন্মা,
রোমানু, তাহলপত্র, লালকন্মা, পিওক, তাহার এই দশটি নাম ।

আর একপ্রকার আলু—রক্তপিণ্ডালু, রক্তালু, রক্তপিওক, লোহিত, রক্তকন্মা
লোহিতালু, তাহার এই ছয়টি নাম ।

অন্য প্রকার আলু—কালালু, কানকন্মা, কন্মালু, চালুক, আলু, বিশালপত্র, পত্রালু
তাহার এই সাতটি নাম ।

আর এক প্রকার আলু—ফোণালু, লোহিতালু, রক্তপত্র, বৃহৎকন্মা—তাহার এই
চারটি নাম ।

আর এক প্রকার আলু—পানিহালু, জলালু, অল্পপালু, বালুক—তাহার এই ৪টি নাম ।

অন্যপ্রকার আলু—নীলালু, অমিতালু, কৃষ্ণালু ও শ্রামালুক, তাহার এই চারটি নাম ।

আর এক প্রকার আলু—স্ত্রীহালু, মহিবীকন্মা, লুনারকন্মা, গুরুকন্মা, সর্পাখ্য, বনবাসী
বিষকন্মা, নীলকন্মা, তাহার এই আটটি নাম ।

অন্যপ্রকার আলু—কোলকন্মা, ক্রিমির, পঞ্চল, বজ্রপঞ্চল, পুটালু, হৃৎপুটে, পুটকন্মা—এই
সাতটি নাম ।

আর একপ্রকার আলু—বিষ্ণুকন্মা, বিষ্ণুগুপ্ত, হৃৎপুটে, বৃহৎসম্পূট, জলবাস, বৃহৎকন্মা,
দীর্ঘবৃন্ত, হরিপ্রিয়—তাহার এই আটটি নাম ।

গুণপর্য্যায়ঃ—ধারিণীকন্মা—মধুর রস, কফ ও পিত্ত রোগ নাশক । মূখবোম্ব, কুষ্ঠ ও কণ্ঠ
নাশক ।

পিণ্ডালু—মধুর রস, শীতবীৰ্য্য, মূত্রকৃচ্ছ, দাহ, শোথ এবং প্রমেহ নাশক, বৃন্ত সন্তপর্ণ ও
গুরুপাক ।

রক্তপিণ্ডালু—শীতবীৰ্য্য, মধুর অন্নরস । অমনশাক, পিত্ত ও দাহনাশক, বৃন্ত, বল ও
পুষ্টিকর এবং গুরুপাক ।

কালালু—উষ্ণবীৰ্য্য, কণ্ঠনাশক, বাতশ্লেষ্মারোগ নাশক, কঠিকারক, আত্ম, পথ্য এবং
অম্লক্ষীপক ।

ফোণালু—শ্লেষ্মা ও বায়ু নাশক, কটুরস, উষ্ণবীৰ্য্য এবং অম্লক্ষীপক ।

পানিহালু—জ্বিরোধনাশক এবং সন্তর্পণকারক।

নীলালু—মধুর রস, শীতবীৰ্য, পিত্ত, দাহ ও ভ্রমহর।

মহিবীকন্দ—কটুরস, উষ্ণবীৰ্য, কফ ও বায়ুরোগ নাশক, মুখের জড়তানাশক, কঠিকারক, মহাসিদ্ধি দাতা ও সিত।

কোলকন্দ—কটুরস, উষ্ণবীৰ্য, জ্বিরোধনাশক, পিপাসা ও বিচ্ছাদি নাশক এবং বিষ দোষ নাশক।

বিষ্ণুকন্দ—মধুররস, শীতবীৰ্য, পিত্তনাশক, দাহএবং শোথনাশক কঠিকর, এবং সন্তর্পণ কারক।

জন্মান্ধান :- বঙ্গদেশের সর্বত্র সেবা যায়।

বর্ণনা :- বৃক্ষারোহী লতানে উদ্ভিদ। ইহার কন্দ লম্বাকৃতি। তাঁটা ঝাঁটাযুক্ত নরম। পত্র নীচের দিকে খেতবর্ণ। পত্রিকা ২-৪ ইঞ্চি ও বিস্তৃত। অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, বোটা ছোট। পুং গুল্মনও ১-১ ইঞ্চি। ইহার অনেক শাখা প্রশাখা আছে। ফুলের ব্যাস ১৬ ইঞ্চি। বীজকোষ ৪-১ ইঞ্চি লম্বা। বীজ ৬-১ ইঞ্চি, পক্ষবিশিষ্ট। বর্ষা হইতে শীতকাল পর্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ব্যবহার্য অংশ :- কন্দ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :- ইহার মূল ও কন্দ ফোড়ার রক্ত অপসারিত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। আলু অতিশয় বলকারক।

Dioscorea (আলু) বহু প্রকারের আছে। ইহাদের গুণ সমতুল্যই প্রায় সমান। নিম্নে প্রধান প্রধান কয়েকটির নাম দেওয়া হইল :-

(a) *D. alata* Linn ইহাকে দেশে খাম আলু বলে (F. B. I. vi, 296 ; Roxb. F. I., iii, 797 ; B. P. ii, 1067 ; Prain, H.H., 288) এই আলুর চাষ হয়।

(b) Var. *globosa* Prain (চুপড়ি আলু) বাঙ্গলায় ইহার চাষ হয় (B.P. ii. 1067 ; F. B. I., vi, 296) ইহার সংস্কৃত নাম পিণ্ডালু।

(c) Var. *rubella* Prain (গড়ানিয়া আলু) ইহার চাষ হয় (F. B. I., vi 297 ; B. P., ii, 1067 ; Prain H. H., 289).

(d) Var. *purpurea* Prain (লাল গড়ানিয়া আলু)। এই আলুর সাধারণতঃ চাষ হয় (F. B. I., vi, 297 ; B. P. ii, 1067 ; Prain, H.H., 289) ইহার সংস্কৃত নাম বকালু।

(e) *D. fasciculata* Roxb. (জুহুনি আলু) বাঙ্গলায় চাষ হয় (F. B. I., vi, 296 ; B. P., ii, 1066, Prain, H. H., 288).

(f) *D. spinosa* Roxb. (দাঁড়া আলু)। জঙ্গলের ধারে জন্মে (B. P. ii, 1066 ; Prain, H. H., 288)।

কোন কোন উদ্ভিদবিজ্ঞানী *D. fasciculata* এবং *D. spinosa* কে পৃথক বলিয়া মনে করেন না এবং ইহাদের *D. esculenta* Burkill নামে অভিহিত করেন।

(g) *D. glabra* Roxb. (গোরা আলু)। এই আলু জঙ্গলের ধারে সচরাচর দেখা যায় (F. B. I. vi, 294 ; B. P., ii, 1067 ; Prain, H. H., 288)।

(h) *D. anguina* Roxb. (কুকুর আলু)। জঙ্গলের ধারে জন্মে। সচরাচর দেখা যায় না। (F. B. I. vi, 293 ; B. P., ii, 1066 ; Prain, H. H., 288)। ইহাকে এক্ষণে *D. puberula* B I বলা হয় ;

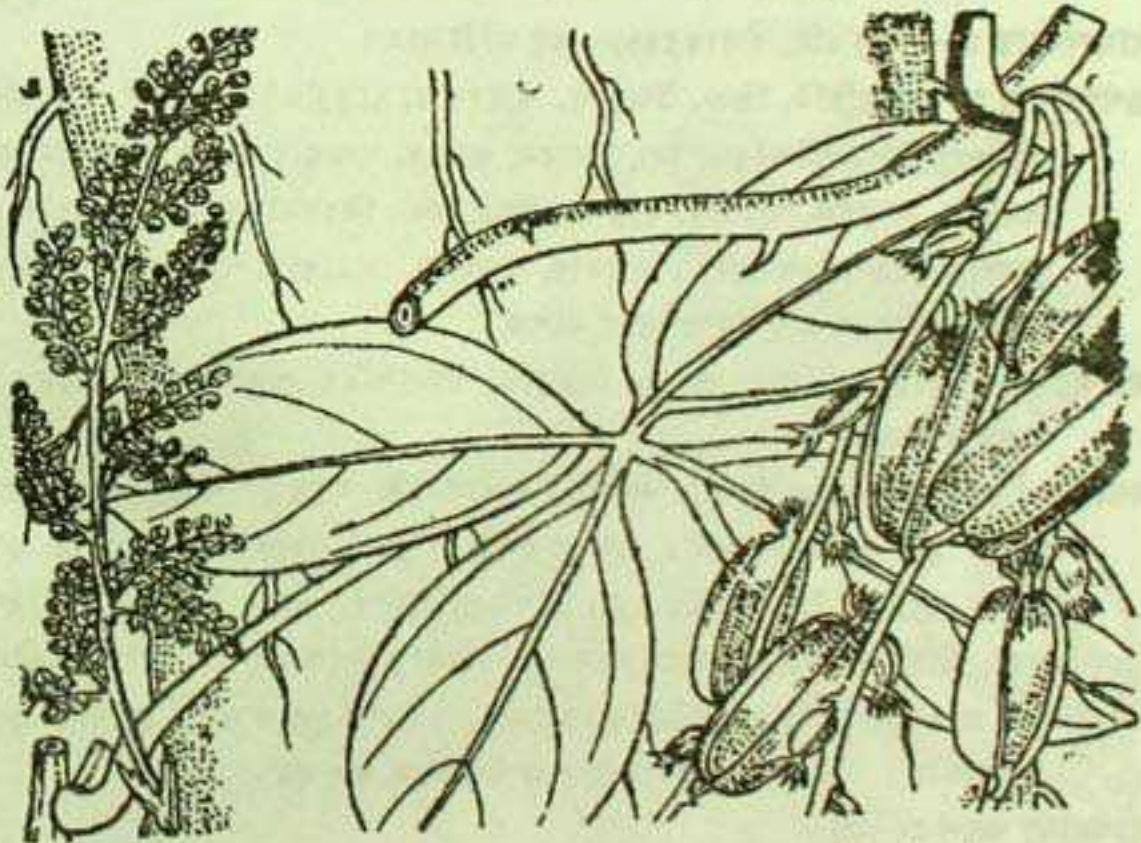
(i) *D. bulbifera* Linn (বুড়ালু)। জঙ্গলের ধারে সচরাচর জন্মে ও চাষ হয়। (B. P., ii, 1066 ; Prain, H. H., 288)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

কন্দ :—ফুলা নাশ করিতে ব্যবহৃত হয়। রসায়ন।

Fig :—Wight, lc., t. 814 ; Jacq. lc., t. 627 ; Rheede, Hort Mal. r. 34&35.

Ref :—F. B. I., vi 289 ; Roxb, F. I., iii. 806 ; B. P., ii. 1066.



600. *Dioscorea pentaphylla* Linn (কাটা আলু)

CIX LILIACEAE.

Genus—SMILAX, Linn.

(01. S. glabra Roxb. (তোপচিনি)

ভাষানুসারী নাম :—চোবচিনি, বীপান্তবচা—সংস্কৃত ; তোপচিনি—বাংলা ; চোবচিনি—
হিন্দি ; কোরিঙ্গে—তামিল ; পিরাচিচকা—তেলেগু ; কুৰ্ণ-এসিনি—মারব ;
চীনেপাও—মালাবার ।

বীপান্তবচা তিস্তা চোকা চাপ্তি প্রদীপনী ।
ধাতুৰুদ্ধিকরী বল্যা মলমূত্র বিশোধিনী ॥
ভারুণ্যদা পৌষ্টিকী চ বৃদ্ধা চৈব রসায়নী ।
গৰ্ভপ্রদা বদ্ধবিটকমাখ্যানোদ্যাদনাশিনী ॥
বাতঃ শূলমপস্মার-ধাতুক্ষয় বিনাশনী ।
অজগ্রহং ফিরজোপদংশং-মান্দ্যং কটীগ্রহম্ ।
পক্ষাঘাতমুরুস্তম্ব রাজযক্ষ্মত্রণী তথা
গণ্ডমালাং নেত্ররোগং শুক্রশোণিতদৌষকম্ ।
সৰ্ব্বাঙ্গকম্পবাতঞ্চ কুজবাতঞ্চ নাশয়েৎ ॥

নিঘণ্টু রত্নাকরঃ ।

মায়পর্ধ্যায় :—তোপচিনি, বীপান্তবচা—এই দুইটি নাম ।

গুণপর্ধ্যায় :—তোপচিনি, তিস্তা, উকবীচা, অগ্নিবর্ধক, ধাতুৰুদ্ধিকর, বলপ্রদ, মলমূত্রবিশোধক,
নববলপ্রদ, ধাতুপুষ্টিকারক, বৃদ্ধা, রসায়ন, গৰ্ভপ্রদ, মলরোধ নাশক, আন্মানহর, উন্মাদ
বিনাশক, বাতশূল, অস্মার, ধাতুক্ষয়, গাজবেদনা, ফিরজোপদংশ রোগ, কটীঘাত
পক্ষাঘাত, উরুস্তম্ব, রাজযক্ষ্ম, ব্রণরোগ, গণ্ডমালা, নেত্ররোগ, শুক্র ও শোণিতের দৌষ,
সৰ্ব্বাঙ্গ কম্পবাত ও কুজবাত রোগ নাশক ।

জন্মস্থান :—শ্রীহট্ট, খাসিয়া পর্বতের নিম্নভূমি, টেনাসরিন প্রভৃতি স্থানে জন্মে । আদিম
বাসস্থান চীনদেশ ।

বর্ণনা :—বৃক্ষাভোহী বহুদূর বিস্তৃত লতা । প্রশাখাগুলি নরম । পত্রের গোড়া তেজপত্রের
মত । ফুল ক্ষুদ্র ও খেতবর্ণ । ফুলের হুঁড়ি চেপ্টা ও লম্বাকৃতি । পাপড়ি ক্ষুদ্র । গু-
কেশর ছোট । Dr. Roxburgh বলেন যে, ইহার পত্রের নিম্নদেশ খেতবর্ণ । এই
লতা শ্রীহট্ট ও গারো পাহাড়ে জন্মে । তথাকার লোক ইহাকে 'হরিণমূক চীনা' বলে ।
ইহা প্রায় চীন-দেশীয় তোপচিনির সমান । ইহার মূল ভারী, দেখিতে ফুলের মত
গোলাকার । শরৎকালে ইহার ফুল ও শীতকালে ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—মূল ।

মূলগ্রন্থাণের ঔষধার্থে ব্যবহার :—মাসামের পার্বত্য জাতিরা ইহার শিকড়ের টাটকা রস
কত আয়াম কবিত্তে ও জনন-বহুরোগে ব্যৱহার করে (Watt) ।

তোপচিনি শুষ্ক ও শোলিতের দোষ নাশক। পক্ষাঘাত ও কটিবাতে ফলপ্রসূ। গুটু বর্জক, গর্ভপ্রসূ ও নেত্ররোগ নাশক।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

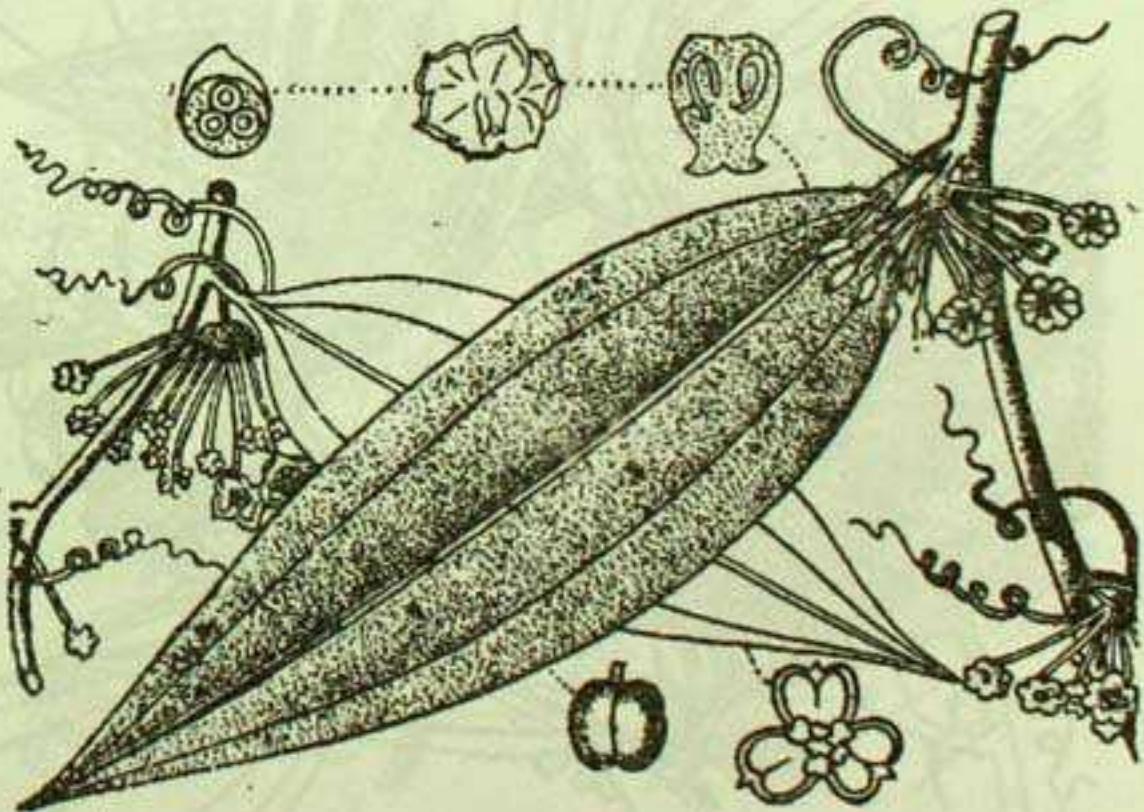
ট্যাট্কা শিকড়ের কাথ :—নিফিলিস ও গণোদ্রিয়া রোগে ও ঘায়ে উপকারী।

মন্তব্য :—তোপচিনি শব্দের অর্থ চীনদেশীয় কাঠ। *Smilax Glabra* নামক উদ্ভিদের কন্মা-কৃতি মূলকে চোবচিনি বলে। ইহা চীনদেশ হইতে আনীত হয়। Roxburgh বলেন, এই উদ্ভিদ ত্রিহট ও গারো পর্বতেও আছে। যে চোবচিনি ভারী, বাহার বর্ণ গোলাপ ফুলের মত এবং বাহার গাট নাই, তাহাই উত্তম এবং ঔষধার্থ প্রশস্ত। কোন ইউনানী ঔষকার বলেন, কচিং তাজা চোপচিনিও এদেশে আনীত হইয়া থাকে। এইরূপ কতকগুলি তাজা চোপচিনির মূল তিনি মুর্শিদাবাদে রোপণ করিয়াছিলেন। ইহাদের পত্র ও প্রতান নির্গত হইয়াছিল। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে তিনি খনন করিয়া দেখিয়াছিলেন ঐ চোবচিনির যথেষ্ট অপকর্ষ অন্নিয়াছে এবং গুণও চীন হইতে আনীত চোবচিনির তুল্য নহে।

তোবচিনি ঘর্ষকর এবং অপক ফোটক ও অর্জুনাদি বসাইয়া দিতে পারে। দীর্ঘ কালের শিরঃপীড়ায় অনস্থমূলের সহিত তোপচিনি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তোপচিনি পেষণপূর্বক হস্তপদের ক্ষীতিতে প্রলেপ দেওয়া হয়।

Fig:—Seem., Bot. Herald. Voy., 420., 100 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med Pl., t. 964,

Ref :—F. B. 1. vi, 302 ; Dymock, iii, 500.



601. *Smilax glabra* Roxb. (তোপচিনি)

602. *S. lanceaefolia* Roxb. (শুটিয়া সাকচিনী)

জাৰাণুসারী নাম :—শুটিয়া সাকচিনী—বাংলা ; তোপচিনি—হিন্দি ।

জন্মস্থান :—খাসিয়া পাহাড়, মণিপুর, গাছো পাহাড়, বৰ্মা ও শ্যামদেশ ।

বৰ্ণনা :—পত্র ৪-৬ ইঞ্চি দীর্ঘ, ১-২ ইঞ্চি চওড়া, গোলাকার এবং লম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু।
 বোটা ২-৪ ইঞ্চি। শাখা নরম, অল্প কীটা আছে। পত্রের কিনারা অবনত। ফুলের
 ব্যাস ৪ ইঞ্চি। পুষ্পবৃত্ত মোটা ও চেপ্টা। ফলের ব্যাস প্রায় ৪ ইঞ্চি। বর্ষাকালে ফুল
 হয় ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—মূল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার নরম মূল *Smilax China* (চীনে
 তোপচিনি)-র মত বিখ্যাত নহে। ইহার টাটকা শিকড়ের রস খাইলে বাতের
 বেদনা দূর হয় এবং মূল পেষণ করিয়া বেদনাকুস্ত স্থানে প্রলেপ দিলে বেদনা আশ্বাস হয়
 (Roxburgh)।

Glossary :—সংস্কৃত গুণপরিচয় :—

টাটকা মূল :—রসবাত্তে বিশেষ উপকারী। রস নিংড়াইয়া লইবার পবে সিটাগুলি
 ব্যথিত স্থানে প্রলেপ দিলে উপকার হয়।

Fig :—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t, 965.

Ref :—F. B. I. vi, 308 ; Roxb. F. L. iii, 792.



602. *Smilax lanceaefolia* Roxb. (শুটিয়া সাকচিনী)

603. *S. macropylla* Roxb. (কুমারিকা)
S. zeylanica Lfnn.

ভাষান্তরী নাম :—কুমারিকা—বাংলা; জংলী-মাউনরা—হিন্দি; ওটি—মহারাষ্ট্র;
 মালইটো-সাহাই—তামিল; কোওটামারা—তেলেগু; কালটামারা—মালয়।
 আতকীর—সাঁওতাল।

অবস্থান :—ছোটনাগপুর, পশ্চিমবঙ্গ, চট্টগ্রাম।

বর্ণনা :—বড় কটকময় লতা। পত্র ৬-১৮ ইঞ্চি, অগ্রভাগ সরু, কৃত্তমণ্ড গোলাকার।
 বোটা ১-১½ ইঞ্চি, অভিশয় শক্ত ও সরু। লতা শক্ত, কটকময়। পত্রের উপরি-
 ভাগ মসৃণ। পুষ্পও ১-১½ ইঞ্চি। ঠোঁটে অনেক শাখা প্রশাখা আছে। ফল ১-১½
 ইঞ্চি। বীজ প্রত্যেক ফলে ১-২টি থাকে। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—মূল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ভারতের বহু স্থানে ইহার শিকড় জনন-রক্তের রোগে
 সার্সাপেলিলার পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। সামন্তালের ইহা শরীরের নিয়ন্ত্রণের বাতে
 ব্যবহার করে। নেপালের অধিবাসীরা গণোবিরা রোগে ইহার মূল ও আনা মাজার
 ব্যবহার করে (Watt)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল :—সিফিলিস, গণোবিরা রোগে ব্যবহৃত হয়। রক্ত-শূন্য আমাশয়ে উপকারী।

Fig :—Wight, lc., t. 809 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med, PL, t. 966.

Ref :—F. B. I., vi, 310 ; Roxb., F. I., iii, 794 ; B. P. ii. 1071 ; Prain, H
 H., 289.



603. *Smilax macropylla* Roxb. (কুমারিকা)

Genus—ASPARAGUS Linn.

604. A. racemosus Willd. (শতমূলী)

ভাষাভেদে নামঃ—শতাবরী—সংস্কৃত, শতমূলী—বাংলা; সফেদমূলী, শতাবর, শতওয়ার—হিন্দি; লঘু শতাবরী, আসবলী—মহারাষ্ট্র; শতাবরী—শ্রীলঙ্কা; কিশ্বিপ-অবসজী—কর্ণাট; চন্ন, এন্ড্রমাটিটেটাচন্ন—হেলেন্ড; গুণদস্তি—ফ্রান্স; শকাহ্নমিস্ত্রী—আরব।

শতাবরী শতপদী পীবরীন্দীবরী বরী।
 ভীকরুপীর্ষা বীপিকা বীপিকা হমরকটিকা ॥
 সূক্ষ্মপত্রা স্থপত্রা চ বহুমূলী শতাহরয়া।
 নারায়ণী স্বাহরয়া শতাহরয়া লঘুপর্ণিকা ॥
 আশ্বশল্যা জটামূল্য শতবীৰ্য্য মহোদনী।
 মধুরা শতমূল্য চ কেশিকা শতনেত্রিকা ॥
 বিখাখ্যা বৈষ্ণবী কার্ফী বাসুদেবী বরীন্দনী।
 দুর্ঘর্য্য তেজবরী চ স্ত্রীকায়াজিৎ শতাহরয়া ॥
 মহাশতাবরী বীরা তুলিনী বহুপত্রিকা।
 সহস্রবীৰ্য্য স্থরমা মহাপুরুষদস্তিকা ॥
 উর্দ্ধকণ্ঠা মহাবীৰ্য্য ফণিজিহ্বা মহাশতা।
 শতবীৰ্য্য স্থবীৰ্য্য চ নামানি স্ত্রীকায়াজিৎ ॥
 শতবীৰ্য্যে হিমে বৃষে মধুরে পিস্তজিৎ পরে।
 কফবাতহরে তিস্তে মহাশ্রেষ্ঠে রসায়নে ॥
 শতাবরীদয়ং বৃদ্ধং মধুরং পিস্তজিৎ বিষম।
 মহতী কফবাতহরী তিস্তা শ্রেষ্ঠা রসায়নে ॥
 কফপিস্তহরাস্তিস্তাস্ত্রা এবাহুরাঃ স্ত্রীকায়াজিৎ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শতাহরাদিবর্গঃ।

নামপর্যায়ঃ—শতাবরী, শতপদী, পীবরী, ইন্দীবরী, বরী, ভীক, বীপা, বীপিকা, বীপিকা, হমরকটিকা, সূক্ষ্মপত্রা, স্থপত্রা, বহুমূলী, শতাহরয়া, নারায়ণী, স্বাহরয়া, শতাহরয়া, লঘুপর্ণিকা, আশ্বশল্যা, জটামূল্য, শতবীৰ্য্য, মহোদনী, মধুরা, শতমূল্য, কেশিকা, শতনেত্রিকা, বিখাখ্যা, বৈষ্ণবী, কার্ফী, বাসুদেবী, বরীন্দনী, দুর্ঘর্য্য, তেজবরী—এই তেত্রিশটি নাম।

মহাশতাবরী, বীরা, তুলিনী, বহুপত্রিকা, সহস্রবীৰ্য্য, স্থরমা, মহাপুরুষদস্তিকা, উর্দ্ধকণ্ঠা, মহাবীৰ্য্য, ফণিজিহ্বা, মহাশতা, শতবীৰ্য্য, স্থবীৰ্য্য—এই তেরটি মহাশতাবরীর নাম।

শুণপার্থ্যায় :—শতাবরী, শীতবর্ধ, বৃষ্ণ, মধুর বস, পিত্তনাশক, কফ ও বায়ুনাশক, বিপাকে তিক্তবস, শ্রেষ্ঠ রসায়ন, শতাবরীষয় বৃষ্ণ, মধুর বস, পিত্তনাশক, অত্যন্ত কফ ও বায়ুনাশক, বিপাকে তিক্তবস, শ্রেষ্ঠ রসায়ন, শতাবরী অধ্ব—কফপিত্ত নাশক, তিক্তবস।

জলস্ফাটন :—সমগ্র ভারতে দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া ও ২৪ পরগণার জলস্ফাটনের ধারে দেখা যায়। বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার জলস্ফাটে বহু পরিমাণে জন্মে।

বর্ণনা :—লম্বা, ইতস্ততঃ গড়ানে বৃক্ষবোহী লতা, ইহার অনেক শাখা প্রশাখা হয়। শিকড় আলুর মত অনেক ধরে। কাটা ১-২ ইঞ্চি, সরল অথবা বক্রাকৃতি। পুষ্পমঞ্জরী ১-২ ইঞ্চি, ইহার অনেক শাখা-প্রশাখা হয়। পুষ্পও সর, ক্ষীণ, ১ ইঞ্চি; ফুল সৌগন্ধযুক্ত ১-২ ইঞ্চি; ক্রীপুষ্পের মতক ছোট, লম্বাকৃতি—ঈষৎ বেগুনে। ফল গোলাকার। ইহাতে ১-২টি বীজ থাকে। শতমূলী সচরাচর নদীর তীরবর্তী উর্বরা জমিতে জন্মে। গাছের পত্র ছোট, শাখা কটকিত। বর্ষার প্রথমে ইহার মূল হইতে গাছ বাহির হয়। গাছের ফুল ছোট, খেতবর্ণ ও সৌগন্ধযুক্ত। মহাশতাবরী ইহারই মত। ইহার গাছ অধিক লম্বা, মূল মোটা ও বহু সংখ্যক লম্বাকৃতি মূল থাকে। শরৎকালে ইহার ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—মূল।

বৈজ্ঞানিক শতমূলীর ব্যবহার।

চরক :—(১) মূত্রমার্গ হইতে রক্তস্রাবে শতমূলী—কাচা শতমূলী ১ তোলা, গোন্ধুর ১ তোলা, জল দেড় পোয়, গাণ্ডূষ মাধপোয়া, ক্ষীর পরিভোজ্যসাবে কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে, প্রস্রাবহার হইতে বেদনার সহিত রক্তস্রাব নিবৃতি পায় (চিঃ ৪ অঃ)। (২) রক্তাতিসারে শতমূলী—রক্তাতিসারী, শতমূলী উত্তমরূপে পেয়পূরক গব্যদুগ্ধের সহিত সেবনপূরক দুগ্ধমাত্র ভোজন করিবে কিংবা শতমূলী কফ সাহিত দ্বিত বথামাত্র পান করিবে (চিঃ ১০ অঃ)। (৩) বাতপিত্তোষণবিসর্পে শতমূলীকন্দ—শতমূলীকন্দে শতমূলীকন্দ পেয়পূরক ওষধি বিসর্পাক্রান্ত অঙ্গ লেপন করিবে (চিঃ ১১ অঃ)। (৪) অপস্মারে শতমূলী—দুগ্ধের সহিত পিষ্ট শতাবরী সেবন, অপস্মারে হিতকর (চিঃ ১৫ অঃ)।

সুশ্রুত :—(১) অদৃষ্ট অর্শে শতাবরী—দুগ্ধের সহিত শতাবরী পেয়পূরক পান করিলে অদৃষ্ট অর্শ প্রশমিত হয় (চিঃ ৬ অঃ)। (২) তৈলকর্ণগতে শতাবরী—তৈল কর্ণগত হইলে কর্ণে ক্ষতি, বেদনা, প্রবণশক্তি—বৈগুণ্য এবং কর্ণস্রাব ঘটিয়া থাকে। ইহার প্রতীকারার্থ সর্বদা দ্বিতমধুযুক্ত শতাবরীর বসে কর্ণ প্রতিপূরণ করিবে (বহ্নিঃ ১ অঃ)। (৩) শকুনী প্রতিষেধার্থ শতাবরী—শকুনীগ্রহাক্রান্ত শিশুকে শতাবরী মূল ধারণ করাইবে (উঃ ৩০ অঃ)। (৪) বাতজ্বরে শতাবরী—গুড়ুচি ও শতাবরীর বস সমভাগে লইয়া পুরাতন গুড়যোগে সেবন করিলে বাতজ্বর বিনষ্ট হয় (উঃ ৩২ অঃ)।

(৫) স্বরভেদে শতাবরী—কফজন খবডল হইলে গোমুজের সহিত শতমূলীচূর্ণ পান করিবে (উ: ৫০ অ:)।

বাগ্ভট:—রাত্রাক্ষে শতাবরী—শতমূলীর পত্র গব্যাত্তে ভাজিয়া, রাতকানা রোগী ভোজন করিবে (চি: ১৩ অ:)। (২) রসায়নার্থ মহাশতাবরী—মহাশতাবরীর কঙ্ক ও কাথ যোগে দ্বত পাক করিয়া মাত্রাহুসাবে পান করিলে, বিকারচৌর জীবিভাপহরণ করিতে পারে না (উ: ৩২ অ:)।

হারীত:—মুত্রকৃষ্ণে শতমূলী—শীতল জলের সহিত শতমূলীচূর্ণ পান করিলে মুত্রকৃষ্ণ প্রশমিত হয় (চি: ২৯ অ:)।

চক্রদন্ত:—(১) বাতরক্তে শতমূলী—দ্বতের চতুর্থাংশ শতমূলীকঙ্ক, সমভাগ গব্যাত্ত এবং চতুর্গণ শতমূলীর রসের সহিত দ্বতপাক করিয়া পান করিলে বাতরক্তে প্রশমিত হয়। (২) পিত্তশূলে শতমূলী—প্রাতঃকালে মধুর সহিত শতমূলীর রস পান করিলে পিত্তশূল, দাহ এবং সর্ষপ্ৰকার পিত্তবিকার প্রশমিত হয় (শূল চি:)।

ভাবপ্রকাশ:—রক্তপিত্তে শতাবরী—শতমূলী ২ তোলা, জল দেড় পোয়া, গব্যাত্ত আধ-পোয়া, কীরপরিভায়াহুসাবে কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার:—শতমূলীর টাটকা মূলের রস মধুর সহিত খাইলে পৈত্তিক উদরাময় এবং অজীর্ণ নাশ করে (শালধর)।

শতমূলী কামোত্তেজক, রসায়ন ও অতিশয় পুষ্টিকর। ইহার যোগে শতাবরী তৈল ও নারায়ণী তৈল প্রস্তুত হয়।

বেল, ভূতভৈরবী (*Prema integrifolia*), সোনা, পালতে মাদার, পাকল (*Stereospermum suaveolens*), গছভাজুলিয়া, (*Paederia foetida*), অশ্বগন্ধা এবং বেতপূর্ণবার শিকড় ও গোন্ধুর, বটিকাঠী, বৃহত্তে, বালী (*Sida cordifolia*) অতিবালী প্রত্যেক ২০ তোলা লইয়া সমস্তগুলি ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া সিকি থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিতে হইবে। এই কাথে ৪ সের শতমূলীর রস, ৪ সের তিল তৈল, ১৬ সের ছাগ বিধা গোহুদ্র মিশ্রিত করিতে হইবে। অনন্তর বৃক্ষজীরা, দেবদারু (*Cedrus Deodara*) কাঠ, জটামাংসীর শিকড়, শীলায়স (*Styrax officinalis*), বচ, চন্দনকাঠ, টগরপাতুকা অথবা শিউলিগাল (*Limanthemum cristatum*), হুড়, এলাচ, শালপানি, পুন্নিগণী (*Desmodium gangeticum*) গোরকচাকুলিয়া (*Uraria lagopoides*), মুগাণী (*Phaseolus trilobus*) এবং মাষপণী (*Teramnus labialis*), অশ্বগন্ধার শিকড়, হাঙ্গা, পূর্ণবা, মৈন্দব লবণ, প্রত্যেকটি ৪ তোলা পরিমাণ লইয়া যে বহু হইবে উহা উপরিউক্ত তৈলে মিশ্রিত করিবে। এই তৈল ব্যবহার করিলে পুষ্ক অধিক ক্রীসলম করিতে সমর্থ হয় এবং জীর্ণ পুঞ্জীভূত করিতে সক্ষম হয়। ইহা ঘোনিশূল, শিরঃশূল, কাটলাপাতু, গৃধ্রগী, হীহা, বহুং, শোধ, মেহ, দাহ, বাতরক্ত, বাতপিত্ত, আধান ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি নাশক।

বসায়নের অল্প শতাব্দী যুত প্রাপ্ত। প্রাপ্তপ্রণালী যুত ৪ সেব, শতাব্দীর বস ৪ সেব, চুড় ৪০ সেব এইগুলি পাক করিয়া ইহার সহিত চিনি, মধু ও পিপুল যোগ করিতে হয়। তিল তৈল, গোহুড় কিংবা ছাগহুড়, শতমুলীর বস এবং অপরাপর ত্রাবাযোগে বিদুতৈল প্রস্তুত হয়। ইহা আয়বিক যোগে হিতকর।

শতমুলীর বস, তিলতৈল, পলাশ কাথ, ঘোল, চুড় ও অপরাপর ত্রাব্যের মণ্ডযোগে প্রমেহমিহির তৈল প্রস্তুত হয়। ইহা লিজে মর্দন করিলে পুরাতন গণোরিয়া ও অপরাপর মূত্রযন্ত্রের রোগ আশাম হয়। শতমুলীর যোগে মর্দন করিয়া কামদেববস ও কন্দর্পহৃদয় বস প্রস্তুত হয়।

ইহার মূল মূত্রকর, বসায়ন, আক্ষেপনাশক, উদরাময় ও বৃক্ক-আমাশয়-নাশক। Dr. Baden Powel বলেন যে, ইহা বসন্তরোগের প্রতিষেধক। ইহার বক্ষিত মূল ধূমপাত্রে যোগে হিতকর। বৈজ্ঞানিক ইহা মেদা ও মহামেদার পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল :—উত্তাপনাশক, শ্লিষ্টকর, প্রস্রাবকারক, কামোদ্দীপক, বসায়ন, উদরাময়নাশক, আমাশয় প্রতিষেধক, স্তন্যহৃত্ত বর্ধক এবং পুষ্টিগেয় শ্লিষ্টকর ঔষধ হিসাবে গণ্য হয়।

মন্তব্য :—চরক, বয়ঃস্থাপনবর্ণে “অতিবস” পাঠ করিয়াছেন। স্তুতপ্রতি, বাতসংশমনবর্ণে (হৃ: ৩২ অ:) শতাব্দী পাঠ করিয়াছেন। বলকাংকরূপে—ইহা শুক্রকরক দৌর্বল্য, এবং ক্ষয়কাস প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয় (কেরি, ২য় খঃ, ৬১৩ পৃ:)।

Fig. :—Wight, lc., t. 1056 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med, Pl., t, 968.

Ref. :—F.B.I., vi, 316 ; Roxb., F. I., ii, 151 ; B. P., ii, 1070 ; Prain, H. H., 289.



604. *Asparagus racemosus* Willd. (শতমুলী)

Genus—ALOE. Linn.

605. A. vera Linn. (দ্বতকুমারী)

A. barbadensis Mill.

ভাষানুসারী নাম :—দ্বতকুমারী, কচ্ছা, কুমারী—সংস্কৃত ; দ্বতকুমারী—বাংলা ; খিউকুমারী—হিন্দি ; কুবাবি, কোরফু, কোরফাটা—মহারাষ্ট্র ; কুবাব—গুজরাট ; নোরিসব—কর্ণাট ; কোমারিকা—সিংড়ম । খিউবাব, কাট্টালী—তামিল ; পিন্নগোরিণ্টকলবন্দ, বিরজাজিভোগে, ঘুনমসরম—তেলেগু ; দত্তথতেসিন্ন—ফ্রান্স ; মক, তাজা ডনুপে—বর্ম্মা ।

গৃহকন্ধ্যা কুমারী চ কচ্ছকা দীর্ঘপত্রিকা ।
 শ্বলেক্কা দ্বতঃ কন্ধ্যা বহুপত্রাহমরাহজরা ॥
 কণ্টকপ্রাবতা বীরা ভূমেষ্ঠা বিপুলত্রবা ।
 ত্রক্ষরী তরুণী রামা কপিলা চান্দুধিত্রবা ॥
 স্ককণ্টকা শ্বলদলেত্যেকবিংশতিনামকা ॥
 গৃহকন্ধ্যা হিমা তিস্তা মদগন্ধিঃ কফাপহা ।
 পিত্তকাসবিসংখাস কুষ্ঠরী চ রসায়নী ॥

রাজমিষট্ : পর্পটাদিবর্গঃ ।

নাম পর্য্যায় :—গৃহকন্ধ্যা, কুমারী, কচ্ছকা, দীর্ঘপত্রিকা, শ্বলেক্কা, দ্বত, কচ্ছা, বহুপত্রা, অমরা, অজরা, কণ্টকপ্রাবতা, বীরা, ভূমেষ্ঠা, বিপুলত্রবা, ত্রক্ষরী, তরুণী, রামা, কপিলা, অধুধিত্রবা, স্ককণ্টকা, শ্বলদলা—এই একশটি নাম ।

গুণপর্য্যায় :—গৃহকন্ধ্যা—শীতবীৰ্য, তিক্তরস, মদগন্ধি এবং কফনাশক । পিত্ত, কাস, বিষদোষ, খাস ও কুষ্ঠ নাশক এবং রসায়ন ।

জন্মস্থান :—ভারতের অনেক স্থানে বাগানে চাষ করে । দক্ষিণ ভারতের অনেকস্থানে জঙ্গলের কিনারায় নানাজাতীয় দ্বতকুমারী দেখা যায় । হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান জেলার অনেক বাগানে রোপণ করে এবং বাড়ীর নিকটস্থ স্থানে টবে বসাইয়া দেয় । ইহার আদিম বাসস্থান আরব ও সকোট্রাধীপ ।

বর্ণনা :—ইহার পত্র দীর্ঘ ও মোটা । পত্রের কিনারায় কাঁটা আছে । ইহার পাতার ভিতর হইতে প্রচুর রস নির্গত হয় । পুষ্পগু লম্বা লাঠির দ্যায় । ফুল লেবু রং বিশিষ্ট । শীতের শেষে ফুল ও ফল হয় ।

ইহার রস হইতে মুসকর তৈয়ারী হয় । প্রাচীন সংস্কৃত বৈজ্ঞান্যে মুসকরের উল্লেখ নাই । মুসকর চামড়ায় বাধিয়া আরব দেশ হইতে এদেশে চালান আসে ।

মুসকর চারি প্রকার—(১) সকেট্রাইন (২) আরব দেশীয় (৩) জাকিরাবাদ (৪) মহীপুর ।

মুসকর প্রস্তুত প্রণালী :—ঘুতকুমারীর কাণ্ডের নিকট মাটিতে ছোট ছোট গর্ত করিয়া সেই স্থানে ছাগচর্ম বিস্তৃত করে এবং বাঁধিপুটে, কণ্ঠিত ঘুতকুমারীর পত্রের প্রান্তদেশ ছাগচর্মের উপর কৃত্রিমভাবে ৩৪ থাকে সজ্জিত করিয়া রাখা। ৩৪ ঘণ্টার মধ্যে কণ্ঠিত পত্র হইতে সমস্ত রস ছাগচর্মে আসিয়া পড়ে, এই রস ফিকে পীতবর্ণ, ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল নহে। এই রস চামড়ায় রাখিয়া দেয় এবং তরল অবস্থাতেই আরব দেশে প্রেরিত হয়। মালখানেক থাকিলে উহার অসীম অংশ লোপ পাইয়া বন হয় এবং অমটি বাঁধিয়া যায়। এই কঠিন পদার্থ মুসকর রূপে ভারতে প্রেরিত হয়। ভাল মুসকর দেখিতে সোনালী স্বাদে। উপর দিক কঠিন, ভিতরে কোমল ও হৃগ্ধযুক্ত। ইহার ফুলগুলি ধূসরবর্ণ বা লেবুরং বিশিষ্ট। আরবদেশীয় মুসকর প্রস্তুত প্রণালী :—। ঘুতকুমারীর পত্র পেয়ণ করিয়া যে পর্যন্ত না উহার রস তরল হয় তাবৎ পা দিয়া মর্দন করে ও কিছুদিন পরে এই রস গাঢ় হয় ও বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করে। এই প্রকারে মুসকর তৈয়ারী হয় বলিয়া আরবের মুসকর অনেক পছন্দ করে না। কিন্তু ইহার ভেষজ গুণ প্রধান। আরবের মুসকর কৃষ্ণবর্ণ, হিঙ্গুযুক্ত। ইহার টুকরা পীতাত হৃদয়, হৃগ্ধযুক্ত।

আফ্রিকার মুসকর—কাঠিয়ারাওয়ার নিকটবর্তী আফ্রিকার মুসকর কৃষ্ণবর্ণ, উজ্জ্বল ছোট অংশগুলি পীতাত। ইহার গুঁড়া ফিকে পীতবর্ণ।

মহীশূর মুসকর—এই মুসকর শিল্পকার্যে ব্যবহৃত হয়।

Var. *officinalis* Forsk. বাংলায় এই গাছকেও ঘুতকুমারী বলে, ইহার হিন্দি নাম কুমারী। এই গাছ বঙ্গদেশে ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে বহু অবস্থায় দেখা যায়। ইহার ফুল লালের আভাযুক্ত লেবুরং বিশিষ্ট। পত্রের মূলদেশ বেগুনে স্বা বিশিষ্ট। সম্ভবতঃ ইহাকে *A. perfoliata* বলে।

Var. *littoralis* Koen. ইহাকে বাংলায় ছোট আনারস বলে। এবং হিন্দিতে ছোটো কানবার বলে। Dr. Anislie ইহার সংস্কৃত নাম কুমারী দিয়াছেন। এই গাছ অতিশয় ছোট, ফুল পীতবর্ণ, পাতার গোড়া অপরগুলির অর্ধেক পরিমাণ এক পাতা ফিকে সবুজবর্ণ। ইহা মাত্রাজ প্রেসিডেন্সির দক্ষিণে সমুদ্রতীরে দেখা যায়।

বৈজ্ঞানিক ঘুতকুমারীর ব্যবহার।

জীবপ্রকাশ :—(১) কামলায় কুমারী—কামলারোগীকে ঘুতকুমারীর রসে নলা করিলে কামলা প্রশমিত হয় (কামলা চি:)। (২) গুণ্ডা কুমারী—গুণ্ডারোগী গব্যদুত যোগে ঘুতকুমারীর শাঁস সেবন করিলে (গুণ্ডা চি:)।

শাখাধর :—গ্ৰীষ্মায় কুমারী—হরিজাচূর্ণ যোগে ঘৃতকুমারীর রস সেবন করিলে গ্ৰীষ্ম ও অগচীবোগ প্রশমিত হয় ।

মূল গ্রহাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ঘৃতকুমারী বহুতের ক্রিয়াবর্ধক, আর্দ্র-রজ-প্রাব-কারক ও ক্রিমি নিঃসারক । অল্পমাত্রায় সেবন করিলে ইহা পাচক ও বহুতের বগবর্ধক এবং ধারক । মুসকর খাইলে, শুন, বহু ও কটীর অভ্যন্তরস্থ ইন্দ্রিয় সকলের উত্তেজনা হয় ; এই কারণে ইহার দ্বারা গর্ভপ্রাব হয় ও পুংসবীর্যের অতিশয় উত্তেজনা হয় । মুসকরে জীলোকের শুষ্ক বাড়িয়া থাকে । শিশুদের নাভিতে বেড়ির তৈলের সহিত মুসকর মর্দন করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় ।

মুসলমান বৈজ্ঞানিক ইহাকে মুহবিবেচক, ক্রিমিনাশক ও বলকারক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । ইহা চক্ষুর জ্যোতি বাড়াইয়া দেয় ও চক্ষুর পাতার—অঁচিল নাশ করে ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ :—অগ্ন্যুদ্দীপক, বিবেচক, ক্ষতপ্রাবকারক, ক্রিমিনাশক, অর্শে ও মলদ্বারের যত্নায় উপকারী ।

শুক্ররস :—বিবেচক, কোষ্ঠ কাঠিন্যে উপকারী—

টাট্কারস :—বিবেচক, শিথ, জ্বরে উপকারী ।

ভাঁটা :—ক্ষতবদ্ধে উপকারী ।

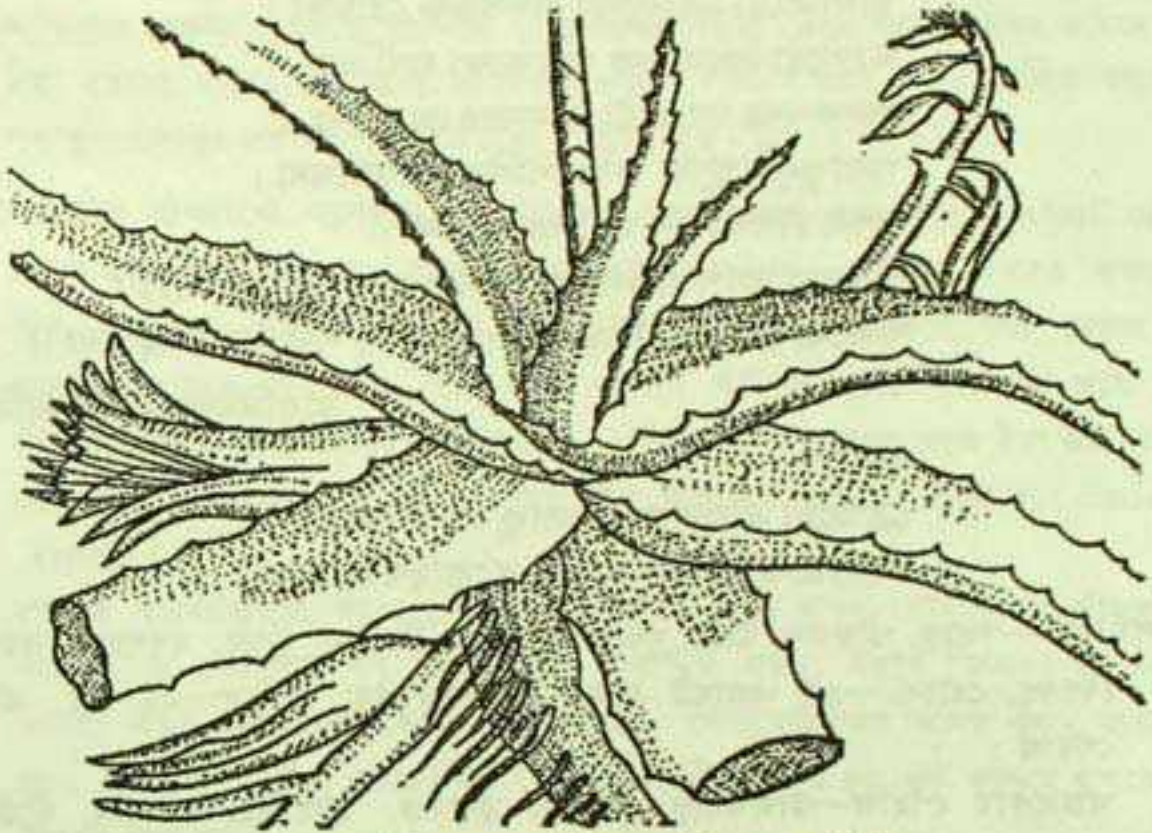
মূল :—খুলে উপকারী ।

মন্তব্য :—চরক, সুশ্রুত ও ধর্মশাস্ত্রীয় নিয়মটুতে মুসকরের উল্লেখ নাই । পরবর্তী সংগ্রহ-কারকগণের গ্রন্থে আমরা মুসকরের উল্লেখ দেখিতে পাই ;

মুসকর অধিকমাত্রায় সেবিত হইলে রজ-প্রাবকারী ও মুসকর বৃহদন্তের নিদ্রাথশে বিশেষতঃ গুদদেশে (Rectum) ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে । এবং কুহনের সহিত প্রচুর অকঠিন মল পাত্তিত করে । ভুক্ত মুসকর রক্তে মিশ্রিত ও সঞ্চালিত হইয়া অন্তের শেষধরাকলা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া থাকে । সজোজাতশিশুকে মধু সহ মর্দিত মুসকর সেহন করাইলে গর্ভমল ("কাগু") স্বাভাৱ বহির্গত হয় । বৃদ্ধবয়সের দৌৰ্ব্বল্যোৎপাদক পীড়া, ব্যায়ামবর্জনপূর্বক শয্যাসনস্থিতি রতি এবং পুনঃপুনঃ গর্ভ-রূপজন্ত যে কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মিয়া থাকে, তাহা দূরীকরণার্থ মুসকর সেবন করা উচিত ।

Fig. :—Flora Graeca, t. 341 ; Bot, Mag., 14, t. 472.

Ref :—F. B. I., vi, 264 ; Dymock, iii, 467 ; Watt., i, Pt. I, 186 ; A
Vulgaris Lam., B. vera নামান্তর মাত্র ।



605. Aloe vera Linn. (দ্বতকুমারী)

Genus ALLIUM Linn.

606. A. cepa Linn. (পেঁয়াজ)

ভাষানুসারী নাম :—পলাতু—সংস্কৃত ; পেঁয়াজ—বাংলা ; পিয়ারাজ—হিন্দি ; খেতকান্দা—
মহারাষ্ট্র ; উল্লি—কর্ণাট ; কান্দ—বোম্বে ; ছললী—গুজরাট ; নীকলিচট্ট—তেলেগু ;
বেল্লুয়ম্, ইকলি—তামিল ; প্যাজ—ফ্রান্স ; বসল্—আরব ; লুস্ত—সিংহুয় ।

পলাওস্তীক্ষকম্ভট উল্লী চ মুখদূষণঃ ।
শূদ্রপ্রিয়ঃ ক্রিমিস্বচ্চ দীপনো মুখগন্ধকঃ ॥
বহুপত্রো বিশ্বগন্ধো রোচনো রুদ্রসংলক্ষকঃ ।
শেতকম্ভট ভজেকো হারিত্রোহস্ত ইতি বিদ্যা ॥

পলাণ্ডুঃ কটুকো বল্যঃ কফপিত্তহরো গুরুঃ ।
 বৃহচ্চ রোচনঃ স্নিগ্ধো বাস্তিদোষ বিনাশনঃ ॥
 অন্ত্যো রাজপলাণ্ডুঃ স্ত্রীং যবনেঠো নৃপাহরয়ঃ ।
 রাজশ্লিষ্যো মহাকন্দো দীর্ঘপত্রচ্চ রোচকঃ ॥
 নৃপেঠো নৃপকন্দচ্চ মহাকন্দো নৃপশ্লিষ্যঃ ।
 রক্তকন্দচ্চ রাজেঠো নামান্যত্র ত্রয়োদশঃ ॥
 পলাণ্ডুর্নৃপপূর্ব্বঃ স্ত্রীং শ্লিষ্যঃ পিত্তনাশনঃ ।
 কফকন্দোপনৈচ্চ বহুনিদ্রাকরস্তথা ॥
 বক্ষ্যতে নৃপপলাণ্ডুলক্ষণং ক্ষারতঃ ক্রমমুরো কুচিপ্রদঃ ।
 কণ্ঠশোষণমনোহতিদীপনঃ স্নেহ্যপিত্ত শমনোহ তিব্রংহণঃ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । মূলকানিবার্গঃ

চরকে—

স্নেহ্যলো মারুতরশ্চ পলাণ্ডু নট পিত্তহরঃ ।
 আহারযোগী বল্যশ্চ গুরু বৃহদোহথ রোচনঃ ॥

নামপরিচয়ঃ—পলাণ্ডু, তীক্ষ্ণকন্দ, উরী, মুখদূষণ, শূলশ্লিষ্য ক্রিমির, দীপন, মুখগন্ধক, বহুপত্র, বিবগন্ধ, রোচন,—এই এগারটি নাম । খেতকন্দ এবং হারিষ্য—এই দুই প্রকার পেরাজ ।

অন্যপ্রকার পেরাজ—রাজপলাণ্ডু, যবনেঠ, নৃপাহর, রাজশ্লিষ্য, মহাকন্দ, দীর্ঘপত্র, রোচক, নৃপেঠ, নৃপকন্দ, মহাকন্দ, নৃপশ্লিষ্য, রক্তকন্দ, রাজেঠ—এই তেরটি নাম ।

গুণপরিচয়ঃ—পলাণ্ডু—কটুরস, বলকারক, কফ ও পিত্তনাশক, গুরুপাক, বৃহা, রোচক, দ্বিধ এবং বমন নিবায়ক ।

রাজপলাণ্ডু—পাকাস্তর গুণসম্পন্ন, শীতবীৰ্য্য, পিত্তনাশক, কফনাশক ও অগ্ন্যাদীপক এবং অতিমিত্রাকারক ।

নৃপপলাণ্ডু—তীক্ষ্ণকান্দ, মধুর রস, কটিকারক, কণ্ঠশোষণাশক, অতিক্রম অগ্ন্যাদীপক, কফ ও পিত্তনাশক ও অতিবৃহা ।

চরকের অভিमत—(সূত্রস্থান—২৭ অঃ) পেরাজ স্নেহকারক, বায়ুনাশক, অত্যন্ত পিত্তকারক, আহারের সহযোগী, বলকারক, গুরু, বৃহা ও রোচন ।

জন্মস্থানঃ—ভারতের সর্বত্র চাষ হয় ।

বর্ণনা—পত্র দীর্ঘনলাকার সবুজবর্ণ । ইহার উপরিভাগে সবুজবর্ণ ও লম্বা পুষ্পদণ্ড বাহির হয় । পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগে গুচ্ছবদ্ধ খেতবর্ণ ফুল হয় । পেরাজ তিন প্রকার, যথা—দেশী বড় পেরাজ, দেশী ছোট পেরাজ, ইহারা দেখিতে লালবর্ণ এবং বসে পেরাজ, এই পেরাজের কন্দ অতিকায় বৃহৎ । শীতকালে ও শীতের পরে পেরাজের ফুল ও ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশঃ—কোষ, বীজ, পত্র ।

বৈজ্ঞানিক পলাণ্ডুর ব্যবহার ।

চরক : (১) নাসিকা ছইতে রক্তপাতে পলাণ্ডু—নাসিকা ছইতে রক্তস্রাব ছইলে, পলাণ্ডুর বসের নস্ত গ্রহণ করিবে (চিঃ ৫ অঃ)। (২) রক্তার্শে পলাণ্ডু—অর্শ রোগীর অতিমাত্রা রক্তস্রাব ছইতে থাকিলে যুগ্ম বাগুদসহ বিছা কেবল পলাণ্ডু সেবন করিবে। ইহা কেবল রক্তবোধক নহে, বাতনাশকও বটে (চিঃ ২ অঃ)। (৩) হিঙ্গাশ্বাসে পলাণ্ডু—পলাণ্ডুর নস্ত গ্রহণ করিলে হিঙ্গা প্রশমিত হয় (চিঃ ১২ অঃ)।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—পেঁয়াজের কোষ ছইতে একপ্রকার (volatile oil) প্রস্তুত হয়—উহা উত্তেজক, মূত্রকর এবং সর্দি নিবারক। পেঁয়াজ কখনও কখনও ছর, শোধ ও সর্দিতে ব্যবহৃত হয়। ইহা পুরাতন বক্ষঃপ্রদাহ, পেট বেদনা ও রক্তাশ্রিতা রোগে হিতকর। ইহা বাত প্রয়োগ করিলে চর্মের আরক্ততা জন্মে ও গদ্যম করিয়া দিলে পুষ্টিসের কাজ করে। দেশীয় কবিরাজগণের মতে ইহা উগ্র এবং পেট কাঁশায় ব্যবহৃত হয়। পেঁয়াজের গন্ধে ঘরে সর্প আসিতে পারে না (Baden Powel)।

পেঁয়াজ কামোত্তেজক, কাঁচা পেঁয়াজ ঋতুকর। কোন স্থানে বোলতা বা ভীমরূলে কামড়াইলে পেঁয়াজের রস দিলে যন্ত্রণা নিবারিত হয়। ইহার জিতবেব রস গদ্যম করিয়া কাণে দিলে কাণ-বেদনা আরাম হয়। পেঁয়াজের তৈল অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হয়। পেঁয়াজের গুঁড়া চায়েব মত খাইলে নিদ্রাহীনতা দূর হয় এবং কান্দুনে বালকেরা ইহাতে শান্ত হয়।

পেঁয়াজের কোষের পিষ্টরস লবণের সহিত চক্ষে দিলে রাতকানা আরাম হয় এবং ইহার কোষ পুষ্টিসের কাজে ব্যবহৃত হয়। পেঁয়াজ ছেঁচিয়া নাকে ধরিলে হিষ্টিরিয়া ঐশ জীলোকের হিষ্টিরিয়া আরাম হয়। পেঁয়াজ কামলা, রক্তস্রাব ও জলাতক রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহা বাটিয়া বিছার কামড়ের স্থানে দিলে যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

পেঁয়াজ কফ ও ক্ষয়-রোগে হিতকর। ইহা তিনিগায়েব সহিত মিশাইয়া খাইলে গলায় বা আরাম হয়। ইহার কাথ সর্দি নাশক। পেঁয়াজের রস সরিষার তৈলের সহিত বাত-বেদনায় মালিশ করিলে বাত আরাম হয় (watt)।

পেঁয়াজ অতিমাত্রায় সেবন করিলে বিবমিষা, মূত্রবোধ, রক্তমূত্র, অশ্রের প্রদাহ ও আক্ষেপ এবং হৃদযন্ত্রের কার্যশক্তির লোপ ছইয়া দ্রুত পৰ্য্যন্ত ঘটতে পারে। সর্দিতে ইহা Tartar emeric এর সহিত ব্যবহৃত হয়।

চুসুচুসু প্রদাহের প্রথম অবস্থায় কখনও পেঁয়াজ ভক্ষণ করিবে না ; হৃদ-মৌর্কলা-জাত শোধ রোগে ছর না থাকিলে, বাত, অশ্মরী, শর্করা-রোগ ও চর্মবিকারে তিউটেসিস ও লবণস্থ পেঁয়াজ মূত্রকারক রূপে ব্যবহৃত হয়। তরল কানরোগে যদি পেঁয়াজ তাহের

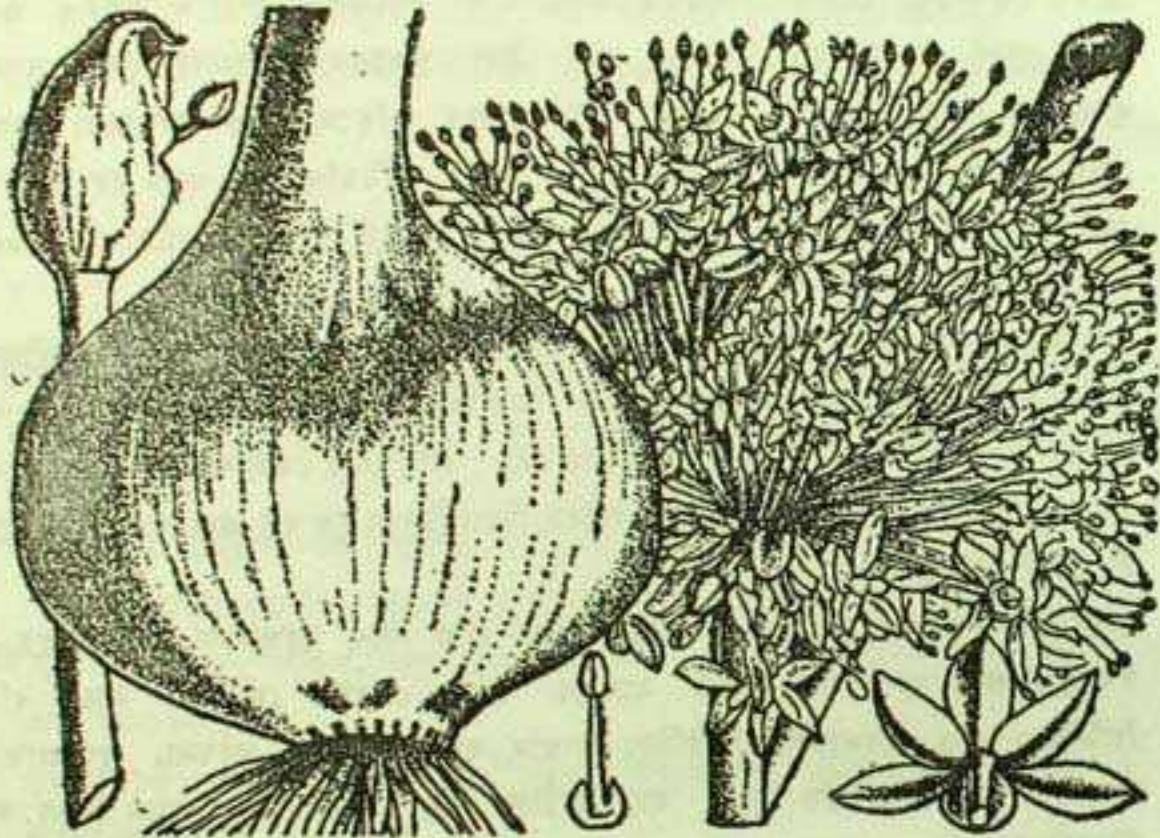
মত ও অতি অল্প পরিমাণে বাহির হয় তবে পেঁয়াজের সিরাপ বিশেষ হিতকর (R.N. khori, ii, 616)।

Glossary : সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় :—

পেঁয়াজ—উত্তেজক, প্রস্রাবকারক, প্লেয়ানি;সারক, কামোদ্দীপক, ঋতুপ্রাবকারক, পেটের বায়ুনাশক ও আমাশয়ে উপকারী।

Fig :—Bot. Mag., 36, t. 1469 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 970 A.

Ref :—F. B. L. vi, 337 ; Roxb., F.L., ii, 142 ; B. P. ii, 1076 ; Prain, H. H., 289.



606. *Allium cepa* Linn. (পেঁয়াজ)

607. *A. sativum* Linn. (রসুন)

ভাষাভাসারী নাম :—রসোন—সংস্কৃত, রসুন—বাংলা ; লসুন, লহশন্—হিব্রি ; পাটরী লসণু—মহারাষ্ট্র ; বিলীয় বেঙ্গুলি—কর্ণাট ; লসন—গুজরাট ; তেল্লা—উত্তরাপ্রদেশ ; তেল্লা-বলি—তেলেগু ; বলইপাণ্ডু—তামিল ; সীহ—ফার্সি ; হুন্—ইন্দু-দ্বীপ—আরব ।

রসোনো লসুনোহরিটো য়েস্ককন্দো মহৌষধম্ ।

ভুতয় শ্চোগ্রগজন্ত লসুনঃ শীতমর্দকঃ ॥

রসোমোহরসোমঃ শ্যাম গুরুকঃ কফবাতশুৎ ।
 অকুচিক্রিমিক্রোমঃ শোফক্লমঃ রসায়নঃ ॥
 রসোম উষঃ কটুপিচ্ছিলমঃ স্নিগ্ধো গুরুঃ স্বাদুরসোহ তিবল্যঃ ।
 বৃহদ্রসঃ মেধাস্বরবর্ণ চকুৰ্ভগ্নান্ধিসজ্জৰ্ভানকরঃ স্তম্ভীক্লঃ ॥
 রসোমোহরো মহাকন্দো গৃগ্ননো দীৰ্ঘপত্রকঃ ।
 পৃথুপত্রঃ শূলকন্দো যবনেটো বলে হিতঃ ॥
 গৃগ্ননস্ত্র মধুরং কটু কন্দং নালমপ্যুপদিশস্তি কষায়ম্ ।
 পত্রসফয়মুশস্তি চ তিস্তং সুরয়ো লবণমস্মি বদস্তি ॥
 হ্রোগ-জীর্ণজ্বর-কৃষ্ণিশূল বিবকগুণ্ডাকুচিক্লমঃ শোফাম্ ।
 দুৰ্গাম-কুষ্ঠামিলসাদজন্ত-কফায়মান হস্তি মহারসোনঃ ॥

উধা চরকে

ক্রিমি কুষ্ঠ ফিলাসায়ো বাতরো গুণ্ডানাশকঃ ।
 স্নিগ্ধশ্চৈক্লমঃ বৃহদ্রসঃ লগুনঃ কটুকে গুরুঃ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । মূলকাদিবর্ণঃ ॥

নামপর্যায়ঃ—রসোন, লগুন, অবিষ্ট, মেছকন্দ, মহৌষধ ভূতর, উগ্রগন্ধ, শীতমর্ষক—এইগুলি
 নাম । অস্ত্রপ্রকার—মহাকন্দ, গৃগ্নন, দীৰ্ঘপত্রক, পৃথুপত্র, শূলকন্দ, যবনেট, বলেহিত
 এইগুলি গৃগ্নন বহুনের নাম ।

গুণ পর্যায়ঃ—রহন—অন্নরস, গুরুপাক, উষ্ণবীৰ্য, কফ, ও বায়ুনাশক । অকুচি, ক্রিমি,
 হ্রোগ, ও শোথ নাশক এবং রসায়ন । খেতবর্ণ রহন—উষ্ণবীৰ্য, কটু, পিচ্ছিল,
 স্নিগ্ধ, গুরুপাক, বিপাকে মিষ্টরস, অতিশয় বলকারক, রসায়ন, মেধা, স্বর, বর্ণ, ও
 চক্ৰ পক্ষে হিতকর, জ্বর অস্মি সজ্জানকারক এবং অত্যন্ত তীক্ষ্ণ । গৃগ্নন রহন কন্দ—
 মধুর,—কটুরস । নাল—কষায় রস । পত্রের রস—তিস্ক । পণ্ডিতেয়া—বলেই ইহার
 নালাগ্রে লবণ রস আছে ।

মহারহন বা রক্ত রহন—হ্রোগ, জীর্ণজ্বর, কৃষ্ণিশূল, বিবক, গুণ্ডা, অকুচি, মূত্রক্লম,
 শোথ, অর্শ, কুষ্ঠ, বায়ুরোগ, ক্রিমি এবং কফ দোষ নাশ করে । চরকের অভিমত—
 রহন ক্রিমি, কুষ্ঠ, ফিলাসনাশক বাতর, গুণ্ডানাশক, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, বৃহৎ, কটু ও গুরু
 (নৃঃ—২৭ অঃ) ।

অঙ্গাঙ্গানিঃ—সমগ্র ভারতে চাষ হয় । হুক্তপ্রদেশে অধিক চাষ হয় । তৎপর গাড়োয়াল,
 কুমায়ন, পাঞ্জাব এবং কাশ্মীর, বঙ্গদেশ, হগলী, হাওড়া, ২৪-পরাগণা, বর্ডমান, বাঁকুড়া
 প্রভৃতি জেলায় চাষ হয় ।

বর্ণনাঃ—ইহার কাণ্ড পৰ্যদাকুল, গুণ্ডাভাণ্ডীয় উজ্জ্বল । গাছের সোফা হইতে অনেক
 সরু সরু খেতবর্ণ শিকড় বাহির হয় । কাণ্ড কোবাকুল, ছাড়াইলে পরদার পরদার
 খুলিয়া যায় । পত্র চেপ্টা, পুশদণ্ড ঠিক মধ্যস্থল হইতে বাহির হয়, ইহা অতিশয়

নবম। পুষ্পদণ্ডের মস্তকে গুচ্ছবদ্ধ খেতবর্ণ ফুল হয়। শীতকালে বহুনের ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—কোষ, মাতা, কোষ-ছাড়ান বহন—২-৮ আনা।

টৈলকে রসনের ব্যবহার।

চরক :—(১) বিষমজ্বরে রসোন—পিষ্টরসোন, তিলতৈলসহ, ভোজনের পূর্বে সেবন করিবে। এবং মেধা, উষ্ণবীৰ্য্য ত্রয় এবং মাংস ভোজন করিবে, (চি: ৩ অ:)। (২) বাতগুচ্ছে রসোন—অপক গুটক রসোন ৩২ তোলা, ২ সের জল এবং গোছ ২ ছটাক মিশাইয়া ঘৃৎপাত্রে ঘৃৎজলে পাক করিবে—দ্রব অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া রসোন ফেলিয়া দ্রব লইয়া বাতগুটীকে পান করিতে দিবে (চি: ৫ অ:)। ৩। অপস্মারে রসোন—তিল তৈলের সহিত রসোন, অপস্মার রোগীকে পান করাইবে (চি: ১৫ অ:)।

সুশ্রুত :—(১) বিষমজ্বরে রসোন—বিষমজ্বরীকে প্রাতঃকালে গব্য ঘৃতের সহিত ধোষাছাড়ান রসোন সেবন করাইবে (উ: ৩২ অ:)। (২) শোথে রসোন—ক্ষয় রোগী, রসোন সেবনের নিয়ম পালন পূর্বক রসোন সেবন করিবে (উ: ৪১ অ:)।

চক্রদন্ত :—বাত স্লেষ্মজ শূলে রসোন—বাহ্য বাত স্লেষ্মজ শূল রোগ হইয়াছে তাহাকে প্রাতঃকালে আত্মবদন্ত কোন মন্ডের সহিত রসোন সেবন করাইবে। ইহা বাত স্লেষ্মজ শূল নাশক এবং অগ্নিবীতিকর (শূল—চি:)।

বঙ্গসেন :—বাতব্যাদিতে রসোন—গব্য ঘৃতের সহিত অপিষ্ট রসোন সেবন করিয়া, দ্রব গুট অন্ন বাঞ্ছন ভোজন করিবে। ইহা বিবিধ বাত রোগ নাশক।

ভাবপ্রকাশ :—কতের ক্রিমিমাশার্থ রসোন—কতে পিষ্ট রসোনের প্রলেপ দিলে কতস্থিত ক্রিমি বিনষ্ট হয় (ত্রপ—চি:)।

মূল ঔষধাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বহন গরম, মুত্ৰবিবোচক। ইহা পেট কাপা নিবারক মুত্রকর, পরিপাকবস্ত্রের পীড়া নিবারক, কতুকর ও বলকারক। ইহার রস কর্ণে দিলে, কর্ণ বেদনা ও কর্ণ রোগ আরাম হয়। ইহা হইতে একপ্রকার volatile oil প্রস্তুত হয়, বহন ছেঁচিয়া চোয়াইয়া লইলেই তৈল পাওয়া যায়। এই তৈল শোধন করিলে কোন বর্ণ থাকে না। বহন ক্রিমি-নাশক। ইহা হাঁপানী, সাধারণ পক্ষাঘাত মুখের পক্ষাঘাত ও বাত রোগে ব্যবহৃত হয়।

বহনের রস মাখায় দিলে চুল পাকে না। বালকদের তড়কাই বহন মালিশ করিলে বেশ ফল পাওয়া যায়। মুত্ৰস্থলীর দুর্বলতার জন্য মূত্ররোধ হইলে ইহার পুণ্ডিস

দিলে উপকার হয়। ইহা জ্বর, উদরাময়, কলেরা, শর্দি ও জ্বেরা, গণোদ্রিগা, অৰ্শ ও ক্রিমি যোগে উপকারী।

বহুনের কাণ ছুঁড়ের সহিত অন্ন মাত্রায় পান করিলে, হিষ্টিরিয়া, পেট ফাঁপা ও জন্মস্থ-
সম্বন্ধীয় রোগ আরাম হয়।

অতিশয় ক্রান্ত হইয়া পড়িলে বহুনের ফুল আন্তে আন্তে চিটাইয়া খাইলে দ্রুত শরীরে
বলসঞ্চয় হয়।

বিষধর মূৰ্ছে দংশন করিলে বটে স্থানে বহুনের প্রলেপ দিলে বিষ নষ্ট হয়।

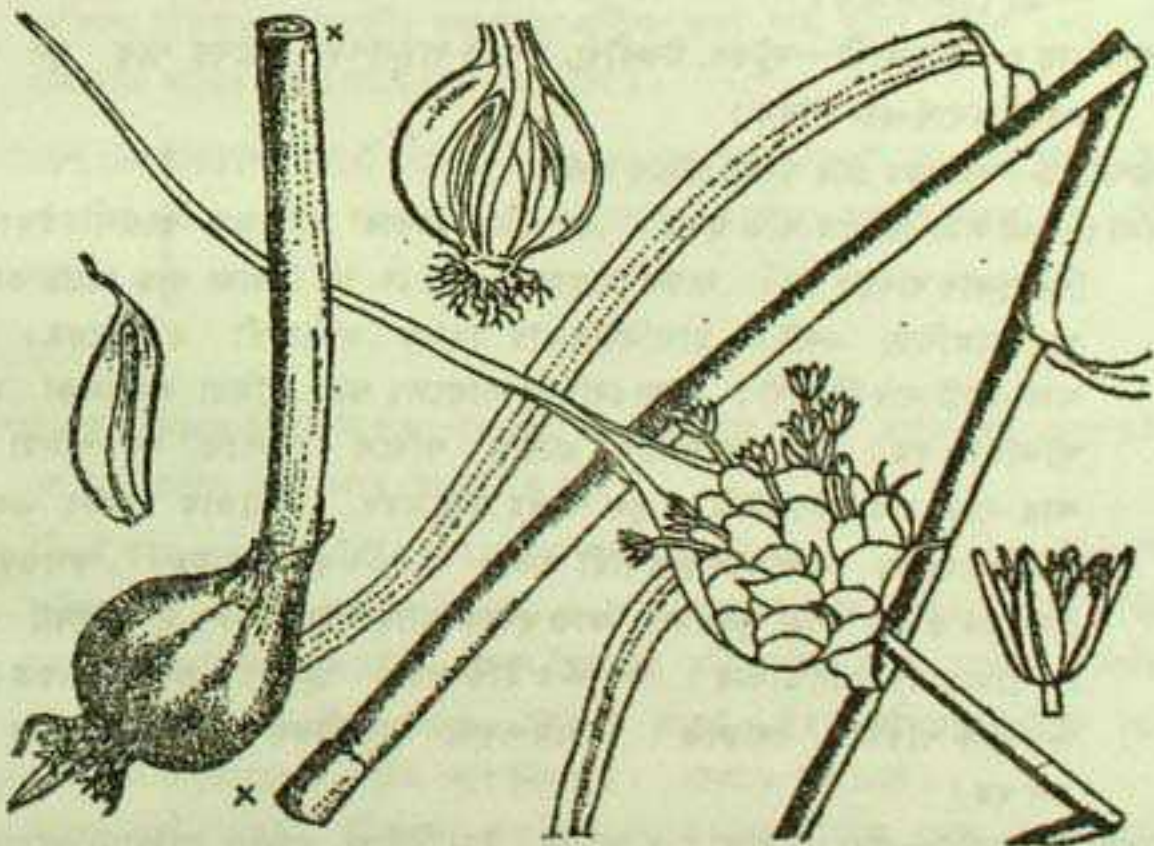
Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় :

কোয়া :—উদারাদান নাশক, কামোদ্দীপক, জ্বেরা নিঃসারক। উত্তেজক, জ্বর এবং
ক্রিমিতে ব্যবহৃত হয়, অবিরত জ্বরে উপকারী।

রস—চামড়ার উপর লাগাইলে লালবর্ণ ধারণ করে। চর্মরোগে, কাণের ঘর্ষণায়
উপকারী। পুরাতন অগ্নিমান্দ্য, পেট ফাঁপা এবং শূলে উপকারী।

Fig.—Bantl & Trim., t, 28 ; Woodville, Med. Bot., t. 256 ; Kirtikar &
Basu, Ind. Med. Pl, t. 973.

Ref—F. B. I., vi, 337 ; Roxb., F. I., ii 142 ; B.P., ii, 1076 ; Prain,
H. H, 290.



607. *Allium Sativum* Linn. (বহুন)

Genus—GLORIOSA Linn.

608. G. superba Linn. (লাজলিকা)

ভাষানুসারী নাম :—কলিকারী, লাজলী—সংস্কৃত ; বিলাজলা, বিলাজলি, ওলট-চওল—বাংলা ; কলিহারী, কলিয়ারী, লাজলি—হিন্দী ; খড়্যানাগ, চগমোজা, লাজুলি লাজুলিক—মহারাষ্ট্র ; বহুনাগ, ডুম্বিও, কলগারী—গুজরাট, বাডগারী—কর্ণাট, লিয়নখলা—সিংঘুম ; আদাবি নাভি—তেলেগু ; কলোইপাই-কি-জাঙ্গু—তামিল ।

কলিকারী লাজলিনী হলিনী গর্ভপাতিনী ।

দীপ্তিবিমল্যাঃ স্মিখী হলী নভেন্দ্রপুষ্পিকা ॥

বিদ্যাম্বালাঃ স্মিখিহা চ ব্রহ্মপুষ্পসৌরভা ।

অর্ণপুষ্পা বহ্নিশিখা স্ত্রাদেবা বোড়শাহরয়া ॥

কলিকারী কটুফা চ কফবাতনিকৃন্তনী ।

গর্ভাস্তঃশল্যানিফাস-কারিণী সারিণী পরা ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । শতাহ্বাদিবর্গঃ ।

নাম পর্যায় :—কলিকারী, লাজলিনী, হলিনী, গর্ভপাতিনী, দীপ্তি, বিমলা, স্মিখী, হলী, নভেন্দ্রপুষ্পিকা, বিদ্যা, ছাল, স্মিখিহা, ব্রহ্মপুষ্পসৌরভা, অর্ণপুষ্পা, বহ্নিশিখা, —এই বোণটি নাম ।

গুণপর্যায় :—কলিকারী—কটুরস, উষ্ণবীৰ্য, কফ ও বায়ুনাশক, প্রসবেশ পথে ফুল বাহির করণে অব্যর্থ এবং সারক ।

জন্মস্থান :—ভারতের প্রায় সকল প্রদেশে জন্মে ।

বর্ণনা :—এই লতা দেখিতে অতি সুন্দর । বাগানের বেড়ায় বর্ষাকালে জন্মে । ইহার ফুল শির পুষ্পায় ব্যবহৃত হয় । সংস্কৃত লেখকদের মতে যে ৭টি বিধাত্ত গাছ আছে তাহাদের মধ্যে লাজলিকা একটি । রাজনিঘণ্টুকার ইহাকে কলিকারী বলিয়াছেন । ইহার আর একটি নাম ছিন্নমুখী । লতা দেখিতে লাজলের ছায় বলিয়া লাজলিকা নামেও অভিহিত হয় । ইহা বস্ত্রদেশে প্রয়োগ করিলে গর্ভপাত হয় বলিয়া ইহার আর একটি নাম গর্ভপাতিনী । ফুল আলুর ছায় নবম, গোলাকার চ্যাপ্টা, এবং প্রায় ১ ইঞ্চি মোটা । লাজলিকা বৃক্ষরোহী লতা । ১০-১২ ফুট লম্বা হয় । কাণ্ডের গোড়া খিলানের ছায় । পত্র বৃন্তহীন, কাণ্ড হইতে বাহির হয়, ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা, বৃন্তদেশ গোলাকার বা হৃৎপিণ্ডাকার । ফল ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা । পুংকেশর লম্বা ও বিকৃত । ফুল ৩-৪ ইঞ্চি পরিমাণ, লম্বাকৃতি । প্রথমে সবুজ, পরে পীতবর্ণ হয় । বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—লতা । মাত্রা ২-২ আনা । ইহা বিষাক্ত, ততবাং সাবধানে প্রয়োগ করা উচিত ।

বৈজ্ঞানিক লাঙ্গলীর ব্যবহার ।

বাগভট :—(১) উন্নতনামক কর্ণযোগে লাঙ্গলী—হরসাতুলসী এবং লাঙ্গলীর কক্ষযোগে পক্ষ তৈলের নস্ত গ্রহণ করিবে । ইহা উন্নত যোগে দৃষ্টফল (উঃ ১৮ অঃ) । (২) ইন্দ্রগুপ্তে লাঙ্গলী—টাকে লাঙ্গলীর প্রলেপ হিতকর (উঃ ২৪ অঃ) (৩) রসায়নমার্থ লাঙ্গলী—লাঙ্গলীকন্দ, ত্রিফলা, জ্বরিত লৌহ, সমুদায় মিশ্রিত ৫০ পল অর্থাৎ ৪০০ তোলা লইয়া ভূবরাজের বসে পিষিয়া ৩৬০টি বটী প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুক করিবে । প্রথমে অর্ধবটি, ক্রমশঃ সমস্তবটি সেবন করিবে, এবং একমাসকাল মণ্ড, শেয়, বিলেপী, মাংসরস সহ দ্রুত, শিথ বস্ত্র যথাক্রমে সেবা করিয়া, একমাস অতীত হইলে আহার বিষয়ে যথেষ্টাচার অবলম্বন করিতে পারা যায়, কেবল অঙ্গীর্ণ না হয় ইহার প্রতি তাঁর দৃষ্টি থাকিতে হইবে এবং অঙ্গীর্ণজনক দ্রব্য পরিহার করিতে হইবে । এক বৎসর এই ঔষধ সেবন করিতে হইবে । ইহা সেবন করিলে অসাধ্য পীড়াগ্রস্থ ব্যক্তিও নিরাময় হইতে পারে (উঃ ৩৩ অঃ) ।

চক্রদত্ত :—(১) গণ্ডমালার লাঙ্গলী—নিসিন্দার খয়স এবং লাঙ্গলীর কক্ষযোগে যথাবিধি পক্ষ তৈলের নস্ত লইলে গণ্ডমালা প্রশমিত হয় (গলগণ্ড চিঃ) । (২) পক্ষশোথ প্রভেদনে লাঙ্গলী—লাঙ্গলীর প্রলেপ দিলে পাক ফোড়া কাটিয়া যায় (ব্রণশোথ—চিঃ) । (৩) নষ্টশল্যনিষ্করণার্থ লাঙ্গলী—শরীরের কোন স্থানে লৌহ, পাষাণাদি ছুটিয়া থাকিলে, যদি তদন লাঙ্গলীর কন্দ দ্বারা প্রলিখ করা যায়, তাহা হইলে সেই লৌহ পাষাণাদি বাহির হইয়া থাকে (ব্রণশোথ-চিঃ) ।

ভাবপ্রকাশ :—অমরাপাতনমার্থ লাঙ্গলী—প্রসবের পর যদি “ফুল” না পড়ে, তাহা হইলে প্রসূতির হস্ত ও পদতল লাঙ্গলীর পিষ্ট মূলদ্বারা প্রলিখ করিলে সবার ফুল পড়িয়া যায় ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার মণ্ডের মত পিষ্ট শিকড় নাড়িদেলে তলপেটে ও ঘোনিতে প্রলেপ দিলে প্রসব বেদনা বৃদ্ধি পায় ।

নিমণ্টুকার বলেন যে, ইহার শিকড় বিবেচক, উষ্ণ ও উগ্র । ইহা পিত্ত নিঃসারিত করিয়া দেয় এবং কুষ্ঠ, অর্শ, পেট-বেদনা ও ফোড়ায় ব্যবহৃত হয় । ইহার পেটের ক্রিমি বাহির করিবার শক্তি আছে । ইহার শিকড়ের সহিত পান চর্ষণ করিলে গণ্ধোদ্রিয়া আয়তম হয় । Dr. Moodeen Sherif বলেন, ইহা অতিশয় বিষাক্ত নহে । লাঙ্গলিকা বসকায়ক ও পেটের দোষ নিবাহক । যাত্রা ৫-১২ গ্রোণ ।

বিষাক্ত লর্প, বোলতা, কীমকল প্রভৃতিতে কামড়াইলে যাত্রাজ দেশে ইহা ব্যবহার করে ।

Dr. Thompson বলেন, "ইহাৰ শিকড়গুলি খণ্ড খণ্ড কৰিয়া ঘোঁলেৰে সহিত ৪।৫ দিন ভিজাইয়া শুক কৰিয়াৰ পৰা কাটিয়া বাতে ও পক্ষাঘাতে বাহু প্ৰয়োগ কৰিলে অতি উত্তম ফল পাইয়া যায়। ইহাৰ শিকড় অল্প লইয়া প্ৰত্যাহ মাত্ৰা বাড়াইয়া ১৫ গ্ৰেণ পৰ্য্যন্ত ব্যবহার কৰিলে উত্ত, ৰোগে বিশেষ ফল পাইয়া যায়। ইহাতে শৰীৰে বেশ বলসঞ্চাৰ হয়।

লাঙ্গলিকা ৫-১২ গ্ৰেণ মাত্ৰায় দিবসে ৩ বাৰ সেৱন কৰিলে পুটেৰ দোষ নষ্ট হয়। লাঙ্গলিকা দুই জাতীয় আছে। একটীৰ শিকড় সহজে ভাগ কৰা যায়, অপৰটীৰ শিকড় সহজে ভাগ কৰা যায় না। দেশীয় বৈজ্ঞানিক প্ৰথমোক্তটিকে পুৰুষ ও শেষোক্তটিকে স্ত্ৰী লাঙ্গলিকা বলেন। পুং গাছেৰ শিকড় ফুলেৰ সময় লইয়া খণ্ড খণ্ড কৰিয়া কাটিয়া একটু লবণ দিয়া ঘোলে ভিজাইয়া এবং পৰে শুক কৰিয়া রাখিলে ইহাৰ বিষাক্ততা নষ্ট হয়। সৰ্পদষ্ট ব্যক্তিকে ইহাৰ এক বা দুই মাত্ৰা সেৱন কৰাইলে সৰ্পবিষ কমিয়া যায়। ইহাৰ শিকড়ৰ কাথ খাইলে গণোৱিয়া নষ্ট হয়। কখনও কখনও ইহাৰ বৃন্ত *Aconitum ferox* এর সহিত ভেজাল দিয়া বাজাৰে বিক্ৰীত হয় (Watt, Dic, iii, 507)।

লাঙ্গলী একদিন গোমূত্ৰে ভিজাইয়া রাখিলে শুদ্ধ হয়।

Glossary সংক্ষিপ্ত গুণপৰিচয় :—

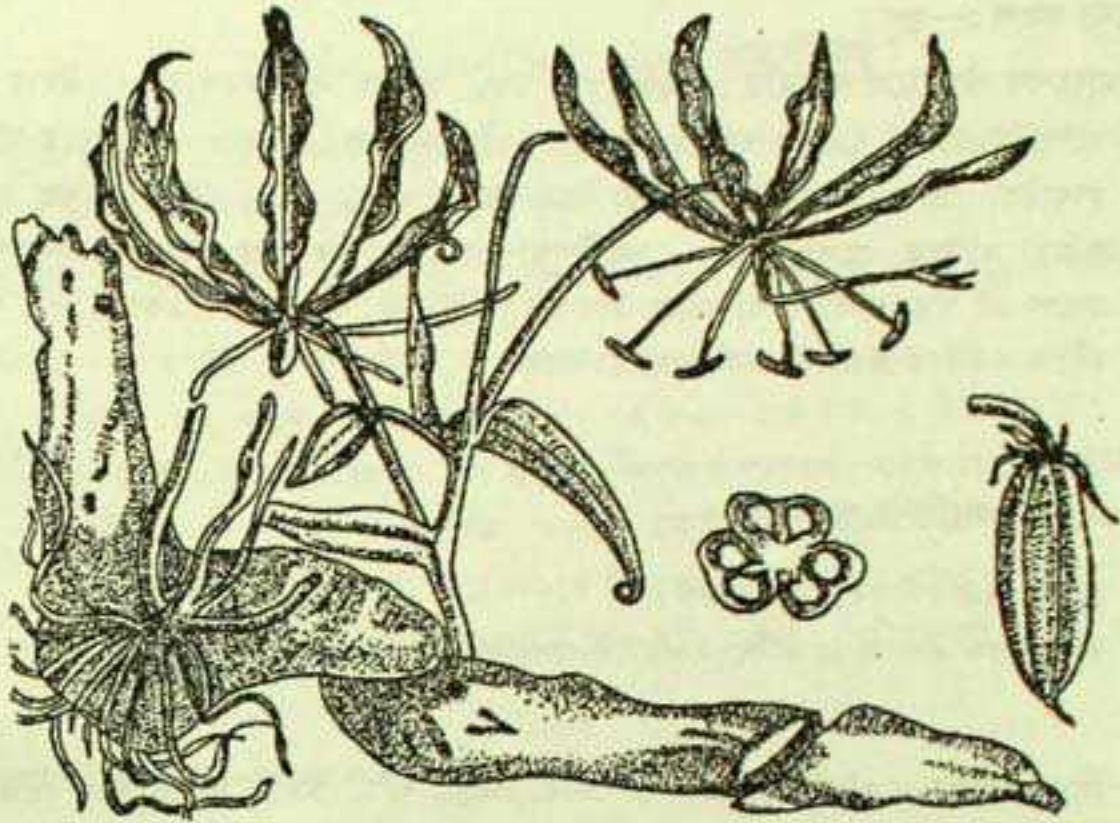
মূল :—বিষেচক, পিত্তনিঃসারক, ক্ৰিমিনাশক, কুষ্ঠে ব্যবহৃত হয়, চামড়াৰ অসাড়ত্বে, অৰ্শ, শূল, সৰ্পবিষেৰ এবং কাঁকড়া বিছাৰ বিষে উপকাৰী।

শিকড়ৰ কাথ :—গণোৱিহাৰ আত্মসুৰীণ প্ৰয়োগে উপকাৰী।

মন্তব্য :—চরক "নশেমানি"তে লাঙ্গলী পাঠ কৰেন নাই। বিষ্ণু চিকিৎসায় (চি ২৫ অঃ) এবং কুষ্ঠ চিকিৎসায় লাঙ্গলীৰ উল্লেখ কৰিয়াছেন। স্ত্রীশ্ৰমন্ত কল্পহানেশ ২য় অধ্যায়ে স্বাবৰবিষবৰ্গেৰ বিবৰণে লিখিয়াছেন। ইহাতে অষ্ট মূলবিষেৰ মধো বিহাংজ্জালা লাঙ্গলীৰ নাম। স্ত্রীশ্ৰমন্ত প্লেগসংশমনবৰ্গে (স্থঃ ৩৩ অঃ) লাঙ্গলী পাঠ কৰিয়াছেন।

Fig.—Bot. Reg., t. 77 ; Wight, Ic., t. 2047 ; Rheede, Hort, Mal., vii, t. 57 ; Kirtikar & Basu, Ind, Med, Pl., t. 978 B ; Bot, Mag., iii, t. 2539,

Ref.—F. B. I., vi, 358 ; Roxb., F. L., ii, 143 ; B. P., ii, 1073 ; Watt., iii, Pt. ii, 506 ; Prain H. H., 289.



688. *Gloriosa superba* Linn. (লালিকা)

Genus—*POLIANTHES* Linn.

609. *P. tuberosa* Linn. (রজনীগন্ধা)

ভাষান্তরানুসারী নাম —রজনীগন্ধা—সংস্কৃত ; রজনীগন্ধা—বাংলা ; গুলচেবি, গুলসকা—হিন্দি ;
গুলচেবি—বোম্বে ; নেলাসামপেগু—তামিল ; গুলসাকু—পাঞ্জাব ।

জন্মস্থান —আদিমবাসস্থান দক্ষিণ আমেরিকা ; বঙ্গদেশের ফুলবাগানে চাষ করে ।

বর্ণনা :—ওষধি জাতীয় উদ্ভিদ । সচরাচর বাগানে রোপণ করে । ফুল ত্রৈমাসিক কোটে ।
পুষ্পদণ্ড গাছের মধ্য হইতে লম্বাকারে বাহির হয় । এতটী দণ্ডের চারিদিকে দুইটী
দুইটী ফুল হয় । উদ্ভিদের মূল মোটা, ইহাতে পেঁয়াজের ন্যায় সৰু সৰু শিকড় হয় ।
গাছ ২-৩ ফুট উচ্চ হয় । পত্র ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা, ২ ইঞ্চি চওড়া, উজ্জল সবুজ বর্ণ,
মূলদেশ ঈষৎ লালবর্ণ । পত্রের অগ্রভাগ অবনত । ফুল ১২-২২ ইঞ্চি লম্বা, খেতবর্ণ ।
পুষ্পকেশর ফুলের অগ্রভাগে থাকে, ফুলের বৃদ্ধিশেষ নলের মত, ইহার গন্ধ অতি মনোহর ।
বর্ষা হইতে শীতকাল পর্যন্ত ফুল হয় । গাছ মরিয়া গেলে ইহার মূল থাকে, বৃষ্টি আরম্ভ
হইলে মূল হইতে আবার গাছ বাহির হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—ফুল ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—রজনীগন্ধা উষ্ণ, মূরকব ও বমনকারক । ইহার মূল গণোদ্রিয়া ভোগে ব্যবহৃত হয় । কখনসেপে ইহার মূল হবিজা ও মাখনের সহিত মাখাইয়া ছেলেদের কাউর ও চুলকানিতে প্রয়োগ করে । ইহা ঘূর্ণার সহিত পেষণ করিয়া বাগীতে প্রলেপ দেয় । রজনীগন্ধা-ফুল দৌগন্ধের অল্প অতিশয় মূল্যবান । ফ্রান্সে এই গাছের অধিক পরিমাণে চাষ হয় । কখনও কখনও রাজ্যিকালে এই গাছ হইতে একবার আলোক বাহির হইয়া থাকে ।

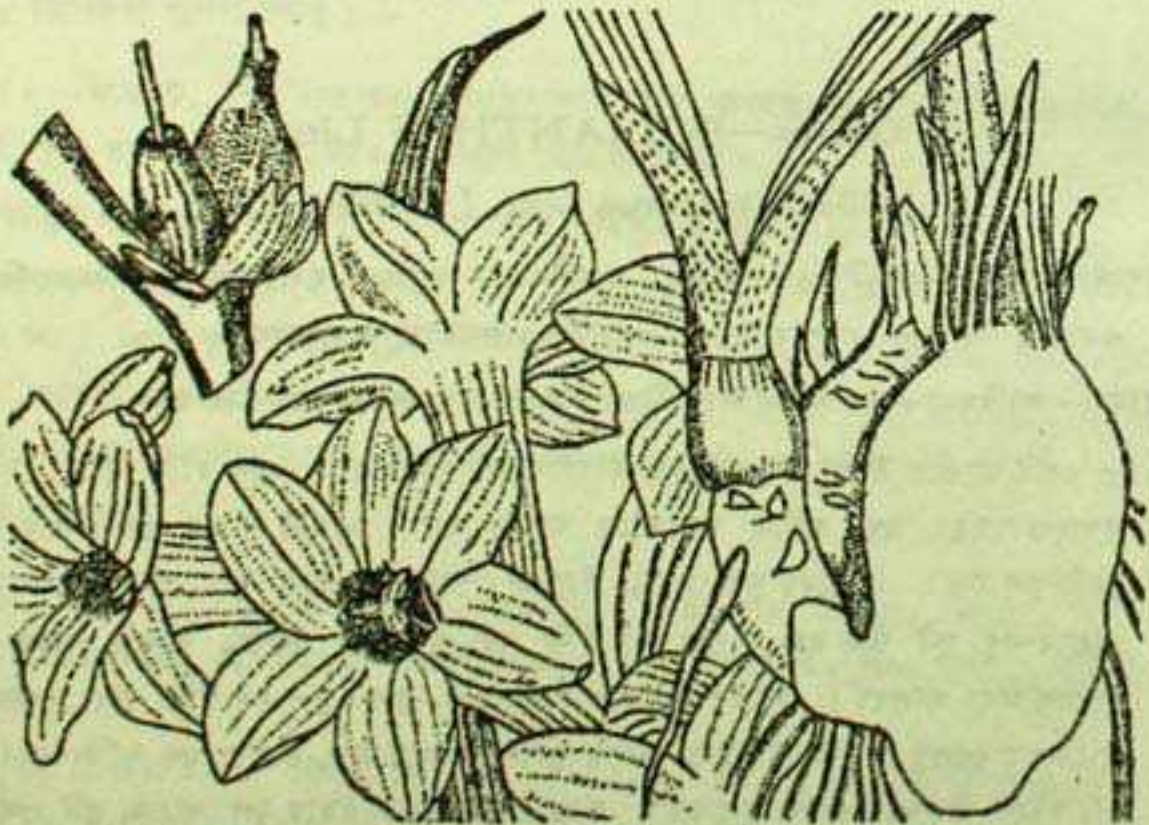
Glossery ↓ - সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

ফুল—প্রস্রাবকারক, বমনকারক ।

কন্দ—শুষ্ক এবং গুঁড়া করিয়া ব্যবহাবে গণোদ্রিয়ার উপকারী ।

Fig.—Bot. Mag., xliii, t. 1817 ; Bot. Reg., i, t. 63 ; Rumph., Amb., v. t. 98 ; Baily., Encyc. Am. Hort., 2732, Fig. 3093.

Ref.—Dymock, iii, 493 ; Voigt, S. C., 656 ; Contrib. National Herb., v. 154, viii. 10.



109. *Polianthes tuberosa* Linn. (রজনীগন্ধা)

Genus—URGINEA Steinh.

610. *U. indica* Kunth (বনপেঁয়াজ)

ভাষান্তরানুসারী নাম :—বনপলাতু—সংস্কৃত ; বন-পেঁয়াজ—বাংলা ; অঙ্গলী পেঁয়াজ—হিন্দি ;
নাগীভেদায়াম্—তামিল ; নাক্কা-বাজ—গাডা—তেলেগু ।

জন্মস্থান :—মধ্যভারত ছোটনাগপুর, সিরসা, কবমগুল, উপকূল, সাহারানপুর ও বঙ্গদেশ ।

বর্ণনা :—কন্দজাতীয় বর্ষজীবী উদ্ভিদ । পত্র বাহির হইবার পূর্বে ফুল হয় । কন্দ দেখিতে
ছোট লেবু অথবা অ্যাপেলের মত । পত্র ৬-১৮ ইঞ্চি লম্বা, ৩ ইঞ্চি চওড়া । পুষ্পদণ্ড
১-১৩ ইঞ্চি উচ্চ ও নবম । ফুল অবনত, বিকৃত পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগে দু'বে দু'বে অগ্রে,
দেখিতে ষড়্ভাষ মত । পাপড়ি শ্বেতবর্ণ, ইহাতে ৩টা সবুজ শিরা আছে ; পুষ্পকেশর
৬টা, বীজকোষ ৩-৪ ইঞ্চি, আরতাকার তিনভাগে বিভক্ত । প্রত্যেক ভাগে ৬-৮টা
বীজ থাকে, বীজ চেষ্টা, কৃষ্ণবর্ণ, ৪ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট । গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষাকালে
ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—ফুল বা কন্দ ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বন-পেঁয়াজ সর্দি নিবারক, হজমিকারক, মূত্রকর ও
প্রথম ক্ষতকর । ইহা হাঁপানী, শোথ, বাত, কুষ্ঠ এবং চর্মরোগে হিতকর (Dymock) ।
Dr. Roxburgh বলেন ইহা বমনকারক ও তিক্ত । Dr. Moodeen Sheriff
বলেন ইহার ফল ১০-২০ গ্রেণ মাত্রায় মূত্রকর । ইহা বহুদিন হইতে সরকারী
ডাক্তারখানায়, ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

কন্দ :—জ্বর, উত্তেজক, প্রস্রাবকারক, সিরাসের জ্বর ব্যবহারে স্নেহানিবারক । পুরাতন
খামনালীর প্রস্রাবে এবং পুরাতন কাসিতে উপকারী এবং ইউরোপদেশীয় ঔষধের
সমতুল্য ;

Fig :—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 974 ; Wight, Lc. Pl. Ind. Or.
vi. 2063.

Ref :—F. B. L., vi. 347 ; Roxb, F. L., ii, 147 ; B.P., ii. 1075.



610. *Urginea indica* Kunth. (বনপেয়াজ)

CX. PONTEDERIACEAE.

Genus. MONOCHORIA Presl.

611. *M. Vaginalis* Presl. (মূখা)

ভাষানুসারী নাম :—মূখা—বাংলা, নিবোকাফো—তেলেগু।

অবস্থান :—সমগ্র ভারতবর্ষ। কান্দীর হইতে আসাম ও দক্ষিণে ত্রিবাঙ্গুর, বঙ্গদেশ, হুগলী ও হাওড়া জেলার খালে ও ধানক্ষেত্রে দেখা যায়।

বর্ণনা :—জলজ উদ্ভিদ। মূল ক্ষুদ্র। লতানে অথবা কতক পরিমাণে খাড়া। পত্রবৃন্ত লম্বা ২-৪ ইঞ্চি, বৃহৎদেশ ত্রিভুজাকৃতি অথবা দ্ব্যংগিতাকৃতি। অগ্রভাগ ক্রমশঃ সর। পুষ্পদণ্ড ছোট স্বল্প লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগের মূল প্রথমে প্রস্ফুটিত হয়।

ফুলের দল ঘনমান। তিনটি বড় এবং ৩টি ছোট, আয়তাকার, নীলবর্ণ। পুংকেশর ৬টি আছে। শ্রীকেশরের মস্তক গাঢ় নীলবর্ণ। বীজকোষ ৩ ইঞ্চি লম্বা, আয়তাকার। বর্ষাকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—মূল।

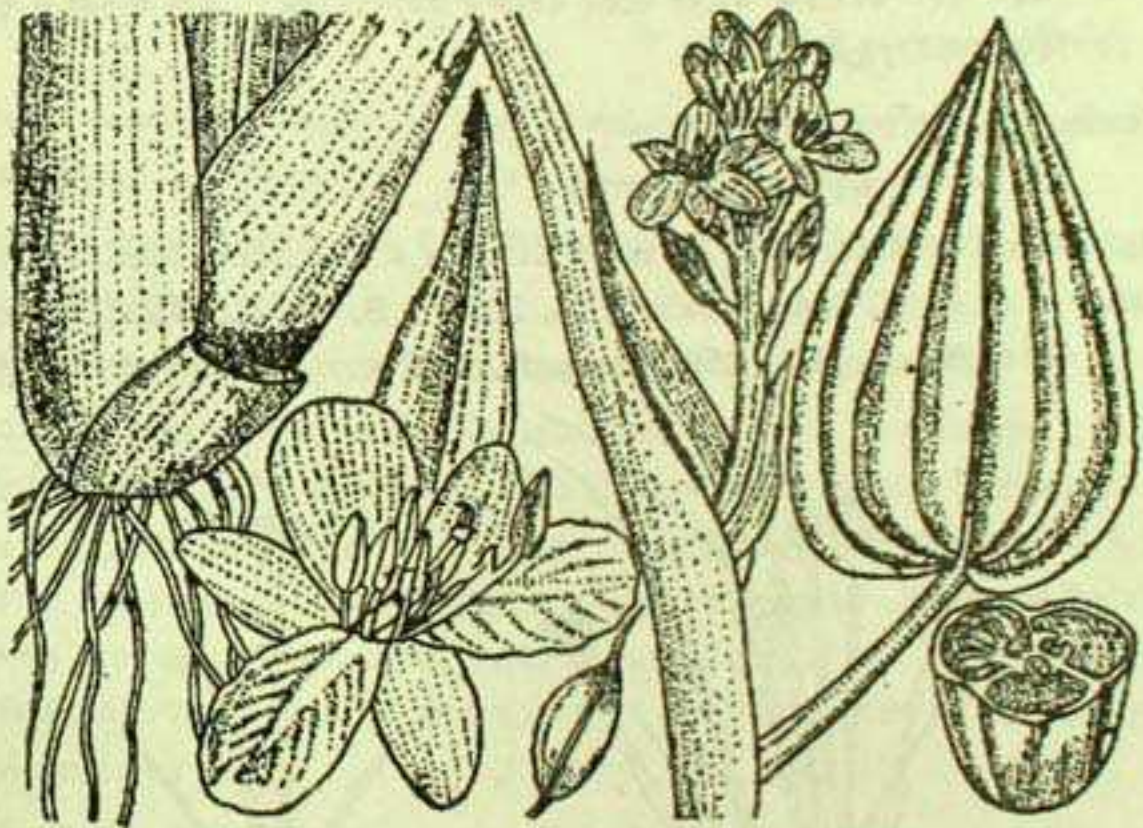
মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শিকড় চর্ষণ করিলে দীর্ঘ বেদনা আরাম হয় এবং উদ্ভিদের ছাল চিনির সহিত সেবন করিলে ইপানীর উপশম হয় (Atkinson)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল—দীর্ঘ বেদনায় উপকারী।

Fig—Roxb. Cor. Pl., ii, t. 110 ; Rheede, Hort, Mal., ii, t. 44 ; Kirtikar & Basu, Ind, Med Pl, t., 979.

Ref :—F. B. I., vi, 363 ; Roxb., F. I., ii. 121 ; B. P, ii, 1079. ; Prain, H. H., 290.



611. *Monochoria vaginalis* Presl. (হুবা)

CXL XYRIDAE.

Genus—XYRIS Linn.

612. *X. pauciflora* Willd. (দাবিজুবি)

X. indica Linn.

ভাষানুসারী নাম :—দাব্যাবী—সংস্কৃত ; চীনে ঘাস, দাবিজুবি—বাংলা ; দাব্যাবি—হিন্দি ; কোচিলেট্রিপু—মালয়।

বিস্তৃতি :—ত্রিহত, উত্তরবঙ্গ, উড়িষ্যা, যুধনা, সিকিম, আসাম ও বাঙ্গিরা পাহাড় ; চন্দননগর, ত্রিহাটপুৰ, জাহানাবাদ, হুগলী জেলায় দেখা যায় ।

বর্ণনা :—গছবদ্ধ পত্রবিশিষ্ট উদ্ভিদ । কাণ্ড ছোট, পত্র ১-২ ফুট, স্পঞ্জের মত ছিদ্রযুক্ত, অগ্রভাগ মোটা । পুষ্পদণ্ড ই—৪ ইঞ্চি, পুষ্পদণ্ডের মধ্যবর্তী ঠে ইঞ্চি বিস্তৃত । মধ্যবর্তীপত্র গাঢ় লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ, উজ্জল, কিনারাগুলি চামড়ার ছায়া । পাপড়ি গোলাকার । ফুল নীলবর্ণ । পুষ্পকেশর ৩টা । ইহা পাপড়িতে বসান । জীকেশরের মস্তক আয়তাকার । ইহাতে ২টা বয় আছে । উপরিভাগ মোটা । গোড়ায় দিক সূত্র । শীতকালে ফুল ও ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র উদ্ভিদ ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বঙ্গদেশীয় লোকে ইহাকে মূল্যবান গাছ বলিয়া জানে । কারণ ইহা কষ্টমারক দাসের উদ্ভেদ সহজেই কমাইয়া দেয় । ইহা পাচড়া ও কুষ্ঠরোগে হিতকর (Dymock) ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ :—দান, উকুন, ও কুষ্ঠে উপকারী ।

Fig.—Rheede, Hort, Mal., ix, t, 7 ; Kirtikar & Basu, Ind, Med, Pl, t. 980.

Ref.—F. B. I., vi, 364, ; Roxb. F. L., i, 179 ; B. P., ii. 1080 ; Dalz., and
Gibs, Bombay Fl., 259 ; Prain H.H., 291.



612. *Xyris Pauciflora* Willd. (দাবিহুবি)

CXII. COMMELINACEAE.
Genus—COMMELINA Linn.

613. *C. benghalensis* Linn. (কানছিড়ে)

ভাষাভূসান্নীমাম :—কর্ণফোটা, কানচটা—সংস্কৃত ; কানছিড়ে—বাংলা ; কানছিবে—
হিন্দি ; কানকোড়ী—মহারাষ্ট্র ; হিড়িবিড়িকে—কর্ণাট ; কানতাম্বাই—তামিল ;
ভেয়াভেডিকুরা—তেলেগু ।

কর্ণফোটা ক্রান্তিক্ষোটা ত্রিপুটা কৃষ্ণতুল্লা ।
চিত্রপর্ণী ক্ষোটলতা চন্দ্রিকা চার্কচন্দ্রিকা ॥
কর্ণক্ষোটা কটুস্তিক্তা হিমা সর্ববিষাপহা ।
গ্রহভূতাদিদোষশ্লী সর্বব্যাদিবিমানিনী ॥

রাজনিষন্তুঃ । শুভ্রচ্যাদিবর্ণঃ ।

নামপৰ্য্যায় :—কর্ণক্ষোটা, ক্রান্তিক্ষোটা, ত্রিপুটা কৃষ্ণতুল্লা, চিত্রপর্ণী, ক্ষোটলতা, চন্দ্রিকা,
অর্ধচন্দ্রিকা—এইগুলি নাম ।

গুণপৰ্য্যায় :—কর্ণক্ষোটা কটুস্তিক্তরস, শীতবীৰ্য, সর্বপ্রকার বিষনাশক । ভূতগ্রহ বোম নাশক
এবং সর্বপ্রকার রোগনাশক ।

অঙ্গস্থান :—বঙ্গদেশের সর্বত্র ছায়াময় স্থানে ও অঙ্গলের ধারে দেখা যায় ।

বর্ণনা :—ইহার কাণ্ড লতানে, লতার নিম্নদিকে শিকড় হয় । পত্র ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, ১-১½
ইঞ্চি চওড়া । বৃন্তহীন অথবা বোটা ছোট । পত্রের অগ্রভাগ গোলাকার কিম্বা সূচুচিত ।
কাণ্ডে কোমল অথবা শক্ত লোম আছে । কাণ্ড গাইটবৃত্ত । পত্রের আবরণী ৩-৪
ইঞ্চি, কাণ্ডে অড়াইয়া থাকে । ইহাতে কোমল লোম আছে । পুষ্পগুচ্ছের উপরের
শাখা ২-৩ ভাগে বিভক্ত, নীচের শাখা ১-২ ভাগে বিভক্ত । ফুল নীলবর্ণ, বীজকোষ
কিল্লীমুক্ত, উজ্জল, বীজ ঘন সন্নিবদ্ধ । বর্ষার শেষ হইতে শীতের প্রারম্ভ পর্যন্ত ফুল
ও ফলের সময় ।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র উদ্ভিদ ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—এই গাছকে ও এই জাতীর অনেক গাছকে সংগুতে
কানচটা বলে । ইহা ছোট ওষধিজাতীয়, বর্ষার শেষভাগে বহু তরু জন্মে । ইহার ফুল
নীলবর্ণ ও উজ্জল । ইহার কাণ্ড, শিকড় ও বীজের অম্লট বাধিবায় শক্তি আছে । গাছের
আঠালো অংশ শাস্তিকর । ইহা শাকের পরিবর্তে ভোজন করিয়া থাকে । *C. com-*
munis Roxb. অথবা *C. obliqua* Ham. কে জটা কানছিড়ে বলে । ইহা অতিশয়
ধারক । ইহা কোটবদ্ধতার ব্যবহৃত হয় এবং শিকড় মাথা বেদনা, জ্বর, পিত্তজ্বর ও
সর্পবিষ নাশক (Atkinson)

C. salicifolia Roxb. ইহার বাংলা নাম পানিকানছিড়ে বা তোলাপাতা (F. B. I., vi, 370 ; B.P. ii, 1082)। এই গাছও কানছিড়ের গুণের সমান। গাছের পত্র যগড়াইয়া উহার রস দিলে শুয়াপোকাত লোম গলিয়া যায়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ—তিক্ত, বিন্ধ, বেদনা নাশক, উত্তাপনাশক, বিবেচক এবং কুষ্ঠে উপকারী।

Fig—Wight, Ic, Pl. Ind Or., vi, t 2065 ; C. B. Clarke, Comm. Cyrt. Beng. t. 4.

Ref.—F. B. I. vi, 370 ; Roxb, F L., i 171 ; B.P. ii. 1082 ; Prain, H.H., 29।



613. *Commelina benghalensis* Linn. (কানছিড়ে)

Genus—ANEILEMA. Br.

614. *A. scapiflorum* Wight. (কুরেলী)

ভাষাভাসারী নাম :—কুরেলী—বাংলা ; সিয়ামুল্লী—হিন্দী ; সিস্ মুল্লী—গুজরাটী।

জন্মস্থান :—হিমালয় প্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, ভূটান, ত্রিভুট, টেনাসরিম।

বর্ণনা :—ইহার শিকড় লম্বা, আলস্য মত নরম। পত্র ৪-১০ ইঞ্চি লম্বা, পত্রের মধ্যভাগ ক্রমশঃ

সক। পুষ্পমঞ্জরী ৮-১৩ ইঞ্চি লম্বা দণ্ডে অবস্থিত। ফুল ক্ষুদ্র, বীজকোষ ঠু ইঞ্চি, বীজ ত্রিকোণাকার, লম্বা, বীজকোষে থাকে। গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষাকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র গাছ।

মূল ঔষধাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা দারুণ, বলকারক ও উষ্ণ। মাথাধরা, অলসতা, জ্বর, কামলা, এবং বদ্বিরক্তায় ব্যবহৃত হয়। ইহা সর্পবিষ-নাশক বলিয়া সর্পাঘাত হইলে খাওয়াইয়া দেয়। শিকড়ের ছাল বাতাসে শুক করিয়া ব্যবহার করিলে হাঁপানী আক্রাম হয়। ইহা অর্শ ও পেট বেদনা নাশক এবং বালকদের ওড়কা হইলে ব্যবহৃত হয়। মূত্রাঘাত বোগে ইহা অতিশয় হিতকর। ইহার শুক গুঁড়া চিনির সহিত ব্যবহার করিলে বেশ রসায়নের কাজ করে। গাছের গুঁড়া তুলসী পাতার রসের সহিত সেবন করিলে মূত্রবস্ত্রের ব্যথা দূর হয়।

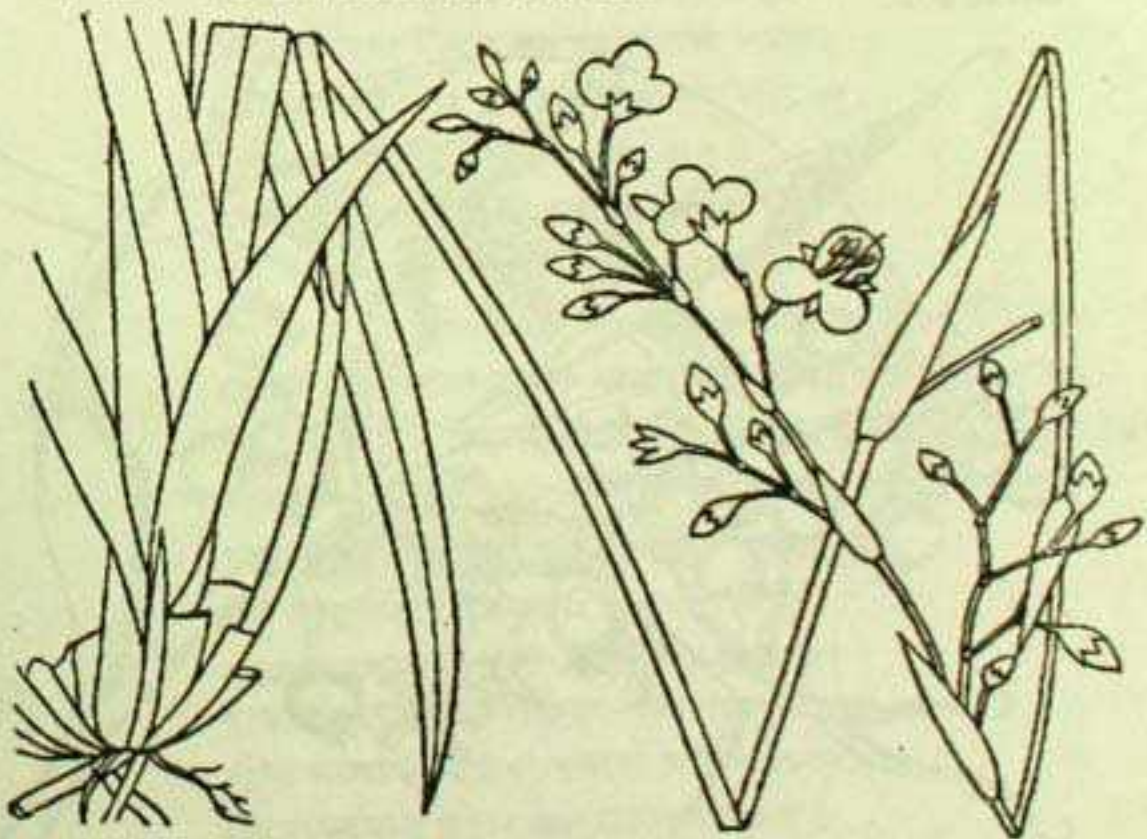
Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল :—সঙ্কোচক, রসায়ন, এবং সর্পদংশনে উপকারী।

মূলের ছাল :—শূল, অর্শ, শিকড়ের ওড়কা, দাঁস এবং মূত্রযোগে উপকারী। শুক করিয়া গুঁড়া করিয়া চিনির সহিত মিশাইয়া ব্যবহারে কামোদ্দীপক এবং তুলসী পাতার রসের সহিত ব্যবহারে স্তন্যকরণে উপকারী।

Fig—Wight, Ic, Pl, Ind. Or., vi, 2075; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t, 983; Royle, III., 403, t, 95.

Ref.—F. B. I., vi. 375; Roxb, F. I., i. 775.



614. *Aneilema scapiflorum* Wight. (কুবেলী)

CXIII. FLAGELLARIEAE.
Genus--FLAGELLARIA Linn.
615. F. indica. Linn. (বনচাঁদ)

ভাষান্তরী নাম :—বনচাঁদ—বাংলা ; বনচাঁদ—হিন্দি ; পানামুভাল্লি—তামিল ; ভানাচল
 —তেলেগু ; পানামপুভাল্লি—মালয় ।

অঙ্গস্থান :—হৃদয়বন হইতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত ভারতের সমুদ্রতীর ও সিঙ্গাপুরে দেখা যায় ।

বর্ণনা :—নলখাগড়ার ছায়া বৃক্ষাবোহী লতা, উচ্চত্বে অড়াইয়া উঠে । কাণ্ড প্রায় ১ ইঞ্চি
 মোটা, শাখাগুলি মন্থ ও গোলাকার । প্রশাখাগুলি কাণ্ডের পালকের মত মোটা,
 পত্র বৃন্তহীন । ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা । বৃন্তদেশ গোলাকার, বহু শিখাবিধি । ফুল খেতবর্ণ,
 ক্ষুদ্র বোটার মত । পুষ্প দণ্ডের প্রশাখাগুলি ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা । ফল লালবর্ণ ও মন্থ
 (Cooke) । বর্ষাকালে ফুল হয় ও শীতের পরে ফল হয় ।

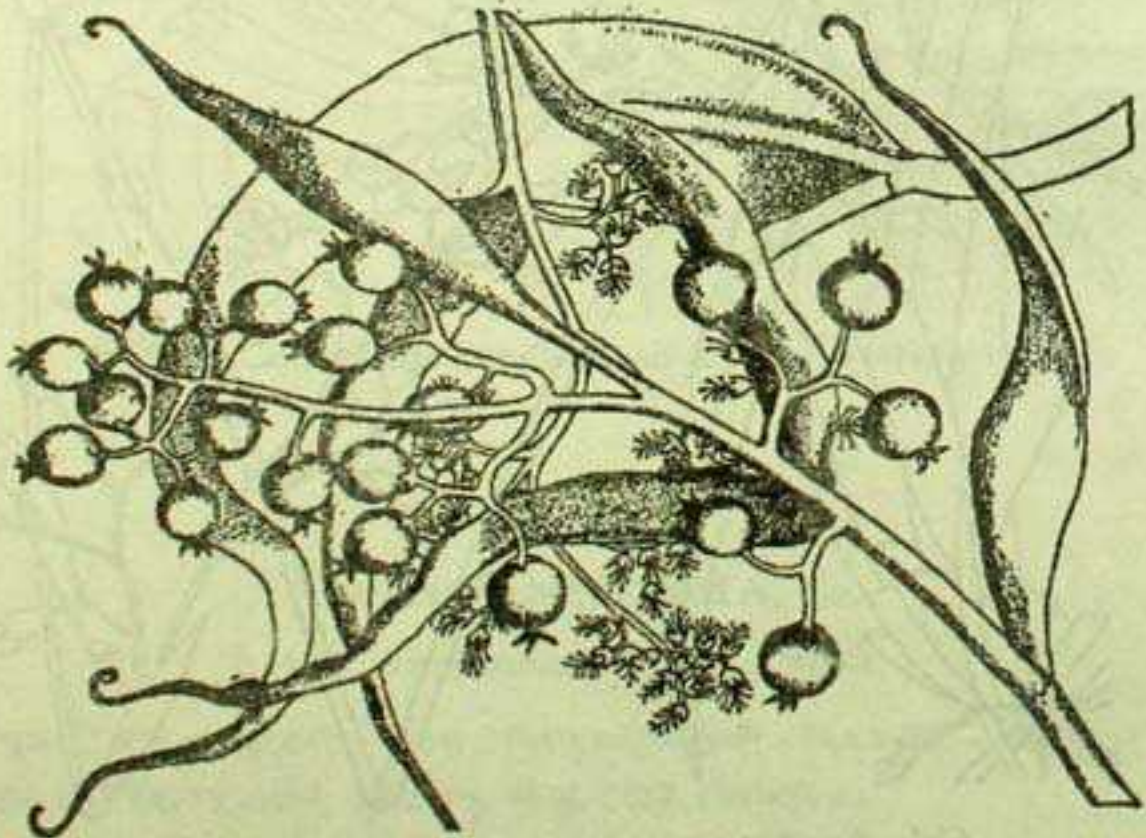
ব্যবহার্য অংশ—পত্র ।

মূল ঔষধাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পাতা দারুণ ও কতরোগ নাশক ।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

পাতা—সকোচক ও কত পূরক ।

Fig—R. hede, Hort. Mal., vii, t. 53 ; Rumph, Herb. Ambo. v. t. 59., Fig. i.
 Ref—F. B. I., vi, 391 ; Roxb., F. I., ii, 154 ; B. P., ii, 1087 ; Prain,
 H. H., 292.



615. Flagellaria indica Linn. (বনচাঁদ)

CXIV. PALMEAE.
Genus—ARECA Linn.

616. A. catechu Linn. (স্থপারি)

ভাষান্তরী নাম—পুগবু, ক্রমুক—সংস্কৃত; স্থপারি—বাংলা; স্থপারি—হিন্দি; স্থপারি,
পোকল—মহারাষ্ট্র; স্থপারি—ওড়িয়া; অঙ্কেম্বর—কর্ণাট, ওয়া—উড়িষ্যা;
পোকা-বাক্কা—বাক্কা, পাকায়—তেলেগু; পুক, কোটাই-গন্ধু—তামিল;
গোপিল—ফ্রান্স; কোকিল—মারব; পুবক—সিংহল।

পুগবু পুগবুক্ষণ্ড ক্রমুকো দীর্ঘপাদপঃ ।

বহুতরু দৃঢ়বক্ষশিচক্ৰগণ্ড মুনির্মিতঃ ॥

পুগবুক্ষণ্ড নির্যাসো হিমঃ সন্ধ্যোহনো গুরুঃ ।

বিপাকে সোমকক্ষারঃ সান্নো বাতরপিপ্লবঃ ॥

পুগবু চিকণী চিত্তা চিত্তগং শ্লক্ষকং তথা ।

উষেগং ক্রমুকফলং জ্যেয়ং পুগফলং বহু ॥

সেরী চ মধুরা রুচ্যা কষায়ান্না কটুস্তথা ।

পথ্যা চ কক্ষবাতরী সারিকা মুখদোষমুৎ ॥

তৈবনং মধুরং রুচ্যং কণ্ঠশুদ্ধিকরং লঘু ।

ত্রিদোষশমনং দীপ্যং রসালং পাচনং সমম্ ॥

গৌল্যং গুহাগরং শ্লক্ষকং কষায় কটু পাচনম্ ।

বিষ্টম্ভজঠরাগ্নান-হরণং জীবকং লঘু ॥

যোষ্ঠা কটুকষায়োক্ষা কঠিনা রুচিকারিণী ।

মলবিষ্টম্ভশমনা পিত্তজদীপনী চ সা ॥

পুগাফলং চেউলসংজ্ঞকং যন্তত্ কোজগেষু প্রাথিতং স্থগন্ধি ।

শ্লেষ্মাপহং দীপনপাচনঞ্চ বলপ্রদং পুষ্টিকরং রসাঢ্যম্ ॥

যত্ কোজগে বহ্নিগুলাভিধানকং গ্রামোক্তকং পুগফলং ত্রিদোষমুৎ ।

আমাপহং রোচনরুচ্যপাচনং বিষ্টম্ভভূক্ষাময়হারি দীপনম্ ॥

চন্দ্রাপুরোক্তকং পুগং কক্ষয়ং মলশোধনম্ ।

কটু স্বাদু কষায় চ রুচ্যং দীপনপাচনম্ ॥

আজ্জ দৈশোক্তকং পুগং কষায়ং মধুরং রসে ।

বাতজিহ্বকুজাভ্যগ্নমীষনয়ং কক্ষাপহম্ ॥

পুগং সন্ধ্যোহরুৎ সর্বং কষায়ং স্বাদু রেচনম্ ।

ত্রিদোষশমনং রুচ্যং বহু ক্রেদমলাপহম্ ॥

আমং পুগং কষায়ং মুখমলশমনং কণ্ঠশুদ্ধি বিধত্তে ।

রক্তামশ্লেষ্মপিত্তপ্রশমনমুদরাগ্নানহরণং সন্নক ॥

শুষ্ক কণ্ঠাময়ং কটিকরমুদিতং পাচনং রোচনং শ্রীৎ ।
তৎপর্ণেনামুতং চেৎ কটিতি বিতমুতে পাণ্ডুবাতক শোষম্ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । আত্মাদিবর্গঃ ।

নাম পর্যায়ঃ—পুগ, পুগবৃক্ষ, ক্রমুক, দীর্ঘপাদপ, বহুলতরু, দৃঢ়বক্ষ, চিকণ, স্থনির্মিত—এইগুলি নাম ।

পুগফলের—পুগ, চিত্রগী, চিকা, চিকণ, স্রম্বক, উষেগ, ক্রমুকফল ও পুগফল—এই আটটি নাম ।

আট প্রকার পুগফল আছে :—যথা—(১) সেরী, (২) তৈষন, (৩) গোলা (৪) ঘোটা, (৫) চেউল, (৬) বল্লিগুল, (৭) চম্পাপুরোক্তব ও (৮) আজ দেশোক্তব ।

গুণ পর্যায়ঃ—পুগবৃক্ষের নির্ধাস—শীতবীৰ্য, সন্মোহন, গুরুপাক, বিপাকে উষ্ণকার হুক্ত অস্বদস । বায়ুনাশক ও পিত্তবর্জক ।

সেরী নামক পুগ ফল—মধুর রস, কটিকারক, কষায়, অন্ন ও কটু রস, বিবেচক, কফ ও বায়ুনাশক, সারক এবং মুখদোষ নাশক ।

তৈষননামক পুগফল—মধুর রস, কটিকারক, কঠ শুদ্ধিকর, লঘুপাক, জিদোষনাশক, দীপন, হৃদয়, পাচক ও সমগুণবিশিষ্ট ।

গুহাগর নামক পুগফল—গোলা, স্রম্ব, কষায় কটু রস, পাচক, বিষ্টেজ ও উদরাধান নাশক ত্রাবক ও লঘুপাক ।

ঘোটা নামক পুগফল—কটু কষায় রস, উষ্ণবীৰ্য, কঠিন, কটিকারক, মল ও বিষ্টেজ নাশক । পিত্তনাশক, ও অগ্ন্যাদীপক ।

চেউল নামক পুগফল—স্থগতি, শ্লেষ্মা নাশক, অগ্ন্যাদীপক, পাচক, বলপ্রদ, পুষ্টিকর, এবং হৃদয় ।

বল্লিগুল নামক পুগ ফল—জিদোষ নাশক, আমদোষ নাশক, কটিকর, বোচক, পাচক, বিষ্টেজ ও পেটের দোষ নাশক ও অগ্ন্যাদীপক ।

চম্পাপুরোক্তব নামক পুগ ফল—কফ নাশক, মলদোষনাশক, কটু, মধুর ও কষায় রস, কটিকারক, অগ্ন্যাদীপক এবং পাচক । অজুদেশোক্তব পুগ ফল—কষায় ও মধুর রস, বায়ু নাশক, মুখ দোষনাশক, বিপাকে দীপক অন্ন রস এবং কফ নাশক ।

পুগফলের বিশেষ গুণ—সর্বপ্রকার পুগ ফল—সন্মোহন, কষায় ও মধুর রস, বেচক । জিদোষ নাশক, কটিকর, মুখদোষ নাশক ।

কাঁচা পুগফল—কষায় রস, মুখদোষ নাশক, কঠ শুদ্ধিকর, রক্তমাশয়, শ্লেষ্মা, পিত্তদোষ, ও উদরাধান নাশক এবং সর্ব ।

পাকা পুগ ফল—কঠদোষ নাশক, কটিকারক, পাচক রস অন্নায়, বেচক ।

পক পুগফল বক—পাণ্ডুরোগ, বায়ুরোগ—এবং শোথ অতি সত্ত্বর নাশ করে ।

জন্মস্থান :- মধ্য ও পূর্ববঙ্গের বহু স্থানে চাষ হয়।

বর্ণনা :- গাছের কাণ্ড ৩০—৪০ ফুট উচ্চ হয়। ইহার কোন ভালপালা নাই। পাত্রে ৪—৬ ফুট লম্বা, পত্রিকা অনেক হয়। ১—২ ফুট লম্বা, নূর লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ড অতিশয় শক্ত, অনেক শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট। কাসিতে অনেক ফল হয়। ত্রীপুলা পুষ্পদণ্ডের গোড়ায় অথবা অগ্রভাগে জন্মে। ফল ১½—২ ইঞ্চি; মসৃণ, পাকিলে লেবু রং বিশিষ্ট অথবা লালবর্ণ। কাঁচাফল সবুজবর্ণ, ফলে ছোবড়া আছে। Dr. Roxburgh এবং Col. Prain, তিন প্রকার স্থপারির উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—*Areca triandra* (Roxb., F. L., iii, 617; Prain, B. P., ii, 1097)। এই গাছ চট্টগ্রাম প্রদেশে জন্মে। এই স্থপারি দেখিতে লালবর্ণ। *Areca cracilis* BL. (Prain, B. P., ii, 1096)। এই গাছের ত্রীহট্ট প্রদেশের নাম রামগুয়া, চট্টগ্রামে এই গাছ অধিক পরিমাণে দেখা যায়। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :- ফল, বৃক; মাত্রা, কঙ্কূর্ণ ১—২ তোলা।

বৈদ্যকে পুগফলের (স্থপারির) ব্যবহারঃ।

চরক :- (১) রক্তপিত্তে পুগফল—কাঁচা স্থপারি ও রক্তচন্দন, চিনি ও তণ্ডুলোসকসহ পেষণপূর্বক পান করিলে, সত্ত্বর রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় (চিঃ ৪ অঃ)। (২) বস্তির অনুলোমার্থ ক্রমুক—ক্রমুক কঙ্ক ২ তোলা। কাঁজির সহিত সেব্য ইহা উষ্ণ, তীক্ষ্ণ ও সর বলিয়া, প্রস্তুত বস্তিকে সত্ত্বর অধঃপ্রবৃত্ত করায় (সিঃ ৭ অঃ)।

হারীত :- বাতব্যাধিতে পুগফল বৃক—শল্লকী ও পুগফল বৃকের কাথ প্রস্তুত করিয়া, তিলতৈল প্রক্ষেপ পূর্বক পান করিলে বাতব্যাধিগ্রস্ত রোগী বিংশতি দিবসে সুস্থ হয় (চিঃ ২১ অঃ)।

চক্রদত্ত :- (১) উপদংশে পুগফল—অস্তক পুগফলের প্রলেপ উপদংশে হিতকর (উপদংশ চিঃ)। (২) মলুরিকা প্রথমাধিকাবে পুগফল—মলুরিকার প্রথমাধিকাবে, জলের সহিত পুগফল সেব্য।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :- কাঁচা স্থপারি ধারক। ইহা পেট বেদনার ব্যবহৃত হয়। ইহাতে প্রচুর পরিমাণে ট্যানিক ও গ্যালিক এসিড আছে। পোড়া স্থপারি গুঁড়া করিয়া দাঁতে দিলে দাঁত বেদনা আঘাত হয়। পোড়া স্থপারির গুঁড়া ১০—১৫

ঐশ পরিমাণ ৪ ঘণ্টা অল্প ব্যবহার করিলে দন্তের দাবতীয় রোগ আরাম হয়।
অপারি চিরাইয়া থাকিলে দাবতীয় মূত্রপথের রোগ আরাম হয়। অপারির রস ৪—৬
ড্রাম পরিমাণ ছুঁড়ের সহিত সেবন করিলে বড় বড় ক্রিমি নষ্ট হইয়া যায় (Bentley &
Trim)। অপারি স্নায়বিক রোগে হিতকর এবং ইহা শোধক বলিয়া চক্ষে প্রক্ষেপ
দিয়া থাকে। অপারির কচি পাতার রস তৈলের সহিত মিশাইয়া মালিশ করিলে
কচিহাত আরাম হয়।

অপারি গর্ভবতী স্ত্রীলোকের দন্তরোগ আরাম করে। অপারি কফ ও পিত্তনাশক, ইহা
কফ ও মুখের রোগনাশক। অম্বু'মদ্য অপারিভস্ম হইতে দন্তধাবন চূর্ণ প্রস্তুত হয়—
উহা দাঁতের বেদনা নিবারক, আম ও রক্তাতিসার নাশক। কাঁচা অপারি থাকিলে
মত্ততা আনয়ন করে।

অপারি ছুঁড়ে সিদ্ধ করিয়া উহার সহিত এলাচ, লবঙ্গ, দাড়চিনি যোগে বেশ রসায়ন
প্রস্তুত হয়। ইহার সহিত ধূতাবীজ ও সিদ্ধিযোগ করিলে কামেধর বোধক
প্রস্তুত হয়।

সিকি তোলা অপারি ও'ড়াইয়া উহার সহিত ২ তোলা লেবুর রস মিশাইয়া মণ্ড করিয়া
ব্যবহার করিলে ক্রিমিনাশ করে।

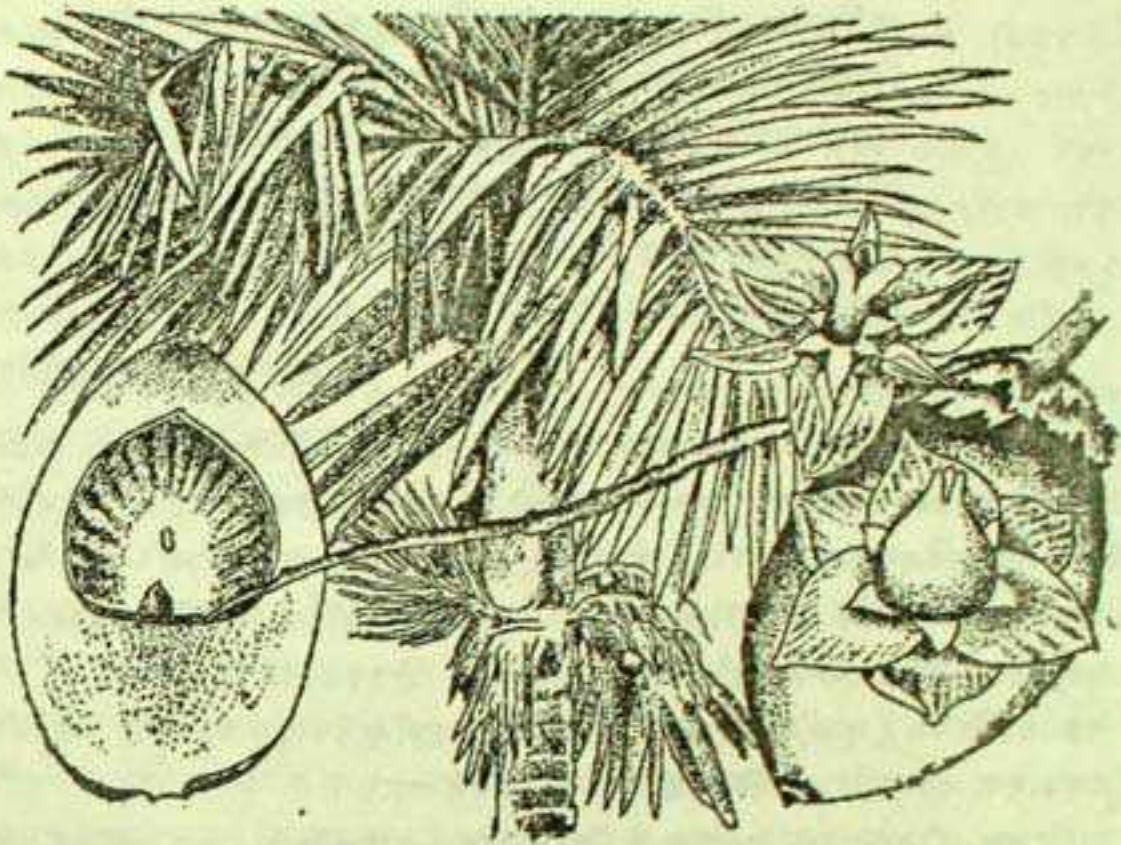
Glossary :—সংক্ষিপ্ত শৃংখ পরিচয় :—

অপারি :—কামোদ্দীপক, মূত্রপথের সঙ্কোচক, ক্রিমিনাশক; স্নায়বিক দুর্বলতার উপকারী
দ্রব্য, পতঙ্গিগের ফিতা ক্রিমিতে উপকারী। সর্প দংশনে উপকারী।

মন্তব্য :—চরক বলেন, ক্রমূকের ত্বক হইতে আসব প্রস্তুত হয় (২৫ পৃঃ)। সুত্রান্ত—
লিখিয়াছেন “ককপিত্তহরং ককঃ বক্তুঃ ক্রমমলাপহম্। কবায়মীদমধুরং কিঞ্চিৎ পুগকলং
সরম্” (নৃঃ ৪৬ অঃ)। ভাব প্রকাশকারি—বাজিকরণাধিকারে (যতিব্রত পুগপাকে)
পুগ ব্যবহার করিয়াছেন। বৃন্দ, চক্রপাণি, বঙ্গসেনাদি কৃত গ্রন্থিক সংগ্রহে
বাজীকরণার্থ পুগ ব্যবহৃত হয় নাই।

Fig :—Palms, Brit, Ind., 154, t. 232; Roxb., Cor. Pl., i, t. 75;
Rheede, Hort, Mal., i, t. 58.

Ref.—F. B. I., vi, 405; Roxb., F. I., iii, 615; B. P., ii, 1047; Prain,
H. H., 204.



616. *Areca catechu* Linn. (স্থপারি)

Genus—*COCOS* Linn.

617. *C. nucifera* Linn. (নারিকেল)

ভাষাভাষার নাম—নারিকেল—সংস্কৃত, নারিকেল—বাংলা; নারিয়ল—হিন্দি; ক্রীফল, নারঠ—মহারাষ্ট্র; নালীয়র—ওড়িয়া; টোঙ্গনকারী—কর্ণাট; নড়িয়া—উৎকল; নারিকাদাম, টোকাদা—তেলেগু; টেহা, টেজা, তেজামারম—তামিল; পোল—সিংহু; নার্বিল—আরব; নারীগল—ফ্রান্স।

নারিকেলো রসফলঃ স্নাতুঃ কুচশৈখরঃ ॥
 দৃঢ়মীলো নীলভরুর্মল্যোচ্চতরুস্তথা ॥
 তৃণরাজঃ স্বকতরুদীক্ষিণাত্যো দুরারুহঃ ।
 লাললী ত্র্যম্বকফলস্তথা দৃঢ়ফলপ্রতিঃ ॥
 নারিকেলো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ শীতঃ পিত্তবিনাশনঃ ।
 অর্জুনকণ্ডু বাশোদ-শমনো দুর্জরঃ পরঃ ॥

নারিকেল সলিলং লঘু বলাং শীতলং চ মধুরং গুরু পাকং ।
 পিত্তপীনসতৃষাশ্রমদাহশাস্তি শোষণমনং স্নেহদায়ি ॥
 পকমেতনপি কিঞ্চিদিহোক্তং পিত্তকারি রুচিনং মধুরং চ ।
 দীপনং বলকরং গুরু বুয়ং বীৰ্য্যবৰ্দ্ধনমিদং তু বদন্তি ॥
 খুবরং নারিকেলস্ত স্নিগ্ধংগুরু চ তুৰ্জয়ম্ ।
 দাহবিষ্টেস্তনং রুচ্যং বলবীৰ্য্যবিবৰ্দ্ধনম্ ।

রাজনিঘণ্টুঃ । আত্মাদিবর্গঃ ॥

নামপর্যায় : নারিকেল, বগফল, স্বতঙ্গ, কুর্চশেখর, দৃঢ়নীল, নীলতরু, মল্লা, উচ্চতরু ;
 তৃণবাল বদ্ধতরু, দাক্ষিণাত্য, দৃককহ, লাকনী, আশকফল, দৃঢ়ফল—এইগুলি নাম ।
 গুণপর্যায়—নারিকেল গুরুপাক, স্নিগ্ধ, শীতবীৰ্য্য, পিত্তনাশক । অর্কপকফল—তৃফা ও শোষ
 নাশক, ক্রিমিনাশক । নারিকেল জল—লঘুপাক, বলকারক, শীতবীৰ্য্য, মধুররস, পাকে
 গুরু, পিত্ত, পীনস, তৃফা, শ্রম ও মেহের শক্তিকর । শোষ নাশক ও স্নেহদায়ক ।
 পক নারিকেল (খুনা নারিকেল)—মল পিত্তকারক, রুচিকারক মধুররস, অম্লাদীপক,
 বলকারক, গুরুপাক, বুয়, বীৰ্য্যবৰ্দ্ধক বলিয়া কথিত আছে ।
 নারিকেল শাঁস—স্নিগ্ধ, গুরুপাক ও ক্রিমিনাশক । দাহও বিষ্টেকারক, রুচিকর ; বল ও
 বীৰ্য্য বৰ্দ্ধক ।

জন্মস্থান—ভারতের সমুদ্রকূলবর্তী স্থানে নারিকেল বহুল পরিমাণে জন্মে । লক্ষা, কয়মণ্ডল
 উপকূল, মালাবার উপকূল, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, ঢগলী, হাওড়া
 প্রভৃতি স্থানে জন্মে ।

বর্ণনা :—অনাবৃত মেহ খাড়া লম্বা গাছ, ৪০-৮০ ফুট উচ্চ হয় । গাছের ব্যাস ১-২ ফুট ।
 গাছের গোড়া অধিক মোটা, কৃষ্ণ অথবা ধূসর বর্ণ, গাছের গায়ে গোলাকার দাগ
 আছে । পত্র ১২-১৮ ফুট লম্বা, পত্রিকা ২-৩ ফুট লম্বা, পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশঃ
 সর, উচ্ছন্ন সবুজবর্ণ । পত্রে শিরা ৩-৫ ফুট পর্যন্ত হয় । ইহা অতিশয় শক্ত । পুংপুষ্প
 ছোট, হৃদিতাক । ইহার পাপড়ি ৫ ইঞ্চি লম্বা । ফল ত্রিভুজাকৃতি, ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা ।
 ভিতরে জল ও শাঁস থাকে । ফলের উপরিভাগ ছোবড়া যুক্ত খোলা অতিশয়
 শক্ত । ইহার ছোবড়া হইতে দড়ি ও জাহাজের কাছি এবং খোলা হইতে হাঁকা প্রস্তুত
 হয় । সারা বৎসরই ইহার ফুল ও ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ—ফুল, ফল, খোলা, তেল, রস, শিকড় ও ছাই ।

বৈজ্ঞানিক নারিকেলের ব্যবহার ।

চক্রদন্ত—সূর্য্যাবর্ত ও অর্দ্ধাবস্তেদকে নারিকেল জল—নারিকেল জলে চিনি মিশ্রিত করিয়া
 নাসিকাধায়া পান করিলে সূর্য্যাবর্ত ও অর্দ্ধাবস্তেদক নামক শিরোরোগ নিবৃত্তি পায় ।

ভাষ্যপ্রকাশ—(১) পরিণাম শূলে নারিকেল—হৃৎপক সজল নারিকেলের ভিতর সৈন্ধব লবণ চূর্ণ নিষ্ক্ষেপ করিয়া যুক্তিকার লেপ দিয়া ঘূঁটের আওনে পাক করিবে। স্বাস্থ্যশীতল হইলে নারিকেল ভাঙ্গিয়া তদ্ব্যবস্থায় কৃষ্ণবর্ণ নারিকেলের শস্য গ্রহণ করিবে। ইহা ২-৪ আনা মাত্রায় কিঞ্চিৎ পিষ্টলী চূর্ণের সহিত সেবন করিলে পরিণাম শূল হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। (২) শর্করা রোগে নারিকেল কুস্থম—দধির সহিত নারিকেল ফুল পেষণ পূর্বক পান করিলে কতিপয় দিবসের মধ্যেই শর্করা রোগ হইতে মুক্তি লাভ ঘটে।

মূল ঔষধাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার—নারিকেলের মূল মূত্রকর। ইহা মূত্র বৃদ্ধির ও জীলোষদের জননযন্ত্রের রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহার পত্রের ছাই অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হয়। ভাবের জল অতিশয় শিথিল। ইহা পিপাসা নিবারক ও মূত্র বৃদ্ধির রোগে হিতকর। ভাবের শাঁস পুষ্টিকর, শীতল ও মূত্রকর। পক নারিকেলের শাঁস গুরুপাক, কিন্তু অতিশয় বলকারক। ইহা অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হয়। নারিকেল গাছের মাখি পুষ্টিকর, বলবর্দ্ধক। নারিকেলের তৈল মস্তিষ্কের কেশ বাড়াইয়া দেয়। এই তৈলের সহিত মাখাঘষা মশলা পচাইয়া হৃৎগন্ধি তৈল প্রস্তুত হয়। গাছের টাটকা রস মূত্রকর। নারিকেলের রস গাঁজিয়া খাইলে তাড়ি হয়। নারিকেল মালা অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া উহাতে পাথরবাটি চাপা দিলে পাথরে বে ঘাম হয়, উহা দানের পক্ষে একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

নারিকেল হইতে 'নারিকেল খণ্ড' প্রস্তুত হয়। উহা অজীর্ণ ও ক্রম কানের ঔষধ।

ই সের নারিকেলের শাঁস পেষণ করিয়া উহা ৮-১০ তোলা ঘূতে ভাজিয়া পরে ৪ সের নারিকেল জলে পাক করিতে হইবে। জল একটু ঘন গালায় মত হইলে উহাতে ধনে, পিপুল, বংশলোচন, জীরা, কালজিরে, এলাচ, দারুচিনি, তেজপাতা, মুখায় মূল, নাগেশ্বর ফুল (*Mesua ferrea*) প্রত্যেক ১ তোলা পরিমাণ গুঁড়া করিয়া ঐ গালায় সহিত মিশ্রিত করিতে হইবে। এইরূপে নারিকেল খণ্ড প্রস্তুত হয়। উহা ২-৪ তোলা প্রত্যহ ব্যবস্থা করা যায় (*Dutta Met, Med., 249*)।

নারিকেল জল কোন ক্ষতিকর নহে। আয়র্কেন মতে ইহার রক্ত পরিষ্কার করিবার গুণ আছে (*Ainslie*)।

নারিকেল শাঁস কুরুনী দ্বারা কুরিয়া উহাতে অল্প জল মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইলে উহা হৃৎকের মত হয় এবং হৃৎকের মত ব্যবহার করা চলে।

Dr. Shortt বলেন, নারিকেলছড় ৪-৮ আউন্স পরিমাণ দিবসে ২-৩ বার সেবন করিলে, শারীরিক দুর্বলতা দূর হয় এবং উহা প্রাথমিক ক্রম রোগে বিশেষ উপকার হয়। ইহার খাদ অতি উৎকৃষ্ট। বালকদিগকে খাওয়াইলে বেশ উপকার হয়, কিন্তু অধিক মাত্রায় বিবেচনের কাজ করে। ইহা Castor oil ও মলমূত্রের বিবেচক ঔষধের স্থানে ব্যবহার করা যাইতে পারে (*Pharm, Ind 247*)। নারিকেল ভাঙ্গিয়া উহার শাঁস খাইবার ৩ ঘণ্টা পরে Castor oil খাইলে দুই ঘণ্টায় মধ্যে অতি বড় বড় ক্রিমি বাহির হইয়া যায়।

নারিকেলের খোলা হইতে একপ্রকার তৈল বাহির হয়। উহা দানের পক্ষে হিতকর। নারিকেল তৈল হইতে সস্তার সাবান প্রস্তুত হয় (Dymock)। এই তৈল বাসাম ও তিল তৈল অপেক্ষা মালিশের পক্ষে কম গুণশালী। নারিকেল ছুঁড় জাল দিয়া যে তৈল পাওয়া যায় উহা পোড়া ঘা ও টাকের পক্ষে হিতকর।

নারিকেল শাঁস ও তেঁতুলবীজের শাঁস হইতে যে তৈল প্রস্তুত হয় উহা পোড়া ঘা ও বাতের বেদনায় হিতকর। নারিকেল তৈল সর্পবিষের প্রতিষেধক বলিয়া কথিত আছে। কচি ভাবের শাঁস হইতে যে ছুঁড় বাহির হয় উহা কলেরা রোগ নিবারক। যখন অপর কোন ঔষধে বমন নিবারণ হয় না ও কোন উপকার হয় না তখন ইহা ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। টাটকা নারিকেল তৈল Codliver oil এর তুল্য, ২০-৩০ মিনিম হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ১ ড্রাম দিবসে ৩ বার ব্যবহার করিতে হয়। নারিকেল ফুল, চিনি, খসুখসের শিকড় ও বেতচন্দন যোগে জলে পেষণ করিয়া সেবন করিলে, পৈত্তিক জ্বরে বমন নিবারণ করে এবং শরীরে বেশ শান্তি আনে (Civil Sur. William wilson, Bogra)।

Glossary — সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

ফল—স্থমিঠে, কামোদ্দীপক, প্রস্রাবকারক।

নারিকেল তৈল :—টাকে ব্যবহৃত হয়। জ্বর এবং দুর্বলতার জন্য চুল উঠিয়া গেলে-সেখানে ইহা ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়।

অপক ফলের জল—স্নিগ্ধতা কারক। পিপাসা, জ্বর এবং মূত্রনালীর যে কোন প্রকার বিকৃতিতে উপকারী।

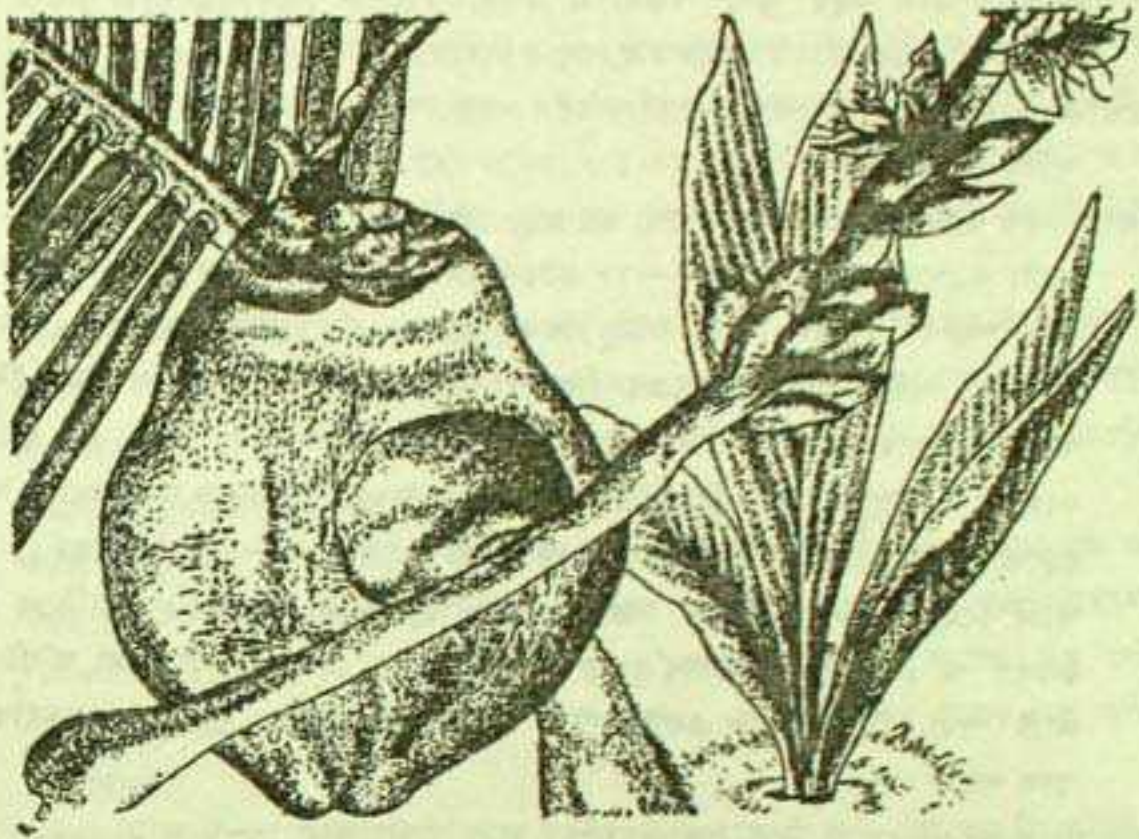
মূল :—প্রস্রাবকারক, সঙ্কোচক, জ্বরায়ু সঞ্চর্চায় যোগে উপকারী।

মন্তব্য :—চরকের "দশেনানি"তে নারিকেলের উল্লেখ নাই। তৈলযোনি ফল মধ্যেও নারিকেল পণ্ডিত হয় নাই। পুস্তক—তৈলযোনি ফলবর্গে লিখিয়াছেন, তাল নারিকেল-ফলসহঃ পিস্তসংস্থষ্টে বায়ো" (চি: ৩১ অ:)। নারিকেল ফলের গুণোন্মেষ প্রসঙ্গে বাগ্‌ভট লিখিয়াছেন, "বুংহণং গুরু শীতলম্। দাহকতকরহরং বক্ষপিত্ত প্রসাদনম্। খাদু পাক বসং স্নিগ্ধং বিষ্টপ্তি কফশুক্কম্" (শু: ৭ অ:)। রাজনিঘণ্টুকার নারিকেল তৈলকে বাতপিত্তহর, কেষ্ট, স্নেহল, গুরু ও শীতল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু চিকিৎসাএষে তিল এরও সর্বপ্রজাত তৈলবৎ আমরা নারিকেল তৈলের ব্যবহার বেধিতে পাই না।

নারিকেল ছুঁড় ও কালজীরা চূর্ণ একত্রে প্রলেপ দিলে বৌদ্ধদন্ত অঙ্গ প্রকৃতিস্থ হয়।

Fig.—Roxb., Cor. Pl., t. 73; Rheede, Hort, Mal., ii, 14; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 990.

Ref.—F. B. I., vi, 482 ; Roxb., F. I., iii, 614 ; B. P., ii, 1095 ; Dymock, iii, 511 ; Prain, H. H., 203.



617. *Cocos nucifera* Linn. (নারিকেল)

Genus—*BORASSUS* Linn.

618. *B. flabellifer* Linn (তাল)

ভাষানুসারী নাম :—তাল—সংস্কৃত ; তালগাছ—বাংলা ; তাড়—হিন্দি ; তাড়—মহারাষ্ট্র ;
তাড়—গুজরাট ; পালামা পনন্—তামিল ; তাল—কান্না ; তাব—আরব ।

তালস্তালদ্রুমঃ পত্রী দীর্ঘকক্ষো ধ্বজদ্রুমঃ ।

তৃণরাজো মধুরসো মদাঢ্যো দীর্ঘপাদপঃ ॥

চিরায়ুস্তরুরাজশ্চ গজভক্ষ্যো নৃচুহনঃ ।

দীর্ঘ-পত্রো শুষ্কপত্রোহপ্যাসবদ্রুমশ্চ ঘোড়শ ॥

তালশ্চ মধুরঃ শীতঃ পিত্তদাহপ্রমাপহঃ ।

সরশ্চ কফপিত্তয়ো মদকৃদ্ধাহশোষশুৎ ॥

রাজনিযন্তুঃ । প্রভ্রাজাদিবর্গঃ ॥

নামপৰ্য্যায় :—তাল, তালজন্ম, পত্নী, দীৰ্ঘজন্ম, ধ্বজজন্ম, তৃণবাজ, মধুরস, মদাঢ্য, দীৰ্ঘপাদপ, চিরাযু, তরুবাজ, গজজন্ম, দৃঢ়জন্ম, দীৰ্ঘপত্র, শুদ্ধপত্র, আসবজ—এই বোলটি নাম।

গুণপৰ্য্যায় :—তাল মধুর রস, শীতবীৰ্য, পিত্ত, দাহ ও শ্রম নিবারক, সর, ককপিত্ত নিবারক, মত্ততা কাটক, এবং দাহ, শোথ নিবারক।

জন্মান্বান :—ভারতবর্ষে ও বৰ্ণায় বোপণ ক'রে। বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া ও বৰ্দ্ধমান জেলায় অধিক পরিমাণে দেখা যায়।

বৰ্ণনা :—বড় গাছ—ইহার শাখাপ্রশাখা হয় না। গুঁড়ি ৬০—৭০ ফুট উচ্চ, গাছের মধ্যস্থল মোটা ও গোলাকার। পত্র ৫—১০ ফুট, পত্রের আকৃতি পাখার ছায়। পত্র চর্খের ছায় শক্ত। ইহাতে অনেক উঁচু শিরা আছে। শিরাগুলি পত্রদণ্ডের গোড়া হইতে অগ্রভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত, পত্রের কিনারা কাঁটার মত। পত্রদণ্ডের উভয় কিনারায় কবাতের ছায় কৃষ্ণবর্ণ দাঁত আছে। তালগাছ একলিঙ্গ বিশিষ্ট। গুঁ গাছে তাল ফলে না। ইহার মোচ সৌদালের ফলের ছায় লম্বা। জ্বীগাছে তাল ফলে। অগ্রভাগ হইতে তালের মোচ বাহির হয়। এক একটি মোচায় ১৫—২০ টি তাল হয়। তালের কাদি কয়েক ফুট লম্বা ও শক্ত। তাল গোলাকার, কৃষ্ণ বা ধূসরবর্ণ। পাকিলে কোনটি কৃষ্ণবর্ণ ও কোনটি হরিত্রাবর্ণ হয়। প্রত্যেক ফলে ১—৬ টি বীজ বা আঁটি থাকে। আঁটি শক্ত, ত্রিভুজাকৃতি ও একটু চেন্টি। বসন্তকালে তালের ফুল হয় ও বর্ষার শেষে তাল পাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—মোচা, ফল, মূল ও মেষি ; মাজা, মোচাকার ১—৪ আন।

বৈজ্ঞানিক তালের ব্যবহার।

চরক :—মূত্রের বিবর্ণতা ও কুঞ্জে, তালপত্র—কাঁচাতাল ফলের শস্তের (তালশাঁস) কক দ্বারা পক দ্রুত কিম্বা কীরণপরিভাবাহুনায়ে পক তালপত্রের কাথ, কাসরোগীর মূত্রের বিবর্ণতা ও কুঞ্জে পের (চি: ২২ অ:)।

শুক্রস্রব :—মূত্রাঘাতে তরুণ তালমূল—শীতল জল কিম্বা শালিতগুলোদক সহ তরুণ তালবৃক্ষের মূল পেদগপূর্বক পান করিলে মূত্ররোধ নিবৃত্তি পায় (উ: ৫৮ অ:)।

চক্রস্রব :—(১) উন্মাদে তালশাখারস—উন্মাদরোগী তালশাখাজ (তালশাঁড়ার) রস মধুসহ বা কেবল পান করিবে (উন্মাদ চি:)। (২) ম্লীহোদরে তালপুষ্পভব কাথ—তালজটার অল্পধূমপাকার পুরাণগুড়ের সহিত সেবন করিবে। ইহা ম্লীহাবিকৃতিতে হিতকর (উদর—চি:)।

বঙ্গসেন :—শুখপ্রসবার্থ তালমূল—তালবৃক্ষের উত্তরদিকের মূল জ্বীর্ণরীষ লমদীর্ঘ শূক্রেদ্বারা কটীদেশে বাঁধিয়া দিলে শুখপ্রসব হয় (জ্বীৰোগ চি:)।

মূলপ্রোচ্ছাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার—তালের রস উত্তেজক ও রেমানাশক। ইহার টাটকা রস মিষ্টি, মৃদুবিষেচক ও মূত্রকর। তালপত্রের গায়ে যে তুলার মত পদার্থ পাওয়া যায়

উহা কোন কঠিন স্থানে লাগাইলে উহা হইতে রক্তপাত নিবারণ করে। টাট্কা রস প্রদাহ ও শোথ নিবারণ করে। তালের শিকড় শিথলকর, পুষ্টিকর ও বলকারক। পাকা ফলের শাঁস গুরুপাক।

তালের কোপল খাইতে মিষ্ট ও ইহাতে বেশ তরকারী হয়। ইহা শিথলকর এবং মূত্রকর। তালের কাঁদির ছাই সেবন করিলে বর্ধিত গ্রীহা কমিয়া যায়। তালের মাড়ি বাহির করিয়া উহাতে অন্ন চূর্ণ মিলে উহা অমিয়া যায় এবং বরফির দ্বার খাইতে উপাদেয় হয়। তালের মাড়িতে ময়দা বা চাউলের গুঁড়া মিশাইয়া তৈলে ভাজিলে তালফুগুরি হয়। কাঁচা তালের শাঁস শিথলকর ও শাস্তিকর।

তালজটার ছাই উগ্র, উহা blister এর কাজ করে। পাকা তালের মাড়ি চর্ম রোগ নাশক। তালের চিনি বা মিছরী পিত্তনাশক, হৃৎকেন্দ্র রোগ নিবারণক। ইহা মধুমেহে ফলপ্রদ ঔষধ। তালের রস মূত্রকর ও পুরাতন গগোবিদ্যা নাশক (T. N. Mukherjee)। তালের কাঁদির ছাই বর্ধিত গ্রীহা হিতকর (U. C. Dutt.)।

তালের টাট্কা রসে চাউলের গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া অগ্নির উত্তাপে আঠার মত করিয়া উহা একটি বস্ত্রখণ্ডে লাগাইয়া পুলটিস্ মিলে পৃষ্ঠরোগ ও পুরাতন ক্ষত আদ্যায় হয় (Pharm, Indica)। তালশাঁড়ার রস ও তালের নূতন শিকড়ের রস ছোঁচিয়া খাইলে পুরাতন সর্দি ও ঘুংড়ি কাসি আরাম হয়। তালের সবুজ পত্রের রস সর্পদংশে হিতকর।

তুড়তালের শাঁস পেটকামড়ানি ও উদরাময় আরাম করে। তালের শিকড়ের গুঁড়া নাবিকেল ছড়, লবণ ও মংলোর সহিত মিশ্রিত করিয়া পিষ্টকাকারে খাইলে শরীরের বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তালের তাড়ি প্রত্যহ খাইলে শরীরের বলবৃদ্ধি হয়। বালকদিগকে প্রত্যহ অন্ন পরিমাণ খাওয়াইলে তাহাদের পাঁচড়া ও অপরাপর চর্মরোগ আরাম হয়। (Bomb. Nat. Hist. Journ, Vol, xxi I, P, 929)

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় —

মূল :—শিথলকারক, কৃতবল পুনরুদ্ধার কারক।

গাছের রস—প্রসাবকারক, উত্তেজক, ফুলায় বয়সায় এবং উন্নীতে উপকারী।

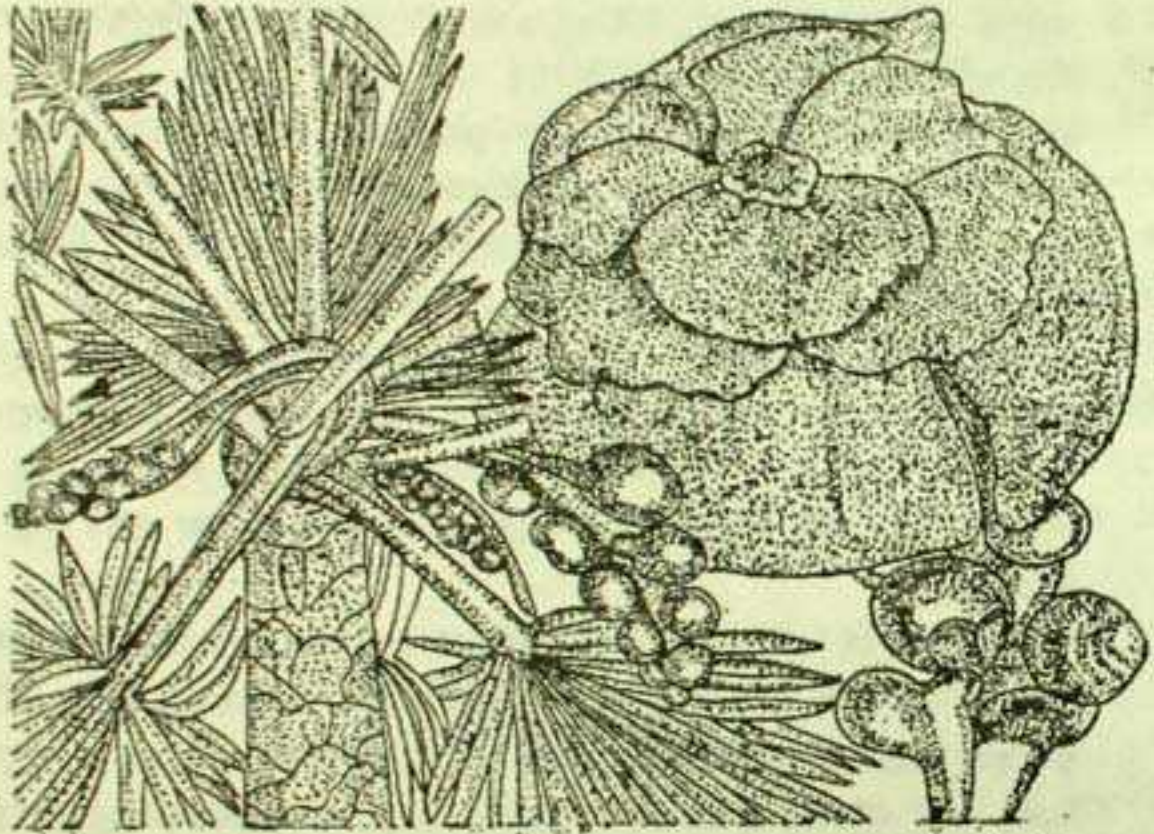
তালশাঁস—পুষ্টিকারক ও শিথলকারক।

মন্তব্য : নিম্নলিখিত তাল, ত্রীতাল, হিঙ্গাল ও মাড় এই চতুর্বিধ তালভেদের উল্লেখ আছে। ত্রীতালাদির অর্থসংজ্ঞা ও গুণ উক্ত হইতেছে—ত্রীতাল—‘মধুতাল’, ‘বৃহৎ’, ‘বিশালপত্র’, ‘শিরলিপত্র’, লেখাহ’। গুণ—ত্রীতালো মধুরোহিতাস্তমীষকৈব কষায়কঃ। পিত্তজিৎ কফহারী চ বাতমীষং প্রকোপয়েৎ॥ হিঙ্গাল—মূলতাল, কড়পত্র, বৃহৎ, বহুকটক, শিরাপত্র, অন্নসার। গুণ—হিঙ্গালো মধুরান্নকফক্লপিত্তনাহরং। অমৃতফাপহারীচ শিশিষো বাতদোষহং। মাড়—‘বিতানক’ ‘মজ্জম’, ‘মোহকারী’।

ওদ—মাড়ন্ত শিশিরো কচ্য কষায়: পিত্তদাহকং । তৃফাপহো মরুৎকারী অমরুৎ
শ্লেষকারক । তালের মেতি, তালের রস, পক তালের শাঁস, তাল আটার শাঁস,
তালের মিছরি উত্তম খাদ্য ও ঔষধ ।

Fig—Rheede. Hort. Mal., i, et., 910, Rumph., Herb. Ambro., i, t.,
10; Roxb., Cor. Pl, i, 50, t. 70 & 71.

Ref :—F. B. I., vi, 482; Roxb., F. I., iii, 790; B. P.; ii, 1092, Prain
H. H., 293.



618. *Borassus flabellifer* Linn. (তাল)

Genus—*CARYOTA* Linn.

619. *C. urens* Linn. (গোলসাগু)

ভাষান্তরী নাম :—গোলসাগু—বাংলা ; মারি—হিন্দি ; কুন্দলে পানাই, ইয়াম-বানাই—
তামিল ; অনিগুয়াটু—তেলেগু ; স্যালোপা—উড়িষ্যা ; আনাপানা—মালয় ;
বাহা হাওয়ার—আসাম ।

অবস্থান :—পশ্চিমঘাট, মহাবালেশ্বর, বর্ধা । বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা এবং সিমিকে সাধারণতঃ
১০০০ ফুট উচ্চ পর্যন্ত দেখা যায় ; উত্তরবঙ্গ, ত্রিহত, মালভূমি প্রেসিডেন্সি ।

বর্ণনা :—গাছ ৩০-৪০ ফুট উচ্চ । পত্র ১০-২০ ফুট দীর্ঘ, ১০-১৫ ফুট চওড়া, পত্রিকা

৫-৬ ফুট লম্বা, বক্র ও অবনত, উপরের পত্রের গোড়া হইতে ফুল হয়, তৎপরে ক্রমে ক্রমে নীচে পুং ও স্ত্রী পুষ্প জন্মে। কানি ৩-৫টি হয়, ১২ ফুট লম্বা। পুষ্পদণ্ড ক্ষুদ্র, খেতবর্ণ, পুষ্পের পাপড়ি ৫-৬ ইঞ্চি, গোলাকার। ফল ১-২টি, গোলাকার, ঈষৎ লালবর্ণ। ফলে ১-২টি বীজ হয়। বীজ সোজাভাবে থাকে। এপ্রিল মাসে ফুল ও আগষ্ট মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল ও বীজ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার বীজ গাঁজাইয়া বেশ মন প্রস্তুত হয়। টাইকা তড়ি প্রাতে ১ মাস খাইলে বেশ বিবেচনের কাজ করে (Pharm. Ind.)। ইহার বীজ আধ কপালে মাখা ধরায় ব্যবহৃত হয়। পুরাতন গাছের মাইজ হইতে ব্যবসায়ের উপযুক্ত মণ্ড প্রস্তুত হয় বলিয়া বিবেচিত হয়।

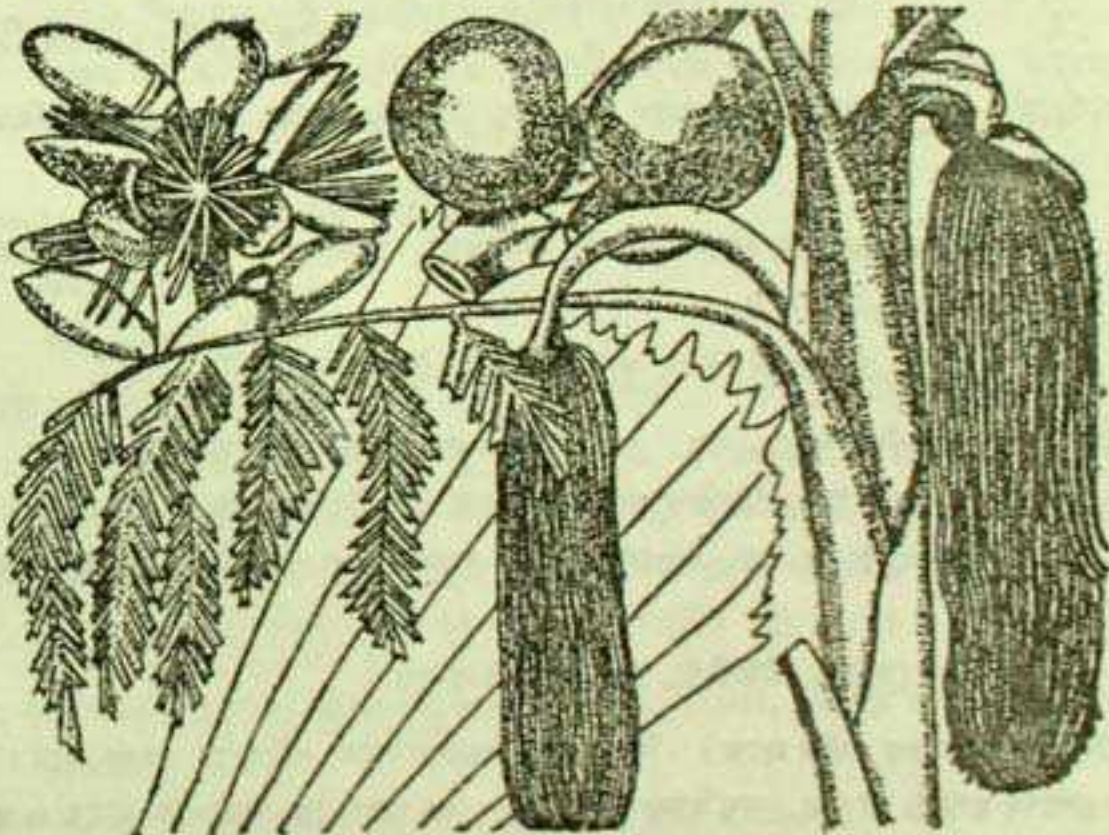
Glorsary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফল—তিক্ত, শিথতাকারক। পিপাসা ও শ্রম নিবারক। পশুর মতিক্রোণে প্রলেপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

মাংসল অংশ :—বিবেচক।

Fig :—Rheede, Hort, Mal., i. t. ii ; Mart., Hist. Nat. Palm, 193 & 107 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med ; Pl., t. 986 B.

Ref :—F. B. I., vi, 422 ; Roxb., F. I., iii, 625 ; B. P., ii, 1093.



619. *Caryota urens* Linn. (গোলাশাক)

Genus—PHOENIX Linn.

620 P. sylvestris Roxb. (খেজুর)

ভাষানুসারী নাম :—খর্জুরী—সংস্কৃত ; খেজুর—বাংলা ; আলমা খাজুর—হিম্মি ; খাজুরা—
পাহাৰ ; মিছী—মহাৰাষ্ট্ৰ ; ইকিলু—কৰ্ণাট ; ইচুমপামাই, পেরী-ইয়াইটো—
তামিল ; পেজাইটো, ইয়াণবেদী—ভেলেণ্ড ; কাট্টিন্টা—মালয় ; ইচালুমাৰা—কঙ্কণ ;
খর্জুরী—গুজরাট ।

খর্জুরী তু খরক্ষা দুশ্পুধৰা দুৱাকুহা ।
নিঃশ্ৰেণী চ কষায়া চ যবনেটো হরিপ্রিয়া ॥
খর্জুরী তু কষায়া চ পক্ষা গৌল্যকষায়কা ।
পিত্তরী কক্ষা চৈব ক্রিমিকৃৎ বৃহৎবহনী ॥
মধুখর্জুরী কক্ষা মধুকর্কটিকা চ কোলকর্কটিকা ।
কটকিনী মধুফলিকা মাধ্বী মধুরা চ মধুরখর্জুরী ॥
মধুখর্জুরী মধুরা বৃহা সস্তাপপিত্তশান্তিকরী ।
শিশিরা চ জলকরী বহুবীৰ্য্যবিবর্জনং তনুতে ॥
ভুখর্জুরী ভুজা বহুধাখর্জুরিকা চ ভুমিখর্জুরী ।
ভুখর্জুরী মধুরা শিশিরা চ বিদাহপিত্তহরা ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । আজাদিবর্গঃ ॥

নামপর্যায়—খর্জুরী, খরক্ষা, দুশ্পুধৰা, দুৱাকুহা, নিঃশ্ৰেণী, কষায়া, যবনেটো, হরিপ্রিয়া—এই
আটটি নাম ।

মধুখর্জুরী, মধুকর্কটিকা, কোলকর্কটিকা, কটকিনী, মধুফলিকা, মাধ্বী ও মধুরখর্জুরী—
এইগুলি মধুখর্জুরীর নাম ।

ভুখর্জুরী, ভুজা, বহুধাখর্জুরিকা, ভুমিখর্জুরী—এইগুলি ভুখর্জুরীর নাম ।

গুণপর্যায় :—খর্জুরী—কষায় রস, পিত্তখর্জুরী—কষায় রসযুক্ত নির্যাপের কাণ্ড করে ।

পিত্তনাশক, কক্ষকারক, ক্রিমিকারক, বলকারক ও অগ্নিবৃদ্ধিকারক ।

মধুখর্জুরী—মধুর রস, বৃহা, সস্তাপ ও পিত্ত শান্তিকর । শীতবীৰ্য্য, ক্রিমিকারক এবং
বহুবীৰ্য্যবর্দ্ধক ।

ভুখর্জুরী—মধুর রস, শীতবীৰ্য্য, দাহ ও পিত্ত নাশক ।

প্রস্তুত্যান :—ভারতের সর্বত্র জন্মে । সিদ্ধদেশের অরণ্যে বহুল পরিমাণে দেখা যায় । বঙ্গ-
দেশের হুগলী, হাওড়া, বঙ্গমান, বশোহর, ২৪ পরগণায় অরণ্যের ধারে ও বাগানে
রোপণ করে ।

বর্ণনা :—সোজা গাছ, ৪০-৫০ ফুট উচ্চ হয়, ৩ ফুট মোটা। কাষ্ঠ ফিকে ধূসরবর্ণ, বহিঃভাগ শক্ত, পত্রবৃক্ষ গাছকে জড়াইয়া থাকে। পত্রদণ্ড ৬-৭ ফুট লম্বা। পত্র পক্ষাকার দণ্ডের উভয় দিকে হয়, সম্মুখে একটি পত্র থাকে। পত্রদণ্ডের মূল দেশে প্রায় ৪ ইঞ্চি লম্বা কাটা আছে। পত্রিকা ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা, ৪-১ ইঞ্চি চওড়া। খেজুরের কানি নিম্নে অবনত। খেজুর গাছ স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতীয়। খেজুর সমেত যে গাছ হয়, উহা স্ত্রীজাতীয় গাছ; আর যে গাছের কানিতে খেজুর হয় না তাহা পুরুষ গাছ। ফল ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, গোলাকার। পাকিলে হরিত্রাবর্ণ হয়, যখন সম্পূর্ণভাবে খেজুর পাকিয়া উঠে তখন একটু লালবর্ণ হয়। ফলের উপরিভাগে শাঁস থাকে। বীজ অতিশয় শক্ত, বীজের মধ্যস্থল লম্বাভাবে বিভক্ত। গ্রীষ্মের প্রায়শ্ছে ফুল ও ভাজ আধিন মানে ফল পাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল, আঁটি ও শিকড়।

বৈজ্ঞানিক খজুরীর ব্যবহার।

পুষ্কান্ত :—ছিকার খর্জুরমধ্য—খেজুরের মেথি নিপুলচূর্ণ ও মধুযোগে সেবন করিলে হিকা নিবৃত্তিপায় (উঃ ৫০ অঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—খেজুর বলবর্দ্ধক। খেজুরের আঁটি গুঁড়াইয়া অপা-
মার্গের শিকড়ের সহিত খাইলে বমন নিবারণ হয় (Dymock)।
খেজুর রস অতিশয় বৃক্ষনিবারণক। খেজুরের মেথি গণোরিয়া ও মধুমেহ আশ্রাম করে।
ইহার শিকড় দাঁতবেদনা আশ্রাম করে।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

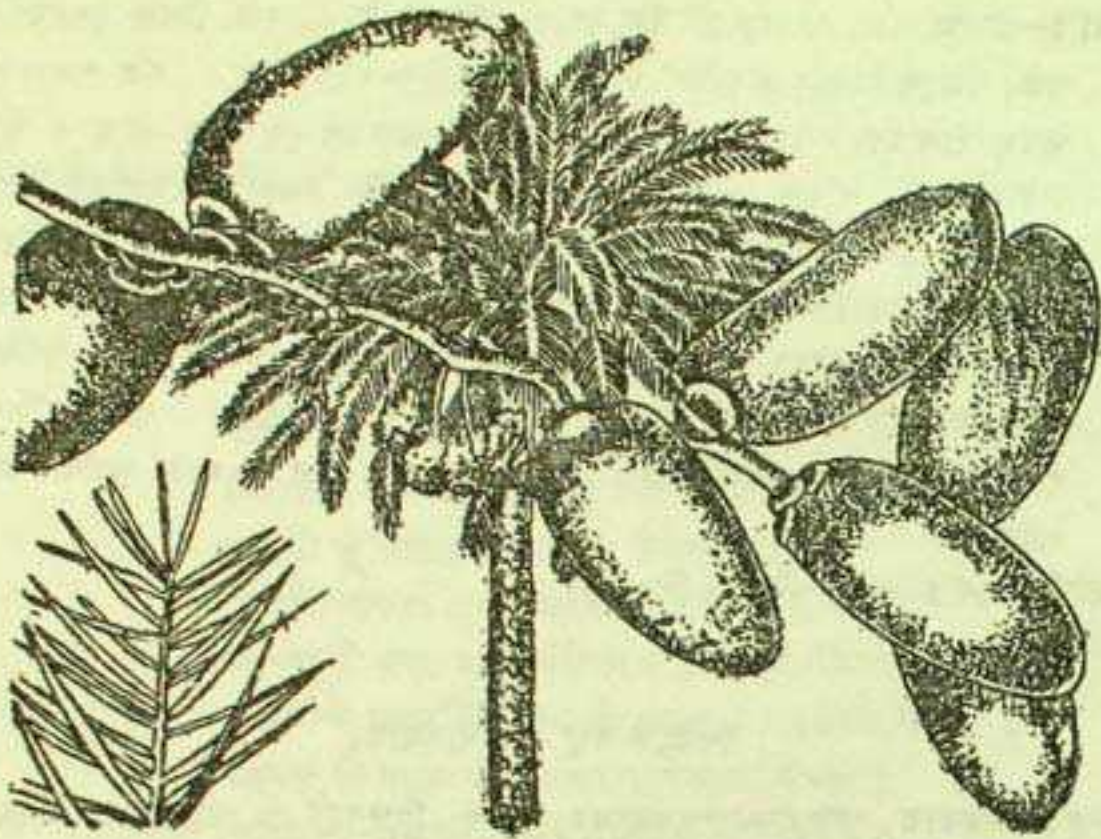
ফল—রসায়ন।

রস—ঠাণ্ডাপানীয়।

মন্তব্য :—চরক, অমরবর্ণে খেজুর পাঠ করিয়াছেন। ষষ্ঠ্যুরী মিথল্টুতে খর্জুরের ভেদ বীকৃত হয় নাই। রাজমিথল্টুকার, খর্জুর, পিওখর্জুরী, রাজখর্জুরী মধুখর্জুরী ও কুখর্জুরী—এই পাঁচ প্রকার এবং ভাবমিশ্রী, কুমিখর্জুরী, পিওখর্জুরী, ছোহারা ও হুসেমানি এই চারিপ্রকার খর্জুরের গুণ লিখিয়াছেন। খর্জুরী ও কুখর্জুরী তিন্ন, যাবতীয় খর্জুর বসোরা বা আশ্রবদেশ হইতে ভারতে আনীত হইয়া থাকে।

Fig.—Rheede, Hort, Mal, iii, tt. 22 & 25; Griff, Palms of Brit. India. 141 t, 228 A.

Ref.—F. B. I., vi, 425; Roxb., F. I. iii, 787; B. P., ii, 1096; Prain, H. H., 293.



620. *Phoenix sylvestris* Roxb. (খেজুর)

621. *P. dactylifera* Linn. (পিণ্ড খেজুর)

ভাষাশাস্ত্রীসাম :—পিণ্ডখর্জুরী—সংস্কৃত ; পিণ্ডিখেজুর—বাংলা ; পিণ্ডখজুর—হিন্দি ;
খজুরী—মহারাষ্ট্র ; খজুর—গুজরাট ; সিংহইফিলু—কর্ণাট ; পেরিকচাকাই—তামিল ;
কজুতুফকার—বেলেগু ; তমরকত—ফ্রান্স ; খুর্মাভ, খুর্মাখুর্দ—আরব ।

দীপ্য চ পিণ্ডখর্জুরী শূলপিণ্ডা মমুজবা ।
ফলপুষ্পা শ্বাস্ত্রপিণ্ডা হরতক্ষ্যা শ্রমতিবা ॥
তথাহুতা রাজখর্জুরী রাজপিণ্ডা নৃপত্রিয়া ।
মুনিখর্জুরিকা বস্ত্রা রাজেষ্ঠা ত্রিপুসম্মিতা ॥
পিণ্ডখর্জুরিকামুগ্মং গোলাং আদে হিমং গুরু ।
পিণ্ডদাহার্তিশাসনং শ্রমতংবীৰ্য্যবৃদ্ধিদম্ ॥
দাহরী মমুরাহত্ৰপিণ্ডশমনী তৃকাতি দোষাপহা
নীতা শ্বাসকফ শ্রমোদরহরা সন্তপনী পুষ্টিদা ।
বহুর্মান্যকরী গুরুবীৰ্য্যহরা হস্তা চ দন্তে বলং ।
শ্লিচ্ছা বীৰ্য্যবিবর্দ্ধনী চ কথিতা পিণ্ডাখ্যখর্জুরিকা ॥

রাজনিখটু : । আত্মাদিবর্গ : ।

সামর্থ্য্যায় :—দীপা, পিণ্ডখর্জুরী, স্থলপিণ্ডা, মধুপ্রব, ফলপুষ্পা, বাহুপিণ্ডা, হৃদয়ক্ষা—এই সাতটি নাম ।

অনুপ্রকার পিণ্ডখর্জুরী—রাজখর্জুরী, রাজপিণ্ডা, নৃপপ্রিয়া, মূনিখর্জুরিকা, বজ্রা, রাজেষ্ঠা—এই ছয়টি নাম ।

গুণপার্থ্যায় :—উভয় প্রকার পিণ্ডখর্জুরী—বাসে গৌল্য, শীতবীৰ্য্য, গুরুপাক, পিত্ত, দাহ এবং শ্বাস নাশক, অমহং এবং বীৰ্য্যবৰ্দ্ধক । পিণ্ডাখ্য খর্জুরীর গুণ—দাহ নাশক, বক্তপিত্ত নাশক, মধুররস, তৃষ্ণাদোষনাশক । শীতবীৰ্য্য, শ্বাস, কাস, ও অম নাশক । তৃপ্তিজনক ও পুষ্টিকারক । জঠরাগ্নিনাশক, গুরুপাক, বিষনাশক, হৃদয়, বলদায়ক । শ্লিষ্ণ, ও বীৰ্য্যবৰ্দ্ধক ।

জন্মস্থান :—পাকিস্তান, সিন্ধুদেশ ও সিন্ধুনদীর তীরবর্তী প্রদেশে দেখা যায় ।

বর্ণনা :—সরল গাছ ১০০-১২০ ফুট উচ্চ হয় । গাছের গোড়ার চতুর্দিকে বহু শিকড় জন্মে । পত্র ধূসরবর্ণ ও লম্বা । *P. sylvestris* অপেক্ষা ইহার পত্রের অগ্রভাগ অধিক সরু । কল ১-০৫ ইঞ্চি লম্বা । শাঁস অধিক হয় । খাইতে মিষ্ট । ভাল খেজুর মতট হইতে এদেশে আসে । পারস্যের খেজুর অতি উৎকৃষ্ট ।

একপ্রকার খেজুর আছে উহা ভারতের কবমণ্ডল উপকূলে সমুদ্রের কিনারায় জন্মে । উহার ল্যাটিন নাম *P. faringifera* Don. (Roxb. Cor, Pl, i, 56, t, 74; F. B. I., vi, 426) । ইহার পত্র ফল কৃষ্ণবর্ণ ও ফলে প্রায় শাঁস নাই । বিহারে একপ্রকার খেজুর জন্মে উহার গাছ ৫-১ ফুটের অধিক উচ্চ হয় না । পত্র খেজুর পত্রের (*P. acaulis*.) ছায় । ফল ক্ষুদ্র, উজ্জল ও লোহিত বর্ণ । ফলে শাঁস আছে । এই খেজুরকে কৃষ্ণখর্জুর বলে । বসন্ত ও গরমে ফুল হয়, বর্ষা ও শরতে ফল পাকে ।

Dr. Roxburgh অনেক পিণ্ডখেজুরের গাছ Royal Botanic Garden Calcutta-তে রোপণ করিয়াছিলেন, এবং উপযুক্ত পরিমাণ তথ্যের কথা সত্ত্বেও তিনি উক্ত গাছগুলি হইতে খর্জুর উৎপাদন করিতে পারেন নাই । ফুল ধরিবার পূর্বে অর্ধেক গাছ মরিয়া যায় । অবশিষ্ট গুলিতে ফল হয় নাই ।

ব্যবহার্য্য অংশ :—রস, ফল ও আঁটা ।

বৈজ্ঞানিক পিণ্ডখর্জুরীর ব্যবহার ।

চন্দ্রদন্ত :—রক্তপিত্তে খর্জুর—মধুর সহিত পিণ্ডখেজুর লেহন করিলে রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় (রক্তপিত্ত—চিঃ) ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—খেজুর সিদ্ধকর, স্নেহানিবারক । বৃহৎবিষেচক, পুষ্টিকর এবং রসায়ন । সর্দি, হাঁপানী ও অপরাপর হৃদযন্ত্রের—পীড়ার খেজুর বড় উপকারী । ইহার আঁটা উদরাময় ও জননযন্ত্রের বাবতীর রোগে ব্যবহৃত হয় ।

খেজুৰেৰ খাঁটী জলে তিআইয়া তাহাৰ জল চলে দিলে চক্ষুৰোগ আৰাম হয়।
খেজুৰেৰ টাট্‌কাৰস খাবক ও শিঙকৰ।

খেজুৰ আৱৰিক দৌৰল্য ৰোগে হিতকৰ (Watt)। খেজুৰেৰ জেলি, পিপুলচূৰ্ণ ও
মধু ৰোগে সেৱন কৰিলে হিকা আৰাম হয় (হুশত)।

খেজুৰ মূত্ৰকৰ ও বলকাৰক। বসন্ত ও জ্বৰেৰ পৰে দুৰ্বলতা থাকিলে খেজুৰ গব্যাহু
সহ পাক কৰিয়া সেৱন কৰিলে দুৰ্বলতা দূৰ হয়। খেজুৰেৰ বস মূত্ৰকৰ। ইহাৰ
জেলি ঐমেহ ৰোগে বিশেষ উপকাৰী।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপৰিচয় :—

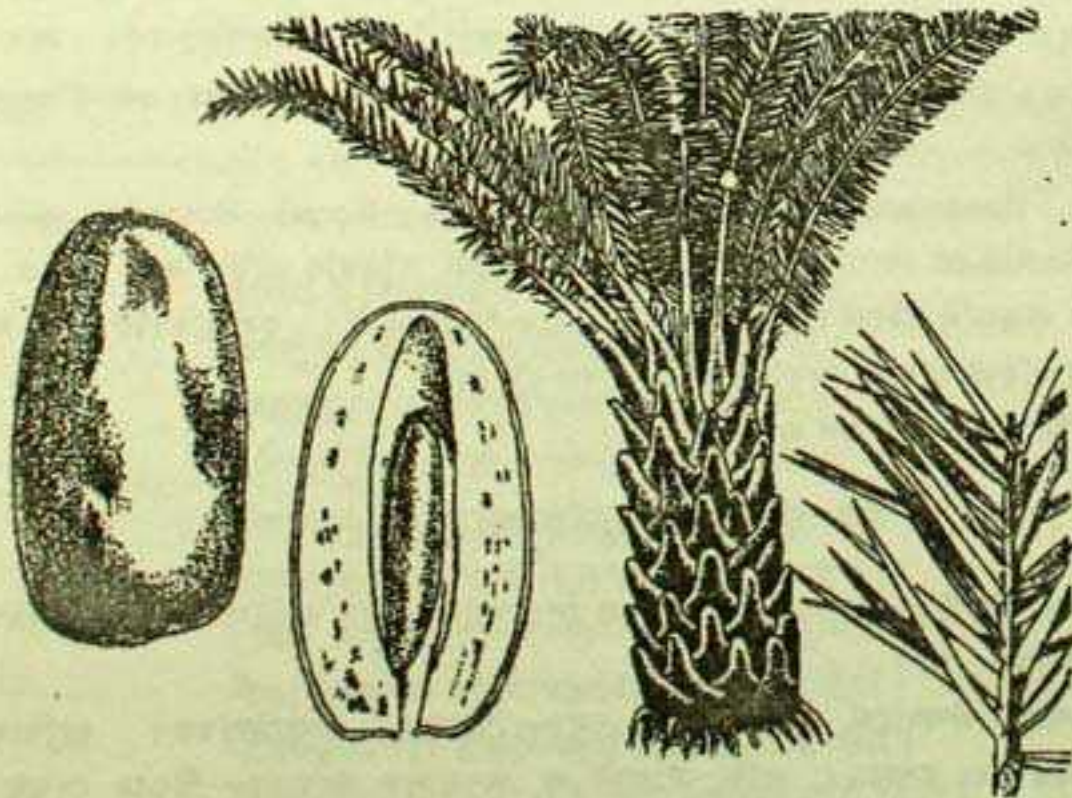
টাট্‌কাৰস :—শিঙকৰ। বিৰেচক।

খেজুৰ খাঁস :—উদৰামৰ, জনন যন্ত্ৰ এবং মূত্ৰপথৰ ৰোগে উপকাৰী।

ফুল :—শিঙকৰ। মেয়া নিঃসাৰক, পুষ্টিকৰ, বিৰেচক, কামোদ্দীপক, হাঁপানি, বৃক্কৰ
বেদনা এবং কাসে উপকাৰী। অধিকন্তু জ্বৰ ও গণোৱিয়ার ব্যবহৃত হয়।

Fig :—Lam. III t, 897.

Rif :—F. B. I, vi, 425 ; Kur. For. Fl, ii, 541 ; lc. Pl., Asiat, 244 ; Roxb.
F. I., iii, 786.



621. *Phoenix dactylifera* Linn. (পিও খেজুৰ)

Genus—*CALAMUS* Linn.

622. *C. viminalis* Willd. (বড় বেত)

C. rotang Linn.

ভাষান্তরানুসারী নাম :—অত্রপুষ্প, বেতস—সংস্কৃত ; বড় বেত—বাংলা ; বেত—হিন্দি ;
বেড়িম্ব, খোরবেত—মহারাষ্ট্র ; বেতহ, বেড়িম্ব—কর্ণাট ; নেহর—গুজরাট ;
পীপারবা, জীতবৃন্দুকা—তেলেগু ; বেত—ফ্রান্স ; থলাফ—আরব ।

বেতনো নম্রকঃ প্রোক্তো বানীরো বজ্জুলন্তথা ।

অত্রপুষ্পস্ত বিহুলো রথঃ শীতল কীৰ্ত্তিতঃ ॥

বেতসঃ শীতলো-নাহ-শোথোশৌৰ্যোমিরুক্শ্রণুৎ ।

হস্তি বিসর্পকৃচ্ছ, ত্র-পিত্তাশ্মরিকফানিগান্ ।

ভাবপ্রকাশঃ । শুভ্রচ্যাদিবর্গঃ ॥

নামপর্যায় :—বেতস, নম্রক, বানীর, বজ্জুল, অত্রপুষ্প, বিহুল, রথ, ও শীত এইগুলি নাম ।

গুণপর্যায় :—বেতস,—শীতবীৰ্য্য । ইহা নাহ, শোথ, অর্শ, যোনিরোগ, বিসর্প, মূত্রকৃচ্ছ,
রক্তপিত্ত, অশ্মরী, কফ ও বায়ুনাশক ।

অগ্ন্যস্থান :—বঙ্গদেশের প্রায় সকলস্থানে গ্রামের দ্বারে ও জঙ্গলে দেখা যায় । হগলী ও
বর্ডমান জেলার স্থানে স্থানে অস্বাভাবিক । কলিকাতা বোটানিক্যাল গার্ডেন অনেক
বেতগাছ আছে ।

বর্ণনা :—সবলভাবে জন্মে অথবা কখন কখন বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া বর্ধিত হয় । কাণ্ড ঝোটা,
পত্রিকা পক্ষাকার । বেতের পত্রের পত্রদণ্ডে ও কাণ্ডের গায়ে ছোট ছোট বক্র কাটা
আছে । পত্রের অগ্রভাগ সরু, লম্বা কাটাযুক্ত, পত্রবিহীন লেজের (flagella) বিপি ।
এই flagella এর অংশ যদি শরীরের মধ্যে যায়, তবে যে কোন স্থান দিয়া পাশিয়া
বাহির হইয়া দাঁড়বার সম্ভাবনা আছে । কাটা বাহির করিবার জন্য অস্ত্রোপচারের
সরকার হয় । ফল গোলাকার, বীজ আনুতাকার ও মন্থণ । বর্ধায় ফুল ও পরে শরতে
ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড় ।

বৈজ্ঞানিক বেতসের ব্যবহার ।

চরক—(৬) রক্তপিত্তে বেতসমূল—বেতসমূল রাস্তিতে জলে ভিজাইয়া রাখিয়া সেই জল,
বেতসমূলবকের রস, বেতস মূলবক্ জলে বাটিয়া কিংবা বেতসমূলের কাথ পান করিলে,
রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় (চিঃ উঃ অঃ)

সুশ্রুত :—পুরাতনজ্বরে বেতসমূল—নল ও বেতসমূলের কাথ প্রস্তুত পূর্বক পান করিলে
পুরাতন জ্বর প্রশমিত হয় (উঃ ৩২ অঃ) ।

চক্রকন্ত—যোনিদোষে বেতসমূল—মূত্র অগ্নিতে বেতসমূলের কাথ প্রস্তুত পূর্বক তদ্বারা যোনি
প্রক্ষালিত করিলে রূপ যোনি দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয় (যোনি ব্যাপদ্—চিঃ) ।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বেত মধুর, কটুবল, কটিকর, অগ্নিবর্দ্ধক এবং এবং পিত্তপ্রকোপে ও রক্তপিত্তরোগে ব্যবহৃত হয়। ইহার পত্র লঘুপাক, বায়ুবর্দ্ধক, ও পিত্তলম্বনকারী, বেতের পত্র মল ও মুত্রবন। ইহার তলী অগ্নিবর্দ্ধক, কফ ও বায়ুনাশক এবং শোথে ও মূত্ররোগে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। ইহা পাথুরী ও ঘোনি রোগে হিতকর। বেতের ফল পিত্তবর্দ্ধক, কফ ও রক্ত ছুটি নাশক।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল :—পুরাতন জ্বরে ব্যবহৃত হয় এবং সর্পবিষের প্রতিষেধক।

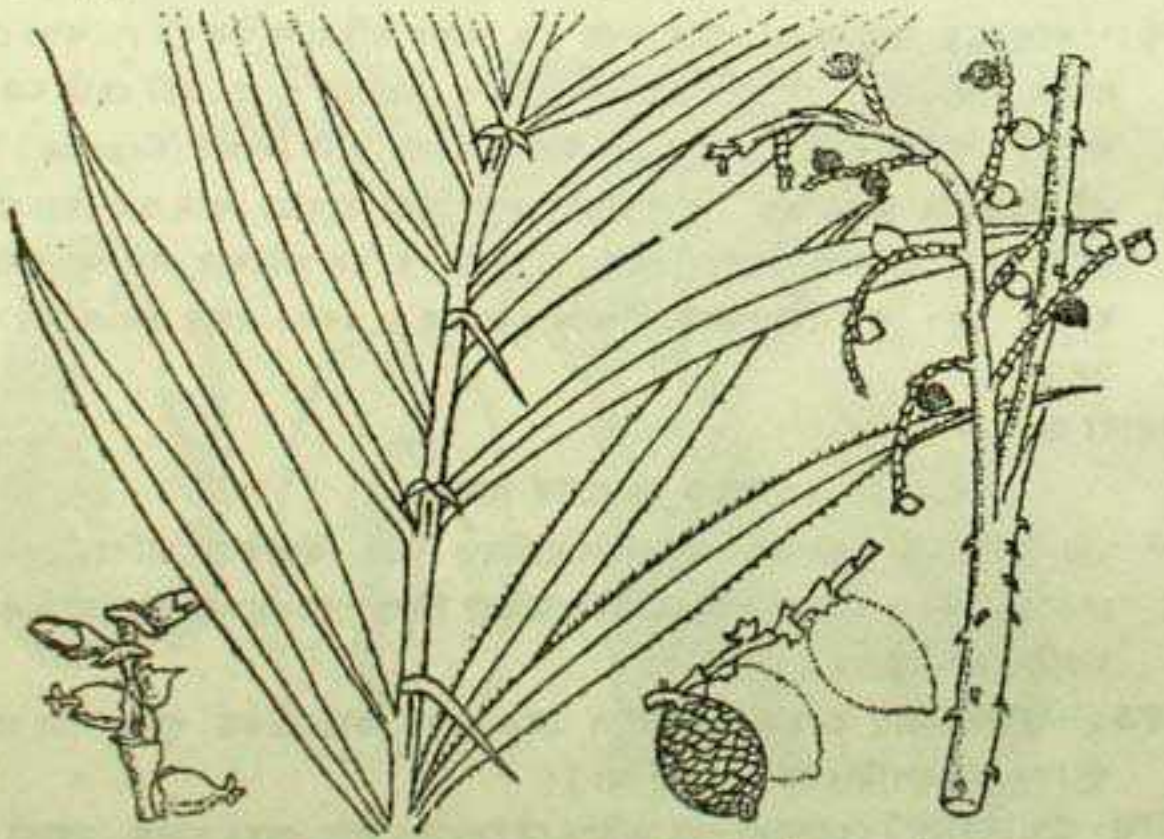
পাতা :—রক্ত সংক্রান্ত রোগে এবং কামলায় উপকারী।

কাঠ :—ক্রিমিনাশক।

মন্তব্য :—চরক, ছন্দ, হাসহর, বেদনা স্থাপন বর্ণে বেতস পাঠ করিয়াছেন। স্ত্রুতন্ত ইহাকে ক্রমোদাদিবর্ণে পাঠ করিয়াছেন। বট, অশ্বখ, যজ্ঞভূমুর, পাকুড় ও বেতসকে পঞ্চ বহল বা পঞ্চ বেতস বলে। বেতস, পঞ্চ বহলের সহিত ব্রণশোধনিসর্পাদি রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

Fig :—Rumph. Herb. Amboin. v, t. 55 ; Fig-2, (1750); .Blume, Rumph., iii, t. 150, 163 (1847).

Ref :—F.B.I., vi, 441 ; Roxb., F.I., iii, 779 ; B.P., ii, 1099 ; Prain., H.H., 294 ; Jour. Bomb. Nat. Hist. Soc., xxv, 388 (1918).



622. *Calamus viminalis* Willd. (বড় বেত)

623. *C. tenuis* Roxb. (ছাঁচিবৈত)

স্তান্দ্রসারী নাম :—যোগিদণ্ড, স্তম্ভ —সংস্কৃত ; ছাঁচিবৈত—বাংলা, বৈত—মহারাষ্ট্র : বৈত—কর্ণাট ।

বৈত্রো বৈত্রো যোগিদণ্ডঃ স্তম্ভো মৃদুপর্বকঃ ।

বৈত্রঃ পঞ্চবিধঃ শৈত্য-কষায়ো-ভূতপিত্তহৃৎ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । মূলকামিবর্গঃ ॥

নামপর্যায় :—বৈত্র, বৈত, যোগিদণ্ড, স্তম্ভ ও মৃদুপর্বক—এই পাঁচটি নাম ।

গুণপর্যায় :—বৈত—শীতবীৰ্য, কষায় হ্রাস, ভূতগ্রহ ও পিত্তদোষনাশক ।

জন্মস্থান :—পূর্ববঙ্গ, হুন্দরবন, বর্ধমান, আদাম, সিদাপুর, মালাকা ।

বর্ণনা :—লতানে উদ্ভিদ । কনিষ্ঠ আঙ্গুলের মত মোটা । গাছে ঝাঁটা আছে । পত্রিকা অনেক থাকে । ফল গোলাকার, বীজ মৃদু । এই বৈত কখন কখন ২০০-৩০০ ফুট লম্বা হয় । এইরূপ লম্বা জাতীয় বৈতকে 'rattan' বলে । জাছরাবী হইতে এপ্রিল মাস অবধি ফুল ও পরে ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড় রস, মূলের কাথ, ৫-১০ তোলা । শাখার অগ্রভাগের রস ১-২ তোলা ।

বৈত্রকে বৈত্রের ব্যবহার ।

চরক :—(১) শোথের বৈতশাক :—শোথরোগীর পক্ষে বৈত্রশাক স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে (চি: ১৭ অ:) । উক্তভ্রূষে বৈত শাক—কোমল বৈত পরষ তিলতৈল মিশ্রিত জলে পাক করিয়া বিনা লবণে উক্তভ্রূষ রোগী পান করিবে (চি: ২৭ অ:) ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—জুড় ও ছাঁচি বৈতমূলের কাথ শীতল করিয়া পান করিলে কুহুর বিষ নষ্ট হয় । বৈত খাস নাশ করে এবং বেদনা দূর করে ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত উপরিচয় :—

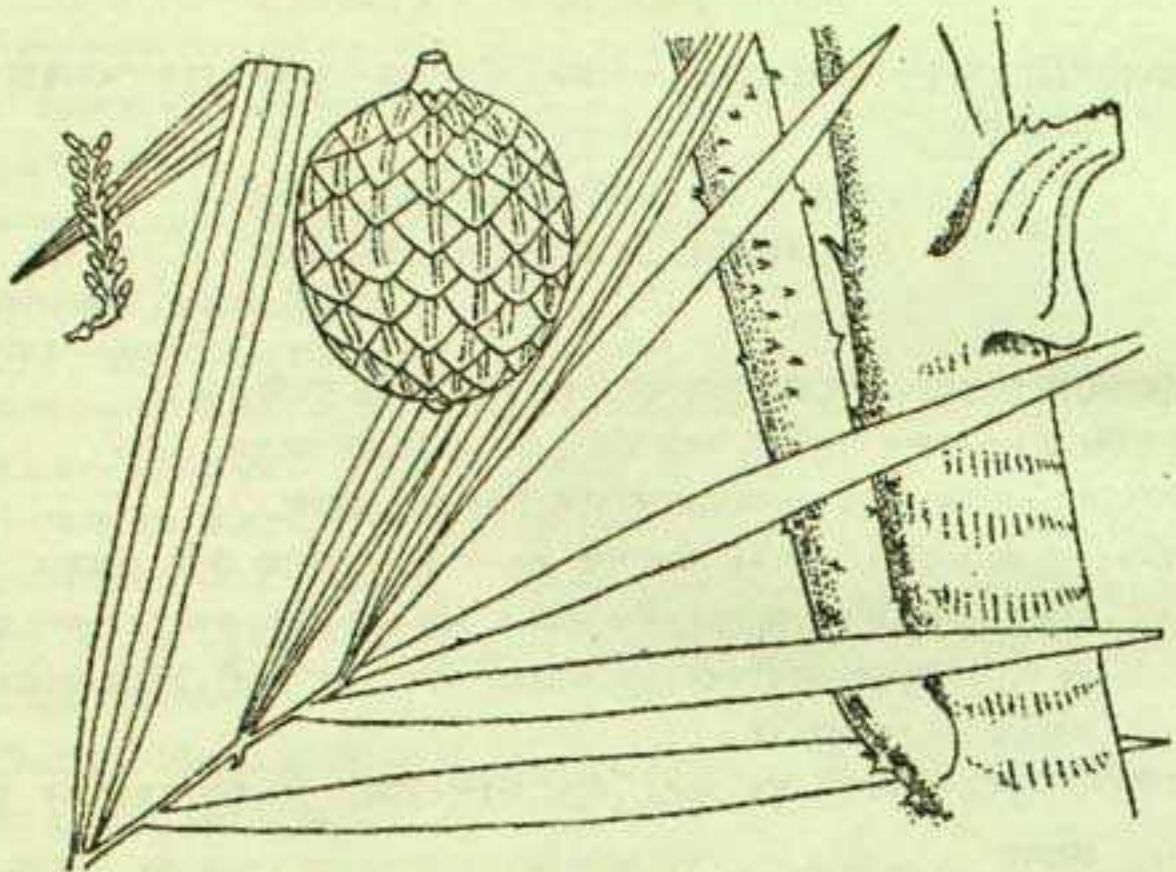
মূল :—পুষ্করতন দ্বারা ব্যবহৃত হয় । সর্পবিষের প্রতিষেধক ।

পাতা :—হস্তসম্বন্ধীয় রোগে উপকারী, কামলার ব্যবহৃত হয় ।

কাঠ :—ক্রিমিনাশক ।

Fig :—Griff, Palms, Brit. Ind. (1874) t. 193 ; A. B. C. (1850) ; Journ, Asiat. Soc. Bengal, x, I, iii, p. 11 & 212 ; Annals. R. B. G. ; Calcutta. xi, t. 94 (1908) ।

Ref.—F. B. L. vi, 447 ; Roxb, F. I., iii, 780 ; B. P., ii, 1099 ; Prain, H. H., 294 ; Journ, Bomb. Nat. Hist. xxv. 393 (1918) ।



623. *Calamus tenuis* Roxb. (ছাঁচিবেত)

CXV. PANDANACEAE.

Genus—PANDANUS.

624. *P. fascicularis* Lam. (কেয়া)

P. tectorius Soland, ex Parkinson.

ভাষানুসারী নাম :—কেতকী—সংস্কৃত ; কেয়া, কেয়াফুলের গাছ—বাংলা ; কেবড়া, কেডকী—হিন্দি কেডকী—মহারাষ্ট্র, কেদগে—কর্ণাট ; কেবতো—ওড়িয়া ; কবক্—ফার্সি ; কাদী—আরব , যোগালিচেটু—তেলেগু ; অবনাল চেদী—তামিল ; ক্যামেজ গিয়া—কন্নড় ।

কেতকী তীক্ষ্ণপুষ্পা চ বিফলা ধূলিপুষ্পিকা ।
 মেধ্যা কণ্ঠদলা চৈব শিবচিষ্টা মৃপঞ্জিরা ॥
 ত্রকচা দীর্ঘপত্রা চ স্থিরগন্ধা চ পাংশুলা ।
 গন্ধপুষ্পোন্মুকলিকা দলপুষ্পা ত্রিপঞ্চনা ॥
 স্বর্ণাদি কেতকা বৃক্ষা জেয়া সা হেমকেতকী ।

কনকপ্রসবা পুন্পী হৈমী চিরুহা তথা ।
 বিষ্টরুহা বর্ণপুন্পী কামখলদলা চ সা ॥
 কেতকীকুসুমং বৰ্ণ্যং কেশদৌৰ্গন্ধনাশকম্ ।
 হেমাক্তং মদনোদ্ভাদ-বৰ্দ্ধকং সৌখ্যক্যারি চ ॥
 তস্যাঃ স্তনোহতিশিথিলঃ কটুঃ পিত্তকফাপহঃ ।
 রসায়নকরো বল্যো দেহদাত্যকরঃ পরঃ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । কবরীরাশিবর্ণঃ ॥

নামপর্যায়ঃ—কেতকী, তীক্ষ্ণপুন্পা, বিফলা, ধূলিপুন্পিকা (পরাগ বহন) মেখা, কঠদলা, শিবথিটা, নৃপপ্রিয়া, ক্রকচা, দীর্ঘপত্রা, শিবগন্ধা, পাংসলা, গন্ধপুন্পা, ইন্দুকলিকা, দলপুন্পা, (পুন্প পত্রপুট মধ্যস্থিত) এই পনেরটি নাম । বর্ণ কেতকীর নাম—বর্ণকেতকী, কজ্জা, হেমকেতকী, কনকপ্রসবা, পুন্পী, হৈমী, ছিরুহা; (ইহার ডাল হইতে গাছ হয়), বিষ্টকহা, বর্ণপুন্পী, কামখলদলা—এইগুলি ।

গুণপর্যায়ঃ—কেতকীপুন্প—বর্ণপ্রসাদক, কেশের দুর্গন্ধনাশক, বর্ণের বর্ণের ক্ষায় বর্ণবিশিষ্ট, মদনোদ্ভাদ কারক, সৌখ্যকারি । কেতকী—অতি শীতবীৰ্য্য, বটুহস, পিত্তকফ নাশক । রসায়ন, বলকারক, দেহ সৃষ্টাকারক ।

জন্মস্থানঃ—সমগ্র ভারতবর্ষ, পাকিস্তান ও আশব দেশ, বাংলাদেশের সর্বত্র গ্রামের ধারে ও জঙ্গলে দেখা যায় ।

বর্ণনাঃ—স্ত্রী ও পুরুষ ভেদে কেতকী দুইপ্রকার । পুং কেতকীকে সিত কেতকীএবং স্ত্রী কেতকীকে বর্ণ কেতকী বা হেম কেতকী বলে । ইহার ডাল হইতে গাছ হয় । কাণ্ড প্রায়ই বক্র হয় । গাছ বড় হইলে গাছের কাণ্ড হইতে নীচের দিকে বটের ক্ষায় মোটা শিকড়ের সুরি বাহির হয় । ইহার পত্র লম্বা, পত্রের মূলদেশ কাণ্ডে জড়াইয়া থাকে । অগ্রভাগ সরু, কিনারায় কথাতের ক্ষায় কাটা আছে । কাণ্ড ১০-১২ ফুট লম্বা । অনেক শাখা প্রশাখা হয় । পত্র ৪-১২ ফুট লম্বা, ২-৩ ইঞ্চি সরু । অবনত, মল্ল ও সবুজ বর্ণ । পুন্প খেতবর্ণ, সৌগন্ধযুক্ত । এক লিঙ্গ বিশিষ্ট । ফল ৬-৮ ইঞ্চি, লেবু রং বিশিষ্ট, পীতবর্ণ কিম্বা ধূসরবর্ণ । ফল একত্রে ৫-২০ টা হয় । ইহা কাঠের মত শক্ত, গোলাকার পুং পুন্পদণ্ড ছোট । মে হইতে জুনমাস অবধি ফুল হয় । আশ্বিন কাৰ্ত্তিকে আনারসের মত লাল ফল হয় ।

ব্যবহার্য্য অংশঃ—কাণ্ড, পুংপুন্পদণ্ড এবং বীজ । মাজা, মূল্যধারে ২-৪ আনা, পুংপুন্পের কাথ ৫-১০, তালি ।

বৈজ্ঞানিক কেতকীর ব্যবহার ।

চন্দ্রমস্তঃ—বাতজগুন্ধ্য কেতকীকার—তিলাতৈল যোগে কেতকীকটাব অল্প মিশ্রণকার পান করিলে, বাতজগুন্ধ্য প্রশমিত হয় (গুণ—চিঃ) ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার ফল বিষ্ণু ও শীতফের অতিপ্রিয়। শ্রীলোকেরা ইহার ফুল ও পত্র কেশে পরিধান করে। কেতকী গাছ শিবের পক্ষে অতি মৃগাহ। কথিত আছে যে, শিব পার্কর্তীর সহিত পাশাখেলার পরাজ হইয়া কেতকী বনে লুপ্তারিত থাকেন এবং সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। ইহাতে পার্কর্তী একটি ভীলকন্নার রূপ ধারণ করিয়া কেশে কেশাফুল পরিধানপূর্বক কেয়া বনে শিবের খানডপ করেন। শিব কুপিত হইয়া কেয়া গাছকে অভিসম্পাত করেন।

নিটম্বুতারের মতে কেতকী তিক্ত, মিষ্ট ও গ্লেয়ানিবারক। ইহা কুষ্ঠ ও বসন্ত রোগে হিতকর। মুসলমান বৈজ্ঞানিক ইহাকে রসায়ন বলিয়া উল্লেখ করেন। ইহার বীজ হৃদযন্ত্রের ক্রত আশ্রয় করে। কেয়া ফুল হইতে কেয়া খয়ের প্রস্তুত হয়। কেতকী কাষ্ঠের ছাই ক্রত রোগে হিতকর।

ভাবপ্রকাশের মতে কেতকী কটু, বাহু, লঘু, তিক্ত ও কফনাশক, ইহা উষ্ণ, তিক্তরস এবং চক্ষু রোগে হিতকর।

কেতকী হইতে আতর ও কেওড়ার জল ও কেয়া খয়ের প্রস্তুত হয়।

কেতকীমূল দ্বন্দ্ব পেয়ন করিয়া সেবন করিলে গর্ভপাত নিবারণ হয়। ইহার তৈল ফোটা ফোটা কর্ণে দিলে কর্ণমূল আশ্রয় হয়। দৌর্বল্যে ও মাথা ধবায় কেতকীফুল সেবন করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। কেতকী কামোত্তেজক ও নিদ্রাকর (R. N. Khori, ii, 634)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

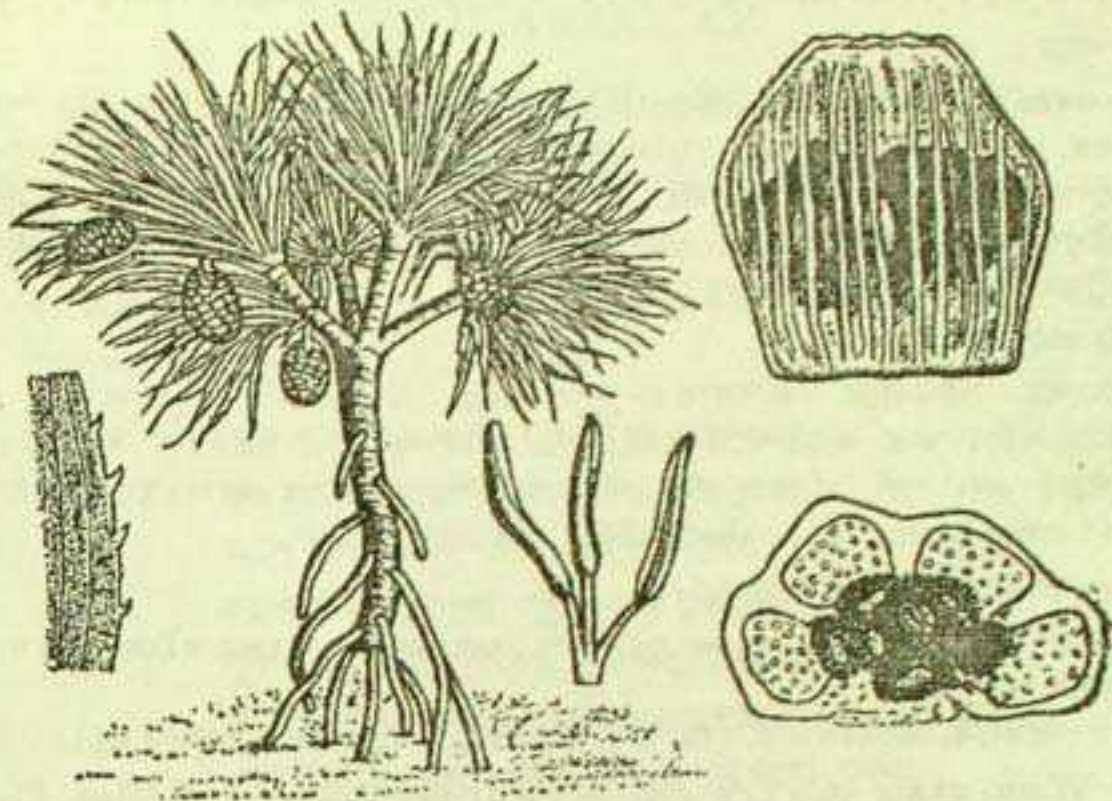
পাতা :—তিক্ত, উগ্রগন্ধযুক্ত, স্বগন্ধি, কুষ্ঠ ও মন্ত্রবিকার, সিফিলিস চুলকানি ও, বেতীতে উপকারী।

ফুলের তৈল :—উত্তেজক, মাথাধর রোগের ও বাতে উপকারী।

মন্ত্রব্য :—চারক ও সৌত্রীত পুস্তকগে কেতকীর উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। কেতকীর পাত্রে ছাতা, কাগজ, মাছুর, চূপড়ী ও সাহেবদের টুপী প্রস্তুত হয়।

Fig :—Roxb. Cor. Pl, i, tt 94—96 ; Rheede Hort, Mal., ii, t. 1—8 (1679)

Ref :—F.B.L vi 485 ; Roxb., Fl. L, iii, 738 ; B. P. ii, 1101 ; Watt, vi Pt I, 45 ; Dymock, iii, 535 ; Prain, H.H., 294



624. *Pandanus fascicularis* Lam. (কেদা)

CXVI. TYPHACEAE.

Genus—*TYPHA* Linn.

625. *T. elephantina* Roxb. (হোগলা)

T. angustata Bory & Chaub.

ভাষাসুসারী নাম :—গুজ—সংস্কৃত ; হোগলা—বাংলা ; গোদে পটের—হিন্দি ; বোজ—
পাড়াব ; পানীগবত—মহারাষ্ট্র ; পাঙ্গ বাতাতী—গুজরাট ; বামবান—বোম্বে ; শীট্‌জ
—কান্দীব ; চাধু—তামিল ; জাম্‌গাড্ডী, জধু এমিগেজানন্—তেলেগু ; জাম্‌হল্লা
কাণপুর ।

গুজ : পটেরকো রহ : শূলবেরাভমূলকঃ ।

গুজ : কযায়ো মধুর : শিথির : পিত্তরক্তজিৎ ।

শূল্যশূল্য রজোনূত্র-শোধনো মূত্রকৃৎ জৎ ॥

ভাবপ্রকাশঃ । শুভ্রচ্যাদিবর্ণঃ ।

নামপর্যায় :—গুজ, পটেরক, বহু, ও শূল বেরাভমূলক—এইগুলি নাম ।

গুণপর্যায় :—গুজ—কষায়-মধুর রস, শীতবীৰ্য, রক্তপিত্ত ও মূত্রকৃৎ নাশক, শুভ্র, শুক্র,
বহু : ও মূত্র বিশোধক ।

জন্মস্থান :—উত্তর, পূর্ব ও মধ্য বঙ্গদেশে জন্মে । ইহা লচরাচর পৃথিবীর ধারে ও জলাভূমিতে

দেখা যায়। হুন্দবন, আসাম, বোম্বে ও উত্তর পশ্চিম ভারতের অসামুদ্রিক প্রান্তে আছে।

বর্ণনা :- বর্ষজীবী অসামুদ্রিক উদ্ভিদ। পত্র ৬-১২ ফুট উচ্চ হয়। পত্রের গঠন পত্রের মত, ১-১½ ইঞ্চি বিস্তৃত। কিনারাগুলি ডেউ খেলানো। ফুল সোজা ডাঁটার মত পুষ্পাঙ্গের উপর সরু ফুলের মত বেশমি আবৃত থাকে। পুং পুষ্পাঙ্গ ৪-১২ ইঞ্চি। স্ত্রীপুষ্পাঙ্গ পুং পুষ্পাঙ্গ অপেক্ষা বর্ধীকৃতি, ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা, ৬-১ ইঞ্চি গোলাকার। শীতকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :- ফল ও ফুল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :- পাকাকলের উপরিভাগস্থিত পালকের দ্বারা নবম পর্যন্ত কত ও ছুই কতে ব্যবহৃত হয়। উহা তুলার দ্বারা নবম। ইহার শিকড় মূত্রকর এবং পূর্বে এশিয়ায় রক্ত আমাশয়, গণোরিয়া ও হামবোগে ব্যবহৃত হয় (Pharm, Journ, September, 1888. pp. 180)।

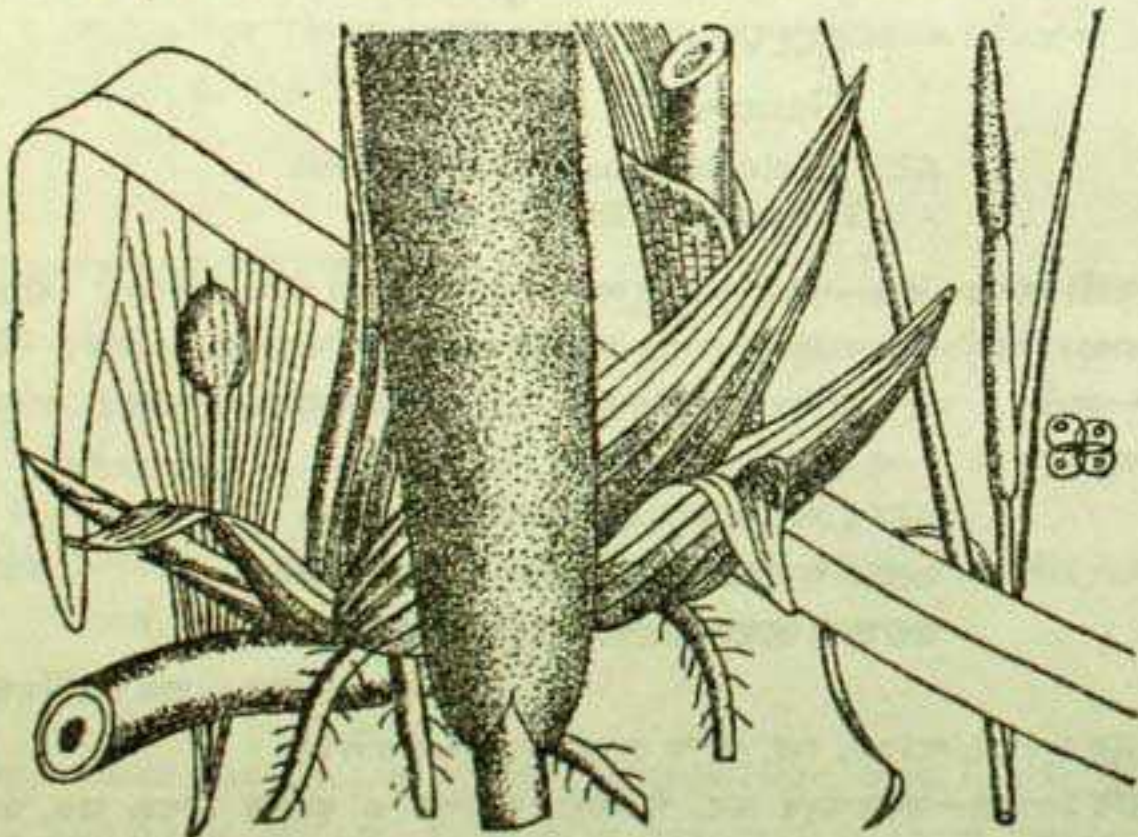
Glossary :- সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :-

পাকাকলের শেষ অংশ :- কত ও ছুই কতে এবং ব্যাঘ্র ব্যবহৃত হইলে, ঔষধনাশুক তুলার কাম করে।

মূল :- সঞ্চোচক, প্রস্রাবকারক, হাম, রক্ত আমাশয়, ও গণোরিয়ার ব্যবহৃত হয়।

Fig. :- Wien, xxxix 165. t. 5. Fig. 10 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 992 (1918)।

Ref. :- F. B. I., vi. 489 ; Roxb., Fl. Ind. iii, 566 ; B. P., ii, 1102 ; Prain., H. H., 294.



625.† Typha elephantina Roxb. (হোপলা)

CXVII ARACEAE.

Genus—AMORPHOPHALUS BL.

626. A. campanulatus BL (ওল)

ভাষানুসারী নাম :—শূরগ, অর্শোয়—সংস্কৃত ; ওল—বাংলা ; আমিন কন্দ—হিন্দি ; হুবু—মহারাষ্ট্র ; হুবণা—কর্ণাট ; কহলা, কারনাই—কিলাজ—তামিল ; কন্দ, মুকন্দ—তেলেগু ; জুলি শূরগ বোম্বে ; চেনা—মালয় ।

কওলঃ শূরগঃ কন্দী শূকন্দী শূলকন্দকঃ ।
 তুর্নামারিঃ শুব্রস্তম্ভ বাতারিঃ কন্দশূরগঃ ॥
 অর্শোয়স্তীত্রকন্দম্ভ কন্দাহঃ কন্দবর্জনঃ ।
 বহুকন্দো রুচ্যকন্দঃ শূরকন্দস্ত বোড়শঃ ॥
 শূরগঃ কটুকঃ রুচ্যাদীপমঃ পাচকঃ ক্রিমিকফানিলাপহঃ ।
 শ্বাসকাসবমনার্শসিং হরঃ শূলগুণ্যশমনোহ্রদ্রদোষকৃৎ ॥
 সিতশূরগস্ত বন্যো বনকন্দোহরণ্যশূরণো বনজঃ ।
 স খেতশূরণাখ্যো বনকন্দঃ কওলস্ত সপ্তাখ্যঃ ॥
 খেতশূরণকো রুচ্যঃ কটুকঃ ক্রিমিনাশকঃ ।
 গুণ্যশূলাদিদোষহঃ স চারোচকহারকঃ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । মূলকাদিবর্গঃ ।

নামপরিচয়ঃ :—কওল, শূরগ, কন্দী, শূকন্দী, শূলকন্দক, তুর্নামারি, হুব্র, বাতারি, কন্দশূরগ, অর্শোয়, তীত্রকন্দ, কন্দাহ, কন্দবর্জন, বহুকন্দ, রুচ্যকন্দ, শূরকন্দ—এই বোলটি নাম ।
 আর একপ্রকার ওল, তাহার নাম—সিতশূরগ । তাহার সাতটি নাম বধা—বজ্র, বনবজ্রকন্দ, অরণ্যশূরগ, বনজ, খেতশূরগ বনকন্দ, কওল ।

গুণপরিচয়ঃ :—শূরগ—কটুরস, রুচিকারক, অগ্ন্যাদীপক, পাচক, ক্রিমি, কফ, বায়ু, শ্বাস, কাস, ও অর্শরোগ নাশক । শূল, গুণ্য নাশক কিন্তু হস্তরোধকারক । খেতশূরগ—রুচিকারক, কটুরস, উষ্ণবীৰ্য, ক্রিমিনাশক, গুণ্য ও শূল নাশক, এবং অকটিনাশক ।

জলস্থানঃ :—বঙ্গ দেশের বহুস্থানে নদীর ধারে ও জঙ্গলের কিনারায় দেখা যায় । হুগলী, হাওড়া জেলায় চায় হয় । হাওড়া জেলার সীতরাপাহিতে ভাল ওলের চায় হয় ।

বর্ণনাঃ :—বর্ষাজীবী গুল্ম । ইহার কন্দ হইতে বহু সংখ্যক খেতবর্ণ শিকড় বাহির হয় । কন্দ কখন কখন গুই হইতে আড়াই ফুট গোলাকার হয় । পূর্বে বৎসরের কাণ্ড হইতে গাছ বাহির হয় । গাছের তালি ১৩—০ ফুট লম্বা হয় । কাণ্ডের উপবিভাগে ছত্রাকার পত্র হয় । পত্র ফিকে সবুজবর্ণ । পত্র গোড়ার দিকে সামান্যতঃ তিনভাগে বিভক্ত হইয়া বর্জিত হয় । ইহা ১—০ ফুট বিস্তৃত । ওলের ফুল উভয়লিঙ্গ বিশিষ্ট, পুং পুষ্প মধ্যে হয় ।

দ্রুপুপ নিয়ে হয়। পুংকেশব ঘনভাবে অনেক হয়। গর্তাশয়ের—মস্তক তিনভাগে বিভক্ত কোষবিশিষ্ট, বৃদ্ধহীন, ঘনভাবে আবদ্ধ। ক্রীকেশব দণ্ড লালবর্ণ কিম্বা দীর্ঘ বেগুনে, ঠ—উ ইঞ্চি লম্বা। গর্তকোষ ২ কিম্বা ৩টা ভাগে বিভক্ত, বেগুনে কিম্বা গাঢ় লালবর্ণ। ফল, ২।৩টা বীজবিশিষ্ট, লালবর্ণ। চাব করা ওল ও বনজাত ওলের এক নাম নহে, বন ওলের নাম *A. syriaticus* (Dymock)। ইহা বাজারে মদন মণ্ড নামে খ্যাত। বর্ষার প্রারম্ভে ফুল ও পরে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—কন্দ ; মাড়। ; ঠ—৪ আনা।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ওলের কন্দ ও বীজ স্থায়ী প্রলেপ দিলে বাতের বেদনা ও ফুল। আরাম হয়। ওল উষ্ণ ও পেটকাপা নিবারক। ওলের টাটকা রস, সর্দি নিবারক ও অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক বাতের হিতকর। ইহা রক্তস্রাব নিবারক, অর্শনাশক বলিয়া ইহার আর একটি নাম অর্শঘ্ন। ওলের শিকড় ফোড়া ও চক্ষুরোগে হিতকর ও ধাতুকর (Lindley)।

ওলের সহিত গুড় ও আরও কয়েকটা মৌগন্ধযুক্ত দ্রব্য যোগে মোদক প্রস্তুত হয়। গোলমরিচ ১ ভাগ, আদা ২ ভাগ, চিতামূল ৪ ভাগ, ওল ৮ ভাগ ও মাতগুড় ১৬ ভাগ লইয়া একসঙ্গে মিশ্রিত করিয়া লঘুশূষণ মোদক প্রস্তুত হয়। এই মোদক প্রত্যহ প্রাতে ১ তোলা পরিমাণ ব্যবহার করিলে অর্শ ও অঙ্গীর্ণ আরাম হয়।

বন ওলের কন্দ ঘৃত ও মধু যোগে পেয়ণ করিয়া দ্রুপদে প্রলেপ দিলে উহা শীঘ্র আরাম হয় (হারীত)।

ওল পোড়াইয়া ঘৃত ও মধু যোগে লেপন করিলে অর্শরোগ আরাম হয়। ওল পিড়িয়া দস্তে প্রলেপ দিলে দস্তশূল এবং ওল চূর্ণ সেবনে শূলরোগ আরাম হয়।

হিন্দু বৈজ্ঞানিক মতে ওল দুইপ্রকার। একপ্রকার রক্তাক্ত শ্বেতবর্ণ অপরটা শুষ্ক শ্বেতবর্ণ। রক্তাক্ত শ্বেতবর্ণ ওলই ঔষধে ব্যবহৃত হয়। বন ওল অতিশয় চুলকায়ে। অর্শরোগে রক্তাক্ত বন ওল এবং কোমলার্থে চাবকরা রক্তাক্ত ওল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ওল ১৬ ভাগ, বৃদ্ধদায়ক ১৬ ভাগ, তালমূল ও চিতামূল প্রত্যেক ৮ ভাগ, পিপুলচূর্ণ, তালীশপত্র, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, বেলগুঠ, পিপুল ভেলা প্রত্যেকটা ৪ ভাগ, দারুচিনি, ছোট এলাচ ও মরিচ প্রত্যেক ২ ভাগ লইয়া চূর্ণ করিবে এবং উক্ত দ্রব্যগুলির যিগুণ পরিমাণ গুড় যোগ করিয়া যে বটিকা হইবে উহাকে শূষণ বটক বলে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, বৃষ্য, মধা ও রসায়নী। ইহা দ্বারা অর্শ, গ্রহণী, বাস, কাস, ক্ষয়, মীমা, দ্রুপদ, শোথ, প্রমেহ ও ভগন্দর রোগ আরাম হয়।

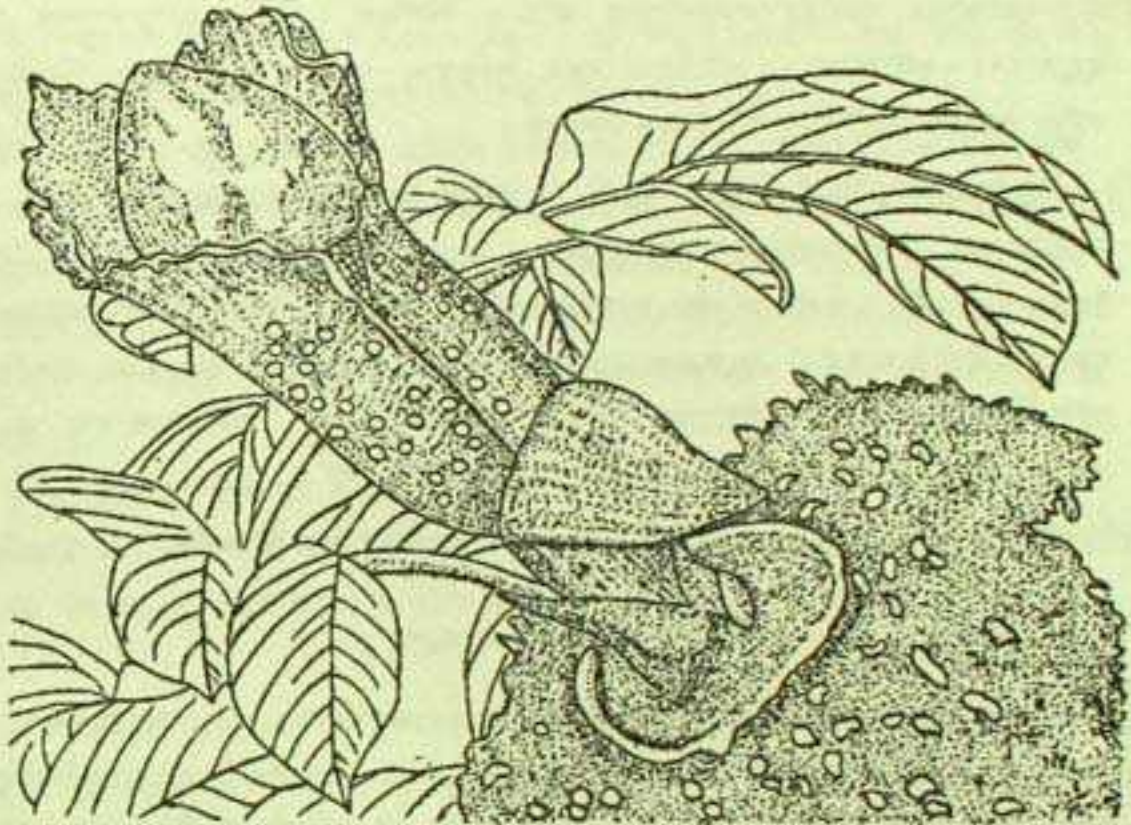
Calcium oxalate এর স্ফটিক বন ওলের কোষে সন্নিবিষ্ট থাকায় ওল খাইলে গলায় স্ফটিক বিদ্ধ হইয়া গলাবদ্ধ হয় ও যন্ত্রণা দেয়। কোন এসিড, লেবুর ও তেঁতুলের রস খাইলে স্ফটিক গলিয়া যায় ও যন্ত্রণা আশু উপশম হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

কন্দ:—অণুদীপক, বসায়ন, পুষ্টিকর, উদরদ্বায়ননাশক, অর্শ ও আমাশয়ে ব্যবহৃত হয়।
 যখন টাটকা থাকে—ইহা উত্তেজক, তিক্ত এবং স্লেয়ানি:সাধক হিসাবে কাজ করে।
 নতুন বাতে উপকারী।

Fig. :—Roxb., Cor., Pl., iii, t. 272; Bot. Mag., t. 2312; Wight, Ic., iii, t. 785, (1852).

Ref. :—F.B.L., vi, 513; Roxb., F. L. iii, 509; B. P., ii 1109; Dymock, iii, 546; Prain., H.H., 295.



626. *Amorphophalus campanulatus* Bl. (শুল)

Genus—ACORUS Linn.

627. *A. calamus* Linn. (ঘোড়াবচ বা খেতবচ)

ভাষাভাসারী নাম :—উগ্রগন্ধা, খেতবচা—সংস্কৃত ; ঘোড়াবচ, খেতবচ—বাংলা ; খুয়াসানী বচ—হিন্দি ; পাওয়ে বেখণ্ডা—মহারাষ্ট্র ; বিলিয় বজে—কর্ণাট ; বাসধু—তামিল ; বাস—তেলেগু ; খুয়াসানী বচ—গুজরাট ; উদলবুজ—আরব।

মেধ্যা খেতবচা স্বস্তা মড়গ্রন্থা দীর্ঘপত্রিকা।

ভীক্ষুগন্ধা হৈমবতী মল্লয়া বিজয়া চ সা ॥

খেতবচাৰ তিঙনাট্যা মতিমেধায়ঃসমৃদ্ধিদা কফশূৎ ।
বুয়া চ বাতভূতক্রিমিদোষঘ্নী চ দীপনী চ বচা ॥

রাজনিঘণ্টঃ । শিথলজ্যাদিবৰ্গঃ ।

নামপৰ্যায় :—মেধা, ব্ৰহ্মা, বজ্ৰা, দীৰ্ঘপত্ৰিকা তীক্ষ্ণগন্ধা, হৈমবতী, মঙ্গলা, বিজয়া—
এইগুলি খেতবচৰ নাম ।

গুণপৰ্যায় :—খেতবচ অতিগুণশালী । মতি, মেধা ও আয়ুৰ্ধৰ্ক । কফনাশক, বুয়া, বায়ু, ভূত-
দোষ এবং ক্রিমি নাশক । ইহা আয়ুৰ্দ্ধীপক ।

জন্মস্থান :—ভাৰতৰ পাৰ্বত্য জলাভূমিতে জন্মে । সিকিম, মণিপুৰ, নাগা পাহাড় প্রভৃতি
স্থানে ৩০০০ হৈতে ৫০০০ ফুট উচ্চে বহুল পরিমাণে জন্মে ও চাষ হয় । শিবপুৰ ও
দাৰ্জিলিং এৰ বোটানিক গাৰ্ডেনেও চাষ হয় ।

কৰ্ণনা :—সৌগন্ধ যুক্ত, নিম্নকৃমিভাত ওষধি ইহাৰ মূলদেশ আশাম মত মাটীৰ মধ্যে
লতাইয়া যায় । শ্ৰাণাৰ্থা মধ্যমা আঙুলিবৎ । পত্র ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, ১-২ ইঞ্চি বিস্তৃত,
উজ্জল সবুজবৰ্ণ । অগ্রভাগ সৰু, মধ্যস্থল মোটা ; কিনাৰা সোজা অথবা ঢেউখেলান ।
মূলগায়ে গাইট আছে । ফুলেৰ গৰ্ভকেশৱেৰ মতক পীতবৰ্ণ । ফল লম্বা, উপবিত্তাক
মন্দিৰেৰ চূড়ার মত । বিহাৰেৰ বহুস্থানে খেতবচ জন্মে । বৰ্ষাকালে ফুল ও পৰে
ফল হয় ।

ব্যবহাৰ্য অংশ :—মূল, মাত্রা ৪-৮ ভাগ । এক আনা মাত্রায় কফ নিবাহক,

বৈজ্ঞকে খেতবচৰ ব্যবহার ।

শুক্রত :—মেধায়ুল্লাভার্থ শুক্রবচ—জ্বতদোষ বসায়নকামী ব্যক্তি, গৃহপ্রবেশ পূৰ্বক
(ইহা কুটীপ্রাৰেণিক বসায়ন । বসায়নও দুই প্রকাৰ কুটীপ্রাৰেণিক ও বাতাতপিক) হোম
কৰিয়া খেতবচৰ আমলকীপ্রমাণ পিও ব্ৰাহ্মী যুতেৰ সহিত মিশ্ৰিত কৰিয়া পান কৰিবে ।
ঔষধ জীৰ্ণ হইলে, গব্যদুগ্ধ ও দুগ্ধ সহ অন্ন ভোজন কৰিবে । এই প্রকাৰ বারদিন
সেব্য । অতঃপৰ যোতেৰ—এমন অপূৰ্ব শক্তি জন্মে যে, দুইবাৰ মাত্ৰ আকৃতি
কৰিলেই শাণ্ড ধারণ কৰিতে পারে । এইরূপ ৪৮ দিন সেবন কৰিলে, গড়ুড়ের স্থায়
তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও শতবৰ্ষ আয়ু লাভ করা যায় (বিঃ ২৮ অঃ) ।

ভাবপ্রকাশ :—চৰ্মদলে খেতবচ—খেতবচৰ প্রলেপ চৰ্মদল নাশক (কুষ্ঠ চিঃ)

মূলগ্রহাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বচ অল্পমাত্রায় পাচক ও অধিক মাত্রায় বমনকারক ।
বচের চূৰ্ণ ১২-২ আনা মাত্রায় দিবসে ২০ বার সেবন কৰিলে শ্বাস ৰোগ আৰাম হয় ।
জ্বপালেৰ তৈল অধিক মাত্রায় সেবন কৰিয়া পেট ব্যথা হইলে অন্তৰ্দ্ধূমপত্ৰ বচৰ কাথ
২ আনা মাত্রায় সেবন কৰিলে পেট কামড়ানি আৰাম হয় । শিশুৰ অজীৰ্ণ জন্ত পেট
কাপিলে নাভিৰ চতুৰ্দ্ধিকে বচৰ প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকাৰ হয় । বিষেচক ও বল

কারক ঔষধের সহিত সেবন করিলে উহাদের শক্তি বাড়াইয়া দেয় (Watt, Dict. Econ. Prod. Ind Pt i, 99).

বচ তিক্ত, বায়ুনাশক, বলকারক ও শৌগন্ধ। ইহা বলগ্রহ ঔষধের সহিত সেবন করিলে কোষ্ঠবদ্ধ, কাম্পজ্বর, পেটফাঁপা আরাম হয়। বচ অজ্বর ও অপম্মার রোগে ব্যবহৃত হয়। আমবাতেব ফুলার বচের প্রলেপ হিতকর। বচ জলের সহিত পেষণ করিয়া কর্ণে দিলে কর্ণদাগ আরাম হয়। কাল ও কফরোগে বচ হিতকর। বচ ক্রিমিনাশক, ধারক বলিয়া উদরাময় ও বস্ত্র আমাশয় রোগে ব্যবহৃত হয় (R. N. Khorri, ii, 328)।

বচ অতিবিহার কাথ অতিসার রোগে হিতকর। বচের সহিত মধুযোগে অপম্মার গ্রন্থ রোগীকে সেবন করাইলে অপম্মার আরাম হয়। বচ শিশুর গলায় বাঁধিয়া দিলে উহার পেঁচো পাওয়া ও অপরাপর বাল রোগে আরাম হইয়া যায় (হুজুরত)

বচের রস কুড়চূর্ণ ও মধুযোগে সেবন করিলে উন্মাদ আরাম হয়। কাঁচা দুগ্ধ ও দীপ্ত জল সমভাগে মিশাইয়া সেবন করিলে মূত্ররোগ জনিত উদরী রোগ আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ) লবণ জলের সহিত বচচূর্ণ সেবন করিলে আমাশয়ের সহিত অজীর্ণ রোগ আরাম হয়। কফজ্বর রোগে বচ ও নিমজ্বালের কাথ পান করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় ও বমন নিবারণ হয়। খেতবচ ও বিড়ম্বের কাথে শিশুকে স্নান করাইলে কাউর বা আরাম হয় (বঙ্গসেন)।

বচের টুকরা মুখে রাখিলে মূত্ররোগ আরাম হয়। ইহা একজ্বর ও ম্যালেরিয়ারূপক। বচ কুইনাইনের সহিত সেবন করিলে অবিগম জ্বর আরাম হয়। উদরাময়ে ইহা অপরাপর ঔষধের সহিত ব্যবহার করিলে উক্ত ঔষধগুলির ক্রমতা বাড়াইয়া দেয় (Met Med.)

বচের শিকড়ের রস ও গরম জল ১৫ আউন্স পরিমাণে দিবসে ৩ বার সেবন করিলে পেটফাঁপা আরাম হয়। বচের শিকড় জলে কিংবা spirit এ বাটিয়া সেবন করিলে বুকে সর্দিবসা ও সর্দির টান কমাইয়া দেয়। কথিত আছে বচের গন্ধ, সর্প ভালবাসে না, এই কারণে অনেকে বাড়ির নিকটে বচ রোপণ করে এবং সাপুড়ের সাপ খেলাইবার সময় বচ চর্বণ করিয়া থাকে। বচ মুখে রাখিলে মুখ গরম হয় ও লাল নিগত হইয়া সর্দি কমিয়া আইসে (Surg. Maj. R. L. Dutta, Pabna)।

বমনকারক ঔষধরূপে (Ipecacuanha) বচ অপেক্ষা অধিক মূল্যবান যে সকল রোগে ইপিকাক আবশ্যক হয়, তাহার পরিবর্তে বচ অধিক ফল প্রদান করে। মাত্রা ৫-১০ গ্রেণ পরিমাণ। কিন্তু ৩৫ গ্রেণের অধিক ব্যবহার করা উচিত নহে। ইপানীতে ১৫—২০ গ্রেণ ২৩ ঘণ্টা অন্তর সেবা এবং কেবল সন্ধিতে ১০ গ্রেণ পরিমাণ যথেষ্ট।

মৃদু বচ বালকদের উদরাময়ে একটা উৎকৃষ্ট ধারক ঔষধ, মাত্রা ৩ গ্রেণ পরিমাণ। বচের গুঁড়া জলের পোকা নাশ করে। জলে বচ ১ দিন কিংবা ২ দিন ডিঙ্গাইয়া সেই জলে মূত্রগীকে স্নান করাইলে উহার গায়ে পোকা মরিয়া যায়।

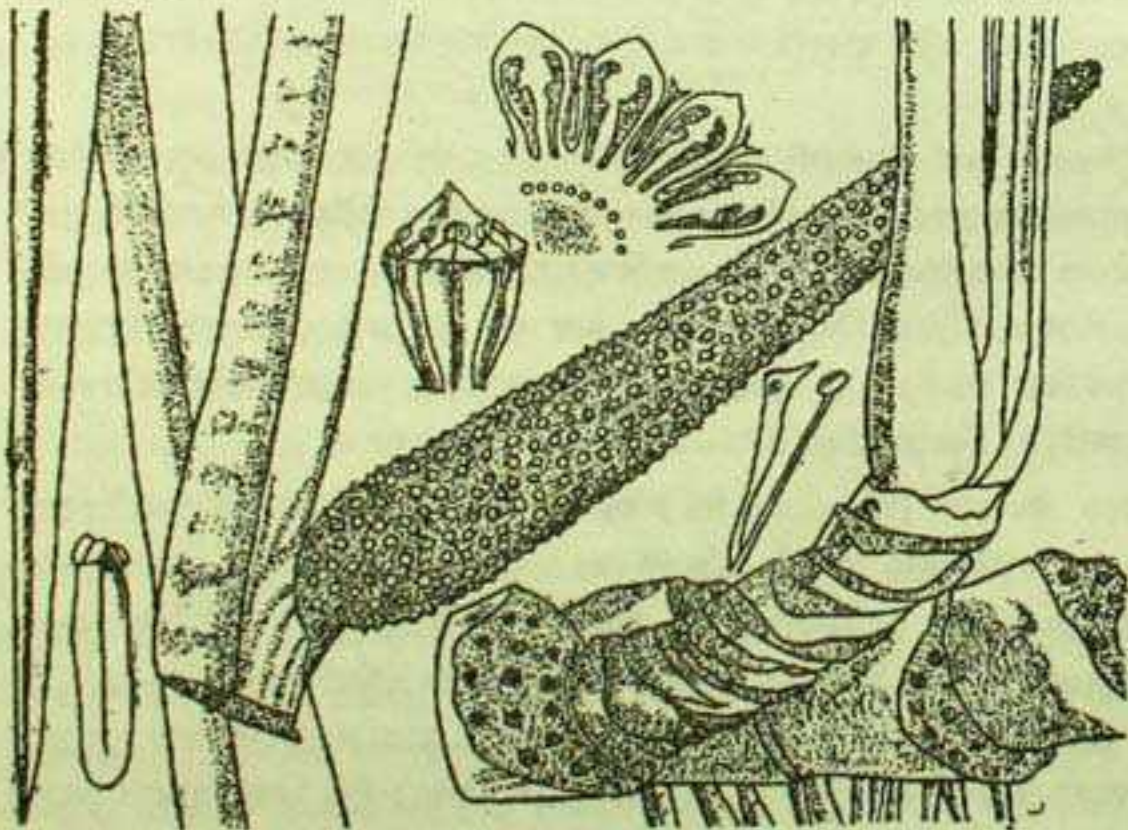
বচের শিকড়, হিঙ্গু, অতিবিষা, গোলমরিচ, আদা, হরীতকী, সৈন্ধব লবণ প্রত্যেকটি সমপরিমাণে লইয়া গুঁড়া করিয়া মিশ্রিত করিয়া ই ড্রাম পরিমাণ সেবন করিলে অজীর্ণ রোগ আশাম হয় (চন্দ্রকান্ত)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল ও ডালপালার মধ্যবর্তী অংশ :—বমনকারক, অগ্রদীপক অগ্নিমান্য, শূল, অবিরাম জ্বর, পুষ্ণাতন সর্দি, কাসি, শিশুদের আমাশয় উপকারী, স্নায়বিক রসায়ন, পুষ্ণনাশ কারী এবং সর্পদংশনে উপকারী।

Fig. :—Griff. lc. Pl. Asiat, 162 ; Rheede, Hort, Mal., xi, t. 48 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med, Pl., 1008.

Ref. :—F. B. I, vi 555 ; Roxb., F. I. ii, 169 ; Dalz & Gibs, Bombay Supel, Pl, 96.



627. *Acorus calamus* Linn. (ঝোড়াবচ বা খেতবচ)

Genns—ALOCASIA Schott.

628. A. indica Schott. (মানকচু)

ভাষানুসারী নাম :—মানক, মহাপত্র—সংস্কৃত ; মান, মানকচু—বাংলা ; মানকম—হিন্দি ; কসআলু—মহারাষ্ট্র ।

মাণকঃ বিস্তীর্ণপত্রাচ্চ স্থলপত্রাচ্চ মাণকঃ ।

ছত্রপত্রঃ বৃহচ্ছদঃ বড়োচ্ছদঃ মাণকঃ স্মৃতঃ ॥

মাণকঃ স্তায়নহাপত্রঃ কথ্যন্তে তদুগ্ধা অথ ।

মাণকঃ শোধনস্বাদীতঃ পিত্তরক্তহরো লঘুঃ ॥

ভাবপ্রকাশঃ । শাকবর্গঃ ।

নাম পর্যায় :—মানক ও মহাপত্র এই দুইটি ছাড়া আরও ছয়টি নাম, মান, বিস্তীর্ণপত্র, স্থলপত্র, মাণক, ছত্রপত্র বৃহচ্ছদ ।

গুণপর্যায় :—মানক শোধনশাক, শীতবীৰ্য, রক্তপিত্ত নাশক ও লঘুপাক ।

জন্মস্থান :—সমগ্র বঙ্গদেশে চাষ হয় । বরিশালে প্রচুর চাষ হয় । হগলী হাওড়া ও বঙ্গমানে জেলায় চাষ হয় ও বাড়ির নিকটস্থ ভূমিতে রোপণ করে ।

বর্ণনা :—মানের কন্দ মোটা ও খসখসে, কাণ্ড ৩-৮ ফুট লম্বা হয় । পত্র ২-৩ ফুট লম্বা, ডিম্বাকৃতি, পত্রের বৃহদংশ ছত্রপিত্তাকৃতি ও গোলাকার । অগ্রভাগ ত্রমুখ : সূর্য, পত্রের শিরা প্রায় ৮ জোড়া হয় । বীটী শক্ত ও লম্বা । পত্রের গোড়া কাণ্ডকে জড়াইয়া থাকে । মানপাতা সবুজবর্ণ । বর্ষার শেষে শীতের প্রারম্ভে ফুল ও পরে ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—লিকড়, বন ও পত্রবৃক্ষ । কন্দচূর্ণ ই ১ তোলা ।

বৈভক্রে মানিকের ব্যবহার ।

চক্রদন্ত :—(১) উদররোগে মান—পুমান মানচূর্ণ ৮ তোলা, দৈব কুটীত তণ্ডুল ১৬ তোলা, ১ সের চুই ১ সের জলসহ পায়স প্রস্তুত করিয়া পাচক অগ্নির বল বিচারপূর্বক উদর যোগীকে এই পায়স ভোজন করাইবে । (উদর রোগ চিঃ) । (২) ম্লীহোদরে ও শোথে মান—পুমান মানপত্র আখতোলা, আখপোয়া ইবদুক্ষ চুইয়ের সহিত পান করিলে ম্লীহাবৃদ্ধি বিনাশ পায় । ইহা সর্বাঙ্গ কিংবা একাঙ্গ শোধের পক্ষে হিতকর (শোধ চিঃ) । (৩) শোথে মানকচুত—মানের কাণ্ড ও কঙ্কযোগে যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিবে । এই মানচুত একম, দ্ব্যম এবং ত্রিষোম শোথে হিতকর । (৪) জিহ্বারোগে

মানতল — মান অর্ধমৈদুল করিয়া সেই তল সর্বপট্টল এবং সৈন্দব লবণযোগে—
জিহবার ঘর্ষণ করিলে জিহবার জড়তা বিনষ্ট হয় (জিহবারোগ—চি:)

মূল ঔষধাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—পরিষ্কার মানের শুককন্দ ঔষধে ব্যবহৃত হয়। মান
মূত্রবিষেচক ও মূত্রকর। ইহা অর্শ কিম্বা কোষ্ঠবদ্ধতায় বিশেষ উপকার করে। মান শুক
করিয়া গুঁড়া করিলে যে ময়দা হয় উহা শিশুদের পক্ষে একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য। পুরাতন
মান শোধনযোগে হিতকর।

মানপাতার রস স্ফোচক ও রক্ত বোধকরূপে গৃহস্থেরা ব্যবহার করে। মানপাতা আগুনে
সেঁকিয়া সেই রস কর্ণে দিলে কর্ণদ্রাব নিবাসিত হয়। মান অর্শ ও কোষ্ঠকাঠিন্ধে বিশেষ
অত্যাৱশ্যকীয় ঔষধ। মান অতিশয় পুষ্টিকর।

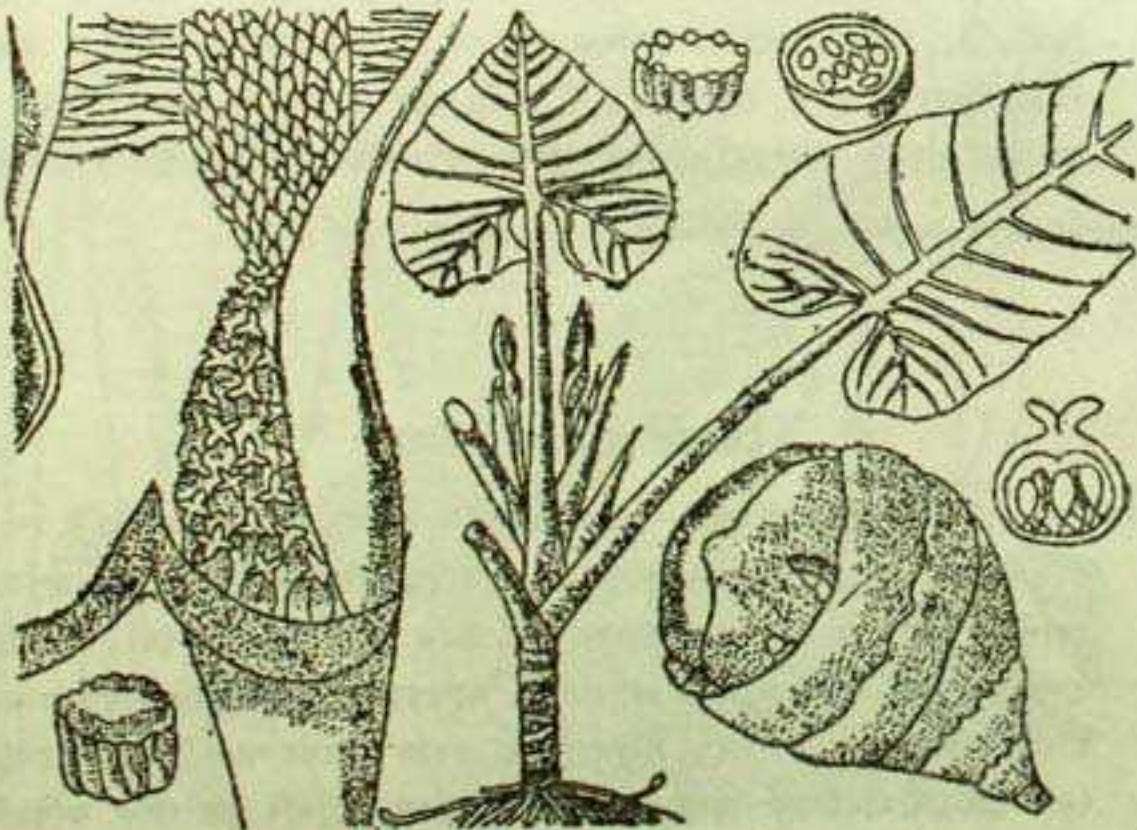
Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা :—রক্তবোধক, স্ফোচক।

কন্দ :—অর্শ, কোষ্ঠবদ্ধতা এবং হানীয় শোথে উপকারী।

Fig—Wight, lc., 794 ; Kirtikar & Basu, Ind, Med Pl, t 1603.

Ref :—F. B. I. vi, 525 ; Roxb., F. l., iii, 498 ; B. P., ii, 1111 , Prain,
H. H., 296



628, *Alocasia indica* Schott. (মানকহু)

Genus—COLOCASIA Linn.

629. *C. antiquorum* Schott. (কচু)

C. esculenta (Linn) Schott.

ভাষানুসারী নাম :—কচ্ছী—সংস্কৃত ; কচু—বাংলা ; আর্তি—হিন্দি ; নামাকিনাঙ্গু, সেমাকা-
লেহ—তামিল ; চেমা, চামাড়ুঙ্গা—তেলেগু ; সেমু—মালয় ।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতে চাষ হয় । বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলায় ও
চট্টগ্রামে চাষ হয় ।

বর্ণনা :—কচুর কন্দ গোলাকার ও লম্বা । মূলদেশ হইতে চতুর্দিকে আলুর ছায় কচু জন্মে ।
চট্টগ্রামের কচু অতি উৎকৃষ্ট । ইহার পত্রের গোড়া স্বপ্নিগন্ধকৃতি । অগ্রভাগ মোটা
ও ক্রমশঃ সর । ভাঁটা ২-৩ ফুট লম্বা হয় । কচুগাছ পুং ও স্ত্রীভেদে দুই প্রকার হয় ।
কচুগাছ সাধারণতঃ জলের কিনারায় ও আর্দ্র জমিতে জন্মে । ইহার কন্দ, পত্র, পত্র সও
মাছখে খায় ।

কচু কয়েক জাতীয় আছে । (i) *C. nymphaeifolia* Kunth (সার কচু,) F. B.
I., vi, 523 ; Roxb., F. I. iii, 495 ; B.P. ii, 1112, (2) *Alocasia fornicata*
Kunth. (দোলাকচু), F. B. I., vi, 526 ; Roxb., F. I., iii, 501 ; Wight,
lc. t. 793 ; (3) *A. cucullata* Schott. (ভুইমান বা বিবমান) F. B. I., vi,
525 ; Wight, lc. t. 787 ; Roxb., F. I., iii, 501. বর্ষাকালে ফুল ও পরে ফল
হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—কন্দ ও ভাঁটা ।

মূল ঔষধাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কচু ভাঁটার রস ধমনী হইতে রক্তস্রাব নিবারণ করে
এবং কোন স্থানে কাটিয়া গেলে কচুর আঠা দিলে ক্ষত আবাস হয় (Pharm, Ind.) ।
কচুর আঠা কানের পূজ ও বেদনা নিবারণ করে এবং লবণের সহিত ইহা কুচুকাই ও
বাগিতে দিলে উহা বসিরা যায় । কচুর রস মুহু বিরেচক এবং অর্শযোগে হিতকর ।
ইহা বোলতা ও বিছার বিবেক প্রতিবেদক ।

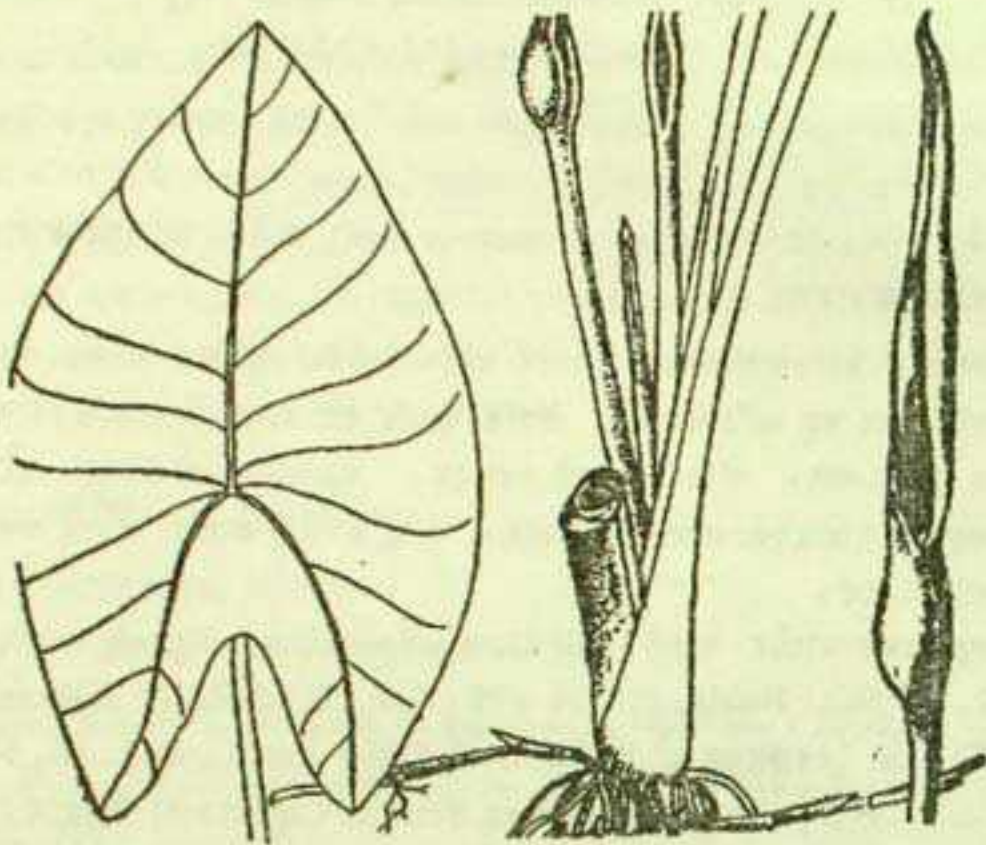
Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতার রস :—রক্তবদ্ধকারক, উত্তেজক । ব্যবহারে চামড়ার উপরে লালবর্ণের দাগ
পড়ে ।

কন্দের রস :—টাকে এবং কাকড়াবিছার সংশনে উপকারী । বোলতা বিবেক
উপকারী ।

Fig. :—Wight, lc, t. 786 ; Rheede, Hort, Mal., xi, t. 23.

Ref. :—F. B. I., vi, 523 ; Roxb., F. I., iii, 494 ; B. P. ii, 1112 ; Prain, H. H., 296.



629. *Colocasia antiquorum* Schott. (কহু)

Genus — *PISTIA* Linn.

630. *P. stratiotes* Linn. (টোকাপানা)

ভাষানুসারী নাম — অলোকুতা, কুস্তিকা, কুস্তী — সংস্কৃত ; টোকাপানা — বাংলা ; অলকুস্তী — হিন্দি ; আগসাতা-মাবাই — তামিল ; অন্টেরী-টামার, আকাস্তমারা — তেলুগু ; কোড্ডা পাইন — মালয় ।

ভূপাটলী চ কুস্তী চ ভূতালী রক্তপুষ্পিকা ।

ভূপাটলী কটুকা চ পারনে স্ত্রপ্রয়োজিকা ॥

রাজনিষিদ্ধঃ । পৰ্পটাদিবর্গঃ ।

নামপৰ্য্যায় :—তুপাটলী, কুটী, কুটালী ও বকুপুন্দিকা—এইগুলি নাম।

গুণপৰ্য্যায় :—তুপাটলী কটুৰস, উষ্ণবীৰ্য্য এবং পারদঘটিত রোগে বিশেষ উপকারী।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের পূর্বে সচবাচর দেখা যায়। ইহা এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকা দেশে দেখা যায়।

বর্ণনা :—ভাসমান কাণ্ডহীন উদ্ভিদ। পত্র ১৫-৪ ইঞ্চি, মস্তক গোলাকার ও মোটা; কোমল লোমযুক্ত। পুষ্পপত্র দুইহীন, ত্রীপুষ্পক এক একটি। গর্ভাশয় ত্রিলীযুক্ত, ইহাতে কয়েকটি বীজ থাকে। বীজ লম্বা। গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষার শেষে ফল পাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র উদ্ভিদ। মাত্রা, রস ১-২ তোলা। কাণ্ড ৪-১০ তোলা।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—আয়ুর্বেদমতে ইহা শিথলকর এবং অনেক রোগের উপশম কারক। ইহার পত্র পেষণ করিয়া অর্শে প্রলেপ দেয় (Anislie)। পানার ছাই বড় বড় ক্ষিমনাশে ব্যবহৃত হয়।

ইহার পাতা বাটিয়া পুণ্ডিসের মত করিয়া ক্ষতস্থানে দিলে ক্ষতের পোকা মরিয়া যায়। ইহা নারিকেল তুণ্ড ও চাউলের সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে রক্ত আমাশয় আত্মা হয়। পানি গোলাপজল ও চিনির সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে হাঁপানী ও সর্দিতে বেশ কাজ করে। ইহার শিকড় যুজু বিবেচক (Rheede, Anislie)।

ভারতের অনেক স্থানে ইহাকে পানি (Salt) বলে।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ :—শিথলকারক, উত্তাপনাশক। Dysuria রোগে উপকারী। ছায়পোকা মারার জন্য ব্যবহৃত হয়।

মূল :—বিবেচক ও প্রস্রাবকারক।

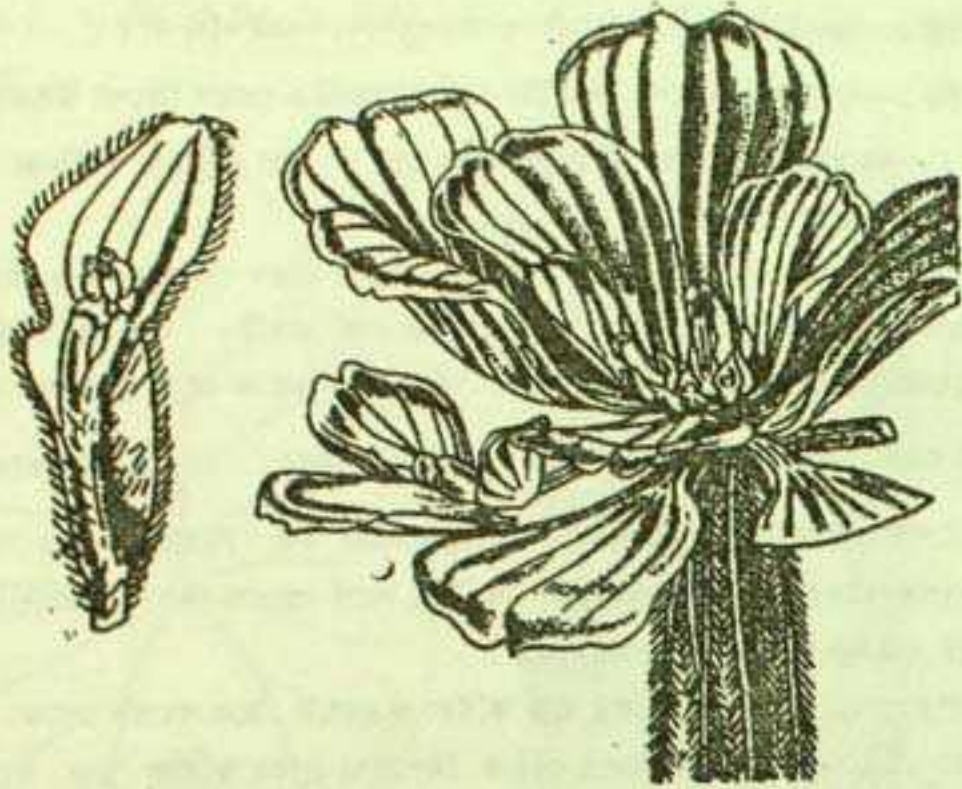
পাতা :—অর্শে প্রলেপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গোলাপজল ও চিনির সহিত মিশাইয়া হাঁপানি ও সর্দিতে ভাল কাজ করে।

পাতার রস :—নারিকেল তৈলের সহিত মিশাইয়া ছুটাইয়া পুরাতন চর্মরোগে ব্যবহৃত হয়।

পানার ছাই :—বড় ক্ষিমনাশে উপযোগী।

Fig. :—Roxb., Cor. Pl. iii; t. 268; Rheede, Hort. Mal, xi, t. 32; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 993.

Ref. :—F. B. L, vi, 497; Roxb., F. L, iii, 131; B. P., ii, 105; Prain, H. H., 294.



630. *Pistia stratiotes* Linn. (টোকানানা)

Genus—SCINDAPSUS. Schott

631. *S. officinalis* schott (গজপিপুল)

ভাষানুসারী নাম :—চব্যফলা, গজপিপুলী, দীর্ঘগ্রন্থি—সংস্কৃত ; গজপিপুল—বাংলা ; গজ-
পিপুল—হিন্দি ; গজপিপুলী—মহারাষ্ট্র ; গজপিপুলী—কর্ণাট ; অটটিপ্পালি—মালয় ;
দাহিমাংগ—সাম্ভাল ; আতি চিন্নালী—তামিল ; এহুনা পিপ্পালু—তেলেগু ।

গজোষণা চব্যফলা চব্যজা গজপিপুলী ।
শ্রোত্রসী ছিদ্ৰবৈদেহী দীর্ঘগ্রন্থি চৈভজসী ॥
বর্জুলী শূলবৈদেহী জেয়া চেতি দশাভিধা ॥
গজোষণা কটুয়া চ রুক্ষা মলবিশোধনী ।
বলাসবাতহস্তী চ শুষ্কবর্ণ বিবর্জিনী ।

রাজনিঘণ্টুঃ । পিঙ্গল্যাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—গজোষণা, চব্যফলা, চব্যজা, গজপিপুলী, জেয়নী, ছিদ্ৰবৈদেহী, দীর্ঘগ্রন্থি,
ভেজনা, বর্জুলী, শূলবৈদেহী—এই দশটি নাম ।

গুণপরিচয় :—গজোষণা—কটু, উষ্ণ, কফ, মলবিশোধ,—উল্লেখ ও বাতনাশক, শুষ্ক এবং বর্ণবর্জক।

জন্মস্থান :—হিমালয়, সিকিম, চট্টগ্রাম, ব্রহ্মদেশ, সমগ্র বঙ্গদেশ এবং সিংগালিক পাহাড়ে দেখা যায়।

বর্ণনা :—বনজাত বৃক্ষবোহী উদ্ভিদ। কাণ্ড ১ ইঞ্চি কিংবা অধিক মোটা হয়। পত্র ৪-১২ ইঞ্চি লম্বা, ২½-৩ ইঞ্চি বিস্তৃত, গাঢ় সবুজবর্ণ, ত্রিভুজাকৃতি, ভাঁটার দুইদিকে একটীর পর একটী পত্র হয়। পত্রের বৃন্তদেশ প্রায় গোলাকার অথবা ক্ষুদ্রপিণ্ডাকৃতি ভাঁটা ২-৬ ইঞ্চি লম্বা। ফল শাঁসযুক্ত, ত্রিভুজাকৃতি কিংবা মণ্ডাকার প্রায় ৬ ইঞ্চি লম্বা। বীজ ত্রিভুজাকৃতি ও ক্ষুদ্রপিণ্ডাকৃতি, দেখিতে শণের বীজ অপেক্ষা একটু বড়, ধূসরবর্ণ। ইহার ভিতর তৈলময় খেতবর্ণ শাঁস থাকে। ইহার পত্র শাকের স্থায় তরকারী করিয়া খাইয়া থাকে। নিষণ্টুকার ইহার পাকা ফলকে গজপিপ্পলী বলেন। ইহার ফলগুলি ১ ইঞ্চি পরিমাণ এবং ৩ ইঞ্চি মোটা দেখিতে ধূসরবর্ণ ও গন্ধহীন। ফলের মধ্যে শাঁস ও বীজ থাকে। ইহা জলে ভিজাইলে ফুলিয়া উঠে ও নরম হয়। বর্ষাকালে ফুল হয়, জাহ্নবায়ী মাসে ফল পাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল, ডাল।

মূল ঔষধাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শুষ্ককৃত উত্তেজক, ঘর্ষকর ও ক্রিমিনাশক (Pharm Ind.)। সংস্কৃত লেখকেরা ইহাকে পেটকালা নিবারক, উদরাময় ও হাঁপানীরোগে হিতকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সামন্তালের ইহার ফল বাতে পুষ্টিরূপে ব্যবহার করে (Rev. A. Campbell)।

বঙ্গদেশে ও মেদিনীপুর জেলায় গজপিপ্পলের চাষ হয়। ফল শুষ্ক করিয়া পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে গজপিপ্পলরূপে বিক্রয় হয়। কোচবিহারে একপ্রকার গাছ আছে, উহার ফল দেখিতে ইচড়ের স্থায়। তবে দূর লোকে ইহাকে গজপিপ্পল বলে। চৈ-গাছের সহিত গজপিপ্পলী গাছের অনেক বিষয়ে নীসাদৃশ আছে এবং সংস্কৃত লেখকদের মতে (Pipar chaba) গাছের ফলই গজপিপ্পল নামে খ্যাত বলা—“চবিকায়াঃ ফলং ক্রাটৈঃ কথিতা গজপিপ্পলী”। Dr. Roxburgh লিখিত Drawing এ চৈ ও গজপিপ্পলী গাছ ভিন্ন বলিয়া দেখা যায়। Sir. J. D. Hooker এবং Sir David Prain এর পুস্তকে চৈ ও গজপিপ্পলী ভিন্ন গাছ বলিয়া লিখিত আছে এবং তাহাদের Family এ ভিন্ন। এই সকল সিদ্ধান্ত হইতে বলা হয় চৈ ও গজপিপ্পলী এক গাছ নহে এবং চৈ এর ফলও গজপিপ্পলী নহে, যদিও উক্ত গাছের পাতার আকৃতি একপ্রকার। চৈয়ের ফল অপেক্ষা গজপিপ্পলীর ফল বড়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফল :—কামোদীশক, উত্তেজক, ঘর্ষকারক, ক্রিমিনাশক। বাতে বাহ্যপ্রলেপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

Fig :—Wight. Ic. t. 781 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1005.

Ref :—F. B. I., vi, 541 ; Roxb., F. I., i, 431 ; Prain, B. P., ii, 1114 ;
Dymock, iii, 543.



631. *Scindapsus officinalis* Schott. (গজপিপূল)

Genus—*TYPHONIUM* Schott.

632. *T. trilobatum* Schott. (ঘেঁটকচু)

ভাষানুসারী নাম :—ঘেঁটকচু—বাংলা ; করুনাইক কিসালু—তামিল ; কান্তাগাছড়া—তেলেগু ;
চেনা—মালয় ।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশ, নিম্নবঙ্গ, দক্ষিণাভা ।

বর্ণনা :—মূল প্রায় গোলাকার, ৫—১২ ইঞ্চি । পত্র তিন অংশে বিভক্ত । পত্রবৃন্ত—ফুল ও
পুষ্পদণ্ড, ১—৪ ইঞ্চি লম্বা । পাপড়ি ১—৪ ইঞ্চি লম্বা । ফুলের আচ্ছাদন ৩—১২ ইঞ্চি
লম্বা, বিভক্ত অভ্যন্তর লাল ও বেগুনে, প্রায় চেপ্টা, উপরিভাগ মোটা নহে । গর্ভাশয়
কুঁজ । বর্ষাকালে ফুল ও পরে ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড় ।

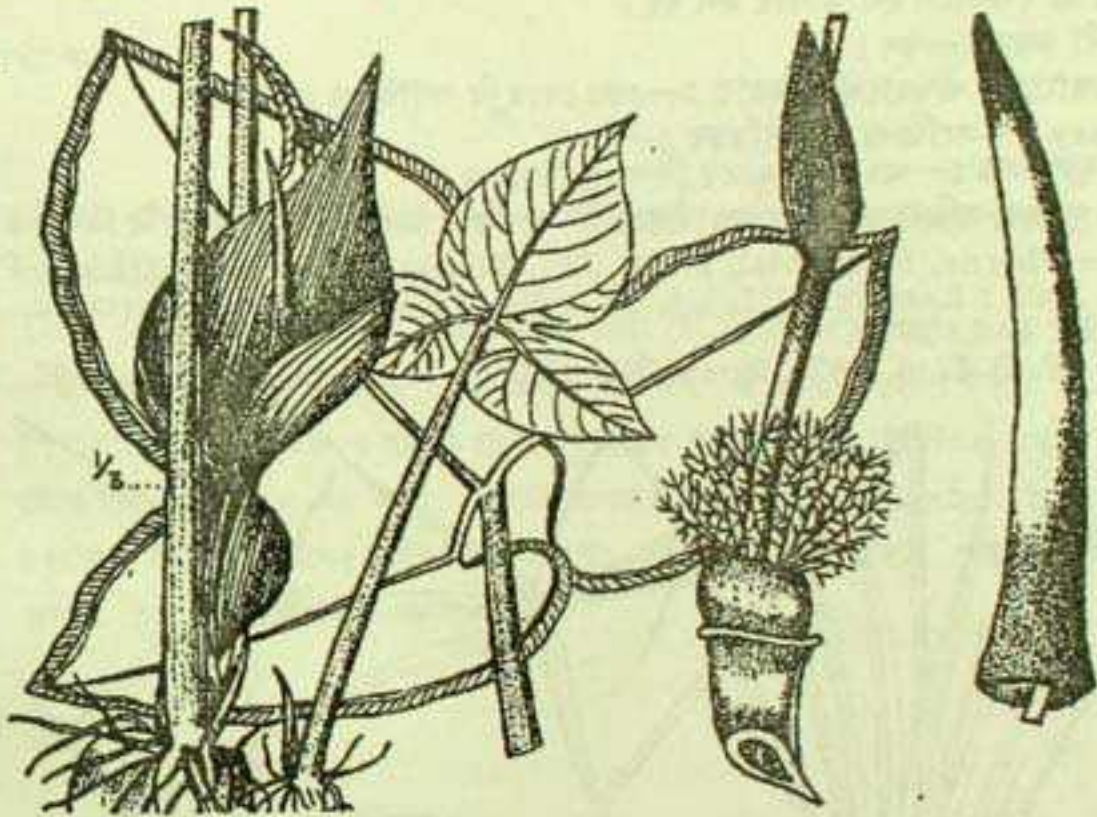
মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শিকড় অতিশয় বিষবিরে। ইহা পুষ্টিশে ব্যবহৃত হয়। বিষাক্ত সর্পে কামড়াইলে, ক্ষতস্থানে ইহার প্রলেপ দিলে সর্পবিষ নষ্ট হইয়া যায়। ইহা অতিশয় উত্তেজক। বাত্ব হিসাবে ইহা পেটবেদনা নাশক ও রক্তস্রাব নিবায়ক।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল :—উত্তেজক, অর্শে ব্যবহৃত হয়। কলাব সহিত খাইলে পক্ষাশয়ের পীড়ার উপশম হয়। বিষাক্ত সর্পের দংশনে বাহ্যপ্রলেপে ব্যবহৃত হয়। আত্যন্তবীণ প্রয়োগেরও বিধি আছে।

Fig. :—Kritikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 998 ; Journ & Proc. Asiat. Soc. Bengal, New. Ser. x t. 32 (1914).

Ref :—F. B. L., vi. 509 ; Roxb., F. I., iii, 503 ; B. P. ii, 1107 ; Basu, Man., Ind. Bct. 118.



632. *Typhonium. trilobatum* Schott. (শেঁটকু)

CXVIII. CYPERACEAE

Genus—*KYLLINGA* Rottb.

633. *K. triceps* Rottb. (শেঁতগোখুবি)

ভাষানুসারী নাম :—নির্বিন্ধা, অপাবিন্ধা—সংস্কৃত ; শেঁতগোখুবি—বাংলা ; নির্ঝাট—হিন্দী ;

মুত্ত—বোধে ; মুত্ত—মহারাষ্ট্র।

নির্বিন্ধাপবিন্ধা চৈব বিবিধা বিবহ। পরা।

বিষহন্ত্রী বিষভাবা হ্যবিধা বিষবৈরিণী ॥

নিৰ্বিষা ভু কটু: শীতা কক্ষবাতাশ্ৰদোষশুৎ ।
অনেকবিষদোষশী ত্ৰণসংৰোপণী চ সা ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । পিঙ্গল্যাদিবৰ্গঃ ।

নামপৰ্য্যায় :—নিৰ্বিষা, অপৰিষা, বিৰিষা, বিবহা, বিবহত্ৰী, বিযত্ৰা, অবিষা, বিষট্ৰিণী
—এইগুলি নাম ।

গুণপৰ্য্যায় :—নিৰ্বিষা-কটুৰস, শীতবীৰ্য, কক্ষ, বায়ু এবং বক্ত দোষ নিবাতক । নানাশ্ৰকায় বিষ
দোষ নাশক এবং ত্ৰণ সংৰোপক ।

জন্মস্থান :—পশ্চিমভাৰত, সিহুদেশ, ত্ৰক্ষদেশ এবং সমগ্ৰবঙ্গে দেখা যায় । হগলী, হাওড়া
জেলাৰ পতিত নিম্নভূমিতে জন্মে ।

বৰ্ণনা :—ইহাৰ পত্ৰ কাণ্ডেৰ সমান । কাণ্ড .১-৬ ইঞ্চি লম্বা । পুং পুষ্পদণ্ড লম্বা । প্ৰায়
তিনিটি হয় কখন বা একটি হয় । পুংকেশৰ দুইটি । ফল ডিচ্চাকৃতি, পীতেৰ আভাযুক্ত
ধূসৰ বৰ্ণ অতিশয় চেপ্টা । বৃদ্ধ ইঞ্চি লম্বা, ত্ৰৈবেণদ—দুইটি । ইহাৰ শীৰ্ষ মূখ্যঘাসেৰ
স্তায়, বৰ্ষাকালে ফুল ও পৰে ফল হয় ।

ব্যৱহাৰ্য অংশ :—মূল ।

মূল ঔষধাংশেৰ ঔষধার্থে ব্যৱহাৰ :—খেত গোখৰুি সৰ্পবিষেৰ প্ৰতিষেধক ।

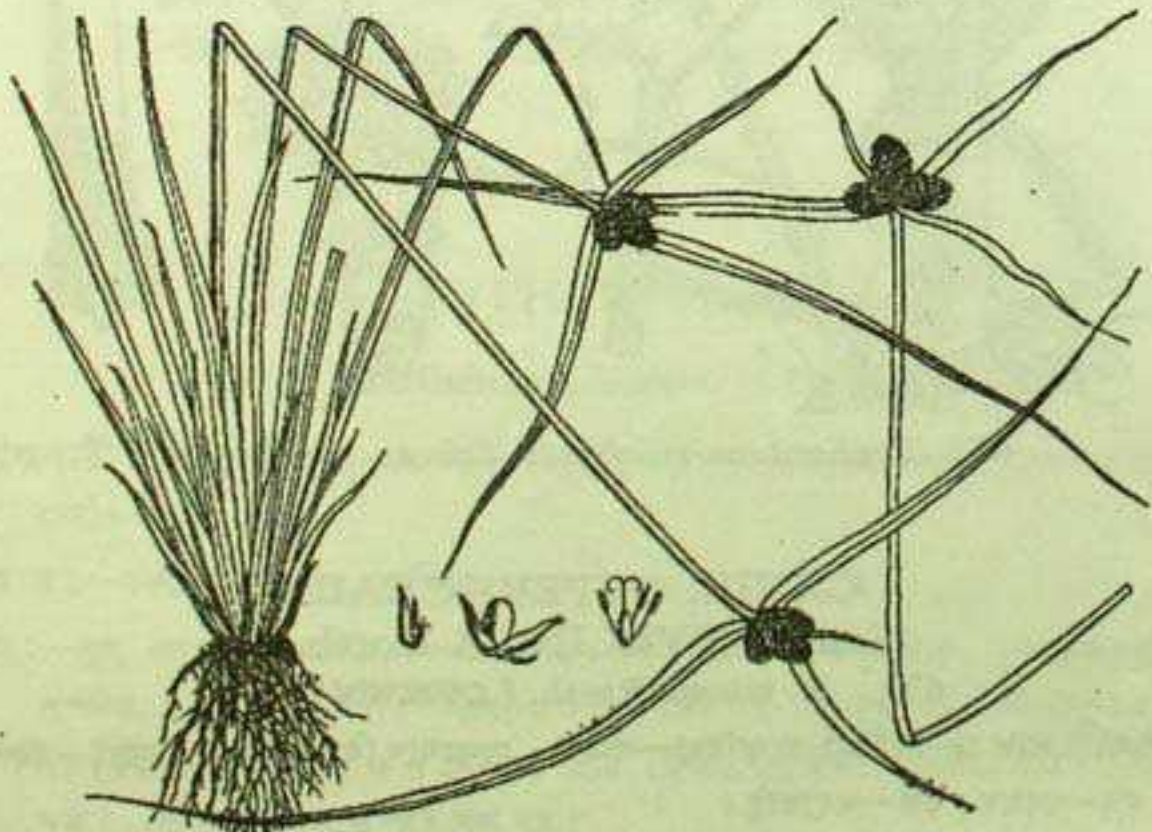
Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপৰিচয় :—

মূল কক্ষ :—জ্বৰ ও বহুমূত্ৰেৰ পিপাসা নিবাতক ।

মূলেৰ সহিত জাল দেওয়া তৈল :—চামড়াৰ উপৰেৰ ভীষণ চুলকানি নিবাতক ।

Fig :—Rheede, Hort, Mal. xii. t. 52 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t
1001 ; Lamarck, III. i. t. 38, ; Fig. 2 (1791) ; Rottb. Descr. lc. Nov
Pl. t. 4. 1773.

Ref :—F. B. I. vi, 587 ; Roxb. F.I. 181 ; B.P., ii, 1135, Prain. H.H., 300.



633. *Kyllinga triceps* Rottb. (খেতগোখৰুি)

634. *K. monocephala* Rottb (গোধূবি)

ভাষাভাসারী নাম :—মুতা, নিবিবা—সংস্কৃত, গোধূবি—বাংলা; নিবিব—হিন্দি; মুতা—মহারাষ্ট্র; মুতা—বোম্বে, পিমোটেকী—মালয়।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশ কুমায়ুন ও নিকিম।

বর্ণনা :—ইহার কাণ্ড লোমযুক্ত, ২-১২ ইঞ্চি লম্বা। পত্র কাণ্ড অপেক্ষা ক্ষুদ্র। পুষ্পদণ্ড এক একটি হয়। কখন বা ২৩ টা জন্মে ও মধ্য স্থলেরটি বৃহৎ—৩ ইঞ্চি। পার্শ্বের গুলি ক্ষুদ্র। ফল দ্বৈব লম্বা। ত্রিভুজাকৃতি। ফিকে লাল ও ধূসরবর্ণ। ত্রীকেশর ফল অপেক্ষা লম্বা ও ছোট। এই গাছও দেখিতে মুতার মত। বর্ষা ও শরৎ কালে ফুল হয় এবং পরে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—মূল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—নিবিবা সর্পবিষের প্রতিষেধক বলিয়া সংস্কৃত লেখকগণ বর্ণনা করিয়াছেন।

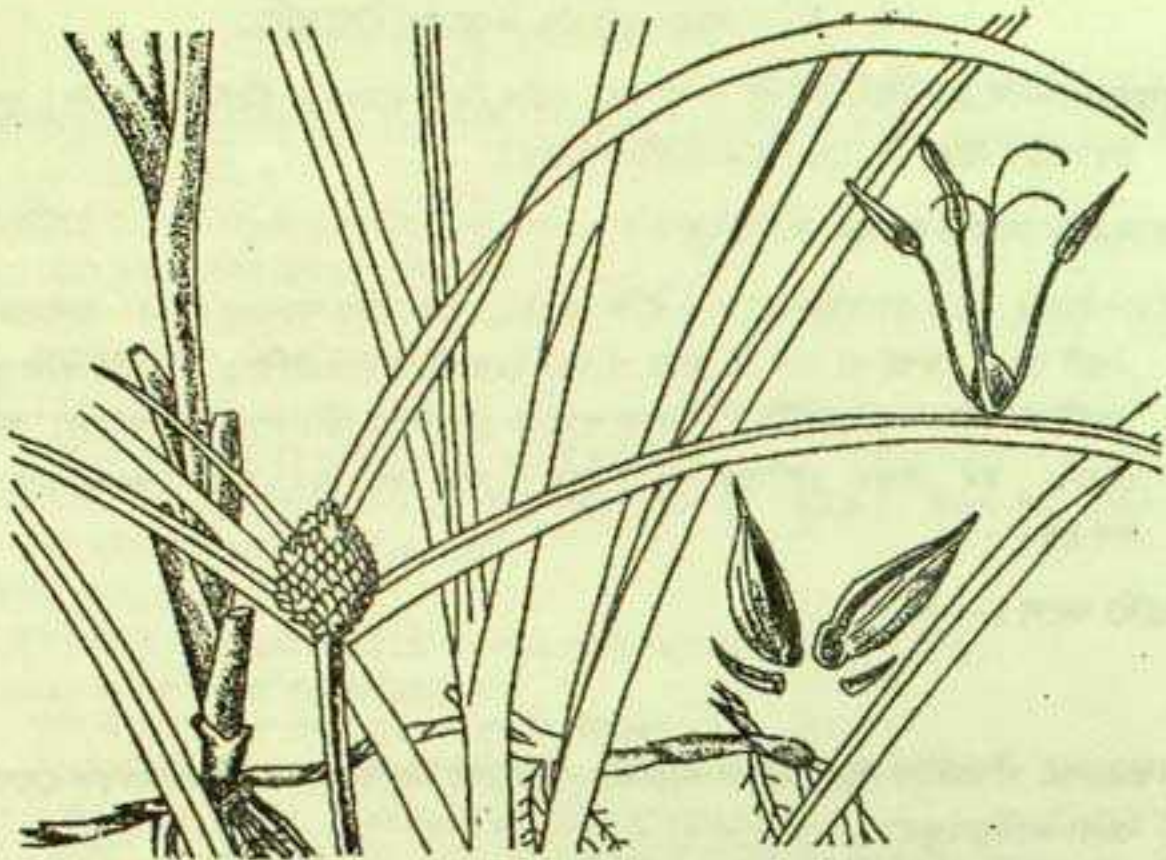
Dr. Rheede বলেন, *K. triceps* এবং *K. monocephala* এর গুণ সমান। প্রথমোক্তটিকে পোটুগীজেরা “কহু ইনা” বলিত। মালাবার দেশে ইহার শিকড় জ্বরে পিপাসানিবারণের জন্য ও বহুমূত্র রোগে ব্যবহার করে। Dr. Irvine বলেন কাশ্মীর দেশে ইহা zedoary এর তুল্য বলিয়া ব্যবহৃত হয়। Dr. Roxburgh বলেন যে, বঙ্গদেশে ইহা সর্পবিষের প্রতিষেধক রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার গন্ধ ও অপরাপর গুণ *C. rotundus* (মুতা) এর তুল্য।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল :—বিষের প্রতিষেধক, উত্তাপনাশক এবং জ্বরে উপকারী।

Fig :—Rheede, Hort, Mal xii. t. 53 ; Rumph Ambo. vi. t. ; 3. Fig. 2 (1753) ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t, 1001B ; Clarke, Cyperac. t. 2. (1909)

Ref :—F. B. I. vi 588 ; Roxb., F. I, i, 180 ; B. P., ii, 1135 ; Prain ; H. H., 300.



634. *Kyllinga monocephala* Rottb. (গোধূবি)

Genus—JUNCCELLUS Kunth.

635. *J. inundatus* C. B. Clarke. (পাতি)

ভাষানুসারী নাম :—পাতি—বাংলা ; পাতি—হিন্দি,

জন্মস্থান :—আর্জেন্টিনা, দক্ষিণে, ও সুন্দরবনে বহু পরিমাণে দেখা যায়।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী উদ্ভিদ। শীতকালে মরিয়া যায় আবার বর্ষা আসিলে ইহার মূল হইতে গাছ বাহির হয়। গাছ কখন কখন ২-৪ ফুট উচ্চ হয়। পত্র মুখা ঘালের পাতার দ্যায়, পুষ্পদণ্ড লম্বা লোমযুক্ত লোজা। ইহার প্রশাখা ৫—৬ ইঞ্চি। ফল একটু লম্বা, চেষ্টা ও মসৃণ। বর্ষা ও শরৎকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড়।

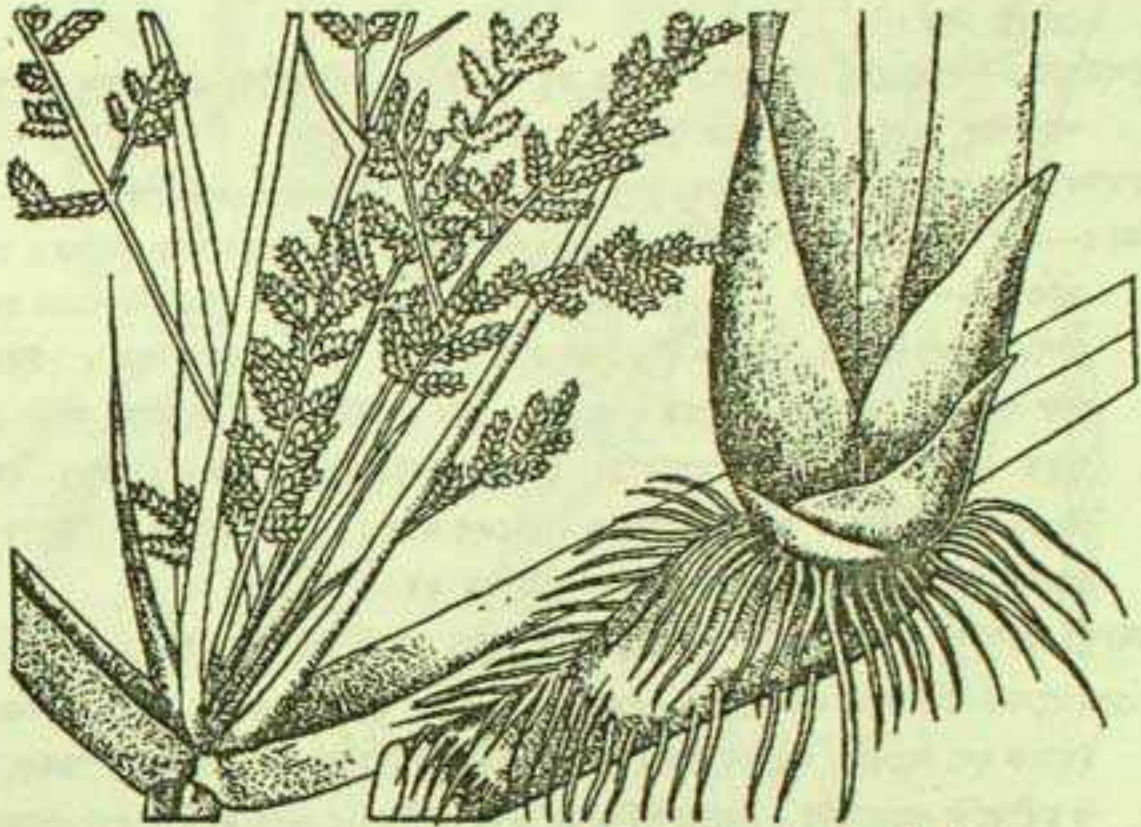
মূলগ্রন্থাগারের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার মূল জ্বর নাশক ও উত্তেজক।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

কম্প :—উত্তেজক ও বসায়ন ;

Fig :—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 1009 (1918).

Ref : —F. B. L. vi., 595 ; Roxb., F. I., i. 201 ; B.P., ii, 1138 ; Prain. H.
H. 300.



635. *Juncellus inundatus* C. B. Clarke. (পাতি)

Genus—CYPERUS Linn.

636. *C. scariosus* R. Br. (নাগরমুখা)

ভাষান্তরী নাম :—নাগরমুখা—সংস্কৃত ; নাগরমুখা—বাংলা ; নাগরমোখা—হিন্দি ; নাগর
মুখা—বোম্বে ; লাওলা—মহারাষ্ট্র ; তুল গড্ডলবিম্—তেলেগু ; কোরহুতিলালু
মুখাকচ—তামিল ; গরমোটা—দাক্ষিণাত্য ।

অপরা নাগরমুখা নাগরোখা নাগরাদিঘনসংজ্ঞা ।

চক্রাঙ্গা নাদেয়ী চূড়াল পিণ্ডমুখা চ ॥

শিশিরা চ বৃষধনাথী কঙ্করুখা চারুকেসরোল্লটা ।

সা পূর্ণকোষ্ঠ সংজ্ঞা কলাপিনী সাগরেন্দুমিতা ॥

তিক্তা নাগরমুখা কটুঃ কষারা চ শীতলা কফমুৎ ।

পিত্তজ্বরাতিসারারুচিহৃৎ দাহনাশনী শ্রমহৎ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । পিঙ্গল্যাদিবর্গঃ ।

নামপৰ্যায় :—নাগৰ মুখা, নাগবোখা, নাগবাৰিঘনসংজ্ঞা, চক্ৰানী, নাগেমী, চূড়াল, পিওমুখা, শিশিবা, বৃহস্পাখী, কচ্ছকহা চাককেশৰা উচ্চটা, পূৰ্ণকোষ্টসংজ্ঞা, কলাপনী—এই চোদ্দটি নাম।

গুণপৰ্যায় :—নাগৰমুখা তিক্তরস, বিপাকে কটু কষায় রস। শীতবীৰ্য, কফনাশক। পিত্তজ্বর, অতিপাত, অকচি, তৃষ্ণা, এবং দাহ নাশক ও শ্রমনাশক।

জন্মস্থান :—হুনরবন, পেণ্ড ব্রহ্মদেশ, হগলী, হাওড়া, বৰ্জমান জেলায় দেখা যায়।

বৰ্ণনা :—লম্বা, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত নরম ঘাস, ৬-২ ইঞ্চি, ইহার কাণ্ড পত্রের দ্বারা আবৃত। কোমল কাণ্ড ১৬-৩৬ ইঞ্চি লম্বা হয়। উপরিভাগ নরম। পত্র সবগুলি সমান হয় না। পূৰ্ণনও মূৰ ও লম্বা, কখন ৩ ইঞ্চি, কখন বা ৪ ইঞ্চি অপেক্ষা বড় হয় না। ইহার মূল শক্ত এবং ইহা লালবর্ণ এবং গন্ধ খেত বচের দ্বায়। এই মুখা জলে অগ্নে, কখন দেশের পুহুর ও কিলে অগ্নে। মাঘহাট্টা ভাষায় ইহাকে লাভালা বলে। ইহা ইংৰাজী Rush নামের তুল্য। আত্ম জমিতেও ইহা বেশ অগ্নে। মূল অঙ্গুলিবৎ। ইহার গায়ে কৃষ্ণবর্ণ লেখা আছে। বৰ্ষাকালে মূল ও পৰে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড় ও মূল। মূলচূর্ণ ২-৪ আনা; কাথ ২-১০ তোলা।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার গুণ মুখার তুল্য। পারস্ত দেশীয় চিকিৎসগণ ইহাকে মুখা অপেক্ষা অল্পগুণ সম্পন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। নাগৰমুখা, গুলক, আদা ও হরীতকি প্রত্যেকটা ২ তোলা পরিমাণে গুঁড়া করিয়া, ৫ ভাগ করিবে এবং প্রত্যহ এক একটা ভাগের কাথ মধু ও পিপুলের সহিত পান করিলে জ্বর, আত্মা হয়।

নাগৰমুখা, মোচরস (শিমুল আঠা), লোথ, দাইফুল (*Woodfordia floribunda*), অপক বেল এবং ইন্দ্রবর (কুরচিবীজ) এইগুলি সমপরিমাণ গুঁড়া করিয়া ঘোল ও মাতণ্ডের সহিত ৯ মাষা মাত্রায় সেবন করিলে রক্ত আমশায় আশায় হয়।

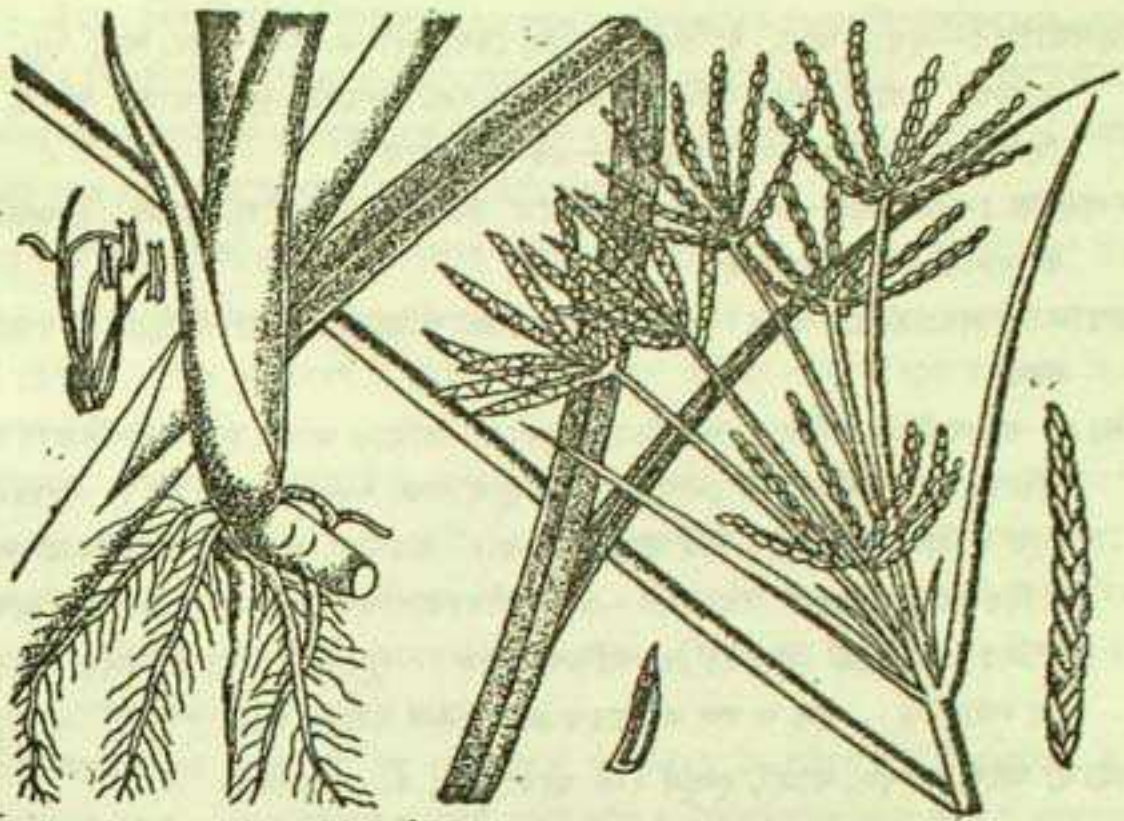
মুখার মূল পেটের দোষ নিবারক এবং ইহা কেশ দৌত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। মুখা ঘৰ্ষকর ও মূত্রকর। ইহার মূল উষ্ণ ও দারক। ইহা অতিপাত রোগে প্রয়োগ করা হয় এবং কাথ উপদংশ এবং গণোরিয়া রোগ নিবারক (*Watt, Dict, Econ. Prod Ind. III. Pt. ii, 687*).

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :-

কন্দ :—হৃগন্ধি, হৃদ, অর্যুদীপক, শুকতাকারক। চুল দৌতকরণে ব্যবহৃত হয়। ইহা ঘৰ্ষকারক, প্রস্রাব কারক সঙ্কোচক, উদরাময়ে উপকারী, কাথ গণোরিয়া এবং উপদংশে উপকারী।

Fig :—Clarke, III, Cyperac. t. 16; Kirtikar & Busu, Ind. Med. Pl. t. 1010; Journ. Linn. Soc. Bot. xxi, t. 3; Fig. 22 (1884).

Ref :—F. B. I, vi, 612; Roxb, F.I., i, 198; B P., ii, 1144; Prain, H. H., 302.



636. *Cyperus scariosus* R. Br. (নাগবম্বা)

637. *C. rotundus* Linn. (মুখা)

ভাষানুসারী নাম :—মুখক—সংস্কৃত ; মুখা—বাংলা ; মোখা—হিন্দী ; মুতা, ভদ্রকাশী—
কর্ণাট ; মোখে—মহারাষ্ট্র ; মোখা—গুজরাট ; কোরয়—তামিল ; তুঙ্গমুখ—তেলেগু ;
গরমোটা—ত্রিবিড় ; শাদককী—ফ্রান্স ; মুক্জমীন—আরব ; কলান্দুব—সিংহুয় ।

মুখাস্ত্রা বারিদান্তোদমেখা ।

জীমুতোহসো নীরদোহিব্জং ঘনম্চ ॥

গাজেয়ং শ্রান্তজমুখা বরাহী ।

গুজ্জা গ্রন্থিভজ্জকাসী কসেরুঃ ॥

কোড়েষ্টা কুরুবিন্দাখ্যা সুগন্ধিগ্রন্থিলা হিমা ।

বত্যা রাজকসেরুম্চ কচ্ছোখা পঞ্চবিশতিঃ ॥

ভদ্রমুখা কষায়া চ তিক্তা শীতা চ পাচনী ।

পিত্তজ্বর কফরী চ জেয়া সংগ্রহণী চ সা ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । পিঙ্গাণ্যাদিবর্গঃ ।

মামপৰ্য্যায় :—মুত্ৰা, ভূত্ৰা, বাবিনা, অস্ত্ৰোদ, মেঘা, জীমূত, অস্ত্ৰ, নীৰদ, অস্ত্ৰ, ঘন, গাছেয়, ভূত্ৰমুত্ৰা, বরাহী, গুহা, গ্রহি, ভূত্ৰকানী, কসেক, ফোড়েটা, কুৰুবিলাখা, হুগছি, এখিলা, হিমা, বস্তা, যাককসেক, কচ্ছোখা—এই ২৫টি নাম।

গুণপৰ্য্যায় :—ভূত্ৰমুত্ৰা—কষায় বস, বিপাকে তিত্তবস, শীতবীৰ্য, পাচক, পিত্তজ্বর এবং কফনাশক এবং মলসংগ্ৰাহক।

জন্মস্থান :—সমগ্রভাৱে জন্মে। বাহালা দেশে উচ্চ জমিতে এবং পতিত স্থানে ও স্বাস্থ্যৰ ধাৰে জন্মে।

বৰ্ণনা :—বহুবৰ্ণজীৱী উদ্ভিদ। সচৰাচৰ বালুকাময় জমিতে জন্মে। মূলেৰ উপস্থিতিগত সৰু টু-১ ইকি মোটা, কৃষ্ণবৰ্ণ ও সৌগন্ধযুক্ত। মূলে সৰু সৰু শিকড় আছে। মূলদেশ হইতে মুকুল বাহিৰ হইয়া নতুন গাছ জন্মিয়া থাকে। পত্ৰ লম্বা, পুষ্পদণ্ড গাছেৰ অগ্রভাগ হইতে বাহিৰ হয়। ফুলেৰ মন্তকে ১০-২০টি শাখা প্ৰশাখা হয়। উহা দেখিতে ফিকে অথবা লালৈৰ আভাযুক্ত ধূলুৰবৰ্ণ ও অতিশয় নরম। পুংকেশৰ ৩টা, স্ত্ৰীকেশৰ লম্বা ও সৰু। ফল লম্বাকৃতি। ফুল ও ফল বংশৱেৰ প্ৰায় সকল সময়েই হয়।

ব্যৱহাৰ্য্য অংশ :—মূল, মাজা, মূলচূৰ্ণ ২-৪ আনা, কাথ ৫-১০ তোলা।

বৈজ্ঞানিক মুত্ৰকেৰ ব্যৱহাৰ।

চৰক :—(১) অগ্ৰ্যগ্ৰেছে মুত্ৰক—সংগ্ৰাহক, দীপনীৰ, পাচনীৰ ত্ৰয়োৰ মध्ये মুত্ৰক শ্ৰেষ্ঠ (নু: ২ অ:)। (২) অতিসারে ভূত্ৰমুত্ৰক—বালা এবং ভূত্ৰমুত্ৰকেৰ কাথ প্ৰস্তুত কৰিয়া তাহাৰ দ্বাৰা প্ৰমথ্য প্ৰস্তুত কৰিয়া অতিসাৰীকে সেৱন কৰাইবে (চি: ১০ অ:)। (৩) অতিসারে মুত্ৰক—মুত্ৰক ও ফেংগাপড়ৰ কাথ অতিসারে প্ৰস্তুত (চি: ১০ অ:)। (৪) কফপিত্তমদাত্যয়ে ভূত্ৰমুত্ৰক—মদাত্যৰ ৰোগীৰ কাসেৰ সহিত বক্তনিৰ্গম, পাৰ্শ্ব ও তং সন্নিহিত স্থানে বেদনা, তৃষ্ণা, হৃদয় ও বক্কে বিদাহ এবং উৎক্ৰেশ অৰ্থাৎ উপস্থিত বমনৰ বিষয়মান থাকিলে গুহী ও ভূত্ৰমুত্ৰাৰ কাথ গুহীচূৰ্ণ যোগে পান ও তিত্তিৰ মাংসেৰ যুগল অন্নভোজন কৰিবে (চি: ১২ অ:)। (৫) মদাত্যয়েৰ পিপাসায় মুত্ৰ—বড়ৰ পৰিভাৱাহসাবে প্ৰস্তুত মুত্ৰকেৰ পানীৰ তৃষ্ণাৰ্ত্ত মদাত্য-ৰোগীৰ পক্ষে প্ৰস্তুত (চি: ১২ অ:)। (৬) কফপিত্তজ্বকাসে মুত্ৰ—কফপিত্তজ্বকাসৰোগী মুত্ৰচূৰ্ণ, মৰিচচূৰ্ণ ও মধুযোগে লেহন কৰিবে (চি: ১২ অ:)। (৭) কফজ্বৰমলে কৈবৰ্ত্তমুত্ৰ ও মুত্ৰক—কফজ্বৰমল প্ৰশমনাৰ্থ বিড়ল ও কৈবৰ্ত্তমুত্ৰক চূৰ্ণ মধুসহ লেহন কৰিবে কিংবা কাকড়াশুকী ও মুত্ৰচূৰ্ণ মধু সহিত লেহন কৰিবে।

সুশ্ৰুত—(১) আমাতিসারে মুত্ৰক—কৃত্তিত মুত্ৰক ২০টি, জল দেড়পোয়া, ছাগীহুত্ৰ আধপোয়া কাথ প্ৰস্তুত কৰিয়া হুত্ৰমাজ অবশিষ্ট থাকিবে। এই জল পান কৰিলে আমদোষ ও বেদনা প্ৰশমিত হয়। (২) পকাতিসারে মুত্ৰক—একমাত্র মুত্ৰাৰ কাথ মধু সহ পান কৰিলে পকাতিসার প্ৰশমিত হয়।

চক্রমস্তক :—(১) বিসৃচিকার পিপাসার ভ্রমমুক্তক—ভ্রমমুক্তকের বড় পৰিমাণে পানীয় পানীয় বিসৃচিকার পিপাসা ও অম্লত্বের প্রশস্ত (অগ্নিমান্য চিঃ) (২) আগন্তুকপ্রণে ভ্রমমুক্তক—ভ্রমমুক্তক গব্যত্বযোগে উত্তমরূপে পেষণপূর্বক লেপ দিলে আগন্তুক (শত্রুনিহত) নিঃসন্দেহে প্রশমিত হয় (ত্রণশোধ চিঃ) ।

বাগম্ভট :—অগ্নিবিসর্পে মুক্তক—মুক্তককাথ অগ্নিবিসর্পাক্রান্ত অঙ্গে সেচন করিবে (বিসর্প চিঃ) ।

বজ্রসেন :—অপম্মারে মুক্তক—উত্তরদিকস্থিত মুখার মূল উত্তোলন পূর্বক সৰ্ববৎস্তা গড়র (যোগকর বাছুর সমানবর্ণ) দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে অপম্মার বিনাশ পায় (অপম্মার চিঃ) ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—মুখা মূত্রকর, ঘর্মকর, ধারক, উগ্র পেট-বেদন-নিবারক ও অরনাশক। টাটকা মুখা বাটিয়া বন্ধে প্রলেপ দিলে প্রস্রাবের দুঃ বাড়াইয়া থাকে। জ্বর ও অজীর্ণ রোগে মুখা অতিশয় হিতকর। মুখা ১ আউল সেবন করিলে ক্রিমিনাশ হয়। বিছা ও বোলতা কামড়াইলে মটহানে মুখার রস দিলে ঘহণার উপশম হয়। মুখা শোধনাশক বলিয়া কথিত আছে।

বৈজ্ঞানিক মুখা ৪ প্রকার যথা (১) নাগর মুক্তক (২) কৈবর্তমুক্তক (৩) ভ্রমমুক্তক ও (৪) সাধারণ মুক্তক। ভ্রমমুক্তক মুক্তকেরই অপর নাম। কৈবর্তমুক্তক জলে জন্মে। নাগরমুক্তক অশ্বক। ইহার কাণ্ড লম্বা ও ত্রিকোণবিশিষ্ট।

মুখা, বক্তচন্দন, উষীর শিকড় (*Andropogon muricatus*), পর্পট (*Oldenlandia herbacea*), বাল। (*Pavonia odorata*), শুষ্ঠ, প্রত্যেক ১ ড্রাম পরিমাণ, জল দুই সের সিদ্ধ করিয়া অবশেষ ১ সের। এই কাথ পান করিলে জ্বর, পিপাসা ও অতিরিক্ত উত্তাপ বিনষ্ট হয়। ইহাকে বড় পানীয় বলে।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

কক্ষ :—প্রস্রাবকারক, কতুপ্রস্রাবকারক, ক্রিমিনাশক, ঘর্মকারক, সঙ্কোচক, উত্তেজক, পাকস্থলীর বিকার এবং পেটের ক্ষণায় উপকারী।

মস্তব্য :—চরক—লেখনীয়, তৃপ্তিকর, কণ্ডু, শুষ্কশোধক এবং তৃফানিগ্রহণ বর্গে মুক্তক পাঠ করিয়াছেন। স্ত্রীশ্রমতে মুক্তক, বচাদি ও মুক্তকাদিগণে পঠিত হইয়াছে।

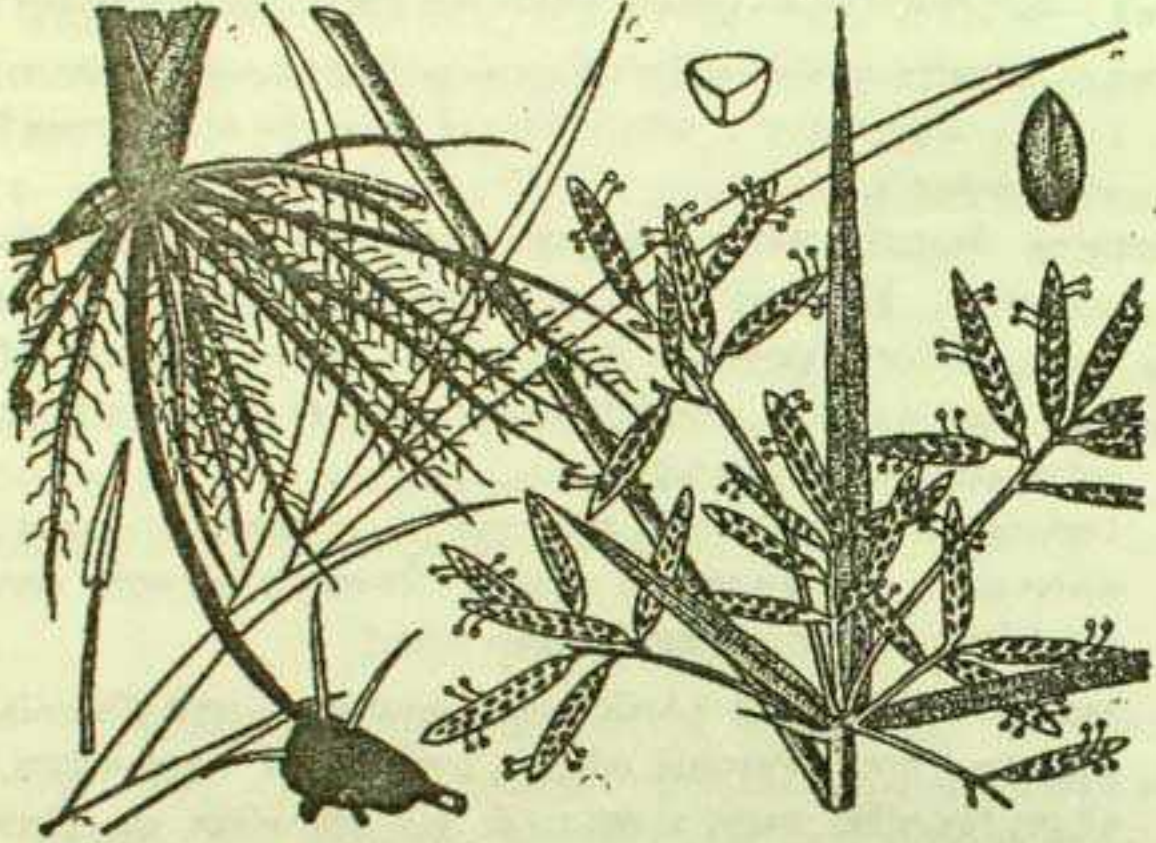
মুক্তক মূল বরাহগণের শ্রিয় খাদ্য। মুগয়াবিরাম বর্ণনে কালিদাস বলিয়াছেন—বিস্রবঃ ক্রিয়তাং বরাহততি ভিমুত্তাকতি পবলে।”

ইহা জ্বর, গ্রহণী, অতিসার, বিসৃচিকা, পাথুরী এবং বিলম্বিত কতু কিছা কতু বোধে ব্যবহৃত হয়। সচ্য: উত্তিত মুক্তকমূল পেষণ পূর্বক শুনদেশে প্রলেপ দিলে শুষ্কপ্রস্রাব বর্জিত হয় (কোরী, ২য় খঃ, ৬৩২ পৃঃ)

Fig :—Rumph, Herb. Amboin. vi. t. I ; Fig. I. 1750 ; Journ. Linn. Soc,

Bot. xxi. t. 2, Fig. 16 (1886) ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1011.

Ref :—F. B. I., vi, 614 ; Roxb., F. I., i, 197 ; B. P., ii, 1145 ; Dymock, iii, 552 ; Watt, ii. Pt. ii. 686 ; Prain, H. H., 302.



637. *Cyperus rotundus* Linn. (ঘুঘু)

Genus—SCIRPUS

638. *S. grossus* Linn. f. (কেশর)

S. kysoor Roxb.

ভাষানুসারী নাম :—কসের—সংস্কৃত ; কেশর—বাংলা ; কেশক—হিন্দি ; গুণাতিয়া গাতি—
তেলেগু ; কশর—মালাবার ; কসের—পাঞ্জাব।

গুণগুণ কাণ্ডগুণ :—আম্ দীর্ঘকাণ্ডজিকোণকঃ ।

হৃদগুণোহসিপত্রাশ্চ মীলপত্রজিধারকঃ ॥

বৃন্তগুণোহিপরো বৃন্তো দীর্ঘমালো জলাজায়ঃ ।

তত্র শূলো লঘুশ্চাত্তজিধাহয়ঃ ষাটশাতিমঃ ॥

শুণ্ডাস্ত্ৰ মধুরাঃ শীতাঃ কফপিত্তাভিসারহাঃ ।
 দাহরক্তহরান্তেবাং মধো মূলভরোহধিকঃ ॥
 শুণ্ডকন্দঃ কসেরুঃ স্ত্রাৎ ক্ষুদ্রমুস্তা কসেরুকা ।
 শূকরেষ্টেঃ স্ত্রগচ্ছিত্ত শূকন্দো গচ্ছকন্দকঃ ॥
 কসেরুকাঃ কষায়োহস্ত-মধুরোহতিথরস্তথা ।
 রক্তপিত্তপ্রশমনঃ শীতো দাহপ্রমাপহঃ ।

রাজনিঘণ্টুঃ । শাখ্যল্যাদিবর্গঃ ।

নামপরিচয়ঃ—শুণ্ড, কাণ্ডশুণ্ড, দীর্ঘকাণ্ড, ত্রিকোণক, ছত্রশুণ্ড, আদিপত্র, নীলপত্র, ত্রিধারক,
 বৃতশুণ্ড, বৃত, দীর্ঘনাল, অলাভ্র, এই বারটা নাম ।

শুণ্ড তিনপ্রকার—মূল, মধু ও লঘু । শুণ্ডকন্দকে কসেরু বলে—উহার অন্ত্য নাম—শুণ্ড
 কন্দ, কসেরু, ক্ষুদ্রমুস্তা, কসেরুকা, শূকরেষ্টে, স্ত্রগচ্ছিত্ত শূকন্দ, গচ্ছকন্দক ।

গুণপরিচয়ঃ—শুণ্ড—মধুরস, শীতবীৰ্য, কফ, পিত্ত, অতিশায় নাশক ; মধ্যম ও অংশ দাহ ও
 রক্তপাত নাশক । মূলশুণ্ড অধিকপরিমাণে দাহ ও রক্তপাত নাশক ।

জন্মস্থানঃ—ছোটনাগপুর, পশ্চিমবঙ্গ, হগলী, হাওড়া, বর্ধমান জেলার অলাভ্রমিতে ও মাঠের
 পুকুরের কিনারায় দেখা যায় ।

বর্ণনাঃ—বর্ষজীবী জলীয় অথবা নিম্নভূমি জাত ওষধি । মূলদেশ মোটা সরু সরু কৃষ্ণবর্ণ শিকড়ে
 আবৃত । কাণ্ড ৬-১৬ ইঞ্চি । অঙ্গুলীব্য মোটা । পত্র অতি সরু হয় । ইহার
 পত্র মুখার ছায় । পুষ্পমঞ্জরী বড় ৩ ফুট লম্বা, ই-৬ ইঞ্চি বিস্তৃত । ফল ১৬ ইঞ্চি,
 গাঢ় ধূসরবর্ণ কিংবা কৃষ্ণবর্ণ । কেহর দুইপ্রকার, একটা মূল বড় ও মোটা, আর
 একটা মুখার ছায় ছোট । বড় কেহরেরই গুণ অধিক । ছোট কেহরের ল্যাটিন নাম
S. grossus var Kysoor Clarke.

ব্যবহার্য অংশঃ—কন্দ ।

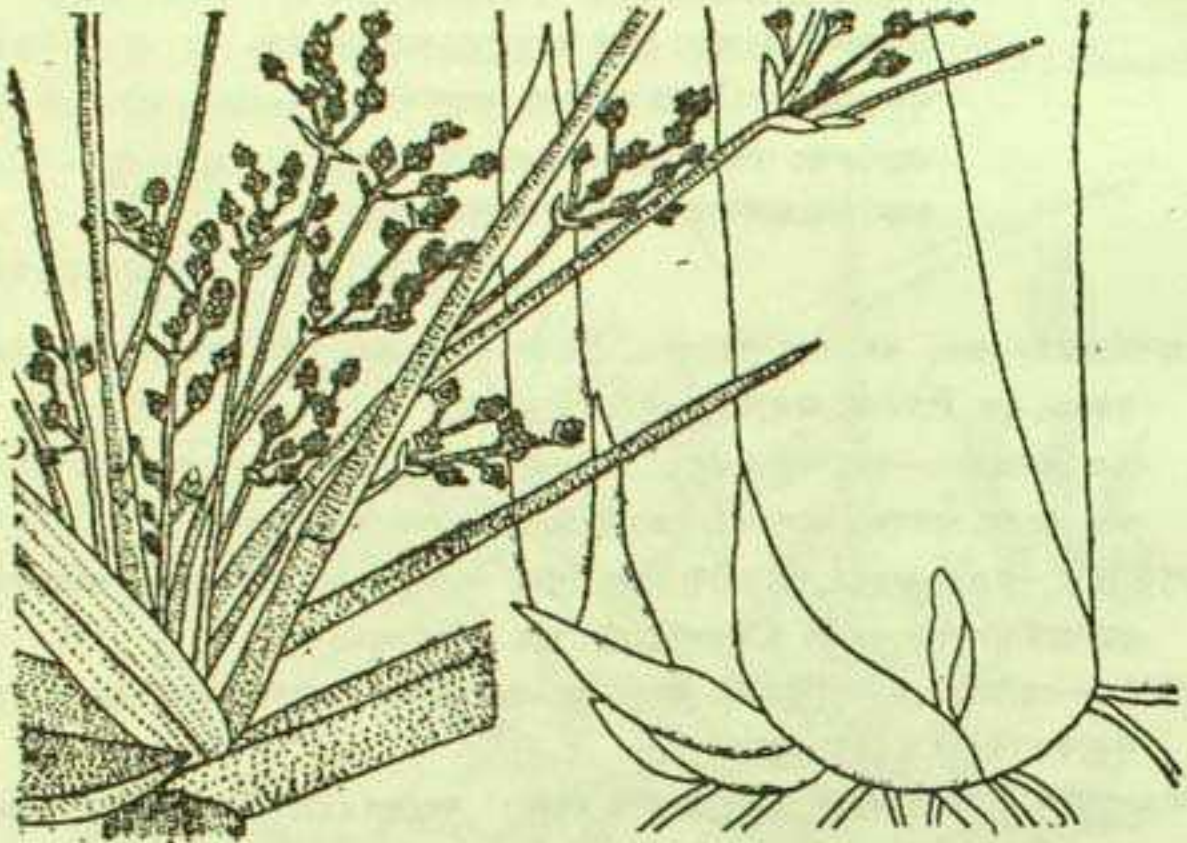
মূলপ্রস্থানের ঔষধার্থে ব্যবহারঃ—কেহর খাবক, উদরাময় ও বমন রোগে হিতকর
 (Dyomck) । ইহার ঔষধকর গুণ আছে । কেহর পেষণ করিয়া গব্যমূত্র যোগে
 কোড়ায় প্রলেপ দিলে কোড়া আতাম হয় (চবক) । বর্ষাকালে মূল ও পরে ফল হয় ।
 কেহর ও যষ্টিমধু বস্ত্রধোও বাধিয়া বুকের জলে সিদ্ধ করিয়া চক্ষে দিলে রক্তাভিহীন
 আতাম হয় (হস্ত) ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়ঃ—

কন্দঃ—অগ্নিমান্দ্য ও বমিতে উপকারী ।

Fig. :—C. B. Clarke, *Illus. Cyper.* t. 49 ; Kirtikar & Basu, *Ind. Med.*
 Pl. t. 1013.

Ref. :—F.B.I., vi. 660 ; Roxb., F. I., i, 231 ; B. P., ii 1160 ; Prain, H.H., 306.



638. *Scirpus grossus* Linn. (কেহর)

CXIX. GRAMINEAE.

Genus—ANDROPOGON Linn.

639. *A. squarrosus* Linn. f. (বেমা, খসুখসু)

Vetiveria zizanioides (Linn) Nash.

ভাষানুসারী নাম :—উর্দু খাওণ—সংকৃত ; বেনাঘাস, খসুখসু—বাংলা ; খসু—হিন্দী ;
বালা—মহারাষ্ট্র ; বালদবেল—কর্ণাট ; ভোটভার—তামিল ; বটবেলু—তেলেগু ;
ভোটভার—মালয় ।

উর্দুখসুখসু নামে প্রাচীনকালে হরিপ্রিয়ম্ ।
খসুখসু নামে বীরং বীরণং সমগজিকম্ ॥
রগপ্রিয়ং বারিতরং শিশিরং শিতিমূলকম্ ।
বেণীগমূলকং চৈব জলামোদং স্নগজিকম্ ॥
স্নগজিকমূলকং শুভ্রং বালকং গ্রহকুহরম্ ॥

উশীৰং শীতলং তিত্তং দাহশ্ৰমহরং পরম্ ।
পিত্তজ্বরাতিশয়নং জলসৌগন্ধদায়কম্ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । চন্দ্রনাভিবর্গঃ ।

নামপর্যায়ঃ—উশীৰ, মৃণাল, জলবাস, হরিশ্রিয়, মৃণাল, অতয়, বীৰ, বীৰণ, সমগন্ধিক, রণশ্রিয়, বাবিতর, শিশির, শিতিমূলক, বেণীগমূলক, জলামোদ, হৃগন্ধিক, হৃগন্ধিমূলক শুভ্র, বালক—এই ১২টী নাম ।

গুণপর্যায়ঃ—উশীৰ—শীতবীৰ্য, তিত্তরস, দাহ ও শ্রম হর । পিত্তজ্বর নাশক, জলের হৃগন্ধিকারক ।

জন্মস্থানঃ—করমওল উপকূল, উত্তর ব্রহ্ম এবং বঙ্গদেশের বালুকাময় নদীর ধারে ও নিম্নস্থানে জন্মে ।

বর্ণনাঃ—কাণ্ড ২-৫ ফুট, অতিশয় সৌগন্ধযুক্ত, শিকড় দেখিতে হংসের পালকের মত । পত্র ১-২ ফুট লম্বা, অগ্রভাগ লম্বা পত্র দুসর বর্ণ, সবুজ ও শীতবর্ণ টে-টে ইকি । পুষ্পদণ্ড ৬-১২ ইকি লম্বা । ইহার শিকড় গ্রীষ্মকালে দরজার তুলাইয়া রাখি ও ইহাতে জল দিলে ঘর শীতল হয় । বর্ষাকালে ফুল পরে ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশঃ—শিকড় এবং সমগ্র ঘাস । কাণ্ড ৫-১০ তোলা ।

বৈজ্ঞানিক উশীরের ব্যবহার ।

চরকঃ—(১) রক্তপিত্তে উশীৰ—উশীৰ এবং বেতচন্দন সমভাগে ততুলোদকে উত্তমরূপে পেষণপূর্বক ততুলোদকযোগে আধুত করিয়া শর্করাসহ পান করিলে রক্তপিত্তাদি প্রশমিত হয় ।

(২) বমনে উশীৰ—ছোলাভিসান জলে, উশীৰ ও ধাতক রাস্তিতে তিজাইয়া রাখিবে, ছাকিয়া প্রাতে পান করিলে বমন উপশমিত হয় ।

ভাবপ্রকাশঃ—জ্বরে উশীৰ—পিত্তগাহের সারকাঠ এবং উশীৰ সমভাগে বাটিতে করিয়া বিগুণ হুড়মহ মিশ্রিত জলে কাথ প্রস্তুত করিয়া দুধাক্ষেপ রাখিবে । ইহা পান করিলে জ্বর নিবৃত্তি পায় ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহারঃ—ইহার রস শান্তিকর এবং পিপাসা নিবারক । ইহা হইতে অনেক বিদ্রক ঔষধ প্রস্তুত হয় ।

ধসুথনের শিকড় বাটিয়া গারে লাগাইলে শরীরের জ্বালা নিবৃত্তি পায় এবং উত্তাপ দূর হয় । বেনার মূল, বালা, রক্ত চন্দন কাঠ ও পশুকাণ্ড পেষণ করিয়া এক বালুতি জলে মিশাইয়া পান করিলে শরীরের শান্তি হয় (W. C. Dutt.) ।

বেনার শিকড়ের পিষ্টরস জ্বরনাশক এবং ইহার শুঁড়া পিত্তবিকৃতিতে অতি হিতকর ঔষধ ।

বেনা উত্তেজক, ঘর্মকর এবং উষ্ণরস নাশক । বেনার Otto, জ্বরনাশক ও বলকারক ।

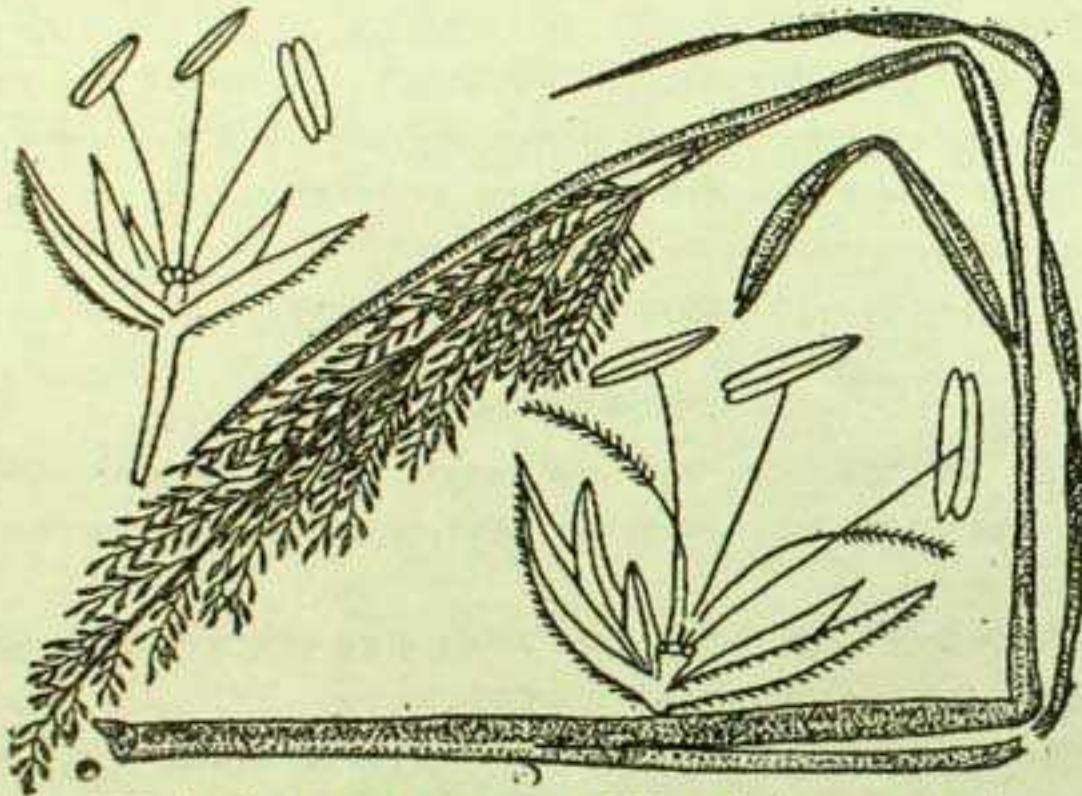
ধস্ধস্ আক্ষেপ নিবারক, ঘর্মকর, মূত্রকর, ধাতুকর। মাজা, শিকড়ের ওড়া ২০ ঞ্চৈ।
 ধস্ধস্‌ও Otto, ২ ফোটা মাজার সেবন করিলে কলেরার বমন নিবারণ করে।
 বেনার শিকড় সিগারেটের ছায় খাইলে মাথাধরা আদ্যাম হয় (Watt)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল :—ইহার পিঠবস উত্তাপনাশক, অরুচ, ঘর্মকারক, উত্তেজক, অগ্ন্যুদীপক এবং কষ্ট-
 সারকারক। জলের সহিত বাটিয়া শরীরে মর্গন করিলে অরুচের শান্তি হয়। ইহা
 হইতে বসায়ন ঔষধ প্রস্তুত হয়।

Fig :—Griff., lc, Pl. Asiat. t. 57 ; Kirtikar & Basu. Ind. Med. Pl, t. 1015B

Ref :—F. B. I., vii, 186 ; Roxb., F. I. i, 265 ; B. P. ii, 1204 ; Prain, H. H., 317



639. *Andropogon squarrosus* Linn. f. (বেনা, ধস্ধস্)

640. *A. nardus* Linn. (গন্ধবেলা)

Cymbopogon nardus (Linn.) Rendle.

ভাষানুসারী নাম :—সামলক, হুনাল—সংস্কৃত ; গন্ধবেলা—বাংলা ; সুগন্ধায়ন—হিন্দি ;

সাকনার—পিন্নু—তামিল ; তেলবট্টবেক—তেলেগু ; লামজা—মহারাষ্ট্র।

লামজাকং সুনালং স্তান্‌মুণালং লবং লঘু।

ইষ্টেকাপথকং শীত্ৰং দীর্ঘমূলং জলাজায়ম্ ॥

লামজ্জকং হিমং তিক্তং মধুরং বাতপিত্তজিৎ ।

তুড়নাহপ্রামমুছার্গি-রক্তপিত্তজরাপহম্ ॥

রাজমিথুনঃ । চন্দনাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—লামজ্জক, স্থনাল, মৃণাল, লব, লঘু, ইষ্টকাপথক, শীত, দীর্ঘমূল ও জলাশয়—
এইগুলি নাম ।

গুণপর্যায় :—লামজ্জক—শীতবীৰ্য, তিক্তমধুর রস, বায়ু ও পিত্তনাশক । তৃষ্ণা, দাহ, শ্রম ও
মুছানাশক । রক্তপিত্ত ও জরানাশক ।

জন্মস্থান :—উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ও পাঞ্জাবের সমতলভূমি এবং পাহাড়ের নিম্নভূমিতে সাধারণতঃ
জন্মে । সিঙ্গাপুর ও সিংহলে Citronella তৈলের জন্ম বহুল পরিমাণে চাষ হয় ।
বঙ্গদেশের অনেক বাগানে চাষ করে ।

বর্ণনা :—ইহার সৌগন্ধযুক্ত পত্রের জন্ম বঙ্গদেশের বাগানে চাষ হয় । আসল গন্ধবেনার
মূলদেশ শক্ত, কাণ্ড লম্বা ও শক্ত, পত্র লম্বা ও সরু । পুষ্পসং ৪-৫ জোড়া হয় ।
এই ঘাসের গন্ধ অতিশয় মনোরম । ইহার মূল ও পত্র গোলাপের জায় গন্ধ আছে ।
কোন কোন স্থানে ইহাকে 'গুলার কাঁড়া' বলে ।

ব্যবহার্য অংশ :—মূল ।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—গন্ধবেনা সৌগন্ধযুক্ত, উত্তেজক এবং পিত্ত দমনকারক
ও স্নেহাজনিত রোগে হিতকর । General Martin, টিপু সুলতানের রাজত্বকালে
এই গাছ ভারতে আনয়ন করেন । সর্বপ্রথমে লাক্ষৌ সহরে ইহার চাষ হয় এবং
তৎপরে—Dr. Roxburgh এই ঘাসের বীজ আনিয়া শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে
চাষ করেন । Dr. Ainslie ইহাকে ginger grass বলেন । এই ঘাসের পিষ্টক
উদরাময়ের পক্ষে হিতকর এবং ইহা হইতে যে Essential oil প্রস্তুত হয় উহা বাতের
পক্ষে হিতকর ।

খাদ্যেণ দেশীয় লোকে এই ঘাসকে সতিয়া বলে । এই ঘাস ভারতের খাদ্যেণ নামক
স্থানে প্রচুর উৎপন্ন হয় । তামিলীয় লোকেহা এই ঘাস চোয়াইয়া তৈল প্রস্তুত করে । এই
তৈল অধিক দামে বিক্রয় হয় । ৩৭০ পাউণ্ড ঘাস হইতে প্রায় ১৫ পাউণ্ড তৈল
পাওয়া যায় । ব্যবসায়ীরা এই তৈলের সহিত বাদাম, তাপিন ও মসিনার তৈল
ভেজাল দিয়া থাকে । কখন কখন এই ঘাস চোয়াইবার সময় উহার সহিত গোলাপ
ফুল মিশ্রিত করিয়া তৈলকে সৌগন্ধযুক্ত করিয়া গোলাপী আতর বলিয়া বিক্রয় করে ।
বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয় ।

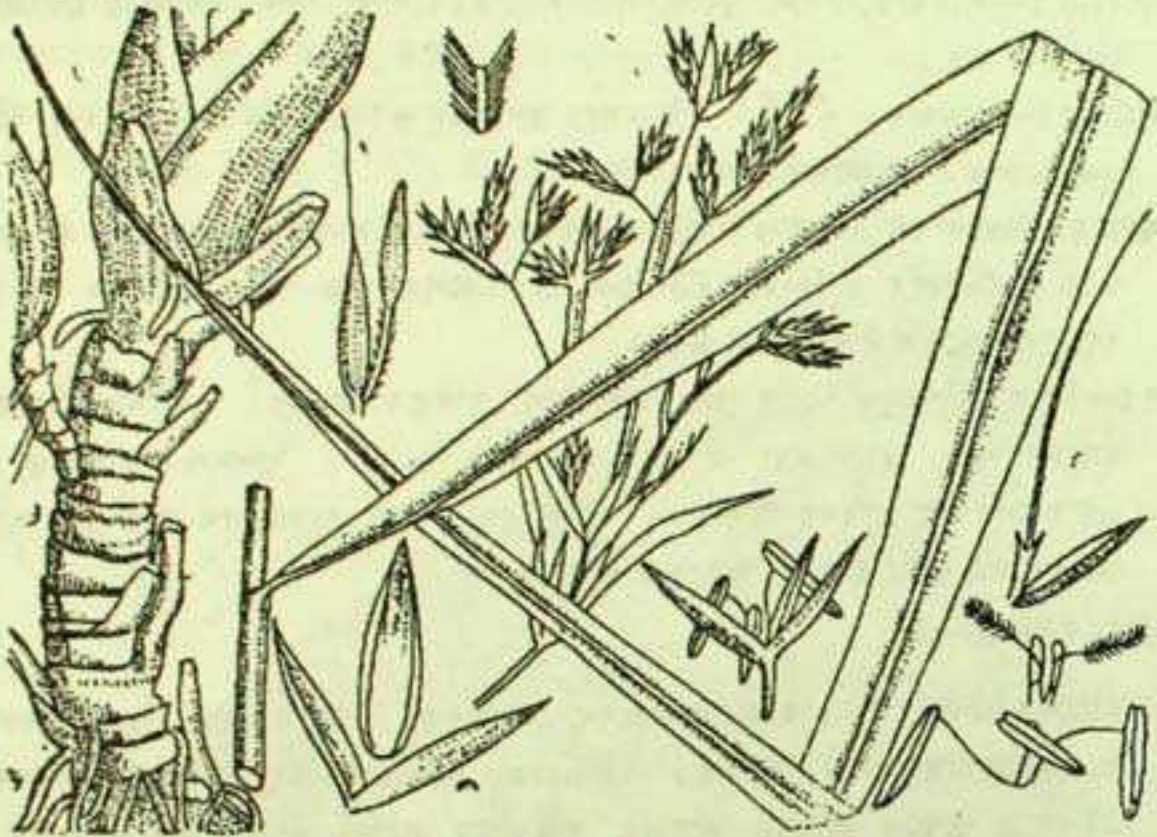
Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতার পিষ্টক :—অ্য্যুদীপক, ঋতুস্রাবকারক ।

তৈল :—উত্তেজক, ঋতুস্রাবকারক, বিষদোষনাশক, ঘর্মকারক ।

Fig :—Royle, III, t. 97 ; Benth & Trim. Med, Pl ; iv, t. 297 ; Kirtikar & Basu, Ind Med, Pl., t. 1017.

Ref :—F. B. I., vii. 206 ; Roxb., F. L, i, 274 ; B. P., ii, 1203 ; Prain, H.H., 316.



640. *Andropogon nardus* Linn. (গন্ধবেনা)

641. *A schoenanthus* Linn. (অগ্যঘাস)

Cymbopogon schoenanthus (Linn) Spreng.

ভাষাভূমারী নাম :—দীর্ঘরোহিৎক—সংস্কৃত ; অগ্যঘাস, ক্রসাঘাস, বাংলা ; ঘোহিস, রাসঘাস—হিন্দি ; বাহুল—পাঞ্জাব ; বাটুরোহিৎ মহাবাষ্ট্র—হিব্রিগজিনি—কর্ণাট ; সাকানাকপির—মাত্রাজ ।

অম্লরোহিৎকং দীর্ঘং দৃঢ়কাণ্ডো দৃঢ়মূলম্ ।
ত্র্যধিষ্ঠং দীর্ঘনালম্ চ তিস্তসারম্ চ কুংসিতম্ ॥

দীর্ঘরোহিষকং তিক্তং কটুঞ্চং কফনাশজিৎ ।
ভূতগ্রহবিষদ্বন্দ্বত প্রণক্ষতবিরোপণম্ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । শাস্ত্রাণ্যামিবর্গঃ ।

নামপর্যায়ঃ—রোহিষক, দীর্ঘ, দৃঢ়কাণ্ড, দৃঢ়জ্বর, ত্র্যঘিষ্ট, দীর্ঘনাল, তিক্তসার ও কুংসিত—
এইগুলি নাম ।

গুণপর্যায়ঃ—রোহিষক—তিক্ত ও কটুবস, উষ্ণবীৰ্য, কফ ও বায়ুনাশক, ভূতগ্রহ ও বিষদোষ
নাশক, ত্রণ ও ক্ষতরোপক ।

অঙ্গস্থানঃ—পাণ্ডাব, দাক্ষিণাত্য, মধ্যভারত, যুক্তপ্রদেশ, ছোটনাগপুর, বিহার, ময়মনসিংহ,
পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গলায় বাগানে চাষ করে ।

বর্ণনাঃ—এই ঘাস ৩-৬ ফুট উচ্চ হয় । পত্র লম্বা, অগ্রভাগ ক্রমশ সরু । ফুল ছোড়া ছোড়া
জন্মে । Mr. R. S. Pearson লিখিত Rosa ঘাস দ্বয়ে লিখিত বিবরণ পড়িলেই ইহা
কি কি কাজে ব্যবহৃত হয় তাহা বেশ জানা যায় (Ind. For Records, v. pt. 3.)
এই জাতীয় ঘাসকে মতিয়া ও সোফিয়া বলে । বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশঃ—শিকড় ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহারঃ—এই ঘাসের তৈল ইন্দ্রলুপ্ত রোগের পক্ষে বিশেষ
হিতকর । এই তৈল অজীর্ণ ও জ্বর রোগে ব্যবহৃত হয় (Stewart.) এই ঘাসের
কাথ ছরনাশক ও সন্ধিতে হিতকর ; ইহা একটি পরীক্ষিত ঔষধ (Watt)

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়ঃ—

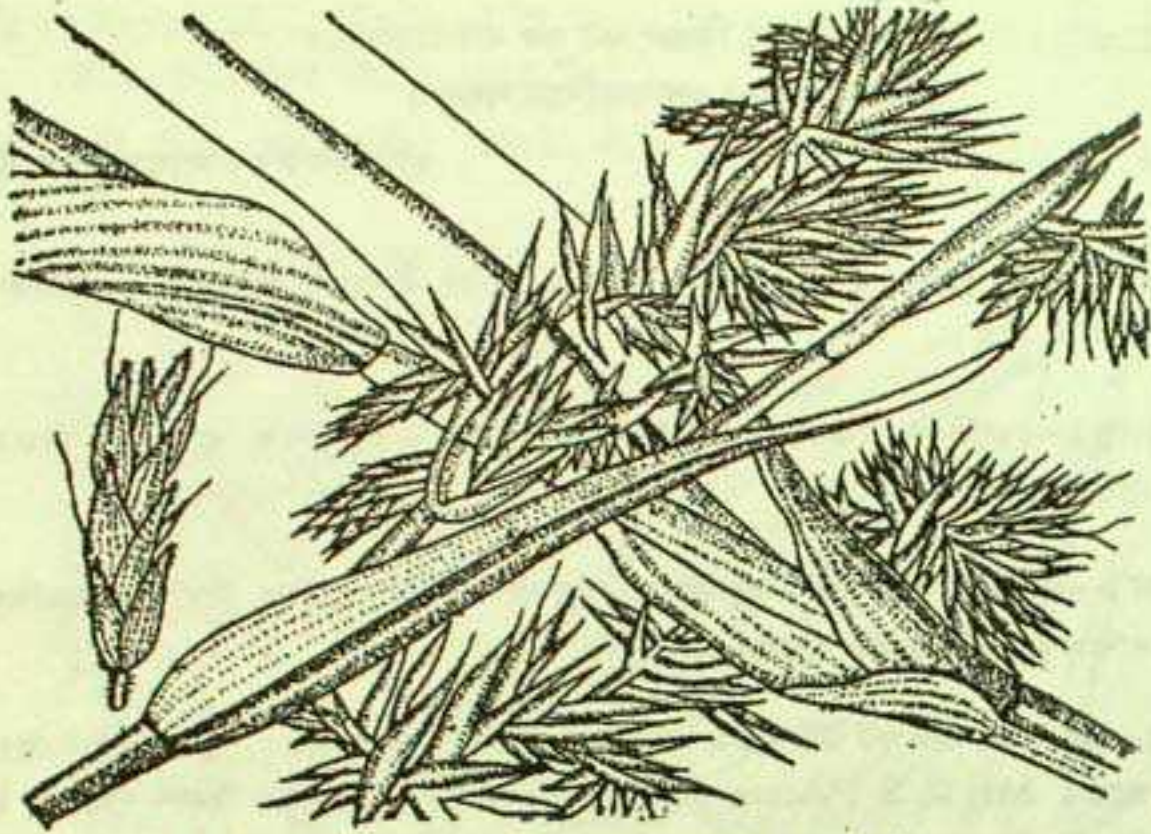
গাছঃ—হৃগন্ধি, উত্তেজক ।

ঘাসের কাথঃ—ছরনাশক ।

তৈলঃ—বাত্তে এবং দ্রাব্যবিক যন্ত্রণায় উপকারী ।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t, 1015 A ; Duthie, III, Fodd,
Grasses. t. 26 (1886) ; Wall., Pl. Asiat. Rar., iii, 280 (1832),

Ref—F. B. I., vii. 204 ; Roxb., F. I., i, 277 ; B. P., ii, 1203 ; Prain,
H.H., 316.



641. *Andropogon schoenanthus* Linn. (অগ্যাষাশ)

642. *A. jwarancusa* Jones. (করাছুল)

Cymbopogon jwarancusa Schult.

ভাষানুসারী নাম :—কুতূণ, লাহজক—সংস্কৃত ; করাছুল—বাংলা ; সোধরা, যোহিবতূণ—
হিন্দি ; লামজক—পাঞ্জাব ; লাহাহুযোহিব—মহারাষ্ট্র ; কিরগজনি—কর্ণাট
কাসংচিগলি ; তুটিকুর—তেলেগু ;

কুতূণং কস্তূণং ভূতিভূতিকং যোহিবং তূণম্ ।

শ্রামকং ধ্যামকং পুতিমুদগলং দবদধকম্ ॥

কুতূণং দশনামাচ্যং কটুতিস্তকফাপহম্ ।

শত্রুশল্যাদিনৌষয়ং বালগ্রহবিনাশনম্ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । শাঙ্খল্যাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—কুতূণ, কস্তূণ, ভূতি, ভূতিক, যোহিব, তূণ, শ্রামক, ধ্যামক, পুতি, মুদগল,
দবদধক—এই এগারটি নাম ।

গুণপর্যায় :—কুতূণ কটুতিস্তকবন, কফনাশক । শত্রু ও শল্যাদি দৌবনাশক এবং
বালকদিগের গ্রহনাশক ।

জন্মস্থান :—বিহার, ত্রিহত, উত্তর হিমালয় প্রদেশ এবং রাজপুতনার শুষ্ক মরুভূমিতে দেখা যায়।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী তৃণ, কাণ্ড সরল, মোটা ও নিম্নদিকে লোমযুক্ত। পত্র মসৃণ, পত্রের বিস্তার সরু, পুষ্পদণ্ড সরল, সরু এবং আয়ত, কার, কাণ্ডাচ্ছাদিত পত্রের মূলদেশ পীতবর্ণ। ফুল উভয়লিঙ্গ বিশিষ্ট। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড়।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা রক্ত পরিষ্কার করণার্থে ব্যবহৃত হয়। এই তৃণ সর্দি, পুরাতন বাত ও কলেবা রোগ নাশক। ইহা বালকদের অজীর্ণ রোগে একটি উত্তেজক ঔষধ। গেষ্টেবাত, বাত ও জ্বর রোগে ইহা অতিশয় হিতকর (Baden Powell) আরব দেশীয় বৈজ্ঞানিক ইহাকে ধাতুকর, মূত্রকর ও পেটকাপা নিবারক বলিয়া বর্ণনা করেন। ইহার মূল বাটিয়া উদরে লেপন করিলে পেটের ফুলা কমিয়া যায়। বাত রোগে ইহা বিরেচক ঔষধরূপে প্রয়োগ হয়।

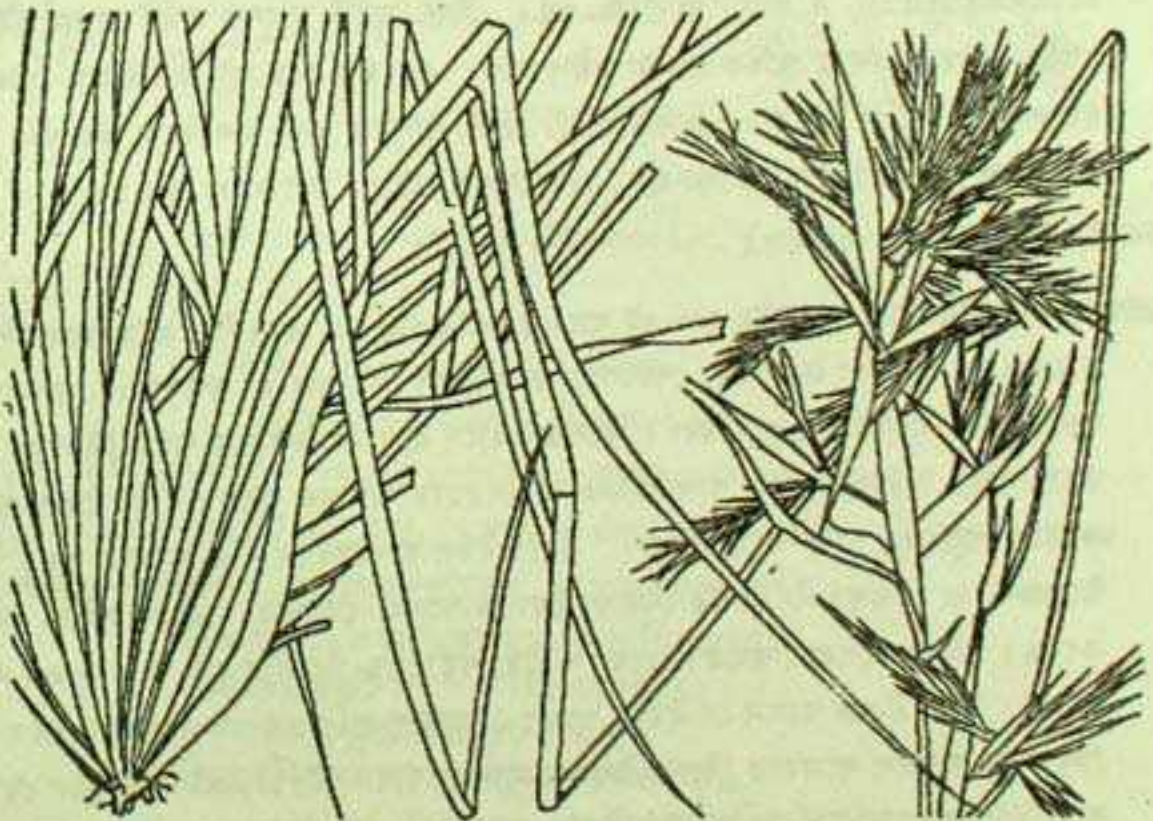
Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ঘাস :—রক্তপরিষ্কারক। কাস, পুরাতন বাত এবং কলেবার ব্যবহৃত হয়। স্বগন্ধি, অগ্নিমান্দ্য রসায়ন, উত্তেজক, বাতে ও জ্বরে ঘর্ষকারক।

ফুল :—রক্তবোধক।

Fig. :—Duthei, III. Fodd. Grasses, t. 23 (1886); Hook, Ic. Pl., xix, t. 1871 (1889); Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1016.

Ref. :—F. B. I., vii., 203; Roxb. F. I., i, 275; B. P., ii, 1202.



642. *Andropogon jwarancusa* Jones. (করাচুল)

643. *A. citratus* DC. (গন্ধতৃণ)

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.

ভাষানুসারী নাম :—ভূতৃণ, হৃগন্ধতৃণ—সংস্কৃত ; গন্ধতৃণ—বাংলা ; হিরাবাটা—হিন্দি ; হৃগন্ধি-বোহিন্—মহারাষ্ট্র ; পরিমলনগজাসি—কর্ণাট ; চিপগন্ধি—তেলেগু, বসনাগিৰু—তামিল ; ভাসনপ্পু—মালয় ।

হৃগন্ধতৃণশ্চাশ্রুঃ সুরসঃ সুরভিস্তথা ।

গন্ধতৃণঃ হৃগন্ধস্ত মুখবাসঃ ষড়াহবয়ঃ ॥

গন্ধতৃণং হৃগন্ধি শ্রাদ্ধীয়ন্তিকং রসায়নম্ ॥

স্নিগ্ধং মধুরশীতঞ্চ কফপিত্তপ্রমাণহম্ ।

রাজনিঘণ্টুঃ । শাঙ্খজ্যাম্বিনিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—হৃগন্ধতৃণ, হবস, হবতি, গন্ধতৃণ, হৃগন্ধ, মুখবাস—এই ছয়টি নাম ।

গুণপর্যায় :—গন্ধতৃণ—হৃগন্ধি, অন্নতিকরস, রসায়ন, স্নিগ্ধ, বিপাকে মধুর রস, শীতবীৰ্য, কফ, পিত্ত এবং শ্রমনাশক ।

জন্মস্থান :—ভারতের ও বঙ্গদেশের বাগানে চাষ হয় । ইহা সাধারণতঃ সিংহল দ্বীপে তৈলের জন্ম চাষ হয় ।

বর্ণনা :—এই ঘাসের স্বাধীন শব্দা অতিশয় স্নেহজনক । ইহাকে *A. nardus* কিবা *A. schoenanthus*, বলিয়া বিবেচিত হয় । উক্ত দুইটি ঘাসের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া এখানে আর অধিক দেওয়া হইল না । এই তৃণ ৫-৭ ফুট উচ্চ হয় । পত্র ৩-৪ ফুট লম্বা ১ ইঞ্চি বিস্তৃত । ফুলের বোটা ছোট, পুষ্পগু সরু, একনিকে অবনত । ফুল উভয়লিঙ্গ বিশিষ্ট, খোপা জোড়া হয় । পুংকেশর ৩টি । বর্ষাকালে ফুল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—মূল ও তৈল ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—এই ঘাসের volatile oil ভাবতীয় কারমাকোপিয়াতে ব্যবহৃত হয় । ইহা উত্তেজক, পেটফালা ও আক্ষেপ নিবারক ও ঘর্মকর । পাকায়নিক দ্রব্যায় ইহা একান্ত মূল্যবান ঔষধ । কলেরা রোগে ইহা যে একমাত্র বমন নিবারক করে তাহা নহে, অধিকন্তু ইহা পাকস্থলীকে সাম্যাবস্থায় আনয়ন করে । এই তৈল মালিশ করিলে পুরাতন বাত আরাম হয় । ইহার তৈল খাওয়াইলে বাত আরাম হয় । ইহা উত্তেজক ও ঘর্মকর । দেশীয় বৈজ্ঞানিক ইহাকে কলেরা রোগের মহৌষধ বলিয়া গ্রন্থসা করেন । ইহা কলেরার বমন নিবারক করিয়া শরীরের অবসাদ দূর করে ও বল সঞ্চায় করে । Dr. Ross বলেন যে ইহার পত্রের ৪ আউন্স পরিমাণ রস ১ পাইন্ট গরম জলে দিয়া পান করিলে কলেরার বিশেষ উপকার পাওয়া যায় । Typhoid জ্বরে দুর্বল রোগীর ঘর্ম উৎপাদন করিতে ও জ্বর কমানিবার পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ । Dr Ross বলেন

বৈ ইহা মালেবিয়া বোগয়র শোধ বোগীয় পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ (Pharm. Ind. 255) ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতার রস :—ঘর্মকারক, উত্তেজক, বোগের পুনরাক্রমণের বোধক । শূলে উপকারী ।

তৈল :—উদবাগানানশক ; কলেরায় উপকারী ।

Fig. :—Rheede, Hort, Mal., xii, t., 72 ; Wall, Pl. As, Bar. iii. t. 280 ; Rumph., Herb. Amb, v. t. 72, Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 1018.

Ref. :—F.B.I., vii. 210 ; B.P., ii, 1203 ; Kew, Bull., P. 357. 1906



643. *Andropogon citratus* Dc. (গন্ধতূণ)

644. *A. sorghum* Brot. (জুয়ার)

Sorghum vulgare (Linn.) Pers.

ভাষানুসারী নাম :—যবনাল—সংস্কৃত ; জনাব, জুয়ার—বাংলা ; জোয়ার, জুট্টা, মকা—হিন্দি ; গলত—কর্ণাট ; মকা, জোয়লু—তেলেগু ; মকই, বুট, বজা—বোম্বে, মকনীলম্—তামিল ; চ্যাডেলা—মালয় ; জোলুহা—কাণপুর ।

যাবনালোহিধ নদীকো দৃঢ়ত্বগ্ বাহিনিসম্ভবঃ ।

যাবনালমিভনৈচব খরপত্রঃ যত্কাবয়ঃ ॥

যাবনালশরমূলমীষগ্নদুররুচ্যকম্ ।

শীতং পিত্ততৃষাপন্নং পশুনাং বলাপ্রদম্ ॥

রাজমিষষ্টঃ । শাখাল্যানিবর্ণঃ ।

নামপৰ্য্যায় :—যাবনাল, নদীজ, নৃত্যক, বাবিসম্ব, যাবনালনিভ ও খৰপহ—এই ছয়টি নাম।

গুণপৰ্য্যায় :—যাবনাল শৰ ত্ৰৈবং মধুৰ রস, কঠিকারক, শীতবীৰ্য, পিত্ত ও তৃক্ষণাশক। ইহা খাইলে পশুদের বপবুদ্ধি পায়।

জন্মস্থান :—উত্তর পশ্চিম ডাওতে চাব হর পূর্ববঙ্গে অনেক জমিতে চাব হয়।

বৰ্ণনা :—বৰ্ণজীবী তৃণজাতীয় উদ্ভিদ। লম্বা এবং সাধারণতঃ খুব বৃহৎ আকায়েব হইয়া থাকে। পাতা পাতলা ও চেন্টা। ১২-১৪ ইঞ্চি লম্বা ও ১-১৫ ইঞ্চি চওড়া; অগ্রভাগ সৰু। পাতার মধ্যবর্তী শিরা খুব সরল। পুষ্পগুচ্ছ বহু শাখা প্রশাখা যুক্ত; ৬-১২ ইঞ্চি হইয়া থাকে। পুষ্পকেশর ৩টি। একটা পুষ্পগুণ্ডে অনেক শস্তদানা জন্মে। ইহার প্রায় ৩৭ টি জাতি ও ১২ টি উপজাতি আছে। ইহা একটি গরু, মহিষ অথবা জাতীয় পশুখাদ্য। শীতকালে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—শস্ত।

মূল প্রস্তাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—জ্বরের হইতে দেশীমদ প্রস্তুত হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ :—বিষতাকারক, প্রসাবকারক।

Fig. :—Gaertn. Fruct. ii, 9, t. 80.

Ref. :—F.B.I., vii, 183; B.P. ii, 1240; Roxb., F.L., i, 269; Dymock, iii, 618.



641. *Andropogon sorghum* Brot. (জুয়ার)

Genus—BAMBUSA Schreb.

645. *B. arundinacea* Willd. (বাঁশ)

B. bambos Druce.

ভাষানুসারী নাম :—বংশ, কীচক—সংস্কৃত ; বেউড় বাঁশ—বাংলা; বাঁশ—হিন্দি; বেঠুঠু, পোকঠা—মহারাষ্ট্র; মাউগায়—বোম্বে, বাঁশ—গুজরাট; যরডুবী দীল—কর্ণাট; মুনগিলু তামিল; কচিকই, যরক, বেঙ্গমুক, বেঙ্গুর্শনি, বেগু—তেলেগু; কসব—ফ্রান্স।

বংশো যবফলো বেগুঃ কৰ্মারস্তৃণকেতুকঃ ।

মক্ষরঃ শতপৰ্বা চ কণ্টালুঃ কণ্টকী তথা ॥

মহাবলো দৃঢ়গ্রন্থিদৃঢ়পত্রো ধনুজ্জমঃ ।

ধনুয্যো দৃঢ়কাণ্ডশ্চ শিঙ্কর্যো বাণজুমিতঃ ॥

বংশো বন্যো কষায়ো চ কিকিশিক্তো চ শীতলো ।

মুক্তকঙ্কু প্রমেহার্শঃ-পিত্তদাহাত্তনাশনো ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । মূলকাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—বংশ, যবফল, বেগু, কৰ্মার, তৃণকেতুক, মক্ষর, শতপৰ্বা, কণ্টালু কণ্টকী, মহাবল, দৃঢ়গ্রন্থি, দৃঢ়পত্র, ধনুজ্জম, ধনুয্য, দৃঢ়কাণ্ড—এই পনেরটা নাম ।

গুণপর্যায় :—বংশ—অন্ন কষায় রস । বিপাকে অন্ন তিক্তরস, শীতবীৰ্য, মুক্তকঙ্কু, প্রমেহ, অর্শ, পিত্ত, দাহ ও রক্তদোষ নাশক ।

জন্মস্থান :—ভারতের ও বঙ্গদেশের সর্বত্র চাষ হয় । উত্তর ও দক্ষিণ সবকার ও উড়িষ্যা দেশে জন্মে ।

বর্ণনা :—১০—৬ ফুট উচ্চ হয় । সাধারণতঃ বাঁশ ১২-১৮ ইঞ্চি মোটা ও গায়ে কুলচীঘাষা আবৃত, (কুলচী—ছোটো কুলোর মত) কুলচীতে শক্ত লোম থাকে । পত্র লম্বাকৃতি । অগ্রভাগ সরু, বৃদ্ধদেশ প্রায় গোলাকার । ইহার ফুল লম্বা, পুষ্পদণ্ডে জন্মে, পুষ্পদণ্ডের বহু শাখাপ্রশাখা আছে । কয়েক জাতীয় বাঁশ আছে ; যথা—*B. spinosa* Roxb. (বেউড় বাঁশ) ; *B. tulda* Roxb. (তুলতা বাঁশ) ; *B. balcooa* Roxb. (ভালুকো বাঁশ) ; *B. vulgaris* Schr, প্রভৃতি । তদ্ব্যতীত ব্রহ্মদেশ ও আসামে বহু প্রকার বাঁশ আছে । বাঁশের ফলকে 'বেসফল' বলে । ইহা দেখিতে ছোলায় মত । গ্রীষ্মকালে বাঁশের ফুল ও ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র, শিকড়, বংশলোচন ।

বৈদ্যকে বংশের ব্যবহার ।

চরক :—অর্শে বংশপত্র—শূলার্শে অর্শোরোগীকে তৈলমর্দন করাইয়া, বংশ পত্রের কাখে অবগাহন করাইবে (চিঃ ২ অঃ) ।

ভাবপ্রকাশ :—কুকুরবিষে বংশমূল—অছোট ও বংশমূল গোছড়ে পেষণ পূর্বক পান করাইলে কুকুরবিষ প্রশমিত হয় (বিব চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বাশপাতা ঋতুকারক। পাকাদাঁশের চটাধারা নবজাত শিশুর নাড়ী কাটা হয়। বাশ উত্তেজক বসায়ন। কচি বাশপাতা লবণ ও গোলঘরিচ সহ পেষণ করিয়া খাইলে উদরাময় আরাম হয় (Thornton)। কচি বাশপাতা বাটিয়া কোড়ায় প্রলেপ দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়। বাশপাতার কুড়ি সেবন করিলে ঋতু আনয়ন করে ও প্রসবাস্তিক শ্রাব নির্গত করিয়া দেয়। বাশপাতা কুষ্ঠজ্বর হিতকর। বাশপাতা পক্ষাঘাত ও পেটফালা নিবারণ করে। বাশের মধ্যে একপ্রকার শ্বেতবর্ণ ধড়ির মত পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, উহাকে বংশলোচন বলে। এই বংশলোচন অনেক কবিরাজী ঔষধে ব্যবহৃত হয়। বংশলোচন ৮ ভাগ, পিপুল ৪ ভাগ, এসাচ ২ ভাগ, দারুচিনি ১ ভাগ, চিনি ১৬ ভাগ এইগুলি একত্র ও চূর্ণ করিয়া সিতোপলাদি চূর্ণ প্রস্তুত হয়। ইহার ১ ড্রাম পরিমাণ মধু ও ঘূতের সহিত সেবন করিলে ক্ষয় কাস, বক্ষ বেবনা, স্ফুধানাশ হস্ত পদের জ্বালা আরাম হয়। ত্রীবংশ চইতে বংশলোচন পাওয়া যায়। কাঠলিপড়া বা পোকায় বাশের গায়ে গর্ত করিলে উহার ভিতরে বংশলোচন জন্মে। কখন কখন বাশের গায়ে ছিজ করিয়া কৃত্রিম বংশলোচন উৎপন্ন করা হয়। যাবা ও ভারত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে বহুপ্রকার বাশ আছে—তথা হইতে বংশলোচন ভারতে বিক্রয়ার্থে আসে।

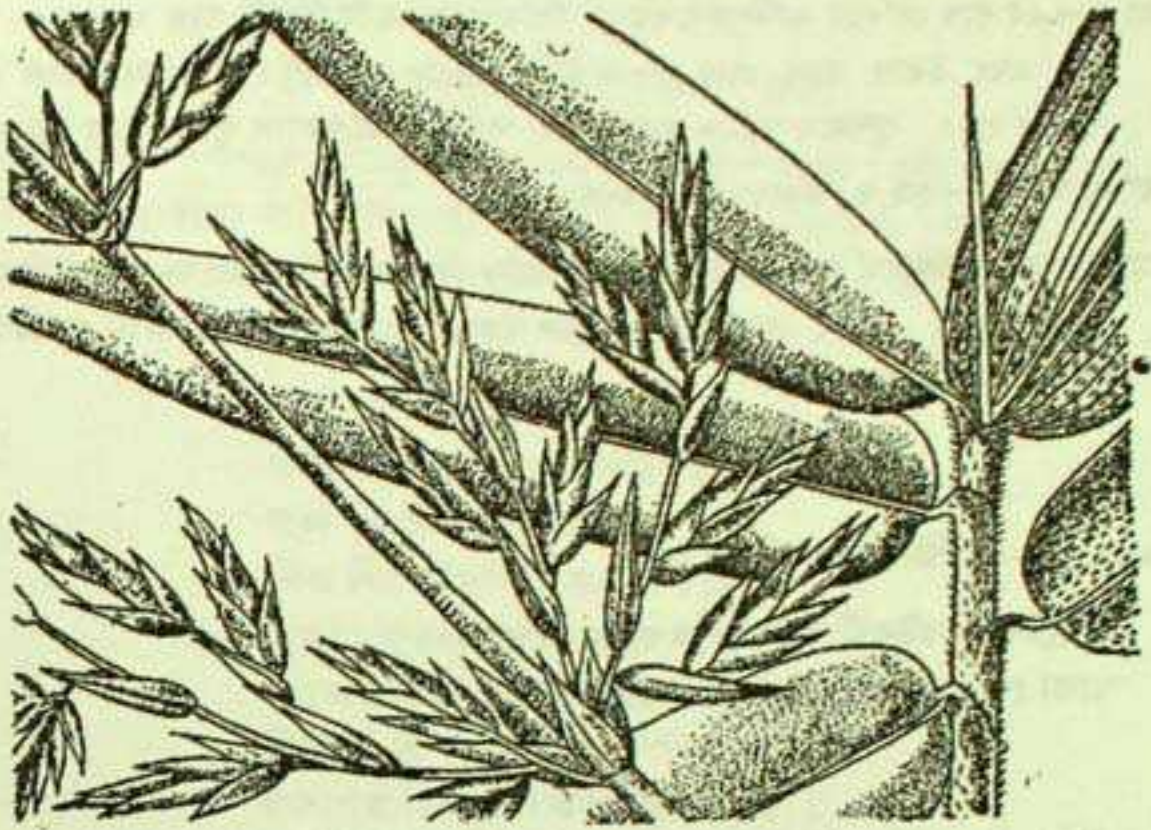
Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা :—ঋতুকারক এবং প্ততিকিংসায় উপযোগী। ঘোড়ায় কাসি এবং ঠাণ্ডা লাগায় ব্যবহৃত হয়।

বংশের কোড় :—বসায়ন, জ্বর, কাসি এবং সর্পদংশনে উপকারী।

Fig. :—Rheede, Hort, Mal., i., t. 16 ; Roxb., Cor. Pl., i. 56, t. 79 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1024.

Ref. :—F. B. I., vii, 395 ; Roxb., F. I. ii. 191 ; B. P. ii, 1233 ; Prain, H. H., 323.



645. *Bambusa arundinacea* Retz. (বাণ)

Genus—*DENDROCALAMUS* Nees

646. *D. strictus* (Roxb) Nees (কারাইল বাণ)

ভাষাস্থারী নাম :—বহুবংশ—সংস্কৃত ; কারাইল বাণ তন্তু বাণ—বাংলা ; বাণ—হিন্দি ;

কালমুগিল—তামিল ; সাগালাপা কাক—তেলেগু ; উখা—বোম্বে ; মাইনওয়া—বর্ম্মা ।

অমৃতন্ত রজ্জ্ব বংশঃ স্ত্রাৎ তজ্জারঃ কীচকাঙ্করঃ ।

মক্ষরো বাদনীয়শ্চ সুবিরাধ্যঃ বড়াক্ষরঃ ॥

বিশেষো রজ্জ্ব বংশস্ত্রীপমোহজীর্ণনাশকঃ ।

কটিকুৎ পাচনো জন্তো মূলয়ো গুণমানসঃ ॥

ব্রাহ্মনিঘণ্টুঃ । মূলকাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—বহুবংশ, তজ্জাব, কীচকাঙ্কর, মক্ষর, বাদনীয়, সুবিরাধ্য—এই ছয়টি নাম ।

গুণপর্যায় :—বহুবংশ—অত্যন্ত অধ্যক্ষীপক এবং অজীর্ণনাশক, কটিকারক, পাচক, জন্ত, মূল ও গুণমানসক ।

জন্মস্থান :—বিহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যা ।

বর্ণনা :—এই বাশ দেখিতে অতিশয় সুন্দর। স্থিতিস্থাপক, প্রায় নিষেট, গাছ ২০—১০০ ফুট উচ্চ এবং ইহার ব্যাস প্রায় ১—৩ ইঞ্চি, দেখিতে সবুজবর্ণ। পুরাতন হইলে ঈষৎ পীতবর্ণ হয়। পুষ্পদণ্ডে অনেক শাখাপ্রশাখা আছে। গ্রীষ্মকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র ও ভিতরের নরম অংশ।

মূলপ্রাচ্যদেশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার গাঁইটের নিকটবর্তী ভিতরের নরম অংশ শিথিলকর ও অরুনাশক। গভীর প্রসবেদনা হইলে ইহার পাতা শীত প্রসবের জন্য খাওয়াইয়া থাকে (Dr. Emerson)।

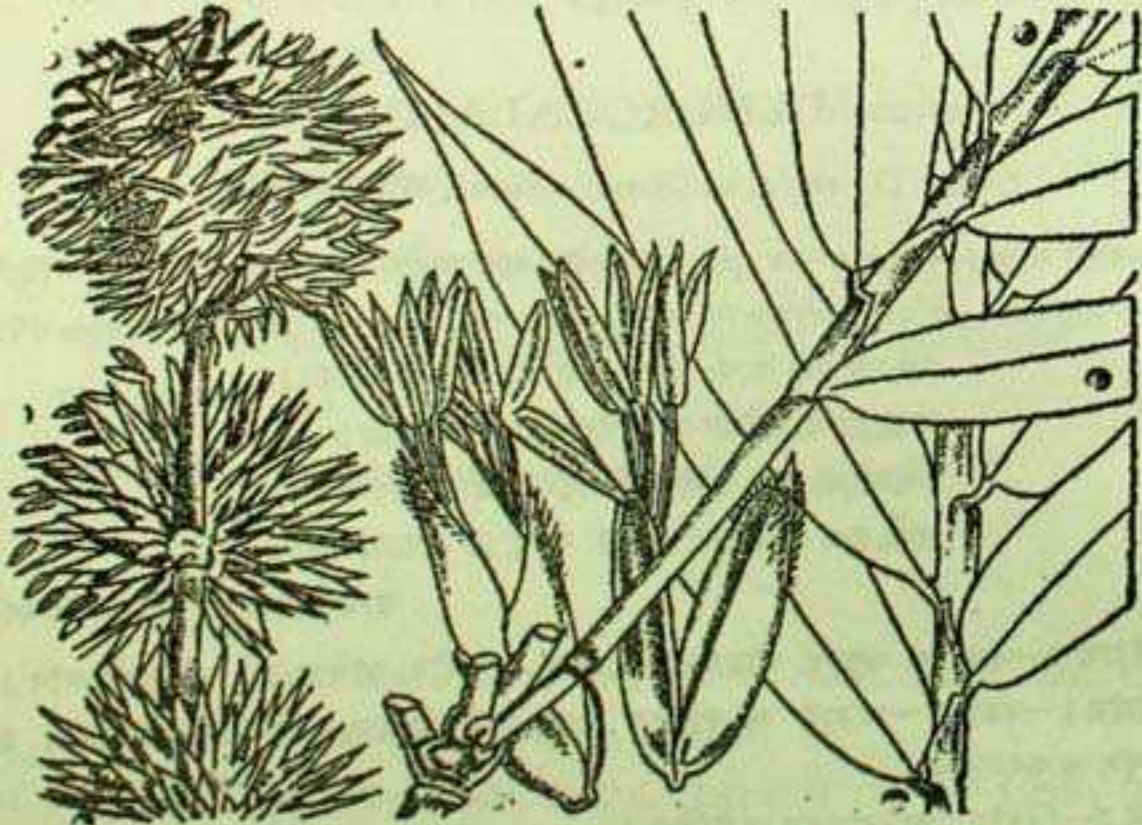
Glossary :—সংক্ষিপ্ত শব্দপরিচয় :—

গাঁইটের নিকটবর্তী অংশ :—বসায়ন, সঙ্কোচক।

পাতা :—পশুদিগের গর্ভপ্রাব কারক।

Fig :—Brandis, For. Fl., 569. t. 70 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1025.

Ref :—F. B. I., vii, 404 ; Roxb., F. I. ii., 193 ; B.P., ii, 1234.



646. *Dendrocalamus strictus* (Roxb) Nees. (কায়াইল বাশ)

Genus—CYNODON Rich.

647. C. dactylon (Linn.) Pers. (চুৰ্কা)

ভাষানুসারী নাম :—নীলচুৰ্কা, খেতচুৰ্কা, মালাচুৰ্কা, গণ্ডচুৰ্কা—সংস্কৃত ; চুৰ্কা—বাংলা ; দুব, সফেদুব, গাওদুব, হাবিঘালি—হিন্দি ; হরী, খেতহরী, গণ্ডহরী—মহাভাষা ; ধো, ধোলিধো, গণ্ডধো—ওড়িয়া ; গণ্ডগকে হোলগণ্ডে—কর্ণাট ; চুৰ্কা, গাবকেগজি, খেবিচা, পোতগণ্ডী—তেলেগু ; অরুণম পল্লু, বোবিঘাস—তামিল ; দুব—উড়িয়া ।

শ্রীমালদূৰ্বা হরিতা চ শাস্ত্রবী
 শ্রীমা চ শাস্ত্রা শতপৰ্বিকাছমৃত।
 পুত্ৰা শতগ্রন্থিগুণবল্লিকা
 শিবা শিবেটাহপি চ মঙ্গলা জয়া ॥
 সুভগা সুভহরী চ শতমূল্য মহৌষধী ।
 অমৃত বিজয়া গৌরী শাস্ত্রা শ্রাদেকবিশতি : ॥
 নীলদূৰ্বা তু মধুরা তিস্তা শিলিররোচনী ।
 রক্তপিত্তাতিসারয়ী কফবাতজরাপহা ॥
 শ্রাদেগালোমী খেতদূৰ্বা সিতাখ্যা
 চণ্ডা ভদ্রা ভাগবী দুৰ্মরা চ ।
 গৌরী বিশ্বেশানকান্তাহপ্যনন্তা
 খেতা দিব্যা খেতকাণ্ডা প্রচণ্ডা ॥
 সহস্রবীৰ্য্যা চ সহস্রকাণ্ডা
 সহস্রপৰ্বা সুরবল্লভা চ ।
 শুভা সুপৰ্বা চ সিতসুন্দা চ
 অম্বা চ কঙ্কাস্তরুহাহক্ষিহস্তা ॥
 খেতদূৰ্বাহতিশিলিরা মধুরা বাস্তিপিত্তজিৎ ।
 আমাতিসারকাসরী রুচ্যা দাহতৃষাপহা ॥
 মালাদূৰ্বা বল্লিদূৰ্বাহলিদূৰ্বা মালাগ্রন্থিগ্রন্থিলা গ্রন্থিদূৰ্বা ।
 মূলগ্রন্থিবল্লরী গ্রন্থিমূল্য রোহণপৰ্বা পৰ্ববল্লী সিতাখ্যা ॥
 বল্লিদূৰ্বা সুরমধুরা তিস্তা চ শিলিরা চ সা ।
 পিত্তদোষপ্রশমনী কফবাত্তিতৃষাপহা ॥
 গণ্ডালী শ্রাদ্ গণ্ডদূৰ্বাহতিতীজ্রা
 মৎশ্রাক্ষী শ্রাদ্ বারুণী মীনমৈত্রী ।
 শ্রামগ্রন্থি : গ্রন্থিলা গ্রন্থিপর্ণা
 সূচীপত্রা শ্রামকাণ্ডা জলম্বা ॥

শকুলাক্ষী কলায়া চ চিত্রা পঞ্চদশাঙ্করা ।
গণদূৰ্বা চ মধুরা বাতপিত্তজ্বরাপহা ।
শিলিরা বৃন্দদোষগ্রী জমতৃক্ষাশ্রমাপহা ॥

দূৰ্বাঃ কষায়া মধুরাশ্চ শীতাঃ পিত্তাত্মাহরোচকবাস্তিহর্যঃ ।
সদাহমুর্ছাগ্রহভূতশাস্তি-শ্লোমশ্রমধ্বংসনতৃপ্তিদাশ্চ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । শাঙ্কল্যাদিবর্গঃ।

মামপর্ষ্যায়ঃ—নীলদূৰ্বা, হরিতা, শাক্তবী, শ্রামা, শাক্তা, শতপৰ্বিকা, অমৃত পুতা, শত
-এছি, অমৃতবল্লিকা, শিবা, শিবেষ্টা, মঙ্গলা, জয়া, হুভগা, ভূতহন্ত্রী, শতমূল্য মহৌষধী,
বিজয়া, গৌরী, শাক্তা—এই একশটি নীলদূৰ্বার নাম ।

গোলোমী, শ্বেতদূৰ্বা, সিতাখ্যা, চণ্ডা, ভ্রা, ভার্গবী, দূৰ্বা, গৌরী, বিদ্যেশানকাস্তা,
অনন্তা, শ্বেতা, দিব্যা, শ্বেতকাণ্ডা, প্রচণ্ডা, সহস্রবীৰ্যা, সহস্রকাণ্ডা, সহস্রপৰ্বা, স্বরবল্লভা
ভজা, হৃৎপৰ্বা, শিতল্লেখা, বহু, কচ্ছাস্তরহা, অধিহস্তা—এই ২৪টি গোলোমী দূৰ্বার নাম ।
মালাদূৰ্বা, বলিদূৰ্বা, অলিদূৰ্বা, মালাগ্রহি, গ্রহিলা, গ্রহিদূৰ্বা, মূলগ্রহি, বনরী গ্রহিমূল্য,
বোহংপৰ্বা পৰ্ববল্লী সিতাখ্যা—এইগুলি মালাদূৰ্বার নাম ।

গণালী, গণদূৰ্বা, অতিতীত্ৰা, মংস্তাকী, বাকুণী, মীননেত্রা, শ্রামগ্রহি, গ্রহিলা, গ্রহিপৰ্ণী
হুচীপত্রা, শ্রামকাণ্ডা জলহা, শকুলাক্ষী, কলায়া, চিত্রা—এই পনেরটি গণালী (গণ্টে
দূৰ্বার) নাম ।

গুণপর্ষ্যায়ঃ—নীলদূৰ্বা—মধুর তিক্তরস, শীতবীৰ্য, বোচনী, রক্তপিত্ত ও অতিসার নাশক ।
কফ, বায়ু ও জ্বর নাশক ।

গোলোমীদূৰ্বা—(শ্বেতদূৰ্বা)—অতি শীতবীৰ্য, মধুর রস, পিপাসা ও পিত্তনাশক, আশ্ব,
অতিসার ও কাস নাশক, কটিকারক । দাহ ও তৃষ্ণা নাশক ।

মালাদূৰ্বা—অতিমধুর ও তিক্তরস । শীতবীৰ্য, পিত্তদোষ প্রশমক, কফ, পিপাসা ও তৃষ্ণা
নাশক ।

গণালীদূৰ্বা—মধুর রস, বায়ু, পিত্ত ও জ্বর নাশক । শীতবীৰ্য, বৃন্দ দোষনাশক, শ্রম, তৃষ্ণা,
ও শ্রমনাশক ।

সাধারণ দূৰ্বা কষায় ও মধুর রস, শীতবীৰ্য, পিত্ত, তৃষ্ণা, অরুচি ও পিপাসা নাশক । দাহ
হুক্ত মুচ্ছা ও ভূতগ্রহ নাশক ; শ্লেমা, শ্রম, অপসংসন তৃপ্তি দায়ক ।

জন্মস্থানঃ—সমগ্র ভারতে জন্মে । বঙ্গদেশের হাতাবাড়ীতে, বাটীয়া-কিনারায় ও পতিত গুল
জমিতে বহু পরিমাণে জন্মে । খেলিবার জমির বাহারের জন্ত বোপন করে ।

বর্ণনাঃ—দূৰ্বাঘাস লতার মত জন্মে ইহার প্রত্যেক গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হয় । পত্র
৪—৪ ইঞ্চি লম্বা, ২—২ ইঞ্চি বিস্তৃত । সর ও অগ্রভাগ ক্রমশঃ সর । পুষ্পদণ্ড
১-২ ইঞ্চি লম্বা, সবুজবর্ণ কিম্বা দীর্ঘ বেগুনে রং বিশিষ্ট, পুষ্পদণ্ডের শাখাগুলি নরম,
১৫-২০ ইঞ্চি লম্বা । বীজ ২-২ ইঞ্চি লম্বা । বৎসরের সকল সময়ে ফুল ও ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র ঘাস। মাত্রা, খরস, ১-২ তোলা। কড় বা চূর্ণ ২-৪ আনা, কাথ ৫-১০ তোলা।

বৈজ্ঞানিক চূর্ণার ব্যবহার।

চরক :—(১) নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে চূর্ণারস—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে চূর্ণা ঘাসের রসের নস্ত করিবে (চিঃ ৫ অঃ)। (২) বিনর্পে চূর্ণা—চূর্ণারসে যথাবিধি পক্কত বিনর্পত্র রোপক (চিঃ ১১ অঃ)।

শুক্রান্ত :—রক্তপিত্তে চূর্ণা—রক্তপিত্তী চূর্ণাপত্র চূর্ণ মধুযোগে লেহন করিবে (উঃ ৪৫ অঃ)।

চন্দ্রদন্ত :—(১) কঙ্কুরোগে চূর্ণা—তৈলের চতুর্থাংশ চূর্ণা খরসের সহিত তিলতৈল যথাবিধি পাক করিয়া অভ্যঙ্গ করিলে কঙ্কু, বিচক্ষিকা, পামা, চর্ম রোগ নিবৃত্তি পায় (কুঠ চিঃ)। (২) আর্ন্তবলান্ধার্থ চূর্ণা—পিষ্ট চূর্ণাঘাস তুলাচূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করিবে। যে স্ত্রীর অধিক বয়স পর্যন্ত কৃতসর্পন হয় নাই কিংবা যাহার রজোরোধ হইয়াছে তাহাকে এই পিষ্টক ভোজন করিতে দিবে (ঘোনিব্যাণ—চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ :—মূত্রাঘাতে বেতচূর্ণা—বেতচূর্ণার মূল ৮ তোলা, চুই সের জলে কাথ প্রস্তুত করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট রাখিবে। শীতল হইলে ইহাতে মধু ও চিনি প্রক্ষেপ পূর্বক পান করিলে মূত্ররোধ নিবৃত্তি পায় (মূত্রাঘাত—চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—সংকৃত লেখকদের মতে চূর্ণা ধারক। কোন স্থান কাটিয়া যাইলে চূর্ণা চর্বন করিয়া বাখিয়া দিলে ও রস দিলে রক্তস্রাব বন্ধ হয় (W.C. Dutt)। ইহার কাথ রক্ত আমাশয় ও অতিরিক্ত-বোগে বিশেষ ফলদায়ক ঔষধ (Dymock)। চূর্ণার রস বমন নিবারক ও পৈত্তিক জ্বরে হিতকর (Sakharam Arjun)। চূর্ণা মূত্রকর, শোথ, সর্বাঙ্গীন শোথ, পুরাতন উপদ্রাময় ও আমাশয় রোগে ব্যবহৃত হয় (Dr. Thornton)।

সবুজ চূর্ণারস স্বেদায়ুক্ত চক্ষু উঠা রোগে বিশেষ ফলদায়ক। ইহা পাঁচড়রোগের প্রতিবেদক ঔষধ। চূর্ণার শিকড়ের কাথ মহীশূর দেশে উপদ্রাময়ের দ্বিতীয় অবস্থায় প্রযুক্ত হয়। (Dr. North)। চূর্ণার গিঠ রস ছুয়ের সহিত পান করিলে অর্শের রক্তপাত নিবারণ হয় (Dr. R. C. Dutta) ইহার শিকড় পেয়ণ করিয়া ছানার সহিত খাইলে পুরাতন মধুমেহ আরাম হয় (Watt)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত. গুণপরিচয় :—

মূলের কাথ :—প্রস্রাবকারক, শোথ এবং সিকিলিসে উপকারী।

মূলের রস :—অর্শের রক্ত বন্ধ করে।

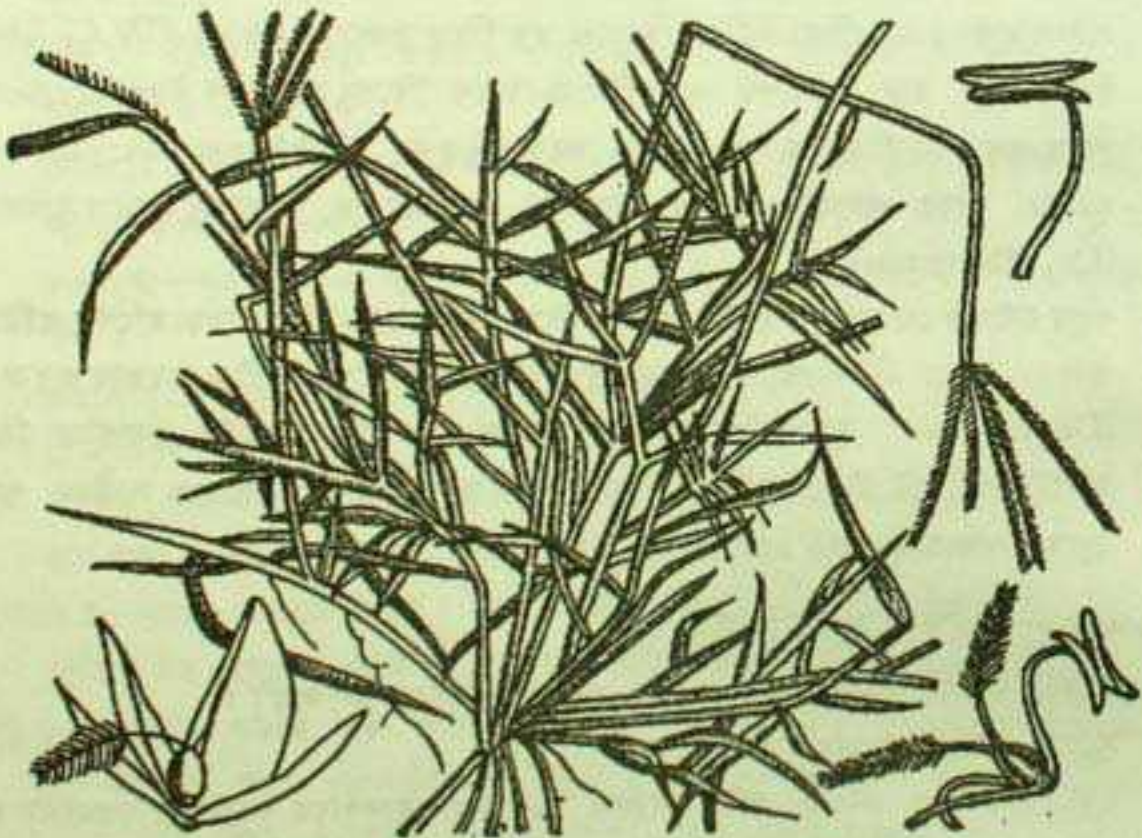
মূল :—খোঁতো করিয়া দধির সহিত মিশাইয়া ব্যবহারে বহনিনের মূত্রনালী হইতে জলবৎ স্রাব নিঃসরণ বন্ধ করে।

গাছের রস :—স্ফোচক, সস্তকাটা বা আখাতে বিশেষ উপকারী, প্রস্রাবকারক, শোধ এবং সর্দির শোধে উপকারী, মূৰ্ছা, সন্ধ্যা ও উন্মাদরোগে ব্যবহৃত হয়। পুষ্কাতন উদরাময় ও আমাশয়ে স্ফোচকের কাজ করে। চক্ষুরোগে উপকারী।

মন্তব্য :—চারক বর্ণ্য এবং প্রজাহাপনবর্ণে দূৰ্বা পণ্ডিত হইয়াছে। গর্ভাশয়ে যে সমস্ত দোষ বিদ্যমান থাকিলে মৃত বা অল্পাৎ সন্তান প্রসূত হয় যে সকল বস্ত্র সেবিত হইলে এই সকল দোষ বিনাশ পায় তাহাদের নাম প্রজাবস্থান। বর্ণ্যবর্ণে “সিতালতা” পণ্ডিত হইয়াছে। চক্রপাণি বলেন “সিতা খেতদূৰ্বা, লতা শ্রামদূৰ্বা” সিতালতা পৃথক বস্ত্র স্বীকার না করিলে দশ মংধ্যা পূর্ণ হয় না। যতগুলি মিঘটু আছে কৃত্রাপি লতাশব্দ শ্রামদূৰ্বার পৰ্যায় পণ্ডিত হয় নাই। ধন্তদূৰ্বার মিঘটু মতে সিতালতা লব খেত দূৰ্বার পৰ্যায়, বলা—“খেতদূৰ্বা তু গোলামী খেতদগা সিতালতা” অতএব চারক বর্ণ্যবর্ণের পাঠবিশুদ্ধক চিন্ত্য।

Fig. :—Burm., Fl. Ind, 25, t. 10, Fig. 2 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 1020 ; Rheede, Hort. Mal., xii, t, 47.

Ref. :—F.B.I., vii, 288 ; Roxb., F. I. ii. 289 ; B.P. ii, 1227 ; Prain, H. H., 322.



647. *Cynodon dactylon* (Linn.) Pers. (দূৰ্বা)

Genus—ZEA Linn.

648. Z. mays Linn. (ভুট্টা)

ভাষান্তরানুসারী নাম :—যবনাল—সংস্কৃত ; জোনায়, ভুট্টা—বাংলা ; মাকাই—হিন্দি ;
মকা-সোলম্—তামিল ; জোন্নলু—তেলেগু ; বোন্দা, সামন্তজুবাৰি—মহারাষ্ট্র ;
জোলনহেমরা—কর্ণাট ; বজা, বুট, মকই—বোম্বে ; মেকাজোনা—কাণপুর ; চোলাম্—
মালয় ।

যাবনালো যবনালঃ শিখরী বৃন্ততগুলঃ ।
দীর্ঘমালো দীর্ঘশরঃ ক্ষেত্রেক্ষুশ্চক্ষুপত্রকঃ ॥
ধবলো যাবনালস্ত পাণ্ডুরস্তারতগুলঃ ।
নক্ষত্রাকৃতিবিস্তারো বৃন্তো মৌক্তিকতগুলঃ ॥
জুর্ণাহবয়ো দেবধান্যং জুর্ণলো বীজপুষ্পকঃ ।
জুনলঃ পুষ্পগন্ধশ্চ স্নগন্ধঃ সেতুস্কন্দকঃ ॥
ধবলো যাবনালস্ত গৌল্যো বলায়ুদ্রিদোষজিৎ ।
বৃন্তো রুচিগ্রদোহর্শোয়ঃ পথ্যো গুণ্যত্রণাপহঃ ॥
অথ ভুবরযাবনালস্তবরশ্চ কষায়যাবনালশ্চ ।
স রক্তযাবনালো হিতলোহিতস্তবরধান্যশ্চ ॥
ভুবরবো যাবনালস্ত কষায়োক্ষো বিশোধককৃৎ ।
সংগ্রাহী বাতশমনো বিদাহী শোষকারকঃ ॥
শারদো যাবনালস্ত ক্লেমদঃ পিচ্ছিহালো গুরুঃ ।
নিশিরো মধুরো বৃন্তো দোষয়ো বলপুষ্টিদঃ ॥

রাজমিষষ্টুঃ । শাল্যাদিবর্গঃ ।

নামপরিচয় :—যাবনাল, যবনাল, শিখরী, বৃন্ততগুল, দীর্ঘনাল, দীর্ঘশর, ক্ষেত্রেক্ষু, ইক্ষুপত্রক—
এইগুলি যাবনালের নাম ।

ধবলযাবনাল, পাণ্ডুর, তারতগুল, নক্ষত্রাকৃতি, বিস্তার, বৃন্ত, মৌক্তিকতগুল, জুর্ণাহবর,
দেবধান্য, জুর্ণল, বীজপুষ্পক, জুনল, পুষ্পগন্ধ, স্নগন্ধ, সেতুস্কন্দক—এইগুলি যেত
যাবনালের নাম ।

ভুবরযাবনাল, ভুবর, কষায়যাবনাল, রক্তযাবনাল, হিতলোহিত, ভুবরধান্য—এইগুলি—
ভুবরযাবনালের নাম ।

শারদ যাবনাল ।

গুণপরিচয় :—ধবলযাবনাল—গৌল্য, বলা, ত্রিদোষনাশক, বৃন্ত, রুচিগ্রহ, অর্শোনাশক, পথ্য,
গুণ্য ও ত্রণনাশক ।

ভুবরযাবনাল—কষায়ন, ঔষধী, আৰ-এর পক্ষে উপকারী । বলসংগ্রাহক, বাত-
নাশক, বিদাহী ও শোষকারক ।

শারদযাবনাল—শ্লেষ্মাকারক, পিচ্ছিল, গুরুপাক, শীতবীৰ্য্য, মধুর রস, বৃ, দোষনাশক
এবং বল ও পুষ্টিকারক।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতে চাষ হয়।

বর্ণনা :—পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এই গাছ এখনও বহু অবস্থায় দেখা যায়। ইহা মজা
হইতে ভারতে আনীত হইয়াছে। বলিয়া ইহাকে মজা বলে। চীন দেশীয় পুস্তকে দেখা
যায় যে, এই গাছ খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে চীনদেশে চাষ হইত, সম্ভবতঃ ইহা আমেরিকা
হইতে এদেশে আসিয়াছে। মুসলমান বৈজ্ঞানিক ইহাকে *Sorghum-vulgare* এর তুল্য
গুণসম্পন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই গাছ অনেকটা ইক্ষু গাছের তুল্য। ইহার
প্রত্যেক গাঁইট হইতে ফুল ও ফল হয়। বর্ষা ও শীতকালে ফুল হয়। ফল শীতকালে
হইয়া থাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল।

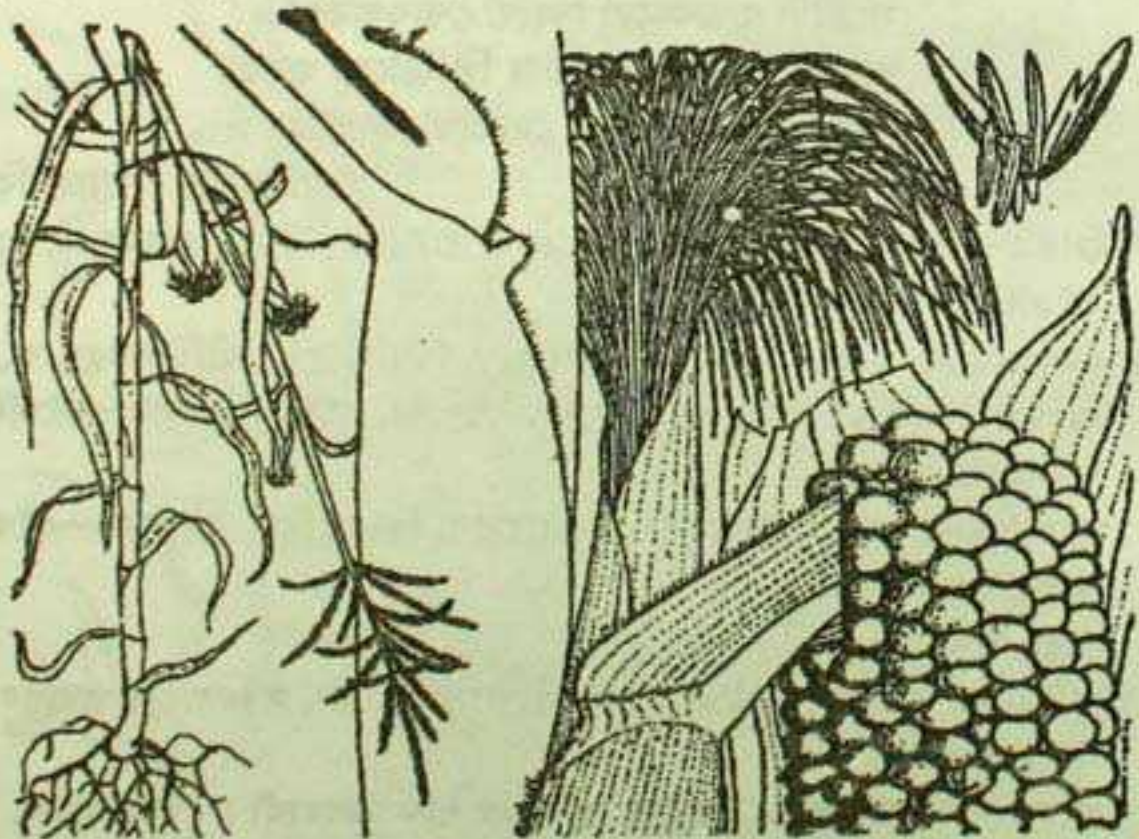
মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা ধারক ও পুষ্টিকর, ক্ষয়কাস ও উদরাময়ে উপযুক্ত
পথ্য। ইউরোপে দুর্বল রোগীদিগকে ইহা খাওয়াইবার ব্যবস্থা করে। ইহার শক্তের
কাথ গ্রীসদেশে মৃত্যব্ধ সঞ্চীয় পীড়ায় ব্যবহার করে। ইহার মূত্রকর গুণ আছে।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

দানা :—অবকারক, সঙ্কোচক, পুষ্টিকর, বন্যজাতীয় রোগে উপযুক্ত পথ্য, উদরাময়ে
বিশেষ উপকারী।

Fig :—Lamark., III t. 749 ; Benth & Trim., Med. Pl., t. 296.

Ref :—F. B. I. vii, 102 ; Roxb., F. I., iii, 568 ; B. P., 1209.



648. *Zea mays* Linn. (কুড়া)

Genus—ERAGROSTIS Beauv.

649. *E. cynosuroides* Beauv. (কুল)

Desmostachya bipinnata Stapf.

ভাষানুসারী নাম :—দর্ভ—সংস্কৃত ; কুল—বাংলা ; ভব, কুল—হিন্দি ; দর্ভ—তেলেগু ; দর্ভ—বোম্বে । কুলমু—মহারাষ্ট্র ।

সিতদর্ভো হ্রস্বকূটো পুতো যজ্ঞিরপত্রকঃ ।
বজ্রো ব্রহ্মপবিত্রস্ত তীক্ষ্ণো যজ্ঞস্ত কুষণঃ ।
সূচীমূখঃ পুণ্যকূণো বহ্নিঃ পুতকূণো দ্বিঘট্ ॥
দন্তমূলং হিমং রুচ্যং মধুরং পিত্তনাশনম্ ।
রক্তজ্বরকৃমাখাস-কামলাদোষশোষকং ॥
কুলোহিষ্ঠাঃ শরপত্রস্ত হরিদগর্ভঃ গৃধ্রুস্বদঃ ।
শারী চ রক্তদন্তস্ত দীর্ঘপত্রঃ পবিত্রকঃ ॥
দন্তে ' ১ ' দ্বৌ চ শুণে কুল্যৌ তথাহপি চ সিতোহধিকঃ ।
যদি শ্বেতকুশাতাবল্লপরং যোজয়েৎ ত্রিঘক্ ॥

রাজসিঘট্ :—শাঙ্খল্যানিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—সিতদর্ভ, হ্রস্বকূট, পুত, যজ্ঞিরপত্রক, বজ্র, ব্রহ্মপবিত্র, তীক্ষ্ণ, যজ্ঞস্তকুষণ, সূচীমূখ, পুণ্যকূণ, বহ্নি, পুতকূণ—এই বারটী নাম । শরপত্র, হরিদগর্ভ, গৃধ্রুস্বদ, শারী, রক্তদন্ত, দীর্ঘপত্র ও পবিত্রক—এইগুলি হরিদগর্ভের নাম ।

গুণপর্যায় :—উষ্ণ প্রকার দর্ভ শুণে একইপ্রকার । তথাপি সিতদর্ভ অধিক শুণ সম্পন্ন ।
যেখানে সিতদর্ভের অভাব হয়, বৈষ্ণবরা অস্ত্রদর্ভের ব্যবহারের নির্দেশ দেন ।

জন্মান্বান :—ভারতের সর্বত্র জন্মে । বঙ্গদেশের শুক তৃণময় স্থানে ও নদীর ধারে জন্মে ।
কখন কখন এামের জঙ্গলের কিনারায় জন্মে ।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ । গাছের গোড়া হইতে লম্বাকৃতি পত্র বাহির হয় ।
ইহার পত্র কেশ অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও একটু মোটা । পূন্দ্র ও ৬—১৮ ইঞ্চি লম্বা, বাড়া ও
সূক্ষ্ম । পুংকেশর ৩টি, বীজ ২ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি ও চেপ্টা । কুলের পাতার অগ্রভাগ
সূচাল বলিয়া ইহার আর একটা সংস্কৃত নাম সূচাগ্র । বর্ষাকালে কুল হয় এবং
শীতকালে ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—সিতদর্ভ ।

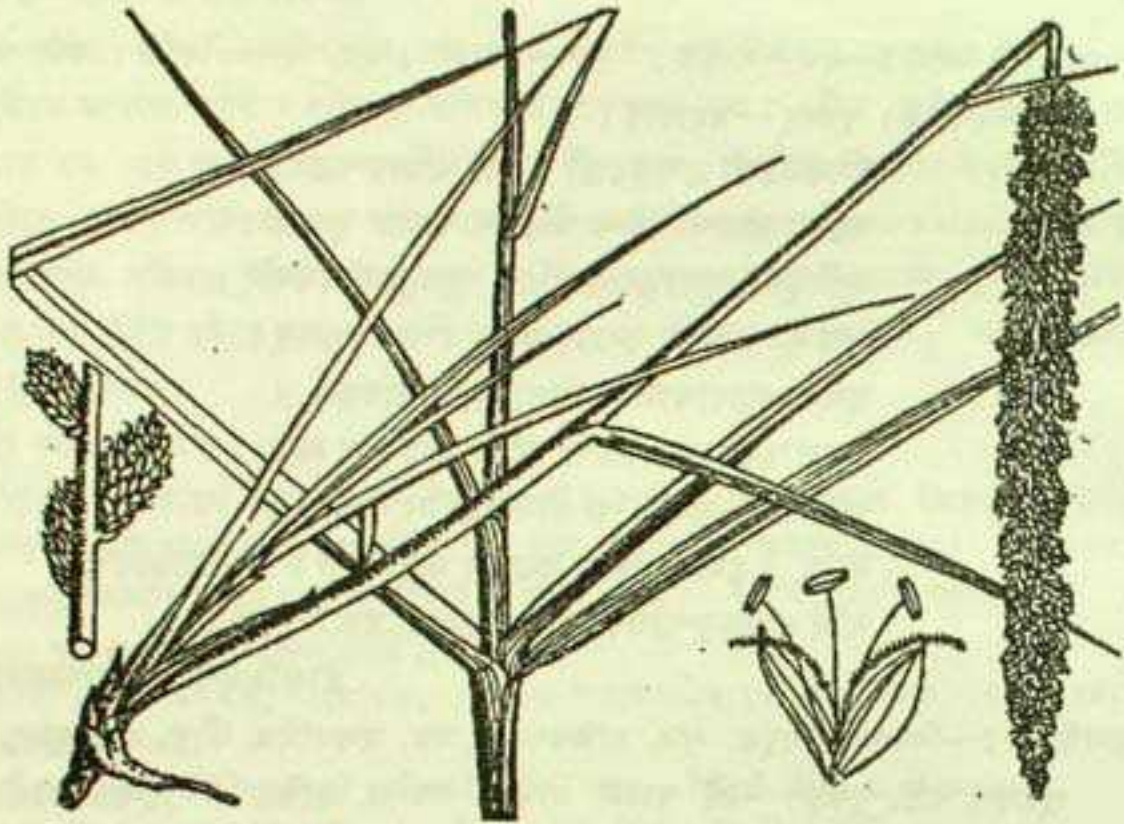
মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কুলনী ও দর্ভের স্তায় ইহা হিন্দুদের বাবতীর ধর্মকার্যে
ব্যবহৃত হয় । কুল রক্ত আমাশয় ও বাবতীর জীর্ণজঃ রোগে ব্যবহৃত হয় । ইহার
মূত্রকর গুণ আছে ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাঁছ :—প্রস্রাবকারক, উত্তেজক, আমাশয়, ও অতিরিক্তভাবে উপকারী ।

Fig :—Rheede, Hort. Mal., xii, t. 57 ; Duthie, Fodd. Grass. Ind., 62, t. 40.

Ref :—F. B. I., vii, 324 ; Roxb., F. L., i, 233 ; B. P., ii, 1233 ; Prain, H. H., 321.



549. *Eragrostis cynosuroides* Beauv. (কৃণ)

Genus—ELEUSINE Gaertn.

650. *E. corocana* Gaertn. (মার্গী, মেরুয়া)

ভাষাভাসারী নাম :—মুলী, শারী—সংস্কৃত ; মার্গী মেরুয়া—বাংলা ; মথুয়া, মণ্ডল, মাকরী—
হিন্দি ; রাগী—কানপুর ; মুলতুন—মহারাষ্ট্র ; মুলতুন—কর্ণাট ; মুলগজি, অগ্নিসুলিঙ্গ,
বাওলু, তমিডালু—তেলেগু ; রাগী, বেলুতাহেবু—তামিল ; নাগুলি—বোম্বে ।

মুঞ্জো মৌলীতুণাখ্যঃ শ্রাদ্ ভক্ষণ্যন্তেজনাহরয়ঃ ।

বানীরজো মুঞ্জমকঃ শারী দর্ভাহরয়ন্ত সঃ ॥

দূরমুলো দৃঢ়তুণো দৃঢ়মুলো বহুশ্রজঃ ।

রজমঃ শক্রভক্ষন্ত শ্রাদ্ভুদর্শসংস্ককঃ ॥

মুঞ্জম মধুরঃ শীতঃ কফপিত্তজদোষজিৎ ।

এহরক্ষাস্ত দীক্ষাস্ত পাবনো ভুতনাশনঃ ॥

রাজমিথলুঃ । শাখল্যাদিবর্গঃ ।

ভাষ্যপৰ্য্যায় :—মুগ, মোকীতপাখা, অক্ষপা, তেজনাহর, বাণীৰজ, মুগুনক, শারী, দতীহর, দুৰমূলী, দৃঢ়তপ, দৃঢ়মূল, বহুপ্রজ, বরন ও শত্রুভর—এই চোদ্দটি নাম।

গুণপৰ্য্যায় :—মুগ—মধুর রস, শীতবীৰ্য, কৰ্ণ ও পিত্ত দোষ নাশক। এহ রক্ষা ও দীক্ষায় প্রয়োজনীয়, কৃতগ্রহ নাশক।

জন্মস্থান :—ভারতের নিম্নভূমিতে ও পার্শ্বতা প্রদেশে চাষ হয়।

বর্ণনা :—মাকারী বর্ষজীবী ঘাস, ২—৪ ফুট উচ্চ হয়। কাণ্ড কতকটা চেন্টা ও মন্থন। পত্রের মূলদেশ কাণ্ডে লাগিয়া থাকে যেমন ইক্ষু এবং অপরাপর তৃণজাতীয় উদ্ভিদে হইয়া থাকে। গাছের অগ্রভাগে পুষ্পও হয়। যেমন ধানের শীষ হয়। শত্রু গোলাকার প্রায় সরিষার মত, গাঢ় লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ ও কোকড়ান। বর্ষার পরে ফল হয় ও ইহার দানা শীতকালে পাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—শত্রু।

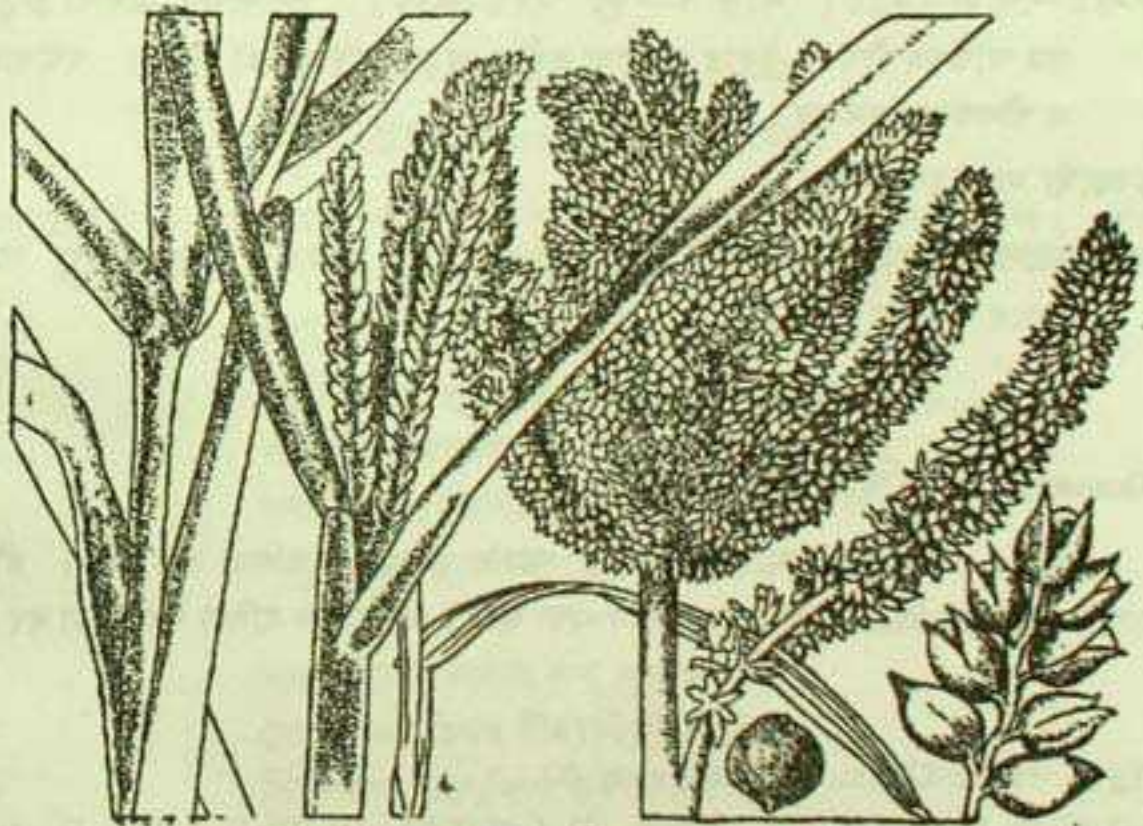
মূলপ্রস্থানের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার দানা পশ্চিম ভারতের দরিদ্র লোকে খাইয়া থাকে। শত্রু দুর্বল বালকদিগকে ত্বকের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইয়া থাকে। ইহা একটা বেশ শিথল। ইহার ময়দার মত গুঁড়া হইতে কিছুটা প্রস্তুত হয়। ঔষধার্থে ইহার বিশেষ কোন গুণ পৰিলক্ষিত হয় না। তবে ইহা ধারক বলিয়া কথিত আছে (Baden Powell)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ঘাস :—রসায়ন, ঝিড়তাকারক, সঞ্চোচক, যত্নে লোবে উপকারী।

Fig :—Rheede, Hort. Mal, xii. t. 78 ; Duthie, Fodd, Grass, India, 57, t. 69 ; Kirtikar & Basu, Indian, Med, Pl., t. 1021.

Ref :—Dymock, iii, 620 ; F. B. I., vii, 294 ; Roxb., F. L., i, 342 ; B. P., ii, 1229 ; Prain, H. H., 322.



650. *Eleusine corocana* Gaertn. (মার্গা, মেহুয়া)

Genus—IMPERATA Cyrill.

651. I. arundinacea Cyrill. (উলু)

ভাষানুসারী নাম :—বঘজা, দর্ভ—সংস্কৃত ; উলু—বাংলা ; উলু—হিন্দি ; মোলু—মহাভাট
ধুব, মোলু—বোম্বে ; মোদে—কর্ণাট ; উলু—পাঞ্জাব ; ধরবাই-পুল—তামিল ।

বঘজা দৃঢ়পত্রী চ তুণেজ্জগৎবঘজা ।
মৌলীপত্রা দৃঢ়তৃণা পানীয়াশা দৃঢ়কুরা ॥
বঘজা মধুরা শীতা পিত্তনাহতৃষাপহা ।
বাতপ্রকোপনী কচ্যা কণ্ঠশুদ্ধিকরী পরা ।

রাজনিঘণ্টু : । শাক্যল্যাদিবিবর্গ : ।

মামপর্ষ্যায় :—বঘজা, দৃঢ়পত্রী, তুণেজ্জ, তৃণবঘজা, মৌলীপত্রা, দৃঢ়তৃণা, পানীয়াশা ও দৃঢ়কুরা—
এই আটটি নাম ।

গুণপর্ষ্যায় :—বঘজা—মধুর স্বাদ, শীতবীৰ্য্য, পিত্ত, দাহ ও তৃষ্ণানাশক, বায়ুকারক, কটিকর
এবং বিশেষ কণ্ঠশুদ্ধিকর ।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের সর্বত্র । পৃথিবীর অপর্যাপ্ত উষ্ণপ্রধান দেশে জন্মে ।

বর্ণনা :—গোড়া লতানে । কাণ্ড ১-৩ ফুট লম্বা, নিরেট । পুষ্পগণ্ডের প্রশাখা ৫-৬ ইঞ্চি ।
পত্র অতিশয় দীর্ঘ । ইহার পত্রদ্বারা গরীব লোকে ঘর ছাইরা থাকে । বর্ষাকালে ফুল
ও শীতকালে ফল হয় ।

ব্যবহার্য্য অংশ :—শিকড় ।

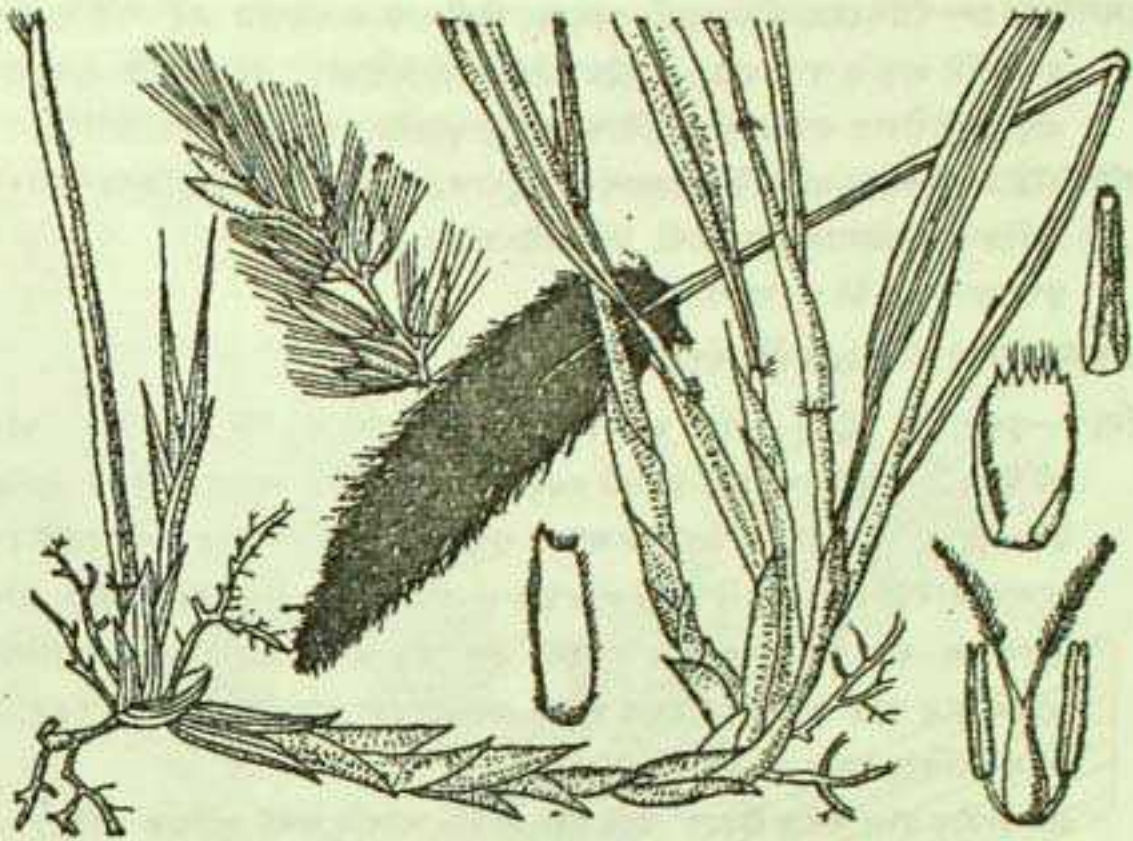
মূলপ্রাচ্যংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শিকড়ের কাথ মূত্রকর ও শক্তিকর এবং গণোরিয়া
রোগে অতিশয় হিতকর ।

■ Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল :—দ্রিঘতাকারক, কাষোত্তিরায় অর্শের মূল ছেদক বলিয়া গণ্য হয় । চীনদেশে
লুপ্তবলের উদ্ধারকারক, রক্তস্রাবক এবং জ্বরের ঐতিবেধক বলিয়া গণ্য করা হয় ।

Fig :—Hort. Gram. Austr. iv, t, 40.

Ref :—F. B. L., vii, 106 ; Roxb., F. L, i, 234 ; B. P., ii, 1188 ; Prain, H.
H., 307.



651. *Imperata arundinacea* Cyrill. (উন্)

Genus—ORYZA Linn.

/ 652. *O. sativa* Linn. (ধান)

ভাষানুসারী নাম :—খাঙ্গ—সংস্কৃত ; ধান—বাংলা ; চডল, ধান—হিন্দি ; তাঙলা—
মহারাষ্ট্র ; আরিশি—তামিল ; ধান্ধা—তেলেগু ; আরি—মালয় ।

শালিধাঙ্গং ত্রীহিধান্যং শূকধান্যং তৃতীয়কম্ ।
শিখীধান্যং ক্ষুদ্রধান্যমিত্যুক্তং ধান্যপঞ্চকম্ ॥
শালয়ো রক্তশাল্যাভা ত্রীহরঃ বট্টিকানরঃ ।
যবাদিকং শূকধান্যং মুনগাভ্যং শিখীধান্যকম্ ॥
কজ্জাদিকং ক্ষুদ্রধান্যং তৃণধান্যঞ্চ তৎসমুদয়ম্ ॥

ভাবপ্রকাশ : । ধান্যবর্গ : ।

বাতাদিদোষ শমনং লঘু শূকধান্যং
ভেজোবলাভিশয় বীৰ্য্যবিস্তৃদ্ধিদানি ॥
শিখীভকং গুরু হিমং চ বিবজ্জনানি
বাতুলকং তু শিথিলং তৃণধান্যমাত্ত : ॥

রাজমিষষ্ট : । শাল্যাদিবর্গ : ।

নামপৰ্য্যায় :—শালিধাত্ত, ত্রীহিধাত্ত, শূকধাত্ত, শিখীধাত্ত ও কুত্ৰধাত্ত এই পাঁচ প্রকার ধাত্ত ।
 যজ্ঞশালি প্রভৃতি শালিধাত্ত । যজ্ঞিক প্রভৃতি ত্রীহিধাত্ত । যব প্রভৃতি শূকধাত্ত, মূৰ্গ
 প্রভৃতি শিখীধাত্ত এবং কল্প প্রভৃতি কুত্ৰধাত্ত ; তৃণধাত্ত ও কুত্ৰধাত্ত বলিয়া জানিবে ।

গুণপৰ্য্যায় :—শূকধাত্ত বাতাদি দোষনাশক, লঘুপাক, তেজ, বল এবং অতিশয় বীৰ্যবৰ্দ্ধক ।

শিখীধাত্ত—গুরুপাক, শীতবীৰ্য, বিবদ্ধ উৎপাদক ।

তৃণধাত্ত—বায়ু উৎপাদক, শীতবীৰ্য ।

:জ্ঞানস্থান :—সমগ্র ভারতে চাষ হয় ।

বর্ণনা :—তৃণজাতীয় উদ্ভিদ । পাতা ঘাসের পাতার মত পাতলা, সরু ও চেন্দা । কাণ্ড ২-১০
 ফুট উচ্চ, ১-২ ফুট লম্বা ও ঠে-ই ফুট চওড়া । শীষ হরিদ্রা অথবা রক্তাভ বর্ণের, ৩-৫
 ইঞ্চি লম্বা । পুষ্পগুচ্ছ ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা । পুংকেশর ৬টি । গর্ভনণ্ড ২টি, ছোট । গর্ভমুণ্ড
 পুষ্পের আবরণ হইতে বাহির হইয়া থাকে । বীজ সরু ও চেন্দা । ধান সাধারণতঃ
 বর্ষাকালে চাষ হয় ও আশ্বিন মাসে ফুল হয় এবং অগ্রহায়ণমাসে পাকিয়া থাকে
 আউস ধান ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে পাকে এবং বোরো ধান শীতকালে চাষ হয় ও চৈত্র
 মাসে পাকিয়া থাকে । ধানের খড় পশুখাদ্য ।

একজাতীয় ধান আছে উহার চাষ হয় না । আপনি জলা জমিতে জন্মে । উহার
 ল্যাটিন নাম Var. fatua । বক্ত-ধান মণিপুরের জলায় ও অজ্ঞাত স্থানে হয়
 মংগ্রদ্বীপী ও দ্বিত্বলোকেরা ভাল ধানের অভাবে বন্য ধানের চাউল খায় ।

ব্যবহার্য অংশ—শক্ত ;

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কথেন্দে ধান্যের বর্ণনা নাই, তবে আঘর্ষেন্দে ইহা যব ও
 মাষকলাইয়ের সহিত বর্ণনা দেখা যায় । ভারতে ধান্যের চাষ, চীনদেশ ও বর্মার পরে
 হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয় । সংস্কৃত লেখকগণ সর্বাণেক্ষ পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে ধান,
 যব ও গমের উল্লেখ করিয়াছেন । ধান্য ও যব হইতে যবাণ্ড, খই, মুড়ি, চিঁড়ে প্রভৃতি
 প্রস্তুত হয় । ইহা অতিশয় পুষ্টিকর খাদ্য ও রোগীর পক্ষে হিতকর ।

চাউল জলে ভিজাইয়া ততুলাধু প্রস্তুত হয় । উহা অনেক ঔষধের অল্পপানরূপে
 ব্যবহৃত হয় ।

চাউল হইতে মত্ত প্রস্তুত হয় । উহার প্রস্তুত প্রণালী Sir. George Watt. সাহেব
 লিখিত Dictionary of Economic Products নামক পুস্তকে বিশেষরূপে বর্ণিত
 আছে ।

দধির সহিত চিঁড়া খাইলে রক্তআমাশয় আরাম হয় । সিদ্ধ চাউল গরম অবস্থায়
 বেশ পুষ্টিগুণের কার্যে ব্যবহৃত হয় । ইহা মসিনা কিংবা কুহির পুষ্টিগুণের স্থানীয় ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

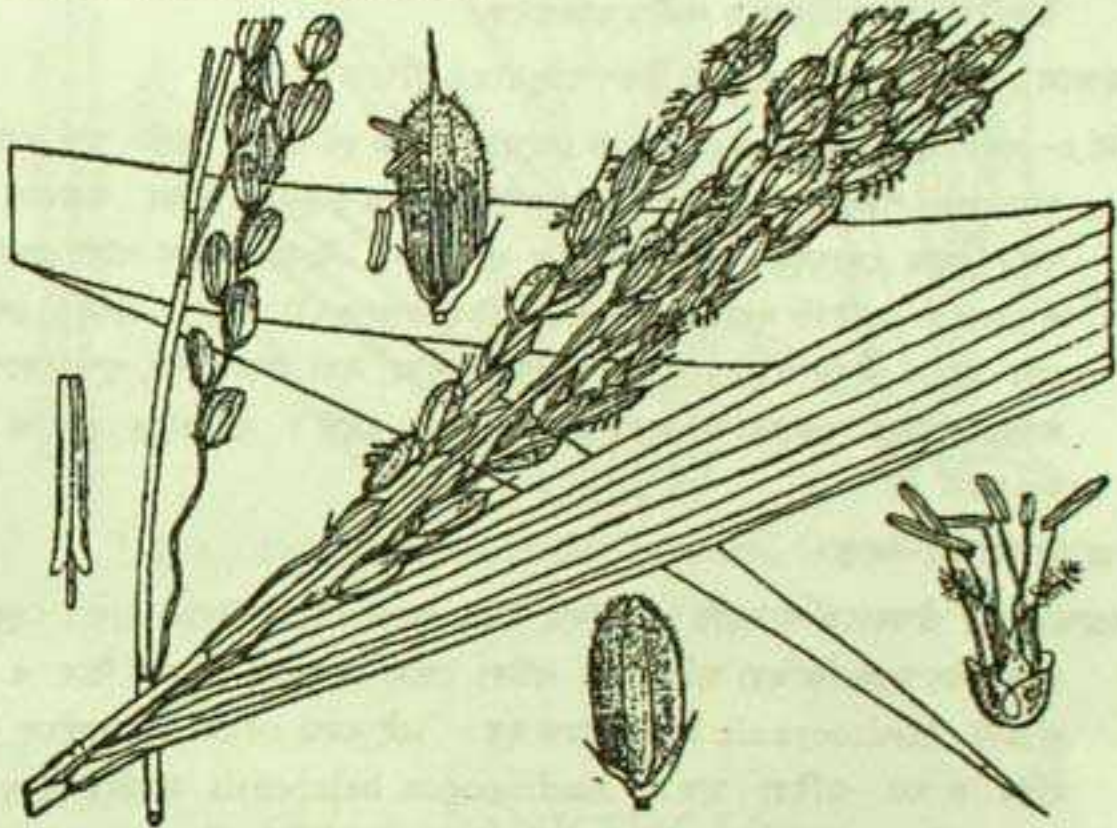
সিদ্ধভাত :—অনিয়মিত পরিপাক, পেটের বেদনা, উদরাময় এবং আমাশয়ে উপকারী ।

চালুনি জল :—বিড়হাকারক, উত্তাপনাপক, শীতলতাকারক, পুষ্টিকর, জ্বর জাতীয়
রোগে পানীয় এবং পাকস্থলীর প্রদাহে উপকারী।

গায় চালের প্রলেপ :—মসিনা পুণ্টিসের ন্যায় কার্যকরী।

Fig :—Duthie, Fodder Grasses, t. B. ; Benth & Trim., iv, t. 291 ; Proc.
Asiatic Soc. of Bengal, t. 5, 1896 ; Bose, Man of Ind. Bot. 10, 12,
302.

Ref :—F. B. I., vii, 92 ; Roxb., F. I., ii, 200 ; B. P. ii, 1184 ; Watt, v. Pt.
ii, 502 ; Prain, H. H., 312.



652. *Oryza sativa* Linn. (ধান)

Genus—PASPALUM Linn.

653. *P. scrobiculatum* Linn. (কোদো)

ভাষাসুসারী নাম :—কোদো—সংস্কৃত ; কোদো—বাংলা ; কোদোং—হিন্দি ; হরীক—
মহারাষ্ট্র ; কোদো—গুজরাট ; হারক—কর্ণাট ; আসুবানু, অকুও—তেলেগু ;
গোবাকজ, ভায়াণ্ড—তামিল ; কোদো—পাভাব ; কোজ—আরব।

কোজ্জবঃ কোরনুঃ স্ত্রাছুদালো বনকোজ্জবঃ ।
কোজ্জবো বাতলো গ্রাহী হিমঃ পিস্তককাপহঃ ।
উদ্ধালন্ত ভবেদুক্ষো গ্রাহী বাতকরো ভূশম্ ।

ভাবপ্রকাশঃ । ধাতুভগ্নঃ ।

নামপর্যায়ঃ—কোদধাঙ্কেব নাম-কোজ্জব এবং কোরনুঃ । বন কোজ্জবের অপর নাম—
উদ্ধাল ।

গুণপর্যায়ঃ—কোজ্জব—বাতকর, মলগ্রাহক, শীতবীৰ্য এবং পিস্তকফনাশক । উদ্ধাল—
উষ্ণবীৰ্য, মলসংগ্রাহক ও অতীব বাতজনক ।

জন্মস্থানঃ—বঙ্গদেশের অদলময় ও নীচস বালুকাময় জমিতে জন্মে ।

বর্ণনাঃ—বর্ষজীবী তৃণ, চাষ হয় । কাণ্ড সোজা, ১—৬ ফুট উচ্চ । কচিং হৃদয় লোমযুক্ত ।
পাতা লম্বা, পাতলা ও চেনটা । ৬—১২ ইঞ্চি লম্বা ও ৪—৫ ইঞ্চি চওড়া, অগ্রভাগ ক্রমশঃ
সূক্ষ্ম । হৃদয় লোমযুক্ত, শীত ২-৪ ইঞ্চি লম্বা হয় ; শীর্ষের অনেক শাখা-প্রশাখা হয়
পুষ্পগুচ্ছ ১-৩ ইঞ্চি লম্বা । পুষ্পকেশর ৩টা । গর্ভমণ্ড ২টা, মুক্ত । গর্ভমণ্ড লোমযুক্ত,
পুষ্প হইতে ঈষৎ বাহির হইয়া থাকে । বীজ লম্বা এবং চেনটা, পুষ্পাবরণের দ্বারা
আবৃত থাকে । কোনো অষ্টোবর মাসে পাকিয়া থাকে । বর্ষাকালে ফুল ও শরতে,
ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশঃ—শত ।

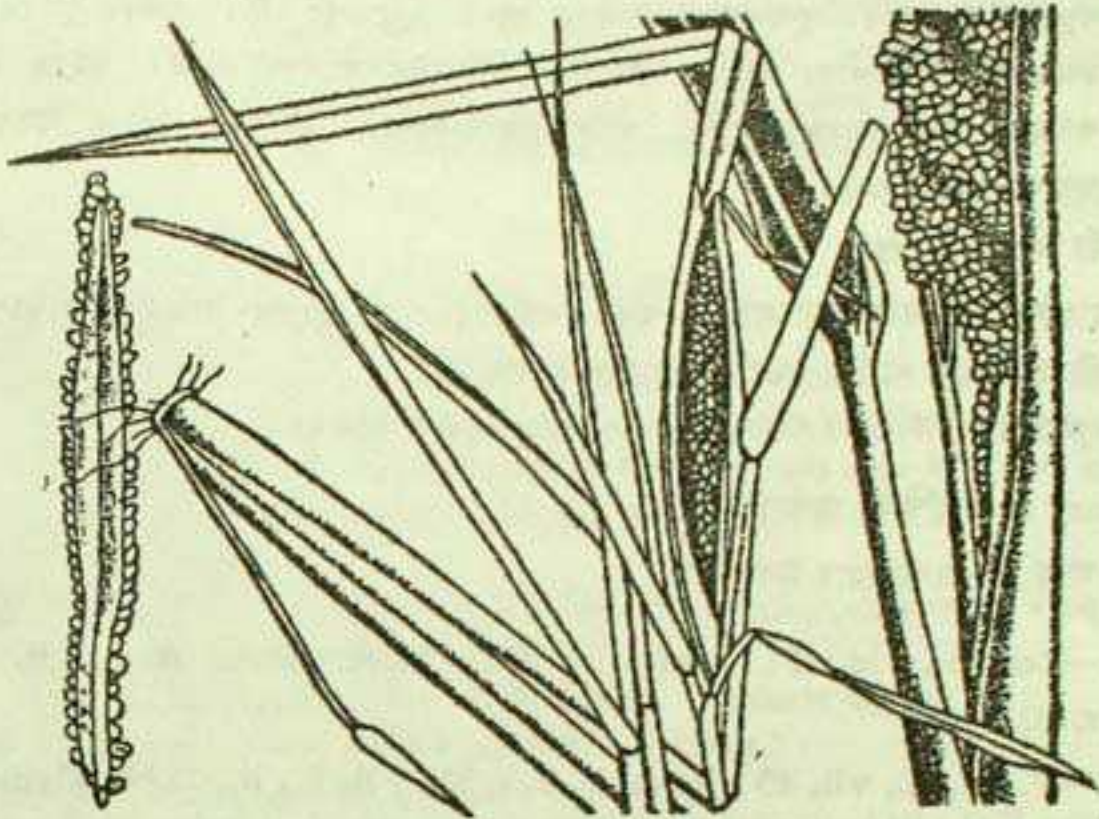
মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহারঃ—কথিত আছে কোনো অতি বিবাক্ত খাত্ত । ফুলের পর
ফুলের শীত-জলে ভিজিয়া বাইলে বা পচিয়া গেলে কোনো ফুলের শীত ও পাতার
ভাঁটায় Hydrocyanic acid প্রস্তুত হয় । এই সমস্ত কোনো ঘাস খাইলে ঘোড়া,
মহিষ ও গরু মরিয়া যায় । *Andropogon halepensis* জাতীয় ঘাস ফুলের
সময় মহিষে খাইয়া—সেনাবিভাগের প্রায় ৩ শত মহিষ পূর্ণিয়ার মারা পড়ে । ঐ
ঘাসেও বর্ষায় সময় Hydrocyanic acid পাওয়া যায় । ১৭৭২-৮০ খৃঃ একজন
পুরুষ ও ৩ জন বালক ইহা খাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় । ঘোড়ার পক্ষেও ইহা
অনিষ্টকর । ইহার মাদকতা শক্তি আছে । অনেকে বলেন যে, কোনো দুই জাতীয়
আছে । একটি ঝেতবর্ণ অপরটি গৌরবর্ণ । শেবোক্তটি বিবাক্ত ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

গাজ্জঃ—কাঁড়াবিছার দংশনে উপকারী । কখনও কখনও ঘূষের ঔষধের কাজ করে ।

Fig :—Rheede, Hort. Mal, xii, t, 84 ; Duthie, Field. & Gard. Crop, 2,
t, 27.

Ref :—F. B. I., vii, 10 ; Roxb., F. I., i, 278 & 280 ; B. P. ii, 1182 ;
Dymock, iii, 619.



653. *Paspalum scrobiculatum*. Linn. (কোদো)

Genus—PANICUM Linn.

654. *P. miliaceum* Linn. (চীন)

ভাষানুসারী নাম :—চীনা—সংকৃত ; চীনা—বাংলা ; চীনা, চৈনা—হিন্দি ; বাজে—
মহারাষ্ট্র ; চীনা—গুজরাট ; চীনা—কর্ণাট ; উরজান—ফার্সি ; বাবেগা—আরব ;
বারানু—তামিল ; বোরমো—তেলেগু ; বারাত—কান্নড়.

চীনা : কনুভেনোহি স জেরা : কনুবদুগৈ.

ভাবপ্রকাশ : ধান্যবর্গ.

নামপরিচয় :—চীনা কনুভেন.

গুণপরিচয় :—কনুভেন জায়ই ইহার গুণ.

জন্মস্থান :—ত্রিহট ও বিহার প্রদেশে চাষ হয়.

বৰ্ণনা :—বৰ্ষজীৱী উদ্ভিদ। কাণ্ড শক্ত, ২-৪ ফুট উচ্চ, গাছেৰ গোড়া অঙ্গুলিবৎ মোটা। পাত ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা, ৩-১ ইঞ্চি চওড়া। শৃঙ্গ লোমযুক্ত। শীষ ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা। শাখা সবুজবৰ্ণ ও খাড়া। পুষ্পগুচ্ছ ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা। পুংকেশৱ ৩টা। গৰ্ভন ও খুব ছোট। ফল ঐয় গোলাকাৰ, সাদা। চীনাৰ গাহ কাউন অপেক্ষা ছোট। ইহাৰ দানা কাউনেৰ দানা অপেক্ষা মোটা, বাদে সামান্য-ভিত্ত। বৰ্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যৱহাৰ্য অংশ :—শক্ত।

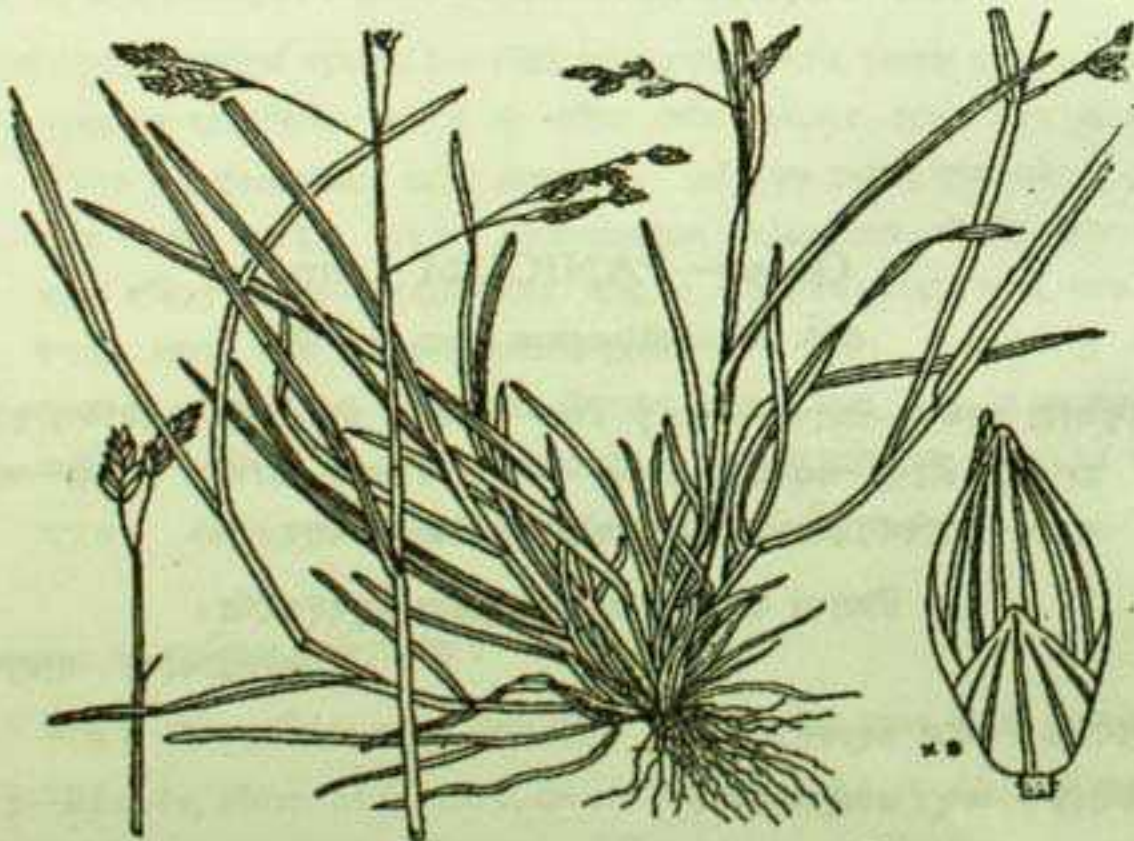
মূলঔষধাংশেৰ ঔষধাৰ্থে ব্যৱহাৰ :—ইহা ঘোটকেৰ পক্ষে পুষ্টিকৰ খাদ্য (ভাবপ্রকাশ)। চীনাৰ ততুল খাইলে বক্তপিত্ত ৰোগেৰ উপশম হয়। শূলৰোগে—কাউনেৰ পায়ল চিনি সহ খাইলে শূল আঁহাম হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপৰিচয় :

গাহ :—গণোৱিয়াৰ উপকাৰী।

Fig. :—Reichb., lc, Fl. Germ., t. 82; Hort. Gram. Aust., ii, 16, t. 20.

Ref. :—F. B. I., vii, 45; Roxb. F. L. i, 310; B. P., ii., 1179; Dymock, iii, 619; Prain, H. H., 309.



654. *Panicum miliaceum* Linn. (চীনা)

655. *P. frumentaceum* Roxb. (শ্রামা)
Echinochloa frumentacea Link.

ভাষানুসারী নাম :—শ্রামক—সংস্কৃত ; শ্রামা—বাংলা ; সমা—হিন্দী ; কাথলী, মাংরে—
মহারাষ্ট্র, শামো—গুজরাট ; সংখে—কর্ণাট ; শ্রামালু, পোভাওয়াও—তেলেগু ;
ওপুল—তামিল ; বড় মান্‌ওয়াক—পাঞ্জাব ; শামাথ—ফ্রান্স ।

শ্রামাকঃ শোষণো রুদ্ধো বাতলঃ ককপিষ্টহতঃ ।

ভাবপ্রকাশঃ । ধাতুবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—শ্রামক ।

গুণপর্যায় :—ইহা শোষণ, কক্ষ, বাতল এবং ককপিষ্টনাশক ।

জন্মান্বান :—উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে চাষ হয় ।

বর্ণনা :—শক্ত ও দোঁলা তৃণবিশেষ । কাণ্ড ১-৩ ফুট উচ্চ । পাতা ৬-১৪ ইঞ্চি লম্বা ও ৬-১
ইঞ্চি চওড়া । কমাচিং লোমযুক্ত । পুষ্পদণ্ড লম্বা, মোটা, ৪-৮ ইঞ্চি, অবনত । শীষের
বোটা ক্ষুদ্র ; উপরে শীষের প্রশাখাগুলি ক্ষুদ্র । পুষ্পভুক্ত ৪-১০ ইঞ্চি লম্বা, ওঁরা শূন্য
(unawned), পূংকেশর ৩টী । ফল ক্ষুদ্র, প্রায় ত্রিভুজাকৃতি, সাদা ।

ব্যবহার্য অংশ :—শক্ত ।

মূলপ্রস্থানের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা পুষ্টিকর খাদ্য । দ্বিত্বলোকে খাইয়া থাকে ।

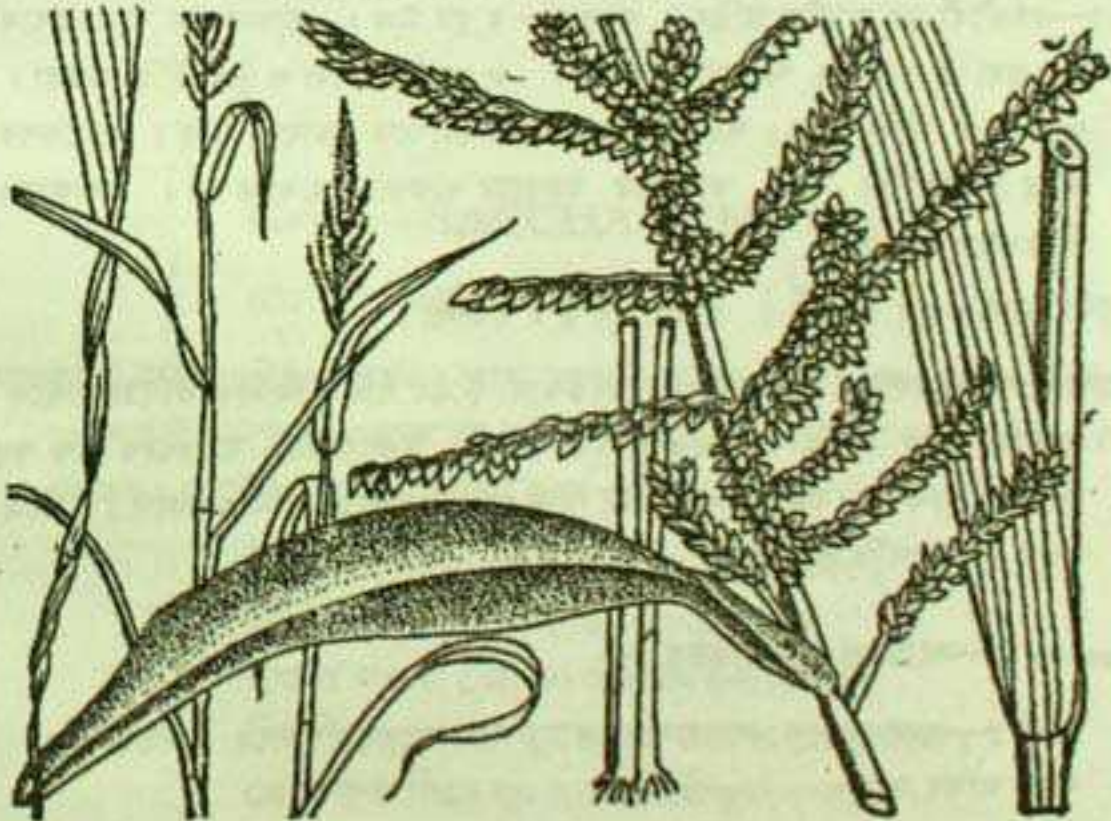
Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ :—দ্রৌহাসংক্রান্ত যাবতীয় বোঁগে উপকারী । রক্তস্রাব বন্ধ করে ।

মন্তব্য :—শ্রামাকস্ত প্রিয়লস্ক ভোজনম্ রক্তপিষ্টনাম্ (চক্রবর্ত্ত) ।

Fig :—Trin. Sp. Gram. lc. t. 164.

Ref :—F.B.I., vii, 31; Roxb, F.L, i, 304; Dymock, iii. 619 ; B.P., ii. 1177.



655. *Panicum frumentaceum* Roxb. (শ্রামা)

Genus—SETARIA Beauv.

656. S. italica Beauv (কজু) The Italian millet.

ভাষানুসারী নাম :—কজু—সংস্কৃত, কজু, কজুনি, কাকনিহানা—বাংলা ; কাঙ্গনী, কাংগনী—
হিন্দি ; কাংগ—মহারাষ্ট্র ; কাংগ—গুজরাট ; নবণে, কণাট ; গল—ফ্রান্স ; প্রংকণপুচেট,
করাণু—ভেলেণ্ড ; তেল্লাই—তামিল ; কান্দি—পাঞ্জাব ; পিংগলি—কাশ্মীর, তৌলা—
মালয় ।

ত্রিমাং কজুপ্রিয়জু যে কৃষ্ণা রক্তা সিতা তথা ।

পীতা চতুর্বিধা কজুভাঙ্গাং পীতা বরা শ্রুতা ॥

কজুস্ত ভগ্নসন্ধান-বাতকৃদ্ বৃংহণী গুরুঃ ।

কৃষ্ণা শ্লেষ্মহরাতিব বাজিমাং গুণকৃদ্ ভূশাম্ ॥

ভাবপ্রকাশঃ । ধাম্যবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—কজু ও প্রিয়াজু । ইহার দুই প্রকার । কৃষ্ণ, রক্ত, স্নেহ ও পীত বর্ণভেদে কজু
চারিপ্রকার । চতুর্বিধ কজুর মধ্যে পীতবর্ণ কজুই শ্রেষ্ঠ ।

গুণপর্যায় :—কজু ভগ্নসংযোগক বাতজনক, বৃংহণ, গুরুপাক, কৃষ্ণ, অতীব শ্লেষ্মহর, ইহা
যেটকের পক্ষে বিশেষ গুণকারক ।

জন্মস্থান :—কোচবিহার ও উত্তরবঙ্গে চাষ হয় ।

বর্ণনা :—বর্ষাজীবী তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ । কাণ্ড ২-৫ ফুট উচ্চ । সাধারণতঃ শাখাপ্রশাখামূলক ।
পত্র লম্বা ও কোমল, অগ্রভাগ খুব সরু । ৬-১৮ ইঞ্চি লম্বা ও ১-৩ ইঞ্চি চওড়া । পুষ্প
গুচ্ছ ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা ; বহু লোমযুক্ত এবং দেখিতে চোখার তার । পুষ্পকেশর ৩টি ।
বীজ ত্রিভুজাকৃতি । ইহা ভারতের বহুস্থানে খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয় । বর্ষাকালে ফুল ও
শীতকালে ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ—মূল ও দানা । মাত্রা, মূল ই ১ তোলা ।

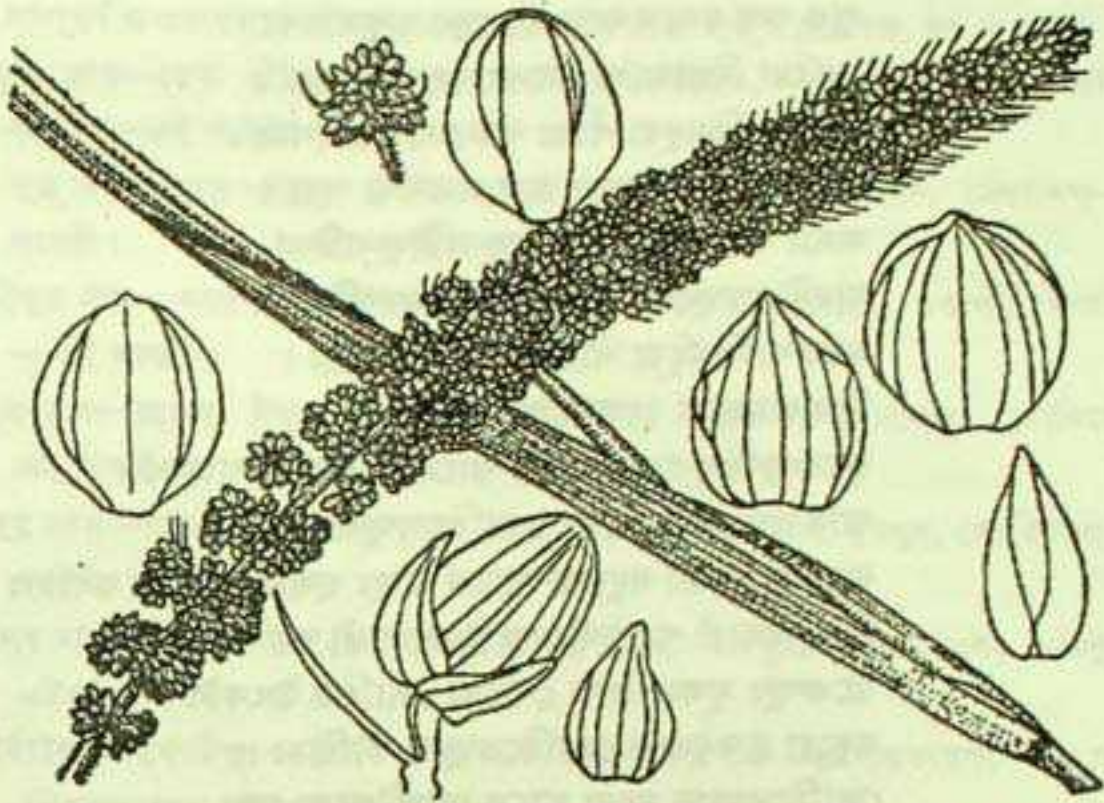
মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার দানা ছুঁড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইলে একটি
লম্বা পাক খাদ্য খলিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে । রক্তপিত্তগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে কজুবেল ।
বিশেষ হিতকর । কজু তুল্য অনেক পক্ষে অতি বলকারক (ভাবপ্রকাশ) । চিনি বোলে
কজুর পায়স অতি পুষ্টিকর ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

জাত :—প্রস্রাবকারক, সঙ্কোচক । যাতে বাহ্য প্রলেপ হিসাবে ব্যবহৃত হয় । এসব
বস্তু লক্ষ্য করে ।

Fig :—Rheed, Hort. Mal., xii, t. 79.

Ref :—F. B. I., vii, 78 ; B. P., ii 1170 ; Roxb., F. I., i, 302 ; Dymock. iii, 619.



656. *Setaria italica* Beauv. (বসু), The Italian millet.

Genus—SACCHARUM Linn.

657. *S. officinarum* Linn. (ইক্ষু)

ভাষানুসারী নাম :—ইক্ষু—সংস্কৃত ; আখ, কুশের—বাংলা ; উখ্, গরা, গাণ্ডা—হিন্দি ; উঁস—মহারাষ্ট্র, শেরতী, শেরতেছ মূল—গুজরাট ; কবু, কবিন্দেজ—কর্ণাট ; চেবু—তেলেগু ; নেশকর—ক্ৰাপ ; কম্বুস শব্দ—আরব ; উখ্,—সিংহল ।

ইক্ষুঃ ককটিকো বংশঃ কান্তারঃ স্কুমারকঃ ।

অসিপত্রো মধুত্বণো বৃদ্ধো শুভ্রত্বণো নব ।

ইক্ষবঃ পঞ্চাশা প্রোক্তা মানাবর্ণগুণাধিতাঃ ।

সিতঃ পুণ্ড্রঃ করদেজুঃ কৃষ্ণো রক্তশ্চ তে ত্রয়াং ॥

শ্বেতেজুস্ত সিতেজুঃ স্যাৎকার্ঠেজুর্বংশপত্রকঃ ।

সুবংশ পাণ্ডুরেজুশ্চ কাণ্ডেজুধ্ববেজুশ্চকঃ ।

সিতেজুঃ কঠিনো রূচ্যো গুরুশ্চ কফমূত্রকৃৎ ।
 দীপনঃ পিত্তনাহরো বিপাকে কোষদঃ স্মৃতঃ ॥
 পুণ্ড্রকস্ত রসাল স্ত্রাৎ রসেজুঃ স্নকুমারকঃ ।
 কবুরো মিত্রাবর্ণশ্চ নেপালেজুশ্চ সপ্তধা ॥
 পুণ্ড্রো হিতিমধুরঃ শীতঃ কফকৃৎপিত্তনাশনঃ ।
 দাহপ্রমহরো রূচ্যো রসে সস্তপ্নগঃ পরঃ ॥
 অন্যঃ করদশালিঃ স্ত্রাদিঙ্গুবাটীঙ্গুবাটিকা ।
 যাবনী চেজুযোনিশ্চ রসালী রসদালিকা ॥
 করদশালির্মধুরঃ শীতলো রুচিকৃৎমুদ্রঃ ।
 পিত্তদাহরো বৃষ্ণস্তেজোবলবিবর্জনঃ ॥
 কৃষ্ণেজুরিঙ্গুরঃ প্রোক্তঃ স্ত্রামেজুঃ কোকিলাক্ষকঃ ।
 স্ত্রামবংশঃ স্ত্রামলেজুঃ কোকিলেজুশ্চ কথ্যতে ।
 কৃষ্ণেজুরস্তো মধুরশ্চ পাকে স্নাতুঃ স্নাতুঃ কটুকো রসাত্যঃ ।
 ত্রিদোষহারী শমবার্যদশ্চ স্নবল্যদায়ী বহুবীৰ্য্যদায়ী ॥
 রস্তেজুঃ সূক্ষ্মপত্রশ্চ শোণো লোহিত উৎকটঃ ।
 মধুরো দ্বন্দ্বমূলশ্চ লোহিতেজুশ্চ কীৰ্ত্তিতঃ ॥
 লোহিতেজুশ্চ মধুরঃ পাকে স্ত্রাদ্ধীতলো মূদ্রঃ ।
 পিত্তদাহরো বৃষ্ণস্তেজোবলবিবর্জনঃ ॥
 ইক্ষুমূলং ত্রিঙ্গুনেত্রং তল মোরটকং তথা ।
 বংশনেত্রং বংশমূলং মোরটং বংশপূরকম্ ॥
 মূলান্তর্জন্ত মধুরা মধ্যোহতিমধুরান্তথা ।
 ইক্ষুবস্তেহপ্রভাগেষু ক্রমান্ববনীতমঃ ॥
 অভুক্তে পিত্তহাশ্চিতে ভুক্তে বাতপ্রকোপণাঃ ।
 ভুক্তমধ্যে গুরুতরা ইতিক্ষুণাং গুণাত্মকঃ ॥
 বৃষ্ণো রক্তাপিত্তপ্রামশমনপটুঃ শীতলঃ শ্লেষ্মদোহনঃ
 স্নিগ্ধো হৃদয়শ্চ রূচ্যো রচয়তি চ মূদ্রং মূত্রশুদ্ধিং বিধস্তে ।
 কাস্তিং দেহস্ত দস্তে বলমতি কুরুতে বৃংহণং তৃপ্তিদায়ী ।
 দষ্টৈর্নিষ্পীড়্য কাণ্ডং মূদ্রয়তিরসিতো মোহনশ্চেজুনগুঃ ॥

অন্যশ্চ

পীযুষোপমিতং ত্রিদোষশমনং স্ত্রাদ্দনস্তনিষ্পাড়িতং
 ভবচ্চৈদৃগৃহযন্ত্রজং ভদ্রপরং শ্লেষ্মামিগরং কিরৎ ।
 এতবাতহরস্ত বাতজননং জাভ্যপ্রতিস্তায়নং
 প্রোক্তং পমূর্ষমিতং কফামিগরং পানীয়নিষ্পাটবম্ ॥
 রাজমিষট্ : । পানীয়ানিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—ইক্ষু, বর্কটক, বংশ, কাষ্ঠাব, স্বকুমারক, অসিপত্র, মধুতণ, বৃহ, শুভতণ—এই নয়টি নাম।

নানাবর্ণ ও গুণাভিনাবে ইক্ষু পাঁচপ্রকার। যথা—সিত, পুণ্ড্র, কবলেক্ষু, কব ও বক্ত।
খেতইক্ষুর নাম—খেত ইক্ষু, সিতেক্ষু, কাঠেক্ষু, বংশপত্রক, স্ববংশ, পণ্ডুরেক্ষু, কাণ্ডেক্ষু, ধবলেক্ষু—এই আটটি।

পুণ্ড্র ইক্ষুর নাম—পুণ্ড্র, বসাল, বসেক্ষু, স্বকুমারক, কবর, মিশ্রবর্ণ, নেপালেক্ষু—এই সাতটি।

কবল ইক্ষুর নাম—কবলশালি, ইক্ষুবাটী, ইক্ষুবাটিকা, বাবনী, ইক্ষুঘোনি, বসালী, বসনালিকা—এই সাতটি।

কৃষ্ণেক্ষুর নাম—কৃষ্ণেক্ষু, ইক্ষুর, ভ্রামেক্ষু, কোকিলাক্ষক, ভ্রামবংশ, ভ্রামলেক্ষু, কোকিলেক্ষু—এই সাতটি।

বক্তেক্ষুর নাম—বক্তেক্ষু, স্বল্পপত্র, শোণ, লোহিত, উৎকট, মধুর, বৃহমূল, লোহিতেক্ষু—এই আটটি।

ইক্ষুমূলের নাম—ইক্ষুমূল, ইক্ষুনেত্র, মোহটক, বংশনেত্র, বংশমূল, মোহট এবং বংশপূরক—এইগুলি।

গুণপর্যায় :—খেতইক্ষু—কঠিন, কঠিকারক, গুরুপাক, কফ ও মূত্রকারক, অগ্ন্যুদীপক, পিত্তনাশক, বিপাকে উষ্ণ।

পুণ্ড্র :—অতিমধুর, শীতবীৰ্য্য, কফকারক, পিত্তনাশক, দাহ ও শ্রম নাশক, কঠিকর, অতি সন্তর্পণ।

কবল—মধুর রস, শীতবীৰ্য্য, বহু কঠিকর, পিত্তনাশক, বৃহ, তেজ ও বল বর্ধক।

বৃহ—মধুর রস, পাকে মিষ্টরস, অতিবৃহ, বিপাকে কটুরস, অতিরস, ত্রিদোষনাশক, বীৰ্য্যদায়ক, অতিবলদায়ক এবং বহুবীৰ্য্যদায়ক।

বক্ত—মধুর রস, পাকে মৃদু শীতবীৰ্য্য, পিত্তনাশক, বৃহ, তেজ এবং বলবর্ধক।

ইক্ষুমূলের উর্ধ্বের রস—মধুর রস, মধ্যভাগের রস অতি মধুর এবং ইক্ষুগণ্ডের উর্ধ্বের রস—লবণাক্ত এবং তৎউর্ধ্বে ক্রমশঃ লবণাক্ত।

অতৃক্ত অবস্থায় ইক্ষুরস পানে—পিত্তনাশক। তৃক্ত অবস্থায়—বাতকারক এবং তৃক্ত মধ্য—অতিগুরু পাক।

পাতে ছাড়ান ইক্ষুরস—বৃহ, বক্ত, বক্ত পিত্ত এবং অতিশয় শ্রমনাশক, শীতল, অন্ন স্নেহকারক। নিম্ন, দৃঢ়, কঠিকর, এবং অন্ন মূত্র শুদ্ধিকারক। মেহের কাস্তি, পাতের বল আনয়ন করে। বৃংহণ এবং তৃপ্তিদায়ক এবং রসকারক।

অন্যান্য :—

হৃদয়ের ভায় গুণসম্পন্ন, ত্রিদোষনাশক, অহ্রদোষনাশক, মেঘা ও বায়ুনাশক, বাতনাশক। জাড্য, প্রতিজ্ঞায় কারক। কিন্তু রস করিয়া থাইলে কফ ও বায়ুনাশক।

জন্মস্থান :—ভারতের উচ্চপ্রধান দেশে চাষ হয়। প্রায় সমগ্র ভারতে ইক্ষুর আবাদ হইয়া থাকে।

কর্ণা :—বর্ষজীবী ও বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। কাণ্ড ৬—১২ ফুট উচ্চ, মোটা, গাইটবৃক্ষ ও নিরেট, প্রত্যেক গাইট হইতে শিকড় বাহির হয়। পাতা পাতলা ও চেন্দা; ৬—৮ ফুট লম্বা, ২—৩ ফুট চওড়া। অগ্রভাগ সরু ও তুলিয়া থাকে। পুষ্পগুচ্ছ খুব বৃহৎ ও বহু শাখাপ্রাণাধারিত। পুংকেশর ৩টা। গর্ভদণ্ড ও গর্ভমূণ্ড ছোট, বর্ষায় ইক্ষুর ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—বস, চিনি ও শিকড়।

বৈজ্ঞানিক ইক্ষুর ব্যবহার।

চরক—(১) মূত্রকরক ইক্ষু—মূত্রজনক প্রব্যের মধ্যে ইক্ষু প্রোঁট (নং: ২৫ অ:) (২) রক্তপিত্তে ইক্ষু—ইক্ষুরস রক্তপিত্ত প্রশমনক (চি: ৪ অ:)। (৩) নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে ইক্ষু—নাসিকা হইতে রক্ত পড়িলে ইক্ষু রসের নগ্ন লইবে (চি: ৫ অ:)। (৪) গ্রহণীতে ইক্ষু—ইক্ষুরসের আলব গ্রহণী রোগে হিতকর (চি: ১০ অ:)। প্রস্তুত করিবার প্রণালী—ইক্ষুরস জাল দিয়া অর্জাবশিষ্ট রাখিয়া শীতল হইলে উহাতে এক চতুর্থাংশ মধু মিশ্রিত করিয়া গাঁজিয়া না যাওয়া পর্যন্ত, আবৃত মুখ মৃৎ বা প্রস্তর পাত্রে রাখিবে। ইহারই নাম ইক্ষু আসব বা আবৃত ইক্ষুরস।

সুশ্রুত :—(১) পাণ্ডু রোগে ইক্ষু—শব, তণ্ডুল, ধৈ ও কলায়ের চূর্ণকে শজু বলে। পাণ্ডু রোগীর অবস্থা বিবেচনা পূর্বক এই সকল শজুর কোনটা কাঁচা আমলকী বা ইক্ষুর রস ও মধুসহ তরল করিয়া সেবন করাইবে (উ: ৪৪ অ:)। টীকাকার অল্প অর্থও করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের নিকট যে অর্থ সম্ভব বলিয়া বোধ হইয়াছে, তাহাই লিখিত হইল। (২) ক্রতোথে কাসে ইক্ষু—ক্রতোথেকাসে চতুর্গুণ ইক্ষুরসে পকু গব্যদুগ্ধ পান করিবে (উ: ৫২ অ:)।

বাগ্‌শত :—অগ্নিবিদর্পে ইক্ষু—অগ্নিবিদর্প রোগে গায়ে, ইক্ষুরস সেচন করিবে (চি: ১৮ অ:)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইক্ষু শিকড় শাস্তিকর ও মূত্রকর। ইক্ষু, শব, কুল, কেশে ও তুর্কীর শিকড়কে তৃণপক মূল বলে। ইহা হইতে কুশাবলেহ প্রস্তুত হয় এবং ধাতুজ ঔষধের সহিত এইগুলি যোগ করিলে ঔষধের ক্ষমতা বাড়াইয়া দেয়।

ইক্ষু গণোদ্রিগা ও অজ্ঞান মূত্র বজ্রের রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহার শুড় হইতে এক প্রকার সিধু বা মত প্রস্তুত হয়।

কুশাবলেহ প্রস্তুত করিতে হইলে উক্ত তৃণপকমূলের মধ্যে প্রত্যেকটা ৮ তোলা, জল ৬৪ তোলা, অবশেষ ৮ তোলা, ঐগুলি ছাঁকিয়া উহাতে ৪ পের চিনি দিয়া পান্য প্রস্তুত করিতে হয়। তৎপরে যজীমধু, শশাবীজ, কাঁকড় বীজ, বংশলোচন, আমলকী, তেজপত্র, এসাচ, দাকটিনি, বরুণছাল, গুলক, শ্রিয়ঙ্ (Aglaiia Roxburghii)

বীজ, নাগকেশর (*Mesua ferrea*) ফুল, প্রত্যেকটী ২ তোলা পরিমাণ লইয়া গুঁড়া
করিয়া পানায় সহিত মিশ্রিত করিয়া যে ত্রবা প্রস্তুত হয়—উহাই কৃশাবলেহ। উক্ত
অবলেহ ১—২ তোলা-মাত্রায় সেবন করিলে বিংশতি প্রকার মেহ, মূত্রাশ্রাত, অশ্মরী,
বায়ুপিত্ত ও কফ কুপিত হওয়ার ফলে উৎপন্ন যে কোন প্রকার সামিপাত্তিক পীড়া
শীঘ্র আরাম হয়।

ইক্ষু সিদ্ধকর, বদায়ন, কফ নাশক ও মূত্রকর।

পিত্ত-কুষ্টি ও কামলা রোগে ইক্ষুস শরীরের সিদ্ধকর। ইক্ষু হইতে যে মিহরী প্রস্তুত
হয় উহা কাস, হিষ্কা ও শ্বসন রোগ নিবারক।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

কাণ্ড :—মিষ্ট, বিরেচক, প্রস্রাবকারক সিদ্ধকর, কামোদ্দীপক।

মূল :—সিদ্ধতাকারক, শীতল, প্রস্রাবকারক।

মন্তব্য :—চরকে :—পৌণ্ড্রিক ও বংশক এই দুইপ্রকার (চরক স্থঃ ২৭ অঃ) এবং

হুশ্রুতে :—পৌণ্ড্রিক, ভীক্ষক, বংশক, শতপোষক, কাণ্ডার, তাপনেহু, কাঠেহু,
হুচীপত্রক, নৈপালী, দীর্ঘপত্র, নীলপোর ও কোশক ২ এই ষাট প্রকার (হুশ্রুত স্থঃ
৪৫ অঃ) ইক্ষুর উল্লেখ আছে।

Fig :—Bentl & Trim., iv, t. 298 ; Woodville, Med. Bot, t, 266 ; Kirtikar
& Basu, Ind. Med. Pl., t. 1014 B.

Ref. :—F. B. I., vii, 118 ; Roxb. F. L., i, 237 ; B. P., ii, 1189.



657. *Saccharum officinarum* Linn. (ইক্ষু)

658. S. sara Roxb. (শর)

S. munja Roxb.

ভাষানুসারী নাম :—ইন্দুর, শর, বাণ—সংস্কৃত ; শর—বাংলা; কাড়া—হিন্দি; শারন—মহারাষ্ট্র ; অঘলিনগণে—কর্ণাট ; কাকিবেহুত, ওস্ত, য়েঙ্গু—তেলেগু ।

শরো বাণ ইয়ুঃ কাণ্ড উৎকটঃ সায়কঃ ক্ষুরঃ ।

ইক্ষুরঃ ক্ষুরিকাপত্রো বিশিখন্ত দশাভিধঃ ॥

শূলোহন্যঃ শূলশরো মহাশরঃ শূলসায়কমুখাখ্যঃ ।

ইক্ষুরকঃ ক্ষুরপত্রো বহুমূলো দীর্ঘমূলকো মুনিভিঃ ॥

শরবয়ং শ্রাঙ্গধুরং স্তুতিজং কোক্ষং কক্ষজান্তিমদাপহারি ।

বলক বীৰ্য্যক করোতি নিত্যং নিষেবিতং বাতকরঞ্চ কিঞ্চিৎ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ ॥ শাকল্যাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—শর, বাণ, ইন্দু, কাণ্ড, উৎকট, সায়ক, ক্ষুর, ইক্ষুর, ক্ষুরিকাপত্র, বিশিখ,—এই দশটি নাম ।

অন্য প্রকার শর আছে—তাহার নাম—শূল, শূলশর, মহাশর, শূলসায়কমুখাখ্য, ইক্ষুরক, ক্ষুরপত্র, বহুমূল, দীর্ঘমূলক—এই আটটি ।

শু ধর্মপর্যায় :—উক্ত প্রকার শর মধুরস, অতিভিষ, উষ্ণবীৰ্য, কক্ষ, ও জাতিমদ নাশক । বল বীৰ্য বর্ধক । প্রত্যহ ব্যবহার করিলে অল্প বাত কারক হয় ।

জন্মস্থান :—সমগ্র বঙ্গদেশ, বিহার, ত্রিহট ।

বর্ণনা :—বহুবর্ষজীবী তৃণজাতীয় উদ্ভিদ । কাণ্ড সোজা, ১০—১২ ফুট উচ্চ । দ্বিতীয় বর্ষে শাখাপ্রশাখা বাহির হয় । পত্র ৩—৫ ফুট লম্বা এবং ২—৩ ইঞ্চি চওড়া । পত্রাশ্রভাগ ক্রমশঃ সর । পুষ্পগুচ্ছ ১—২ ফুট লম্বা ও কোমল লোমযুক্ত । পুষ্পকেশর ৩টি । গর্ভদণ্ড ও গর্ভমুণ্ড ছোট; পুষ্প হইতে বাহির হইয়া থাকে । ইহা বঙ্গদেশের নদীর ধারে ও পতিত জমিতে জন্মে । ইহার পাতা ব্রাহ্মণদের উপনয়নের সময় ব্যবহৃত হয় । বঙ্গদেশে কেহ কেহ বিজয়ের জন্ত ইহার চাষ করে । ইহার ফুল কেশে ফুলের মত খেতবর্ণ, পুষ্পদণ্ড ঠিক কেশের মত । শরের দ্বারা একপ্রকার গাছ আছে । উহাকে “খড়ি” বলে । উহার ল্যাটিন নাম S. fuscum Roxb. (B. P. ii, 1189 ; Prain H.H., 313) । S. arundinaceum Retz কে বঙ্গলার “তেজ” বলে (B.P. ii, 1189 ; Prain, H.H., 313.) । এই গাছ উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে প্রচুর জন্মে । শর জাতীয় আর একপ্রকার গাছ আছে, উহাকে S. spontaneum Linn. বলে । ইহার বাঙ্গলা নাম খাগড়া । ইহা নদীর ধারেই প্রধানতঃ দেখা যায় । ইহা হইতে খাগড়া কলম প্রস্তুত হয় । বর্ষাকালে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয় ।

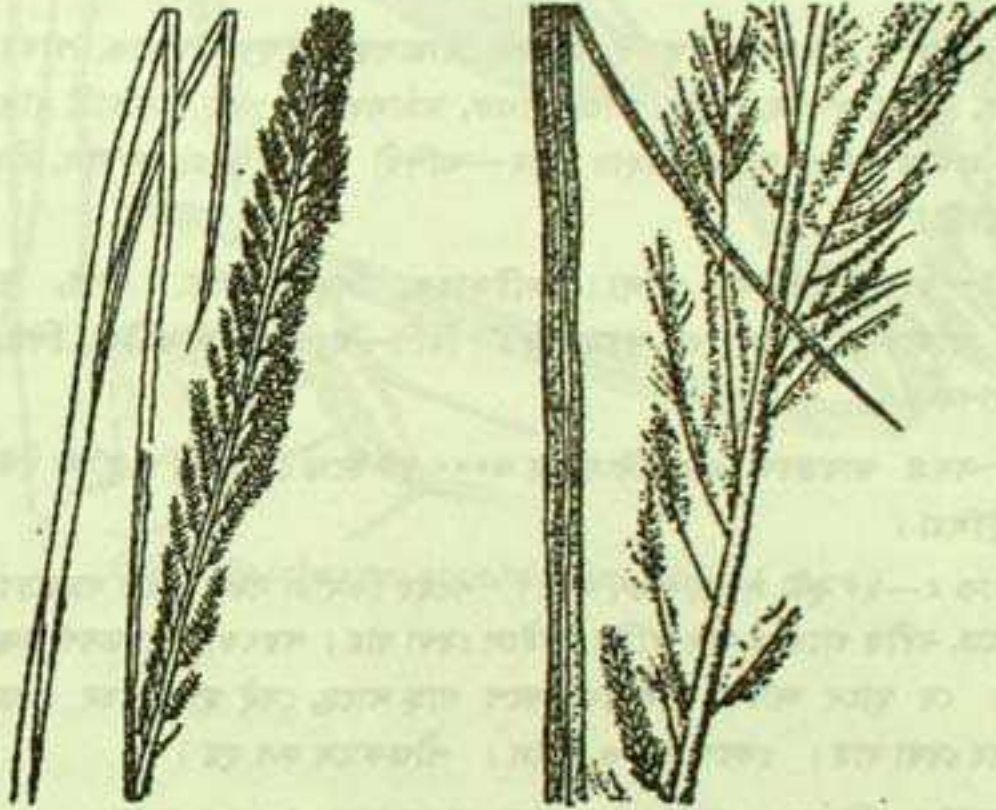
ব্যবহার্য অংশ :—শিকড় ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—শবের নিকড় পাঠাবে অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হয় ।

গ্রন্থের পর গ্রন্থতির পক্ষে শব গাছের পোড়া ধোঁয়া অতি হিতকর (Stewart).

Fig :—Rheede, Hort. Mal., xii, t. 46 ; Duthie, III, Fodder. Grasses, t. xvi ; Kirtikar & Busu, Ind. Med. Pl., t. 1014A

Ref.—F. B. i. vii, 119; Roxb., Fl. Indica. i. 246 & 244 ; B. P. ii, 1189.



658. *Saccharum. sara* Roxb. (শব)

659. *S. spontaneum* Linn. (কেশ)

ভাষানুসারী নাম :—কাশ—সংস্কৃত ; কেশে—বাংলা ; কাম—হিন্দি ; কাহি—পাঠাব ; কাউংহ—মহারাষ্ট্র ; কাজলু—কর্ণাট ; বেলু, কাকি, চেগাহু—তেলেগু, নানল—তামিল ; নান্নালা—মালয় ।

কাশঃ কাণ্ডেজুরিকুরি কাকৈজুরিসেজুকঃ ।

ইজুরশেজুকাকুশ শারদঃ সিতপুষ্পকঃ ॥

নান্দেয়ো নর্ভপত্রশ্চ লেখনঃ কাণ্ড-কাণ্ডকৌ ।

কঠালঙ্কারকশ্চৈব জেয়ঃ পঞ্চদশাঙ্করঃ ॥

কাশষ্ঠ শিশিরো গোঁল্যো কুচিকুৎ পিত্তদাহমুৎ ।
 তুর্পণো বলকদবৃত্ত আমশোবক্ষরাপহঃ ।
 অম্ভোহশিরী মিশির্গণ্ডা অম্বালো মীরজঃ শরঃ ।
 মিশির্মধুরশীতঃ স্রাৎ পিত্তদাহক্ষরাপহঃ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । শাখ্যল্যাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—কাশ, কাণ্ডেশ্বর, ইকারি, কাকেশ্ব, বায়লেশ্বক, ইকুর, ইকুকাণ্ড, শারদ, সিত-
 পুশক, নানের, দর্ভপত্র, লেখন, কাণ্ড, কাণ্ডক, কঠালকারক—এই পনেখোটি নাম ।
 অত্র প্রকার কাশ আছে তাহার নাম—অশিরী মিশি, গণ্ডা, অম্বাল, মীরজ, শর
 এই ছয়টি ।

গুণপর্যায় :—কাশ—শীতবীৰ্য, গোঁল্য । কুচিকারক, পিত্তদাহনাশক, তুর্পণ, বলকারক
 বৃত্ত, আমদোষ, শোথ ও ক্ষয়নাশক । মিশি—মধুর রস, শীতবীৰ্য, পিত্ত, দাহ ও
 ক্ষয়নাশক ।

অঙ্গস্থান :—সমগ্র ভারতবর্ষ এবং সিংহলের ৬০০০ ফুট উচ্চে দেখা যায় । দক্ষিণ ইউরোপ ও
 অস্ট্রেলিয়া ।

বর্ণনা :—কাণ্ড ৫—২০ ফুট, সরল, শক্ত, লম্বা, । পত্রের কিনারা সরু । ইহা সচরাচর পতিত
 জমিতে, নদীর ধারে ও ধান জমির আইলে দেখা যায় । শরৎকালে শেতবর্ণ গুল্লবদ্ধ ফুল
 হয় । যে স্থানে অধিক পরিমাণ কেশে গাছ আছে, সেই স্থানটি বেন শেতবর্ণ সমুদ্র
 বিশেষ দেখা যায় । কেশে সরু ও সুচাল । শীতকালে ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড় । মাত্রা, ২-৮ আনা, মূলের কাথ, ৫—১০ তোলা ।

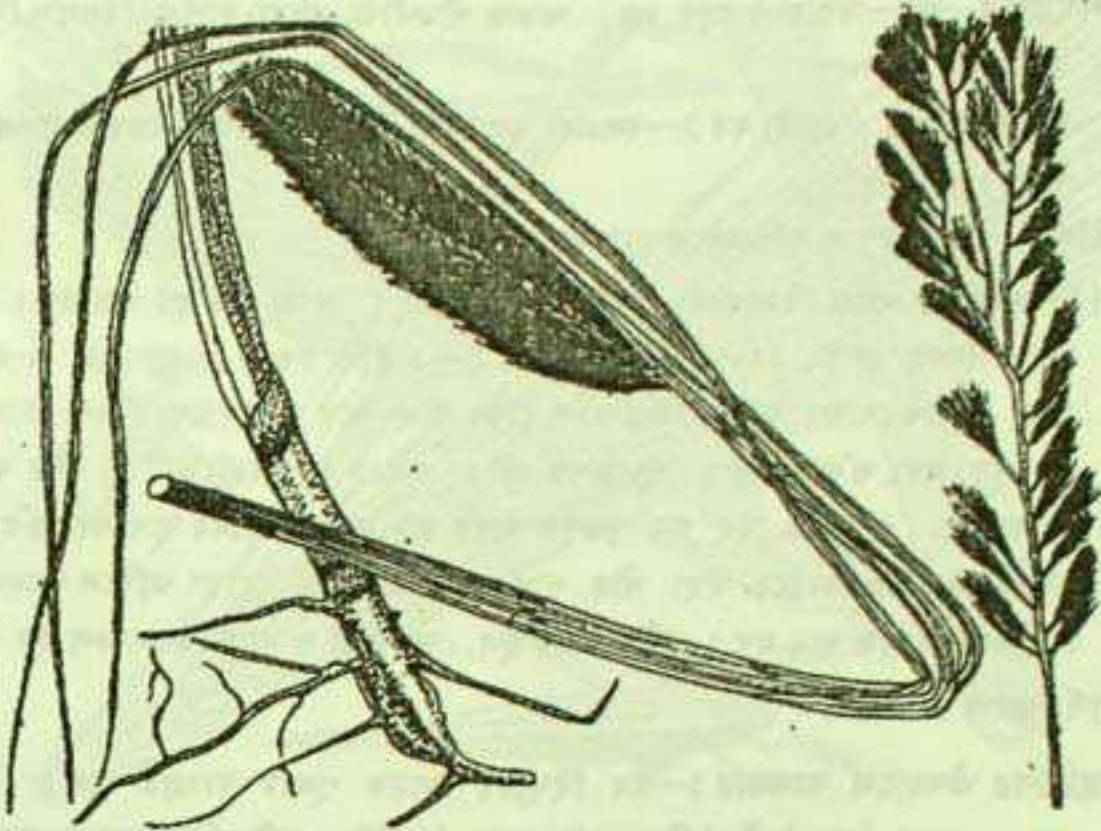
মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা অপর্যাপক তৃণ জাতীর উদ্ভিদের মধ্যে একটি ।
 মাংস ভক্ষণজনিত অজীর্ণে কাশ মূল অতিশয় হিতকর । বেড়েলার মূলস্বক ও কুশমূল
 সমপরিমাণ লইয়া চাউল ধোয়া জলের সহিত পান করিলে অর্শ জনিত রক্তস্রাব
 নিবারিত হয় । কুশমূল চাউল ধোয়া জলে শেখণ করিয়া পান করিলে রক্তগ্রন্থের আব্রাম
 হয় । কুল, কাশ, শর, দর্ভ ও ইকুরকে তৃণ পক মূল বলে ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ :—বিবেচক, কামোদ্দীপক, স্থালায় উপকারী । অশ্মরী, বক্ষা, বক্ত সঞ্চয়ী রোগ,
 কামলা এবং রক্তস্রাবজনিত রোগে উপকারী ।

Fig :—Griff.; lc. Pl. Asiat. t, 139, Fig. 63.

Ref :—F. B. L, vii, 118 ; Roxb., F. L, i, 235 ; B. P., ii, 1188 ; Prain, H.H.,
 313.



659. *Saccharum spontaneum* Linn. (কেশু)

Genus—HORDEUM Linn.

660. *H. vulgare* Linn. (যব)

ভাষানুসারী নাম :—যব—সংস্কৃত ; যব—বাংলা ; যব—হিন্দি ; যব, যজ—মহারাষ্ট্র ; যুও, অরবে—কর্ণাট ; যবলনেডুয়ায়, যাকো—তেলেগু ; বালিঅবিয়, বালি-অবিবি—তামিল ; যব—পালাব ।

যবস্ত মেধ্যঃ সিতশুকসন্নে দিব্যোহক্ষতঃ কঙ্কু কিদাম্যরাজো ।
 ত্রাণ্ডীক্কশুকস্তরগাথিয়শ্চ শঙ্কু হুয়েষ্টেচ পবিজ্জাম্যম্ ॥
 যবঃ কবায়ে মধুরঃ স্নগীতলঃ ত্রমেহজিৎস্তিক্কফাপহারকঃ ।
 অশুকমুণ্ডস্ত যবো বলপ্রদো বৃহশ্চ নৃণাং বহুবীৰ্য্যপুষ্টিদঃ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । শাল্যানিবার্গঃ ।

নামপর্য্যায় :—যব, মেধ্য, সিতশুক, সজ, দিবা, অক্ষত, কঙ্কু, যজ্ঞবাজি, তীক্ষ্ণশুক, উদগাথিয়, শঙ্কু, হুয়েষ্টে, পবিজ্জাম্য—এইগুলি নাম ।

গুণপর্যায়ঃ—যব—কষায় ও মধুর রস। অত্যন্ত শীতবীৰ্য, প্রমেহ নাশক, বিপাকে তিক্তরস, কফনাশক।

অশুক মুণ্ডযব (গোটা যব)—বলপ্রদ, কৃষ, এবং মাছদেহ পক্ষে বিশেষ বীৰ্য এবং পুষ্টি বর্ধক।

অঙ্গস্থানঃ—যুক্তপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে চাষ হয়।

বর্ণনাঃ—বর্ষাজীবী অথবা দ্বিবর্ষজীবী তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ। কাণ্ড ২-৪ ফুট উচ্চ হয়। পাতা লম্বা, পাতলা, চেন্টা, ১২-১৪ ইঞ্চি লম্বা, ও ৩-১ ইঞ্চি চওড়া। পুষ্পগুচ্ছ ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, প্রথমে সোজা থাকে, কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বক্রাকারে ঝুলিয়া পড়ে। পুষ্প বৃহৎ শূক্ৰ, লম্বা, শুঁড়াবিশিষ্ট। পুংকেশর ৩টা। গর্ভদণ্ড অতিশয় ছোট। বীজ কনাচিং লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ডে ঘন ঘন বৃহৎশূক্ৰ ধবের ধান হয়। ধানের মধ্যে লম্বা শুঁড়া থাকে এই কারণে গরু বাছুরে ইহা শীঘ্র খায় না। একটি যব রোপণ করিলে ধানের ভাষ চারিদিকে অনেক গাছ হয়। শীতকালে ফুল, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশঃ—শত।

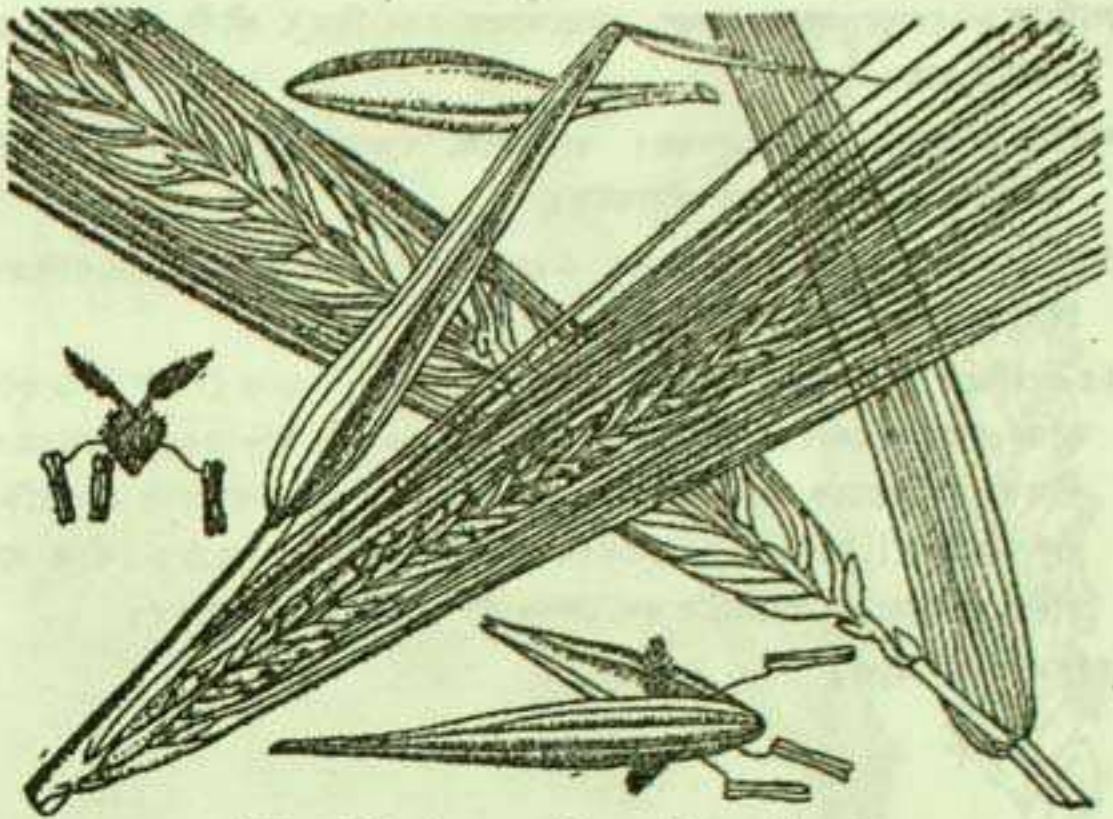
মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহারঃ—যব হিন্দুদের অনেক পূজায় ব্যবহৃত হয়। বৈশাখ মাসের তুরপক্ষের চতুর্থীর দিনে এক প্রকার খেলা হয়। উক্তদিনে লোকে প্রত্যেকের উপর যব নিক্ষেপ করে। উত্তর ভারতে যব হইতে এক প্রকার জ্বা প্রস্তুত হয়। বালি যোগীর পথ্য স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। বালি অজীর্ণ রোগে ব্যবহৃত হয়। বালির পাতা পোড়ান ছাই হইতে একপ্রকার সরবৎ প্রস্তুত হয়, উহা অতি শাস্তিকর ও অজীর্ণ রোগে ব্যবহার করে (Dr. Irvine)। বালি হইতে প্রস্তুত Malt আমেরিকা ও ইউরোপে অতি আদরের সহিত ব্যবহৃত হয়। ইহা জ্বর নাশক ও প্রসবের পর প্রসূতিদের দুর্বলতা ব্যবহৃত হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

যব :—বিষতাকারক, সহজপাচ্য, দুর্বলের পথ্যবিশেষ, শুঁড়া করিয়া ব্যবহাবে যজ্ঞনাশক বহুদিনের অগ্নিমান্দ্য রোগীর বিশেষ পথ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

Fig :—Duthie, Fodder, Grasses of N. India, Fig 32 ; Beauv, Agrost. 114, t. 21. Fig I ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 1023.

Ref :—F. B. I., vii, 371 ; Roxb., F. L., i, 358 ; B. P., ii 1231 ; Dymock, iii. 615 ; Prain., H. H., 323.



660. *Hordeum vulgare* Linn. (ঘৰ)

Genus—TRITICUM Linn.

661. *T. vulgare*. Vill. (গম)

T. aestivum Linn.

ভাষাশাস্ত্রী নাম :—গোধূম—সংস্কৃত ; গম—বাংলা ; গেহ—হিন্দি ; গহ—মহারাষ্ট্র ; খউ—ওড়িয়া ; গোধি—কর্ণাট ; গন্ম—ফ্রান্স ; হিও—আবহ ; থানক—পাঞ্জাব ; গোহ্ম, গোহ্মত্—তেলেগু ।

গোধূমো বহুদ্রব্যঃ শ্রাদ্ধপুণো য়েহভোজনঃ ।

যখনো মিত্রযঃ কীরী রসালঃ সুমনস্ সঃ ॥

গোধূমঃ পিণ্ডমধুরো বাতঘ্নঃ পিত্তদাহকঃ ।

শুক্লঃ স্নেহামদো বল্যো রুচিরো বীৰ্য্যবৰ্দ্ধকঃ ॥

রাত্রিমিষষ্ট্ । শাল্যাদিবর্গঃ ।

নামপৰ্য্যায়:—গোধূম, বহুদ্রু, অপূপ, মেছেভোজন, যবন, নিতুয, কীরী, বসাল ও হুমন—
এইগুলি নাম।

গুণপৰ্য্যায়:—গোধূম, স্নিগ্ধ, মধুরবন। বাতনাশক, পিত্তদাহ কারক, গুরুপাক, স্নেহাকারক,
বলকারক, কটিকারক, এবং বীৰ্যবৰ্দ্ধক।

অবস্থান:—উত্তর ভারতের সর্বত্র আছে। উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, দাক্ষিণাত্য, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ,
হিমালয় প্রদেশের ১০০০ ফুট উচ্চ স্থানে ও তিব্বতে আছে।

বর্ণনা:—সেখিতে যবের ছায়, বহুদ্রু বীজের তুল্যজাতীয় উদ্ভিদ। কাণ্ড সোজা ৩-৬ ফুট উচ্চ।
পাতা চেপ্টা, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সর, ৫-৯ ইঞ্চি লম্বা ও ৪-৫ ইঞ্চি চওড়া। গাছের মতকে,
শীষ হয়। প্রত্যেক শাখার মতকে লম্বা লম্বা ছায়া আছে। পুষ্পগুচ্ছ ২-৪ ইঞ্চি লম্বা।
দীর্ঘ ছায়া যুক্ত (Awned), পুংকেশর ৩টি। গর্ভদণ্ড ২টি, ছোট। বীজ লম্বাকৃতি
কচিং লোমযুক্ত। শীতকালে ফুল, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ:—বীজ।

বৈদ্যকে গোধূমের ব্যবহার।

চক্রদন্ত:—অশ্বিন্তলে গোধূম—বাহার অহি ভব হইয়াছে তাহাকে গব্যদুত ও দুগ্ধ সহ
পুরান গোধূমচূর্ণ সেবন করাইবে (অত্র চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ:—(১) কফশূলে জীর্ণগোধূম—কফশূলী মধুর সহিত পুরান গোধূম চূর্ণ করিয়া
সেবন করিবে (শূল চিঃ)। (২) হৃদ্রোগে গোধূম—গোধূম ও অর্জুনচূর্ণ চূর্ণ
সমভাগে লইয়া, তিলতৈল ও গব্যদুত একত্র মিশ্রিত করিয়া ওষাধি ভাজিয়া অল ও
গুরুযোগে মোহন ভোগের মত পাক করিবে। দুগ্ধমাত্র ভোজী হইয়া ইহা ভোজন
করিলে মনুষ্য হৃদ্রোগ মুক্ত হইতে পারে (হৃদ্রোগ চিঃ)।

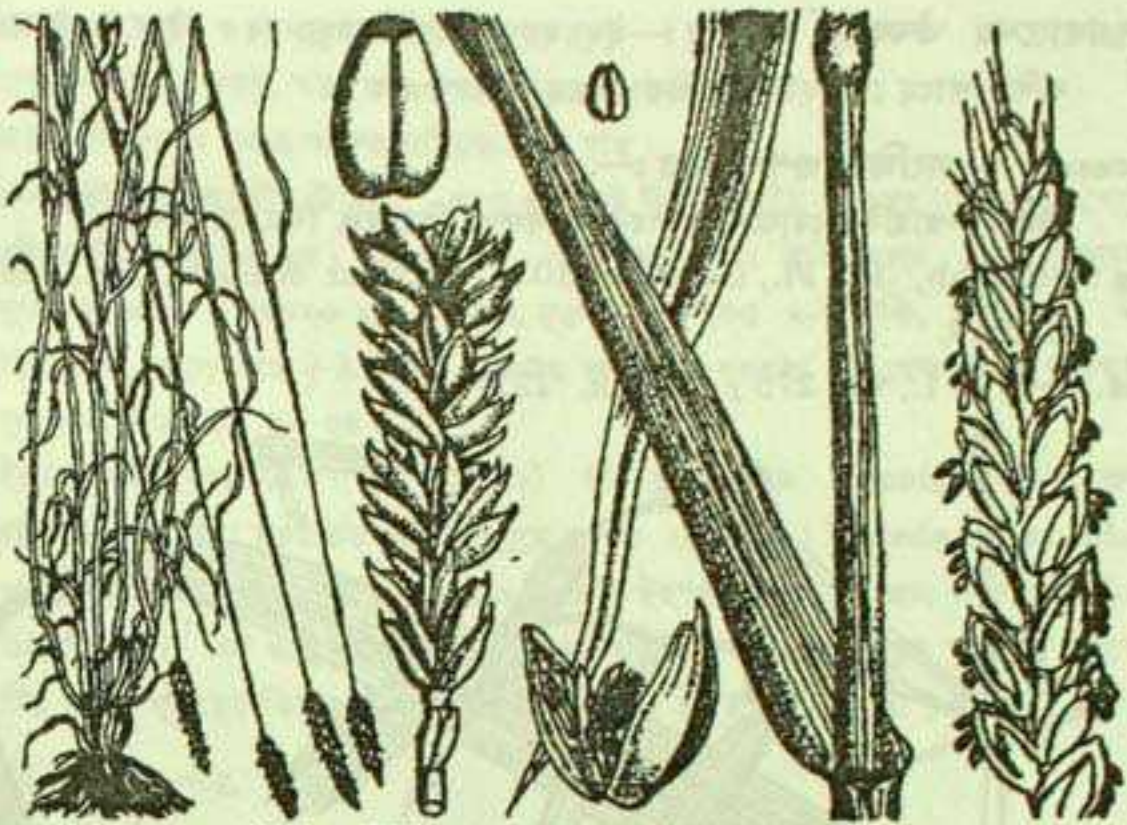
মূলপ্রস্থানের ঔষধার্থে ব্যবহার:—গম হইতে উৎকৃষ্ট ময়লা, হুজী ও আটা প্রস্তুত হয়।
গমের ভূমি পুন্টিলে ব্যবহৃত হয়।

Glossary:—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়:—

বীজ:—স্নিগ্ধতাকারক, বসায়ন, মেদবর্দ্ধক, স্নেহাবর্দ্ধক ও কটিকারক। সাধারণ ভয়বাহ্যে
ঔষধের কাজ করে।

Fig.—Bentl & Trim. t, 294.

Ref.—F.B.I., vii, 367 ; Roxb., F. I., i, 359 ; B. P., ii, 1231.



661. *Triticum vulgare* Vill. (গম)

Genus—*AVENA* Linn.

662. *A. sativa* Linn. (যাই)

ভাসানুসারী নাম :—নীবার—সংস্কৃত ; যাই—বাংলা ।

প্রসাধিকা তু নীবারতৃণান্তমিতি চ শ্রুতম্ ।

নীবারঃ শীতলো গ্রাহী পিত্তঃ কফবাতকৃৎ ।

ভাবপ্রকাশঃ । ধান্যবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—প্রসাধিকা, নীবার, তৃণান্ত এইগুলি নাম ।

গুণপর্যায় :—নীবার শীতবীৰ্য, মলসংগ্রাহক, পিত্তনাশক, কফ ও বাত্বেকারক ।

অবস্থান :—উত্তর পশ্চিম হিমালয় প্রদেশ, পাকিস্তান, সিকিম ও বঙ্গদেশের উত্তরভাগে চাষ হয় ।

বর্ণনা :—কাণ্ড ৩ ফুট উচ্চ । লোমহীন । পত্র চেনটা বৃহদংশ মন্থ । পুষ্পদণ্ড ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা । শাখাপ্রশাখা আছে । পুরুষের ৩টা, বিহৃত । উদ্ভাব মস্তক পীতবর্ণ, ত্রীকেশর ২টা, ছোট পালকের দ্বার বেতবর্ণ । ফল বর্ষেবর্ষেই তাবে স্থাপিত, ৬ ইঞ্চি লম্বা লোমহীন । শীতকালে ফুল ও ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—শস্য ।

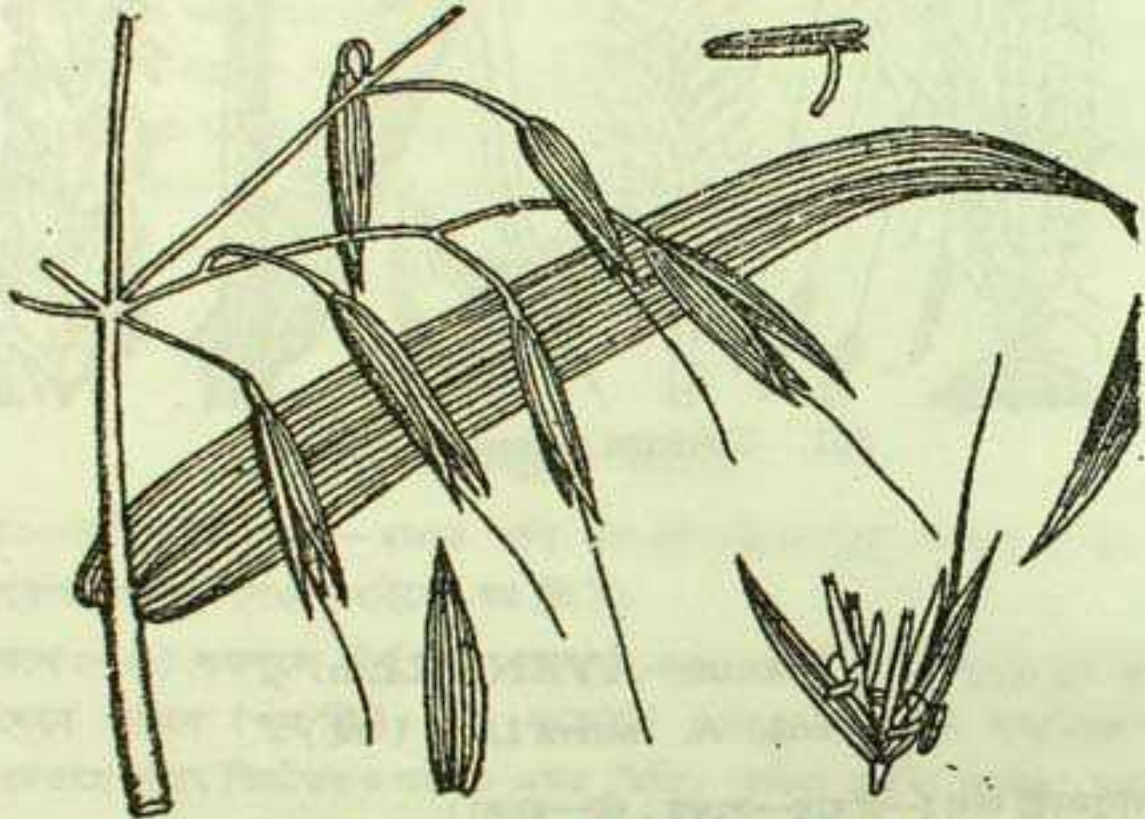
মূলপ্রাচ্যংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা বহুমূত্ররোগে ব্যবহৃত হয়। ইহা একটি পুষ্কধান্য।
কথিত আছে যে ইহার বিষক্রিয়া আছে (Stewart)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ :—আরবিক দৌরলো হৃদায়ন, উত্তেজক, বিরেচক, বিষদোষ নাশক।

Fig :—Reichb, Ic., Fl., Germ. t. 103 ; Kirtikar & Basu., Ind. Med. Pl., t. 1019.

Ref. :—F. B. I., vii, 275 ; B.P., ii, 1217.



662. *Avena sativa* Linn. (বই)

Genus—COIX Linn.

663. *C. lachryma-jobi* Linn. (গড়গড়ে)

ভাষানুসারী নাম :—গবেধু—সংস্কৃত ; গড়গড়ে—বাংলা ; গুলু—হিন্দী ; বারগাদি—
সাঁওতাম ; মংলী—পাঞ্জাব ; নেটপাতালান—তেলেগু।

গবেধুকা তু বিদ্বতির্গবেধুঃ কথিতা জিরাণ্।

গবেধুঃ কটুকা আদী কার্শ্যকুৎ কফনাশিনী ॥

তাবপ্রকাশ :। ষাণ্ম্যবর্গঃ।

সাম্পর্ঘ্যায়—গবেধুকা ও গবেধু—এই দুইটি নাম।

গুণপরিচয় :—গবেধু—কটু, বাত্ব বন, কৃণতাকারক ও কফনাশক।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের সর্বত্র পতিত জমিতে দেখা যায়।

বর্ণনা :—বর্ষাঋতু কৃণজাতীয় উদ্ভিদ। কাণ্ড ১-২ ফুট উচ্চ, মোটা, পত্রময়, কাণ্ডের গোড়া হইতে শিকড় বাহির হয়। পত্র ৪-১৮ ইঞ্চি লম্বা, ১-২ ইঞ্চি চওড়া, ডেউ খেলান। পুংকেশর ৩টি। গর্ভপত্র ২টি, সরু, মুক্ত। পুষ্পদণ্ড ২-৩ ইঞ্চি, সোজা। ফল ডিম্বাকৃতি, গোলাকার ৪-৫ ইঞ্চি, নীলের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ বা ধেতবর্ণ। বর্ষাকালে ফুল এবং শীতকালে ফল হয়।

ইহার আরও কয়েকটি জাতি আছে (১) *C. gigantea* Koenig. ইহাকে তেঙ্গা-গড়গড়ে বলে, ইহা সচরাচর ছোটনাগপুরে অধিক দেখা যায় (Rheede, Hort. Mal., xii, t. 70)। (২) *C. aquatica* Roxb. ইহার বাংলা নাম জল গড়গড়ে (F. I., iii, 571)। এই গাছ জলে জন্মে, ১-১০ ফুট লম্বা হয় এবং জলে ডালিয়া থাকে। নিম্ন বঙ্গের পুকুরের কিনারায় সচরাচর দেখা যায় (B. P. ii, 1210)।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র, বীজ।

মূলপ্রাধান্যের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার বীজের গুঁড়া হইতে এক প্রকার পানীয় প্রস্তুত হয়। ইহা রক্তশোধক ও মূত্রকর। টকিনের লোকেবা ইহাকে জীবনীয় আন্যগ্রন্থ থানা বলে। গড়গড়ের বাত্ব ও জল পরিষ্কার করিবার শক্তি আছে। গড়গড়ের গুঁড়া জলে দিয়া চায়ের স্রাব গরম করিয়া সেই জল শীতল হইলে পান করা যাইতে পারে, ইহাতে জল দোষহীন হয়। Dr. Campbell বলেন যে, সাঁওতালেরা ইহার শিকড় জীলোকদের অর্ন্তব্যবাসিত প্রয়োগ করে।

Dr. Dymock বলেন যে, ইহার বীজ বোম্বে রাজ্যে Kassai bij বলিয়া বিক্রয় হয়। বঙ্গ গড়গড়ে মূত্রকর এবং ইহা অন্যান্য ঔষধের সহিত ব্যবহার করিলে উহার শক্তি বাড়াইয়া দেয় (Pharm, Ind)।

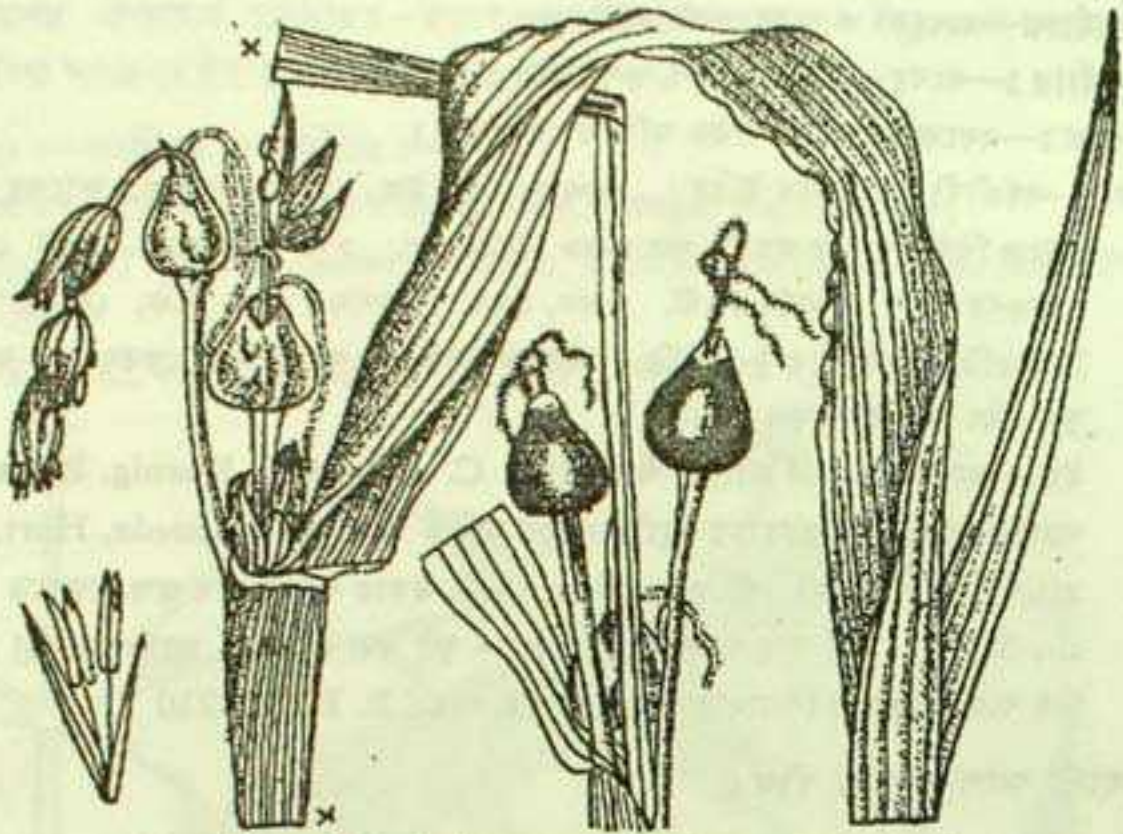
Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় —

বীজ :—বসায়ন, প্রস্রাবকারক।

মূল :—জীলোকদের অর্ন্তব্যবাসিত উপকারী।

Fig :—Lamk., III., t. 750 ; Bot. Mag., t. 2479.

Ref :—F. B., i. vii, 100 ; Roxb., F.I., iii, 568 ; B.P., ii, 1210 ; Prain, H.H., 319.



663. *Coix lachryma-jobi* Linn. (পদ্মগড়)

CXX. POLYPODIACEAE.

Genus—*ADIANTUM* Linn.

664. *A. lunulatum* Burm. (কালিৰ্কাট)

ভাষানুসারী নাম :—হংসবতী—সংস্কৃত ; কালিৰ্কাট—বাংলা ; হংসপদী—হিন্দি ;
হংসবাজ—বোহে ।

অশ্মাচ্ছান :—বঙ্গদেশের সর্বত্র প্রাচীন দেওয়ালে ও ছাদাময় স্থানে ও ইষ্টকনির্মিত দেওয়ালে
সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় ।

বর্ণনা :—ইহা একটি পত্র উদ্ভিদ । পত্র দৈর্ঘ্য ক্রকর্ষ, ১ ফুট লম্বা, মন্থন, পক্ষাকার । শিয়ার
উভয় দিকে পত্রিকা জন্মে । পত্রিকার কিনারা প্রায় গোলাকার, কণ্ঠিত । প্রায়ই
পত্রের অগ্রভাগ হইতে শিকড় বাহির হয় । পত্রবৃন্ত ঠুই ইঞ্চি লম্বা ।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র ।

মূলপ্রাচ্যদেশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার পাতা সাধারণতঃ বালকদের জ্বর হইলে ব্যবহৃত

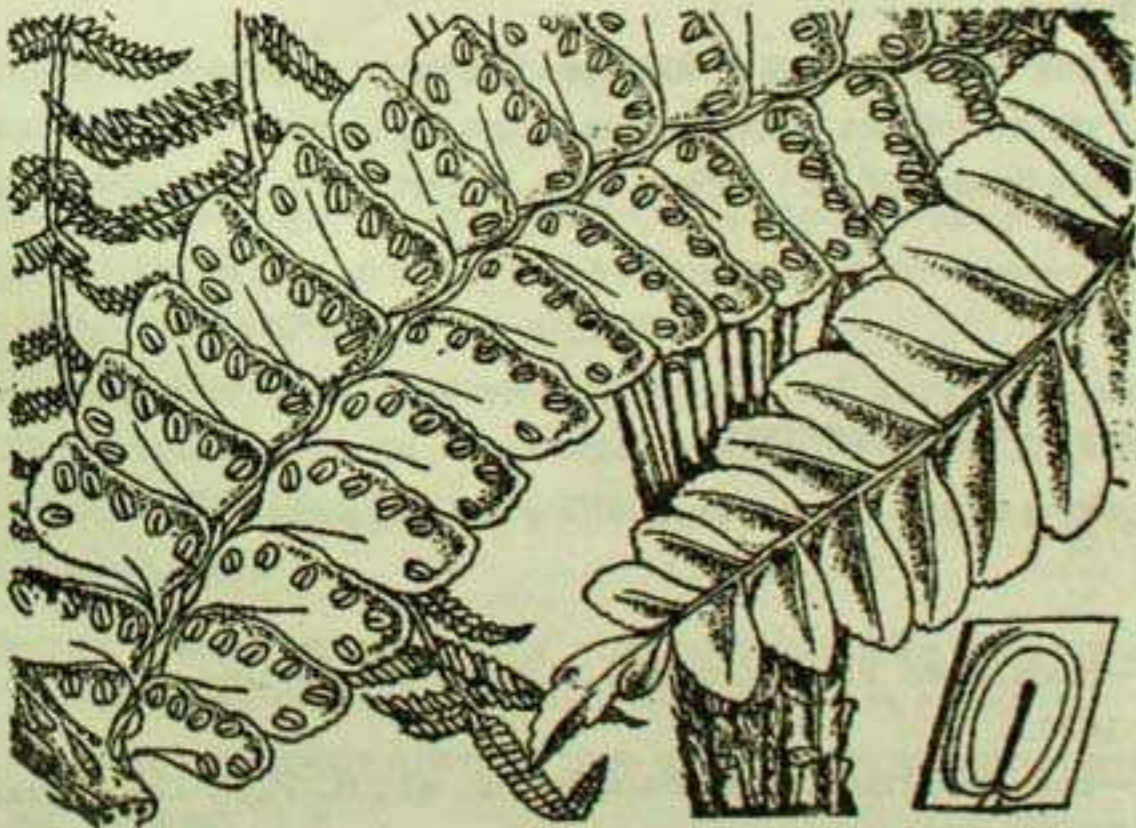
হয়। পত্র মলে বাটিয়া চিনিৰ সহিত ব্যবহাৰ্য। কোন স্থান ফুলিয়া উঠিলে কিম্বা আবৃত্ত হইলে ইহা স্থানীয় প্রলেপ স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। ইরিসিদ্ৰাস হইলে উহার প্রদাহ কমান্বৈবার জন্য সচরাচর বাহ্যিক প্রলেপ স্বরূপে ব্যবহৃত হয় (Watt)। কলিকাতার ঔষধের দোকানে যে হংসরাজ বিক্রয় হয় উহা বঙ্গদেশ জাত এই গাছ হইতে সংগ্ৰহ হয় কিনা ইহাতে সন্দেহ আছে (Dymock)। ইহা মূত্রকর, সর্দি নাশক ও ক্ষতকর। ইউরোপে Maiden-hair যে যে রোগে ব্যবহৃত হয়, ভারতে এই উদ্ভিদে সেই সেই রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা :—অৰ্বে ও বিনৰ্ণে ব্যবহৃত হয়।

Fig :—Hook, Garden. Fern. t. 17 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1031.

Ref :—Beddome, Handbook, Fern, Br. India, 82. ; B. P., ii, 1243 ; Prain, H. H., 323.



664. *Adiantum lunulatum* Burm. (কালিবাঁটা)

665. *A. caudatum* Linn. (ময়ূরশিখা)

ভাষানুসারী নাম :—ময়ূরশিখা—সংস্কৃত ; ময়ূরশিখা—বাংলা ; মোরশিখা (মালমূর্গা)—
হিন্দি ; ময়ূরশিখা—মহারাষ্ট্র ; মোরশিখা—গুজরাট ; হোয়ের শৃংখর—কর্ণাট ; ময়ূর-
শিখায়নে, কুপারশিবমু—তেলেগু ; অসনানে, অমলান—ফ্রান্স ।

ময়ূরাঙ্কুরশিখা প্রোক্তা সহস্রাহির্মুচ্ছদা ।

নীলকণ্ঠশিখা লঘু পিত্তপ্লেক্ষাত্তিসারজিৎ ।

ভাবপ্রকাশঃ । শুভ্রচ্যাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—ময়ূরশিখা, সহস্রাহি, মধুচ্ছদা ও নীলকণ্ঠশিখা—এইগুলি নাম ।

গুণপর্যায় :—ময়ূরশিখা—সমুপাক, পিত্তপ্লেক্ষা ও অতিসার নাশক ।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের প্রাচীন বেঙ্গালে, শীপুর ও চন্দননগরে সচরাচর দেখা যায় ।

বর্ণনা :—পত্র উদ্ভিদ । পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা ও গুল্লবদ্ধ । পত্রদণ্ডের উভয়দিকে পত্রিকাগুলি
জন্মে । পত্রিকা ৫ ভাগে বিভক্ত । প্রত্যেক অংশের অগ্রভাগ মোটা । কিনারা
হইতে শিকড় হয় । কথিত আছে এই উদ্ভিদ Dr. Colerbook শিবপুরে আনয়ন
করেন । কলিকাতা হারবেরিয়ামে Kurz সাহেবের হস্তলিখিত বিবরণে দেখা যায় যে,
John Scott সাহেব ইহা সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু Kurz সাহেব বলেন যে তিনি
নিজে এই গাছ শিবপুরে আর খুঁজিয়া পান নাই ।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র ।

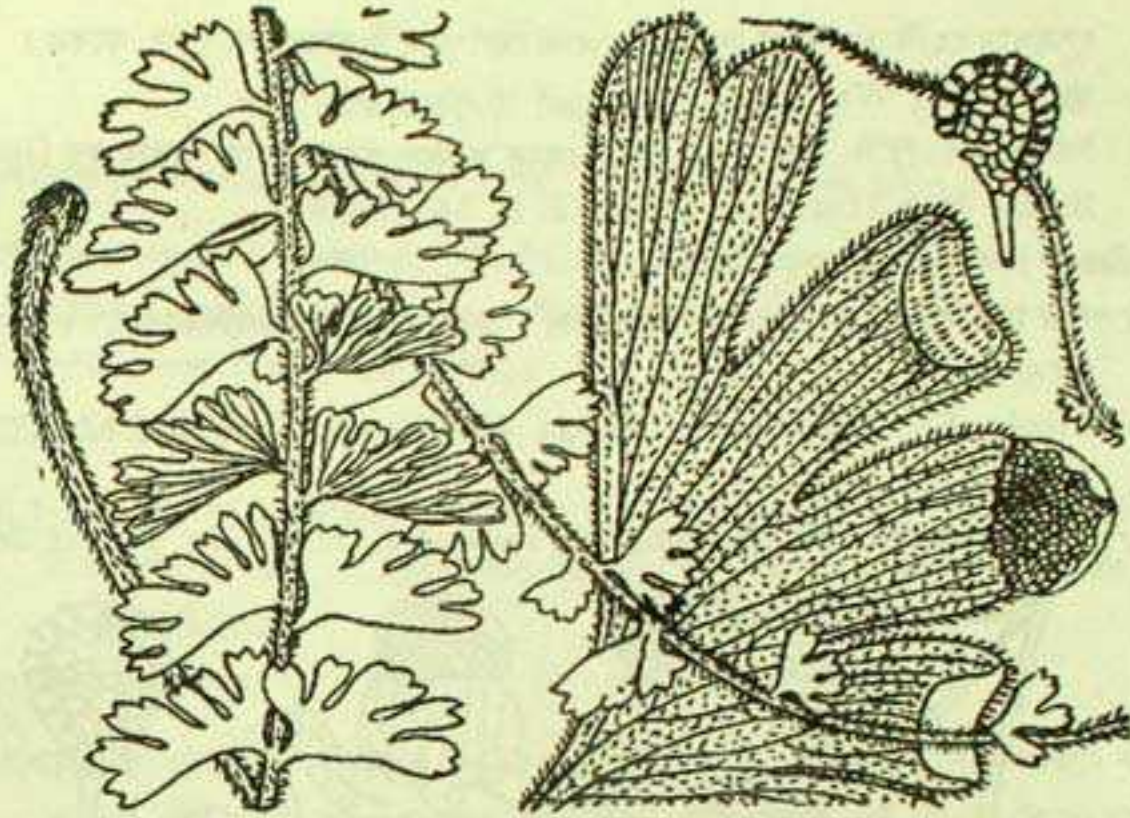
মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার পত্র সর্পি ও ছর বোগে ব্যবহৃত হয় (Ibbetson) ।
ইহার পাতা পাঁচড়ায় লাগাইলে পাঁচড়া আরাম হয় । কথিত আছে ইহা বহুমূত্র-
বোগে হিতকর (Watt) । মরিসন্ দ্বীপের লোকেরা ইহাকে ঘর্মকর বলিয়া বিশ্বাস
করে ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ডগা ও পাতা :—চর্মরোগ, বহুমূত্র, কাসি ও অরে ব্যবহৃত হয় ।

Fig :—Hook, Spec. Filicum, t. i, 20 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t
1029.

Ref :—Beddome, Hand book, Fern, Br. Ind., 83 ; B. P., ii, 1243 ; Prain,
H. H., 324.



665. *Adiantum caudatum* Linn. (মহুরশিখা)

666. *A. capillus-veneris* Linn. (হংসপদী)

Eng. Maiden-hair.

ভাষান্তরালী নাম :—হংসপদী—বাংলা ; হংসরাজ—হিন্দি ; ভূমতুলী—কান্নীয় ।

জন্মস্থান :—পশ্চিম হিমালয় প্রদেশ । ৮০০০ ফুট উচ্চে, দক্ষিণ ভারতে ও আফগানিস্থানে
জন্মে । ত্রাঙ্গদেশ ও মণিপুৰের সীমান্তে দেখিতে পাওয়া যায় ।

বর্ণনা :—ইহার পাতা হাঁসের পায়েৰ স্তায় বলিয়া ইহাকে হংসপদী বলে । পত্র ৪-২ ইঞ্চি
লম্বা, মন্থণ ও কৃষ্ণবর্ণ । পত্রে ২টি ভাগ আছে । পত্রের অগ্রভাগ মোটা, প্রত্যেক ভাগ
১-১ ইঞ্চি চওড়া, বোটা ১ ইঞ্চি, লম্বা ও পাতলা ।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র ।

মূলপ্রস্থানের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার পাতা গোলমরিচের সহিত বাটিয়া জ্বরে এবং
দক্ষিণভারতে সর্দি আস্থমের জন্ত মধুর সহিত মিশাইয়া ব্যবহৃত হয় (Watt) ।
পত্র চায়েৰ স্তায় ব্যবহার করিলে পেট বেগনা ও ত্রীলোকহিনের ব্রহ্মবজ্রঃ বোগ আস্থাম
হয় (Dymock) ।

মুসলমান হেকিমেরা ইহা কুহুববিষে এবং কেশপতন নিবারণে ব্যবহার করেন। ইহা
মুহু বিবেচক (Watt)।

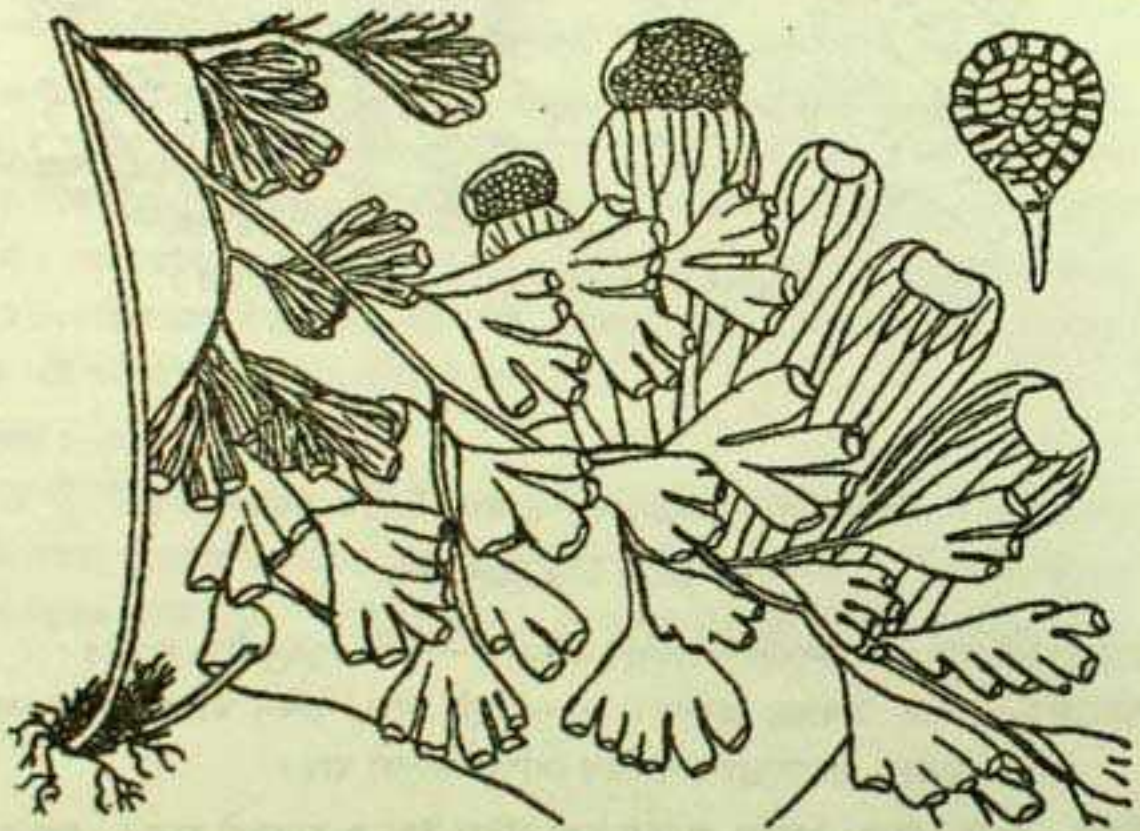
টাইকা বস চিনি কিছা মধুর সহিত সেবন করিলে কতুনাশরোগ আরাম হয় (Journ,
Bomb. Nat. Hist, Vol. 38, No 2. P. 346, (1936))

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

পত্র :—বিষতাকারক, স্লেমানিসারক, প্রস্রাবকারক, কতুনাশকারক, রসায়ন ও
জ্বরনাশক।

Fig.—Hook, Sp. Filicum. ii, t. 74 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med Pl., t.
1028.

Ref.—Beddome, Handbook, Fern. Br. India, 84 ; Hook, Sp. Fili, ii, 36.



666. *Adiantum capillus* Linn. হংসপদী।

667. *A. venustum* G. Don. (হংসরাজ)

ভাষানুসারী নাম :—হংসপদী—সংস্কৃত ; হংসরাজ—বাংলা। হংসরাজ—হিন্দি ; মূবারক
—বোঘে ; ঘাস—পালাব।

হংসপাদী-হংসপদী কীটমাতা ত্রিপাদিকা।

হংসপাদী গুরু: শীতা হস্তি রক্তবিষপ্রণাম্।

বিসর্পদাহাতিসার-লুতাকুতায়িরোহিণী: ॥

ভাবপ্রকাশ:। শুভ্রচ্যাদিবর্ণ:।

অপিচ

জ্যোত্বপদ্মারদোষদী বিজ্ঞেয়া চ রসায়নী ॥

নামপর্যায় :—হংসপাদী, হংসপদী, কীটমাতা, ত্রিপারিকা—এইগুলি নাম ।

গুণপর্যায় :—হংসপদী—ওকলাক, শীতবীৰ্য, রক্তের বিষ এবং ত্রণ নাশক । বিষপ, বাহু
অতিসার, লুতাবিষ, কৃত্তগ্রহ এবং অগ্নিবোহিনী নাশক । তাছাড়া ত্রম, ও অপদ্মার,
যোগীর পক্ষে হিতকর এবং রসায়নও ।

অবস্থান :—উত্তরভারত, নেপাল, কামরূপ, সিমলা ও খাসিয়া পাহাড় ।

বর্ণনা :—পত্র পক্ষাকার, বিম্লিভুক্ত, আঘাতাকার, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সর । বোটা ছোট । পত্র
কয়েক অংশে বিভক্ত । ইহার মধ্যে বড় বিভাগটির কিনারা গোলাকার, দাঁতের দ্বার
বা কবাতের দ্বার ।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষ্ধার্থে ব্যবহার :—ইহার পত্র হৃগ্ধকৃষ্ণ ও উগ্র । অধিক মাত্রায় ব্যবহার
করিলে বমন হয় । পত্র বলকারক, সর্দি নিবারক । চাখা নামক স্থানের লোকেরা ইহার
পত্র ভাঙস্থানে প্রলেপ দেয় ।

পাছাবে হংসরাজ একটি সাধারণ ঔষধ । ইহা বেদনা নিবারক এবং বক্ষে সর্দি বসিলে
প্রযুক্ত হয় । ইহার ঋতুকর ও মূত্রকর গুণ আছে । কবিরাজেরা ত্রি ত্রি *Adiantum*
এর ত্রি ত্রি বর্ণনা করেন নাই । তাঁহারা সকল গুলির সমান গুণ আছে বলিয়া বিশ্বাস
করেন । ইহার কাণের ভাপ, যা দ্বারা অতিশয় হিতকর । হেকিমেরা ইহা কুহুর বিধের
এর ইহার সহবৎ দ্বার ভোগের পর ঘোঁরুলো ব্যবহার করিতে বলেন (Watt) ।

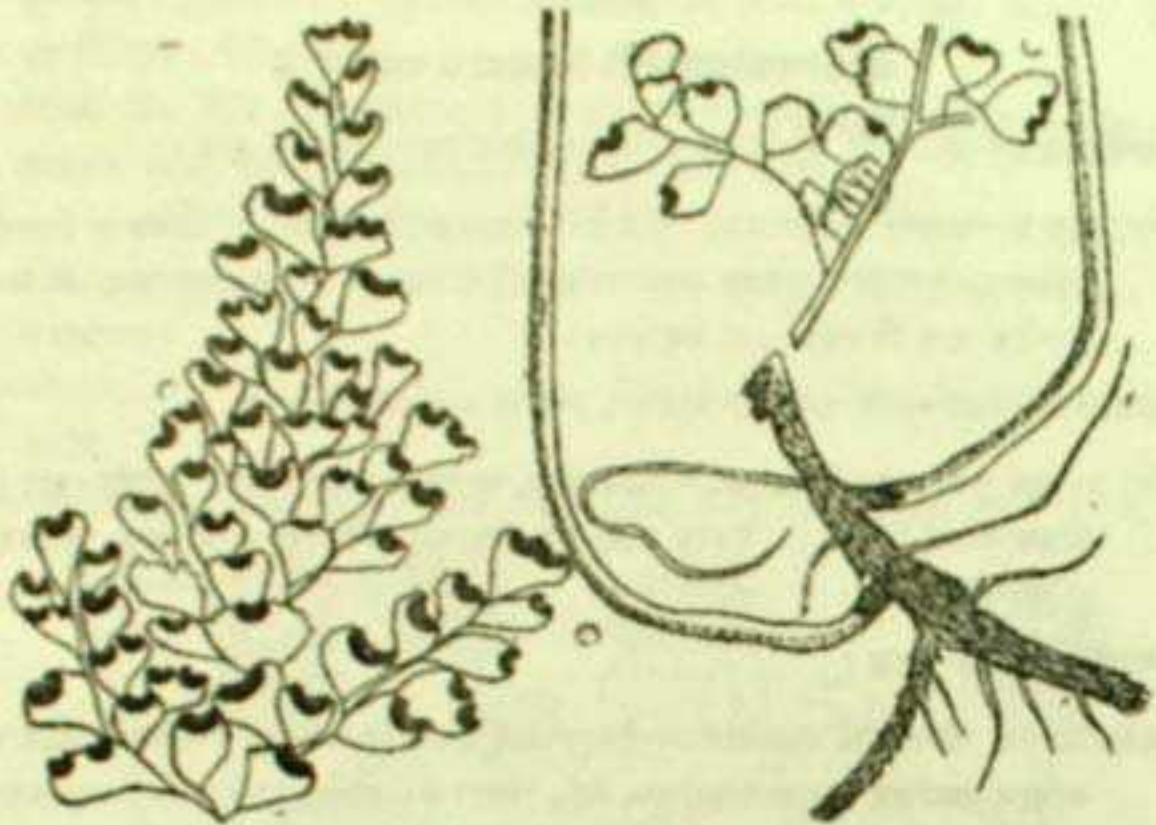
ইহার কেশপতননিবারক ক্রিয়ার শক্তি আছে ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ভগা ও পাতা :—রসায়ন, ত্রবকারক, প্রেমনিঃসারক, প্রস্রাবকারক, ঋতুপ্রস্রাবকারক,
সঙ্কোচক, বমনকারক, কীকড়া বিহার দংশনে উপকারী ।

Fig.—Hook. Spe., Filicum, ii, t. 76.

Ref.—Beddome Handbook. Fern. Brit. India., 86 ; Hook., Sp. Fillic.
ii, 40.



667. *Adiantum venustum* G. Don. (হংসহাত)

Genus—POLYPODIUM Linn.

668. *P. quercifolium* Linn. (শুক্লফল)

Drynaria quercifolia J. Smith

ভাষানুসারী নাম :—অম্বকত—সংস্কৃত ; শুক্লফল—বাংলা ; কাঞ্চলি—হিন্দি ; বাসিং—মহারাষ্ট্র ; পায়াকিলাহাছমানাকোলা—মালয় ।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারত, মধ্য ও পূর্ববঙ্গ । হুন্দরবন, চট্টগ্রাম ।

বর্ণনা :—এই উদ্ভিদ কৃষ্ণের উপর জন্মে । পত্র দুই প্রকার । সাধারণ বীজহীন (Spore) পত্র ৫-১২ ইঞ্চি লম্বা ও ৩-৭ ইঞ্চি চওড়া । কতি অল্পসংখ্যক পত্র থাকে । কিন্তু বাকিবার সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় বাদামী হা এরা হইয়া থাকে । পত্রাংশে বহুভাগে বিভক্ত । (Spore) বীজহীন পত্র ২-৩ ফুট লম্বা, লম্বাকৃতি দৃক, বহুভাগে বিভক্ত । পত্রাংশে ৫-৬ ইঞ্চি লম্বা । মারহাট্টা দেশীয় লোকেরা এই গাছের পত্র বিবাহের সময় বহু ও

কলার মতকৈ বৃষ্টিগের জায় ব্যবহার করে। ইহার মূল শরমের জায়। Dr. Rheede বলেন যে, এই উদ্ভিদ যে গাছে আছে সেই গাছেরই অংশ জায় হয়। বৃষ্টিগা গাছে অতিশয় উহা অধিক মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহার পাত্রে টিপ, টিপ, বাগ আছে। বর্ষাকালে ফুল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা বহুত সম্বন্ধীয় অর ও অধীর্ণাশক (Dymock)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত ভাষ্যপরিচয় :—

গাছ—বৃক্ষ, অরকারী অর, অতিমান্দ্রা এবং কালে ব্যবহৃত হয়।

পাতার অংশ :—মালয় দেশে ফুলার পুল্টিস্ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xii. t. 11; Hook., Gard. Fern. t. 5.

Ref.—Willd. Sp. Pl., 170. vol. v. Pt. I.; Hook., Gard., Fern 17; B.P., ii, 1253; Roxb., F. L., 750 (Ed. C. B. C.); Prain, H. H. 325.



668. *Polypodium quercifolium* Linn. (ভল্লভ)

Genus—ACTINIOPTERIS Link.

669. A. dichotoma Bedd. (ময়ূরপঙ্খী)

ভাষাভেদে নাম :—ময়ূরপঙ্খী—বাংলা ; ময়ূরপখ—হিন্দি ; ময়ূরশিখা—বোম্বে ; ভুইতার—
গুজরাট ।

জন্মস্থান :—ভারতবর্ষের সর্বত্র । ৩০০০ ফুটের নিম্নে শুষ্ক ও পর্বতময় স্থান । পায়স ও
কাবুল । খান্দালা, মহাবালেশ্বর বোম্বে কাতরাজঘাট এবং বোম্বাইয়ের জিক্টোরিয়া
উদ্যান । লঙ্কাদ্বীপ ।

বর্ণনা :—পত্রসমূহ ঘন সন্নিবিষ্ট এবং গুচ্ছবদ্ধ । পত্র লম্বা ডাঁটায় সংলগ্ন । পত্রাংশ চওড়া,
বহুভাগে বিভক্ত, কতকটা তালপত্রের স্থায় বিস্তৃত । (Spore) বীজবাহী পত্রাংশ,
(Spore) বীজহীন পত্র অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড় ।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র ।

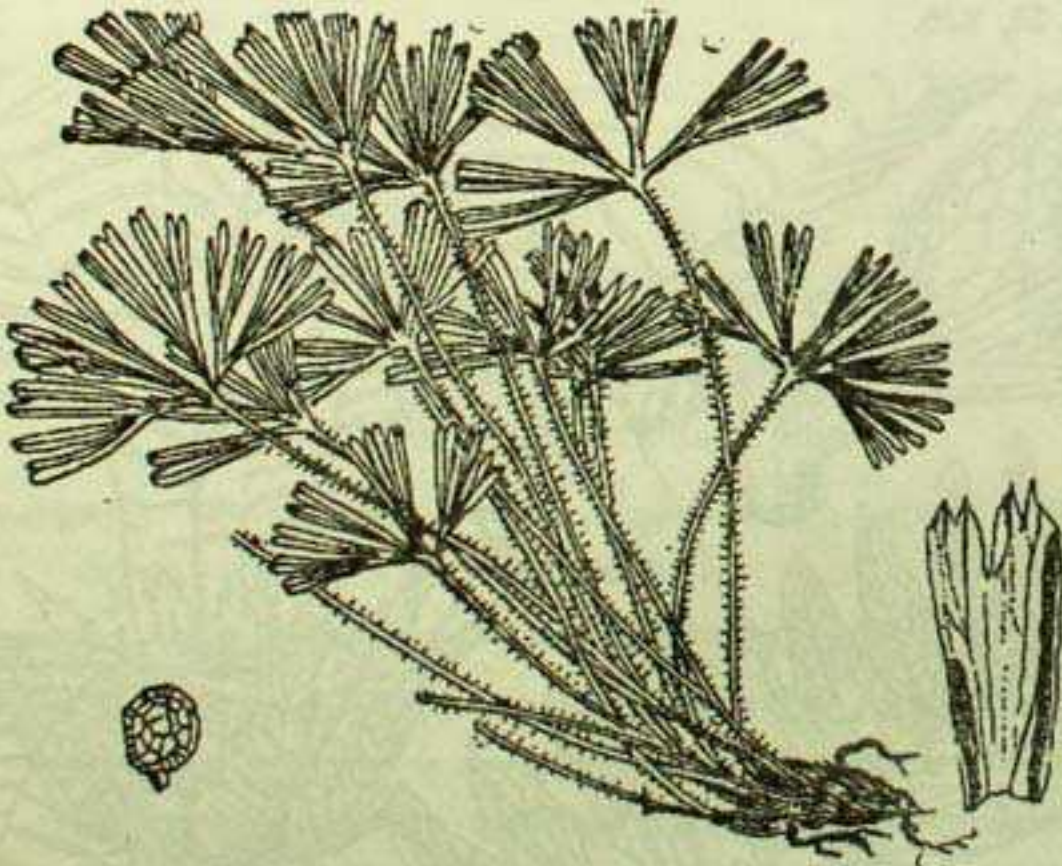
মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা ক্রিমিনাশক এবং রক্তস্রাব নিবায়ক ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ :—ক্রিমিনাশক এবং রক্তরোধক ।

Fig. — Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1027 ; Blatter & Almeida, Ferns
of Bombay. Pl. x ; Bedd. Ferns of Brit. India, Fig. 98 (1883),

Ref. — Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., Vol. 2p. 1389 ; Blatter & Almeida,
Ferns of Bombay. p. 122 ; Bedd, Ferns of Brit. India, p. 197 ;
Dymock, Vol III. p. 627.



669. Actiniopteris dichotoma Forsk. (ময়ূরপঙ্খী)

CXXI. SALVINIACEAE.
Genus—AZOLLA Lamk.
 670, *A. pinnata* Lamk. (পানা)

ভাষানুসারী নাম :—পানা—বাংলা।

জন্মস্থান :—ভারতের সর্বত্র পুকুরে জন্মে।

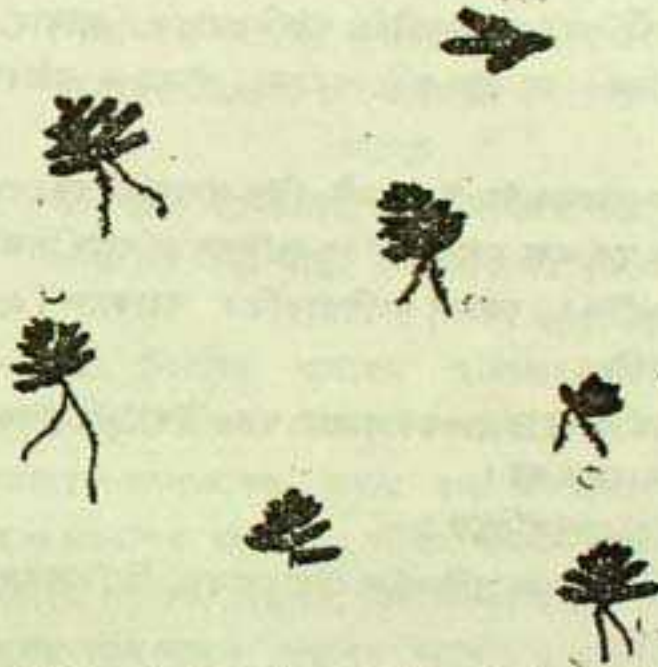
বর্ণনা :—পানা ভাসমান উদ্ভিদ। পুকুরের উপরিভাগে জলে ভাসিয়া থাকে। ইহার পত্র ২-১ ইঞ্চি লম্বা। বহু শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট। পত্রের অগ্রভাগ গোলাকার, রক্তাভ ধূসরবর্ণ। শিকড় সফ ও লম্বা; জলের তিতর থাকে। বর্ষাকালে (Spore) বা বীজ হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড়।

মূলঔষধাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—পানার শিকড় শিউকর ও মূত্রকর।

Fig :—Griff., lc. Pl. Asiat., t, 119-23 (1849).

Ref :—B. P., ii, 1266 ; Prain, H. H., 326 ; Gard. Cron. Ser. iii, xiv, 15 (1893) Fig. 6.



670. *Azolla pinnata* Lamk. (পানা)

Genus—SALVINIA Schreb.

671. *S. cucullata* Roxb. (ইন্দুরকানি পানা)

ভাষানুসারী নাম :—আখুকনী, মুখাকর্নী, কৃষিকা—সংস্কৃত; ইন্দুর কানি পানা—বাংলা; ভোপলী—হিন্দি; ভোপালী—মহারাষ্ট্র; বগ্নিহক্কে—কণাট; পেরিটাইকিবে—তামিল; টেরুয়াটালি—তেলেগু; উত্তিয়কানি পানা—বোম্বে।

স্তাদাখুকর্নী কৃষিকা জবস্তী

চিত্রা স্কবর্ণোন্দুরকর্নিকা চ।

স্ত্র্যগ্ৰোদিকা মুখিকনাগকণী
 স্ত্র্যবৃন্দিকণী বহুকণিকা চ ॥
 মাতা ভূমিচরী চণ্ডা শব্দরী বহুপাদিকা ।
 প্রত্যক্শ্রেণী বৃষা চৈব পুত্রশ্রেণ্যজিহ্বহরী ।
 আখুকণী কটুষ্ণা চ কফপিত্তহরী সদা ।
 আনহাজ্বরশূলগর্ভি-নামিনী পাচনী পরা ।
 অপিচ—

কৃমি-গ্রন্থা-মূত্রকৃচ্ছ্র প্রমেহ কুষ্ঠয়ী চ ।

রাজনিঘণ্টুঃ । শুভ্রচ্যাদিবর্গঃ ।

মামপর্ধ্যায় :—আখুকণী, কৃদিকা, ভবন্তী, চিআ, স্বকর্ণ, ইন্দুকণিকা, স্ত্র্যগ্ৰোদিকা, মুখিকা, নাগকণী, বৃন্দিকণী, বহুকণিকা, মাতা, ভূমিচরী, চণ্ডা, শব্দরী, বহুপাদিকা, প্রত্যক্শ্রেণী বৃষা, পুত্রশ্রেণী—এই উনশটি নাম ।

গুণপর্ধ্যায় :—আখুকণী—কটুরস, উষ্ণবীৰ্য, কফপিত্তনাশক । আনহা, জ্বর, শূলরোগনাশক । এবং অত্যন্ত পাচক । তাছাড়া কৃমি, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রমেহ ও কুষ্ঠরোগেও এর উপকারিতা আছে ।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশ ও ভারতবর্ষের অন্তর্য নদী, ঝিল ও পুকুরিগীতে দেখা যায় ।

বর্ণনা :—ইহার পত্রবৃত্ত সূত্র এবং কাণ্ডের সহিত অতিশয় ঘেঁসাবেঁসিভাবে থাকে । পত্র লম্বা অপেক্ষা চওড়া অধিক । বৃহৎদেশ হৃদপিণ্ডাকৃতি । বর্ষাকালে (spore) বা বীজ হয় ।

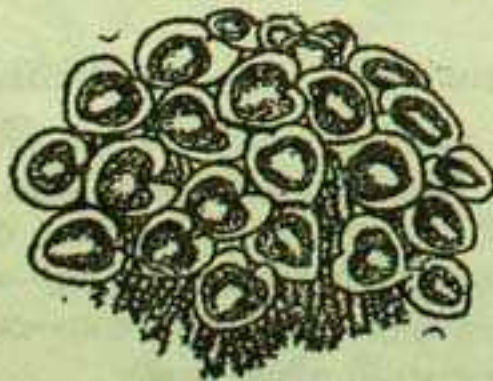
ব্যবহার্য অংশ :—শিকড় ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বড় পানার মত । ইহা কৃমিনাশক, অপরাপর কৃমিনাশক, ঔষধের সহিত ব্যবহৃত হয় ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ :—দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণ শক্তিবর্দ্ধক, প্রস্রাবকারক, ক্রিমিনাশক, বাতে এবং নিউর্যাল-জিয়াতে উপকারী ।

Ref :—Roxb., F. I., 745 (C. B. Clarke) ; B. P., ii, 1265 ; Prain, H. H., 326.



671. *Salvinia cucullata* Roxb. (ইন্দুরকানি পানা)

CXXII. MARSILIACEAE.

Genus—MARSILEA Linn.

672. M.. quadrifolia Linn. (সুনিষল শাক)

ভাষানুসারী নাম :—শিতাবরী, শিথী, সুনিষলক—সংস্কৃত, শুধুনিশাক—বাংলা ; চৌপতিয়া, শিরিয়াবী—হিন্দি ; কুরড়—মহারাষ্ট্র ; ওটীগণ—উজরাট ; খড়কতিয়া—কর্ণাট ; সুনিষল মনেশাকমু—তেলেগু ; ছুনছুনিয়া—উঃ ; অধর—কান্না ; বজ্জহল-অজরা—আরব ।

শিতাবরী শিতাবরঃ সূচ্যাহবঃ সূচিপত্রকঃ ।
 ত্রিবারকঃ শিথী বক্রঃ অস্তিকঃ সুনিষলকঃ ॥
 কুরটঃ কুরটঃ সূচী-দলঃ খেতাখরোহপি সঃ ।
 মেধাকুদ্ গ্রাহকশ্চেতি জেয়ঃ পঞ্চদশাহবয়ঃ ॥
 শিতাবরস্ত সংগ্রাহী কষারোকজিদোষজিৎ ।
 মেধাকুরচিপ্ৰদো দাহ-অরহাঙ্গী রসায়নঃ ॥

অপিচ

সুনিষলো হিমোগ্রাহী মোহদোষজয়াপহঃ ।
 অবিদাহী লঘুঃ শ্বাস্ত্রঃ কষারোকক্ষঃ দীপনঃ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । শতাহ্বাদিবর্গঃ ।

নামপৰ্য্যায় :—শিতাবরী, শিতাবর, সূচ্যাহব, সূচিপত্রক, ত্রিবারক, শিথী, বক্র, অস্তিক, সুনিষলক, কুরট, কুরট, সূচীদল, খেতাখর, মেধাকুৎ, গ্রাহক—এই ১৫টা নাম ।

গুণপৰ্য্যায় :—শিতাবর—মলসংগ্রাহক, কষায় রস, উষ্ণবীৰ্য, ত্রিদোষ নাশক, মেধা ও রুচিপ্ৰদ, দাহ ও অরনাশক, রসায়ন । অপিচ, শীতবীৰ্য, মলসংগ্রাহক, মোহ, ত্রিদোষ-নাশক, অবিদাহী, লঘুপাক, শ্বাস্ত্র রস, বিপাকে কষায় রস, ক্ষক ও অগ্ন্যদীপক ।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের সর্বত্র জন্মে । পুকুরের কিনারায় ও আর্দ্র জমিতে বা খাজ ক্ষেত্রে ।

বর্ণনা :—জলজ উদ্ভিদ । পুকুরের কিনারায় জন্মে । পত্রের বৃন্ত সর ও পত্র ৪ ভাগে বিভক্ত । কন্দমের উপর লতাইয়া হয় । শীতকালে (Spore) বা বীজ হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র ।

বৈজ্ঞানিক সুনিষলকের ব্যবহার ।

চরক :—(১) বাতকাসে সুনিষলক—বাতকাসরোগীকে সুনিষলক শাক ভোজনার্থ ব্যবহা করা যায় (চিঃ ২২ অঃ) । (২) বিষদোষে সুনিষলক—বিষার্ণের পক্ষে সুনিষলক শাক পথ্য (চিঃ ২৫ অঃ) । (৩) উরুস্তম্ভে সুনিষলক—তিল তৈল ও জলসহ পক সুনিষলক শাক বিনা লবণে উরুস্তম্ভ রোগীকে ভোজন করাইবে (চিঃ ২৭ অঃ) ।

(৪) মূত্রকুচ্ছে সুনিষলক বীজ—সুধুনীশাকের বীজ ঘোলের সহিত পেষণ পূর্বক ঘোলসহ পান করিলে মূত্রকুচ্ছ নিবৃত্তি পায় (চিঃ ২৬ অঃ) ।

সুশ্রুতঃ—রক্তপিত্তে হনিষ্যক—রক্তপিত্ত রোগীকে হৃত ভক্ষিত হৃদ্বীশাক ভোজন
করিতে দিবে (উঃ ৪৫ অঃ) ।

এখানে ভাবপ্রকাশের রক্তপিত্ত চিকিৎসার বা বলা হয়েছে—সেটি সুশ্রুতের
অভিমতের বিপরীত—ওখানে ইদং নিত্রাকরং প্রোক্তং রক্তপিত্তে বিবজিতম্ ॥ অর্থাৎ
নিত্রাকর ঠিকই কিন্তু রক্তপিত্ত রোগীকে দেওয়া উচিত নয় ।

মূলপ্রস্তাংশের ঔষধার্থে ব্যবহারঃ—

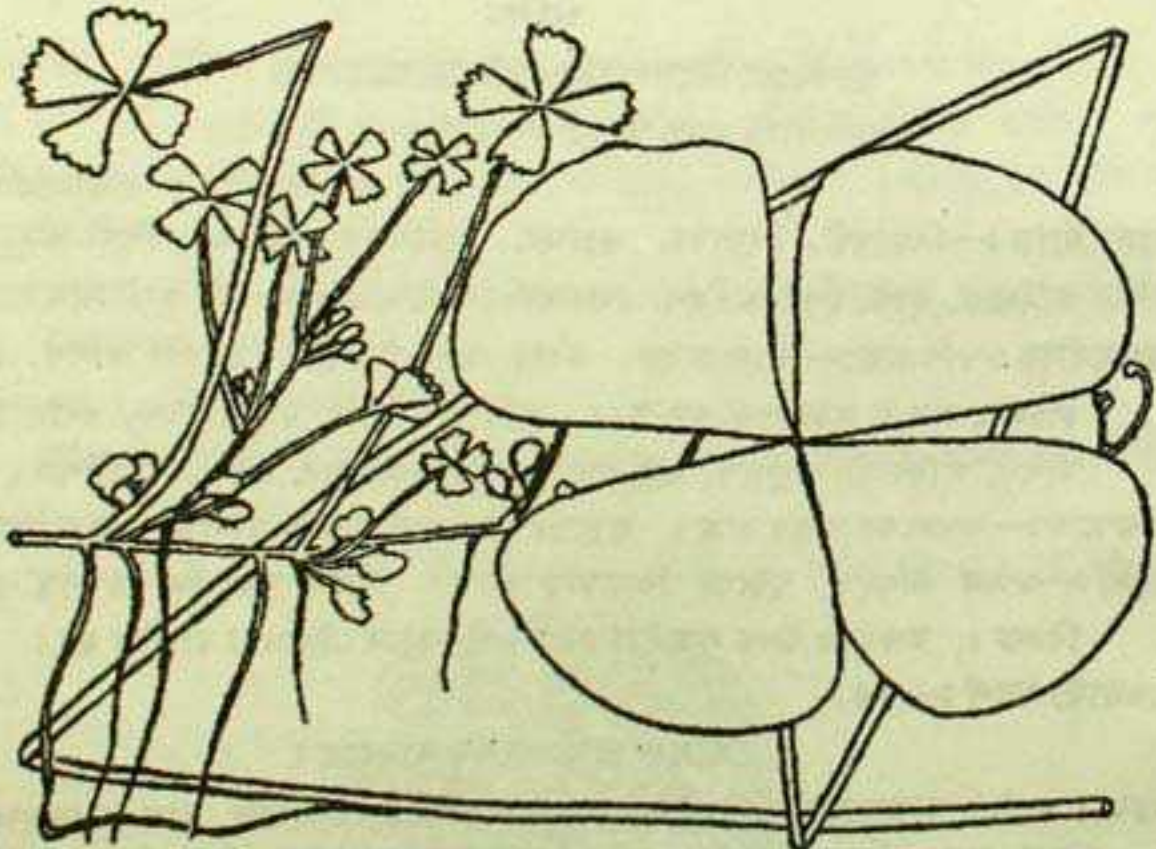
হৃদ্বীশাক খাইলে নিত্রাহীন ব্যক্তির নিত্রা হয় । হৃতবাং উদ্ভাদামিতে ইহা পথ্যবস্তুরূপ
শাকার্য প্রদুত হইতে পারে ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ :—প্রস্রাবকারক, কামোদ্দীপক, প্রেম্যানিঃসারক, ত্রবকারক ।

Fig :—Lamarck, Ill., v, t. 863 ; Raveil, Regne. Veg. iii, t. 15, 10. t. 30.

Ref :—Muhan, Fl. & Fern. U. S. ii, t. 4 ; B. P., ii, 1266 ; Roxb., F. L.,
(C. B. Clarke) 745.



672. *Marsilea quadrifolia* Linn. (হৃদ্বীশাক)

বাঙ্গালী ও সংস্কৃত নামের বর্ণমালা অনুযায়ী মুচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অ		অর্পণ	১২৬৭
অফোভা	৩৫৮	অলক	৭৪২, ৭৪৬, ৮২২
অগন্ত্য	৪০২	অলাবু	৪১৭
অগতি	৪০৭	অশন	৪৬৩
অগাধাস	১২২৬	অলোক	৩২৮
অগ্নিগর্ভ	৪৮৮	অধর্ক	১২২
অগ্নিজিহ্বা	৬৬৩	অধগজা	৮৪১
অগ্নিমহ	২১২	অধঃ	৭২৫
অগ্নিনিধা	১২২৮	অধঃ	১০২৮
অগুণ	১০১৭	অধঃ (গজা)	১১০১
অকোট	৬৪৬	অহিসংহার	২৫৬
অজমোদা	৫৬৭	অহিকেন	৫৭
অজঃ	৩০২	আ	
অভসী	১৭২	আকোড়	৪৮১
অভিবলা	১৪২	আতমোদা	১৫২
অভিবিদা	১	আশকল	২৭০
অনন্তমূল	৭৫৬	আত	১২২৪
অভ্রমূল	৭৬০	আকনামি	৩০
অপরাধিতা (নীল)	৩৪৮	আকল (বড়)	৭৪২
অপার্যগ	২৫৬	আকল (খেঁত)	৭৪৬
অমরা	৪৫৮	আকরকরা	৬৩৪
অমরাগন্ধক	৮৫০	আকাশবরী	৮০৪, ১০১৩
অমরাবেল	৮০৪	আকাশবেল	১০১৩
অমলকুটি	৪১৫	আধবোট	১০৩৪, ১১১৮
অমোঘা	৮০৬	আগমুখী	৩৭৭
অমোঠ	৪০	আফোল (অফোট)	৪৮১
অম্বেতস	২৮২	আজু	২৬০
অরাধক	৮৭২	আচ	৬১৫
অর্ক	৭৪২	আটকপালি	৮৬২
অর্কমূল	৮৮৪	আতবীজাখীর	১২০
অর্কুন	৪৫০	আতা	২৪

১৩৫৪

ভারতীয় বন্যোষধি

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
আতিথ্য	১	ই	
আম্রপুষ্ণা	৩৭৭	ইন্দু	১৩২৫
আদা	১১৬৫	ইন্দুদী	২১৬
আত্রক	১১৬৫	ইন্দুর কানি পানা	১৩৪২
আচাকি	৩৩২	ইন্দ্রধব	৭৩১, ৭১২
আনারস	১১৮৮	ইন্দ্রায়ন (ছোট)	৫০৭
আনারস (ছোট)	১১৮৮	ইন্দ্রায়ন (লাল)	৫০৭
আনারস (দিলাতী)	১১৮৮	ইন্দ্রবারুনী	৫৫২
আশাও	২৫৬	ইন্দিকাপ	৫২৭
আমআদা	১১৫৫	ইন্দ্রবীধ	২১০
আমড়া	২৮৮	ইন্দ্রমূল	৮৮৪
আমর্ত্তকী	৩৪৪		
আমরুল	১৮৩	ঈ	
আমলক	১০৭৪	ঈশপগুল	২৪৬
আমলকী	১০৭৪	ঈশলাঙ্গুলা	৭৭৩
আমলকুটি	২৫২	ঊ	
আমলতা	২৫২	উজ্জ	৫৪৫
আমলা (ফুঁই)	১০৭৮	উজ্জগাঁতি	৮২৭
আম্বলাভম্বী	২৩২	উজ্জব	১১০৩
আম্র	২৭৭	উপোদকী	২৭৮
আম্রাতক	৪০২	উলু	১৩১৬
আরাপান	৬৩০	উবীর	১২২২
আরুধ	৩৩৪		
আলকুনী	৩৭৩	ঋ	
আলগোবা	৩৭৩	ঋত্ভিধান	৬৩২
আলু (কাটা)	১২০৫		
আলু (কুহু)	১২০৫	ঋ	
আলু (ধাম)	১২০৫	একলেজা	৪০
আলু (গরানিয়া)	১২০৫	একালী	২০৭
আলু (চুপড়ি)	১২০৫	এরাকট	১১৬৩
আলু বোধরা	৪৩৩	এলা	১১৭৮
আলু (মৌ)	১২০৫	এলাচ (ছোট)	১১০৮
আলু (বালী)	৭৮৮	এলাচ (নেপালী)	১১৭৬
আলু (লালগরানিয়া)	১২০৫	এলাচ (বড়)	১১৭৬
আলু (শোর)	১২০৫	এলাচ (মোরঙ্গ)	১১৭৭
আলু (সক্রকন্দ)	৭৮৮	এলাচ	১০৬০
আলু (সুহুনি)	১২০৫	ঔ	
আলোকলতা	৮০৪	ওকড়া (সুহুনি)	১০৪৪
অফোতা	৭৩৫	ওকড়া (বন)	১৭০, ৭০৮
আগশেওড়া	২০৬		

বর্ণমালা আনুযায়ী সূচীপত্র

১৩৫৫

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ওল	১২৬৭	করবী (হুখ)	৭২২
ওলকপি	৬৫	করমচা	৭১০
ওলটকমল	১৫৬	করমফ'ক	৭১৫
		করগা	৫৫৫
ক		করলা (ধার)	৫৫৭
কবুড	৪৫০	করণা নেবু	১২৪
ককোআরু	২৪০	করটকী	৫৫৩
ককোলক	৩২৮	করটপুজী	২৭১
কচু	৫২০	কর্ণ নেবু	১২৪
কচু (ঘেঁট)	১২৮০	কণিকার	১৬১
কচুব	১১৬১	কপু'র	৮৫২
কটকী	৮৪২	কপু'র (কচুরি)	১১৫০
কটফল	১১২০	কপু'র হবিয়া	১১২৬
কটীলা	৪৫২	কর্মবজ	১৮০
কটুকা	৮৪৬	কলবীশাক	৭২৫
কটুরোহিনী	৮৪৬	কলমী (হুখ)	৭২৬
কগামুল	২৮৮	কলমী	৭২৫
কণ্টকল	৮২৫	কল (ছোট)	৭৮১
কটিকারী	৮১৩	কল (বড়)	৭৮২
কতক	৭৬৫	কলা	১১৮২
কতুল	১২২৮	কলাই	৩৮৩
কমধ	৫৮৪	কলুরী	১৩৫
কমধ (কেলী)	৫২০	কলুরী (কাল)	১৩৫
কমধ (ধারা)	৫৮৪	কাবড়া পুজী	২৭১, ২৭৪
কমধ (ম্লি)	৫২০	কাবয়োল	৫৪৩
কমলী	১১৮২	কাবুড়	৫৫৭
কনকচাঁপা	১৬১	কাচড়ানাম	৫০০
কনক ধুতুরা	৮২৮	কাটা আলু	১২০৫
কলিফজু	৩৭৭	কাটা কলিকা	৮৭৪
কলিথ	২২০	কাটা করজা	৫১৩
কলিথপলী	২২০	কাটাগুড় কামাই	৭৬
কপিলক	১০৭০	কাটা খাঁচী	৮৮৬
কমলাগুড়ি	১০৭০	কাটা নটে	২৬৬
কমলা মেবু	১২৩	কাঠাল	১০৮৭
কয়েতবেল	২০২	কাকজন্মা	২৫৪
করজা (টক)	৭১০	কাকজধু	৪৭৫
করজা (জহর)	৩৮৭	কাকজুহু	১১০৬
করজা (নাট)	৪১৩	কাকজুতী	৭৫৮
করজা : পুতি)	৪১৩	কাকনালা	৮৭৭
করবী	৭২৫	কাকমাচী	৮০৭

১৩৫৬

ভারতীয় বার্নোবধি

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
কাকমারী	২৮	কিসমিস	২৬০
কাগজী নেবু	২২৬	কীচক	১৩০৩
কাজুপটি	৪৮৪	কুঁচ	২২৮
কাকন (দেব)	৩ ৬	কুঁচিকাটা	৩৭৫
কাকন (রক্ত)	৩২৫	কুঁচিলা	৭৬২
কাকন (বেত)	৩২২	কুঁদ (বড়)	৬২৩
কাকনার	৩৩১	কুইনাইন	৫৮৭
কাঠিঠাপা	৭৩৭	কুকসিম	৬৩২
কাঠবিহ	৪৭	কুকসিম ছোট)	৬২৩
কাঠলতা	১৫৮	কুকুর আলু	১২০৫
কাঠীর	১৩	কুকুর কট	৬১৫
কানচিড়ে	৫৭৩	কুকুর চিতা	১০১৪
কাছড় (বড়)	১২০১	কুকুর চুড়া	৬০৪
কাবলিমটর	৩৮৫	কুকুর জম্বু	৪৭৫
কাবাবচিনি	২২৮	কুকুর জিহ্বা	২৫৩
কাখবান্না	১৮০	কুকুরজ	৬৩২
কামিনী	২০৭	কুকুর (শোলা)	৬৫২
কাছচাল	১১২০	কুম্ব	১১২১
কাছবেল	৫৪৫	কুচন্দন	৩০১
কার্পাস	১৩২	কুটু	৭১২
কালকল্পরী	১৩৭	কুটু (কুম্ব)	৭১২
কালকেরা	৭২	কুড়	৬৪২
কালকেসেন্দ (ছোট)	৩৩২	কুণ্ডালি	৭০৬
কালকেসেন্দা (বড়)	৩৩৭	কুদারি	৫৫১
কাল জাম	৪৭৫	কুন্দ	৬২৮
কাল জীরা	১৫	কুন্দুলেফুদ	৭৩৩
কাল ধুতুরা	৮২৮	কুমড়া	৫৪২
কালবালা (মা:)	৬২১	কুমড়া (মিঠা)	৫৪০
কালমেঘ	৮৮২	কুমড়া (বলি)	৫২৫
কাল হুইজা	১১২৪	কুমারিকা	১২১৩
কাল	৮৭৩	কুম্বী	৪৭৩
কালিকাঁট	১৫৪০	কুস্তিকা	১২৭৬
কাশ	১৩৩১	কুম্ব	৪২
কাশমর্দ	৩৩২	কুম্ব চি	৭১২
কাশমার	৩৩৭	কুম্বটক	৮৮৬
কাশ্মিরী কা	২৬০	কুম্বলী	১২৩৮
কাশ্মীরজ	৬৪২	কুস্তিকলাই	৫৫৫
কিশুক	৩২০	কুল	২৪৭
কিরাত	৮৮২	কুলজন	১১৪৭
কিরাত তিরু	৭৭০	কুলখকলাই	৩৩৫
কির'মার	২৮৬	কুলাহল	৮৪২

বর্ণমালা অনুযায়ী সূচীপত্র

১৩৫৭

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
ভুলেখাড়া	৮৭৪	কীরবেজুর	৬৮৩
ভূশ	১৩১৩	কুদি ওকড়া	১০৪৪
ভূষ্ট	৬৪২	কেত কুমড়া	৫৪২
ভূষ্টনাশিনী	৩২১	কেত পাপড়া	৫২৭
ভূমাও (ছাঁচি)	৫২৫	কেত্রপপটী	৫২৪
ভূম	২৬৫		
ভূমভুল	৬৩২		
ভূম্ব	৬৩২	খড়ি	১৩৩০
ভূপা	২২৫	খদির	৩০৫
ভূম্বুটজ	৭২২	খরমজরী	২৫৬
ভূম্বকেলি	২৫৪	খরমুজা	৫০৫
ভূম্ব চুড়া	৪২৪	খর্জুর	১২৫৪
ভূম্ব জারক	৫৬০	খসুখসু	১২২২
ভূম্ব তুলসী	২২৬	খাগড়া	১৩৩০
ভূম্ব মুখলী	১১২৬	খামো	৪৪৮
ভূম্ব শারিখা	৫৫৬	খিরনী	৬৮১
ভূম্ব শিরীষ	৩১৫	খেজুর	১২৫৪
কেউ	১১৭৪	খেজুর (পিও)	১২৫৬
কেওড়া	১২৬২	খোসারী	৩৬৮
কেতকী	১২৬২	খোদাসানী ঘোদান	২৩০, ৮৩২
কেয়া	১২৬২		
কেয়ই (ছোট)	১০৫১		
কেয়ই (বড়)	১০৫৩		
কেয়ই (খেত)	১০৫৫	গজুর (বড়)	১৮৭৪
কেলিকদম	৫২৩	গজপিপলী	১২৭৮
কেশরদাম	৫০০	গণিকারিকা	২১২
কেশরাজ	৬৪২	গজতুল	১৩০০
কেশে	১৩৩১	গজ-নতুলি	৫২২
কেহর	১২২০	গজবিবেজা	১১২৮
কেহরিয়া	৬৪২	গজবেনা	১১২৪
কোকনদ	৫২	গজভাটুলিয়া	৬০২
কোকিলাক্ষ	৮৭৪	গজ মালতী	৭১২
কোমো	১৩১২	গম	১৩৩৫
কোত্র	১৩১২	গয়াখখ	১১০১
কোবিসার	৩২৫	গরানিয়া আলু	১২০৫
কোবাতকী	৫২২	গরুড়চাপা	৭৩৭
কোহিবাক	৮৩১	গড়গড়ে	১৩৩৮
কীনডক	৪১৭	গর্জন	১২১
কিরা	৫৩২	গর্জন (তেলিয়া)	১২১
কিরিকা	৬৮১	গর্জন (মুলিয়া)	১১৮
		গাজর	৫৭১

বিধ	পৃষ্ঠা	বিধ	পৃষ্ঠা
পাঁজা	১০২২	গ্রহিণী	৬৩৭
গাড়ী কলাই	৬৪২		
গাছাল রজন	৪৩১	ঘটীশেওড়া	১১০৮
গাব	৬৮৫	ঘণ্টাকর্ণ	২০১
গাব ভেবেজা	১০৬০	ঘণ্টা পারুল	৭০৪
গামাব	৩২১	ঘণ্টা পুন্স	৮২৫
গাভারি	২২১	ঘলঘবা	২৪২
গাহরি	১০৬৮	ঘি-করলা	৫৪৭
গিরি মন্ডিক	৮২২	ঘুত-হুয়ারী	১২১৮
গিলা	৬৬০	ঘেটকু	১২৮০
গীমানাক	৪৫৬	ঘেঁটু	২০১
গুপ্তগুপ্ত	২২০	ঘোড়ানিম	২৩০
গুলা	২২৮	ঘোড়াবচ	১২৬৩
গুড়কায়াই (কাকমাটি)	৮০৭	ঘোষা লতা	৫২২
গুড়ুচী	৩২		
গুয়ারা	১০২২		
গুরু	১৩৪৬	চক্রমর্দ	৩৪১
গুহে-গেদা	২০৬	চনক	৩৪৬
গুহে-বাবলা	৩০৮	চন্দন	১০২৫
গুণ্ঠিনি	৬৪১	চন্দনবেতো	২৭৩
গুলাল তুলসী	২৩১	চন্দন (বক্ত)	৩০১, ৩২৪
গেদা (গুহে)	২০৬	চন্দ্রশূর	৭৪
গেদা (তুল)	৬৫২	চন্দ্রা	১৭, ৭২৩
গোকুর	১৭৫	চন্দ্রিকা	৭২৩
গোজিহা	৬২৭	চন্দিকা	১০০০
গোঠ বেগুন	৮২১	চন্দক	২১
গোধূবি (বেত)	১২৮১	চান্দামালা	৭৭২
গোধূম	১৩৩৫	চ.পা	২১
গোবরা	২৪০	চাপা (কুই)	১১৫০
গোয়াল কাঁকড়ী	৫৪২	চাপানটে	২৬৮
গোয়ালে লতা	২৫৮	চাপা মুচুন্দ	১৬২
গোবক আমলি	১৪৫	চাউলমুগরা	২৬, ২৪
গোবক চাকুলে	১৫৪, ৪২৮	চাউলমুগরা (একত)	২৭
গোরিয়া	৪৪২	চাকুলে	৩৪১
গোলক (পদ্ম)	৬৬	চাকুলিয়া	৪২৮
গোলক	৩২	চাকুলে (গোবক)	১৫৪, ৪২৮
গোলমরিচ	২২৫	চামেলি	৬২৪
গোল সাঙ	১২৫২	চায়া	২৬০
গোল্যপ	৪৩৭	চালতা	১৮
গোল্যপ জাম	৪৭৮	চিকাপি	২৩৩
গোঠবার্ডাকু	৮২১	চিচিমে	৫১৪

বর্ণমালা অনুযায়ী সূচীপত্র

১৩৫২

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
চিচিলে (বন)	৪১৬	অটামানৌ	৬১৬
চিডা	৬৬৩	অটালকা	১০৫০
চিডা (কুহুৰ)	১০১৪	অবা	১১৩১
চিডা (লাল)	৬৬৭	অধু	১৪৭৫
চিডক	৬৬৩	অধু (কাক)	১৪৭৫
চিনেবানাম	৬১৩	অধু (কুহুৰ)	১৪৭৫
চিবজি	২৮২	অধু (বন)	১৪৭৫
চিবেতা	৭৭০	অযন্তী	৪০০
চিলা	৫০০	অয়পাল	১০৪১
চীনা	১০২১	অয়া	১২৬
চীনেঘাস	১২৩৫	অয়া কুহুৰ	১১২১
চুক-পালত	৪৮২	অল মধুক	১৬৭৭
চুক	৪৮২	অল মহরা	১৬৭৭
চুজিকা	১৮৩	আতি	৬২৪
চুপড়ি আলু	১২০৫	আতিফল	১০০২
চুত	২৭৭	আকধান	১১২১
চৈ	১০০০	আম (কাল)	৪৭৫
		আম (গোলাপ)	৪৭৮
		আম (কুই)	৩১৫
ছাচি কুমড়া	৪২৫	আয়ফল	১০০২
ছাচি-বেত	১২৫৩	আফল	৪২৪
ছাগল-খুরি	৭৮৬	জিওল	২৮০
ছাগল নানী	৬৫৭	জিঙ্গীনী	২৮০
ছাগল বাটী	১৪	জীবনী	১১৩৭
ছাগল বেটে	৭৪৩	জীবন্তী	১১৩৭
ছাগলাজিকা	৮১৫	জীবক	৪৬০
ছাতিম	৭১৪	জীরা	৫৬০
ছিন্নকহা	১২৬২	জুইপানা	৫৬০
ছোট এলাচ	১১৭৮	জুম	২২২
ছোট কল	৭৮১	জুয়ার	১৩০১
ছোট কালকেলেন্দা	৩৩৩	জৈজী	১০০২
ছোট কুকলিমা	৬২৩, ৮৪৩	জোঁকা	১৫৩
ছোটকেই	১০৫০	জোনার	১৩৩৬
ছোট মান্দা	১০২৩	জোহান	৫৬৩
ছোট দিঠা	২৬৮	জোহান (খোয়ালানী)	৮৩০
ছোলল লেবু	১৩২	জোতিষতী	২৬৩
ছোলা	৩৪৬		
অগং মন	৮২২		
অলনী বানাম	১৬৪	কাউ (বন)	১০৫



১৩৬০

ভারতীয় বনৌষধি

বিষয়
ঝাউ (লাল)
ঝাঁটা (কাটা)
ঝাঁটা (নীল)
ঝাঁটা (খেত)
ঝিঙে
ঝিঙিঝিঙা

পৃষ্ঠা

১০৬
৮২০
৮২০
৮৮৮
৫২০
১৭০

ট

টগর
টগরপাহুকা
টাক আইন
টাকা নেকু
টিহুর
টেপারী (বন)
টোকা পানা
টৌরী

৩১২, ৭৩২

৭৭২

১০০৫

১২২

১২৪

৮৫৭

১২৭৬

৪২৭

ড

ডহর কবর
ডানকুনী
ডাছ
ডিজিটেলিস
ডুধু (কাক)
ডুধু (জয়া)
ডুধু (রজ)
ডুলিচাপা
ডেলো

৩৮

৭৬৮

১০৮২

৮৪৬

১১১১

১১১১

১১০০

২০

১০৮২

ড

ডে'ডস
ডোল ২.মুদ

১০৬

২৫১

ড

ডালীয়া
ডমাল
ডরমুজ
ডরুলতা
ডহরী
ডামাক
ডাখুল
ডাখুল
ডাল

২৬৮

১১১

৫৩৫

৭২২

৭২৬

৮১৪

২২০

৮০৪

১২৫২

বিষয়

তালপর্না

তালমুলী

তালিশ পত্র

তিক্ত রাজ

তিক্তা কটকী

তিনিম

তিস্তিড়ী

তিম্বুক

তিল

তিলিয়ারকা

তিলিয়ারগর্জন

তিমি

তু'ত

তুন

তুখী

তুম্বুক

তুলা

তুলসী (কৃষ্ণ)

তুলসী (হালান)

তুলসী (ব'বুই)

তুলসী (তু)

তুলসী (রাম)

তেঁতুল

তেকাটাসিঙ্গ

তেজ

তেজপাতা

তেলারু'চা

তোকমারি

তোপচিনি

ত্রিফল

পৃষ্ঠা

৫৭৭

১১২৬

১০০৫, ১১০০

২৩০

৮৪৬

৩৭২

৪১৩

৬৮৫

৮৬২

৩২

১২১

১৭২

১১১৪

২৩৭

৫১৭

৫৫৮

১০২

২২৬

২২৮

২৩১

২৩২

২২৮

৪১৩

১০৮১

১০০৫

১০০৫

৫৩০

২৪৫

১২১০

৭২৬

ধ

ধূলকুড়ী

৫৫৭

ন

নওকলস

২৪২

নগোংপল

৭৬৮

নক্ষত্র

৩৪০

নস্তি

১০৩৭

নর্ভ

১৩১৬

নশবাই চণ্ডী

১১২০

বর্ণমালা অঙ্কযায়ী সূচীপত্র

১৩৬১

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
মলবাত	১১২৩	ধুন্দুল	৫২৪
মাকুয়া	৪৬৬	ধুন্দুল (তিরু)	৫২৪
মাকম	৫৩০	ধূলিকদম্ব	৫২০
মাকিধ	৪২৬	ধূলিমাগর্জিন	১১৮
মাদমদন	৩৪৩		
মাদমারি	৪৮৮		
মাবিহুবি	১১৩৩	নক্সমাল	৩৮৭
মাকুচিনি	১০০৭	নটে গোবরা	২৬৮
মাকহরিজ্রা	৪২	নটে (ঘণ্টা)	২৬৮
মাক্সি	৪২	নটে (চাপা)	২৬৮
মামী	৮২৩	নটে (চির)	২৬৮
মাহন	২১৩	নটে (টুনটুনি)	২৬৮
হুদিকা	৭২২	নটে (বন)	২৬৮
হুধলমী	৮০১	নটে (বাশপাতা)	২৬৮
হুধলতা	৭৫০	নটে (লাল)	২৬৮
হুপুবে মনি	১৫৮	নটে (সাদা)	২৬৮
হুয়ালতা	৩১৬	নদীকান্তা	২৫৪
হুলাল হুলসী	২২৮	নদীভূষ	১১০৮
দুর্কা	১৩০৭	নাকচিকনী	৭৪০
দেবকাখন	৩১৬	নাগকেশব	১১৫
দেবদার (২৭ চীড়া)	১১৩৩	নাগদমনী	৬৩৭
দেবজম	১১৩৩	নাগদানা	৬১৫
দোপাটী	১৮৬	নাগদণা	৫৫২
ড্রাক	২৬০	নাগবলা	১৫৪
জোণীপুষ্প	২৪২	নাগ বম্বী	৬০১
		নাগ বজ	১২২
		নাগর মুখা	১২৮৫
ধনে	৫৬৮	নাগেশ্বর	১১০
ধনে (নেপালী)	২৫৩	নাখনা	২২০
ধজাক	৫৬৮	নাটা	৪১২
ধাইফুল	৪২১	নাটা কবজা	৪১২
ধাতকী	৪২১	নামুতি	৬২২
ধাত্রীফল	১০২৮	নারাণা (বন)	১৮১
ধানীলকা	৮২৩	নাথিকেল	১২৪৫
ধাত্র	১৩৩৭	নাসভাগ	২০০
ধারাকদম্ব	৫৮৪	নিমিত্তিকা	৮১৩
ধুতুয়া	৮২৫	নিমুখা	৩০
ধুতুয়া (কনক)	৮২৮	নিষ	২২৬
ধুতুয়া (কাল)	৮২৮	নিষ (ঘোড়া)	২৩০
ধুতুয়া (খেত)	৮২৫	নিষ (মহা)	২৩৭

১৩৬২

ভারতীয় বন্যোষধী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
নিও'তী	২১৬	পরাস পিপুল	১৪৪
নিও'তী (কঠুরি)	৮২২	পক্কা	১১১২
নিও'তী (নীল)	৮২২	পপট (কেত)	৫২৪
নিও'তী (বন)	৮২২	পলকুই	৮২৫
নিষ্টিয়া	২	পলাতু	১২২১
নিষ্টিয়া	২	পলাতু (বন)	১২৬৩
নিষ্টিয়া	১৬৫	পলাশ	৩২০
নিশিন্দা	২১৬	পলাশ (লতা)	৩২৩
নিশিন্দা (নীল)	২১৬	পলাশ (হস্তিকর্ণ)	৩২৩
নীপ	৫৮৪	প্রসারিনী	৬০২
নীল	৩৬৬	প্রক	১১১২
নীল (অপরাধিতা)	৩৪৮	পাকুড়	১১১২
নীল কলমী	১২১	পাট	১৬৭
নীল কুঠি	১০০	পাট নালুতে	১৬৬
নীল খাঁচী	৮২০	পাটলা	৮৬২
নীল পদ্ম	৫২	পাটলা (পীত)	৮৬২
নীল বন	১২৩৪	পটলা (খেত)	৮৬২
হুনবোড়া	৮৬	পাঠা	৪০
হুনিয়া ছোট	১০৪	পাতি	১২৮৪
হুনিয়া বড়	১০২	পাতিনেবু	২২৬
নেপালী ধনে	২১২	পাথরকুঁচি	৪৪২
নেবু (কমলা)	১২৮	পাথর চুর	২৩৪
নেবু (কৰ্ণ)	১২৪	পান	২২৩
নেবু (কাগজী)	১২৬	পান (লতা)	৩৫২
নেবু (টাৰা)	১২২	পানশিউলি	১০৮৩
নেবু (পাতি)	১২৬	পানা	১৩৪২
নেবু (বন)	২০৬	পানা (ইন্দুরকানি)	১৩৪২
নেবু (বাতাবী)	২০১	পানা (টোকা)	১২৭৬
নেবু (মিঠা)	১২৮	পানিজামা	১২২৭
নোনা	২৫	পানিকল	৫০২
নোয়াড়	১০৭২	পানিঘালা (পেনেলা)	২১
		পাপরা	৪৫
		পারাবত পদী	২৫৪
		পারিজাত	৩৬৩
		পারিভ্র	৩৬৩
		পারুল	৮৬৩
		পার্বতী	৪২১
		পালুতে মাদার	৩৬৩
		পালং (চুক)	২৮২
		পালং (বন)	৬৬২
পটল	৫১২		
পটল (বন)	৫১৬		
পদ্ম	৫২		
পদ্মক	৪৩৫		
পদ্মকাঠ	৪৩৫		
পদ্ম গোলক	৩৬		
পদ্ম	১০৮৭		

প

বর্ণমালা অনুযায়ী সূচীপত্র

১৩৬৩

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
পালশাক	২৭৪	ফুলকপি	৬৪
পাষণ ভেদী	২৩৪	ফেনিলা	২৬৬, ২৬৮
পিটুলী	১০৮৪		
পিতি	৮২৮		
পিণ্ডিতক	৫২১, ৬১২	বক	৪০২
পিপাসমেন্ট	২৩৭	বকপুল	৮৫৫
পিপুল	২৮৮	বকুল	৬৭৮
পিপুল (গছ)	১২৭৮	বচ (ঘোড়া)	১১৬২
		বচ (মহাবরী)	১১৬২
পিপুল (পরাশ)	১৪৪	বচ মালাবার	১১৬২
পিপুলী	২৮৮	বচ শেত	১১৬২
পিয়াশাল	৩২৫	বচ হুগড়া	১১৬২
পির আলু	৬০৮	বট	১০২৫
পিলু	৭০৮	বড় এলাচ	১১৭৬
পীতকরবী	৭৩৩	বড় কল	৭৮২
পীত পাটলা	৮৬২	বড় কাহুড়	১২০১
পীত পাপড়া	৮২৪	বড় কালকোসেমা	৩৩৭
পীত ডালী	৮৪১	বড় কুহুরচিতা	১০১৬
পীত খাল	৩২৫	বড়কেরই	১০৫১
পুঁইশাক	২৭৬	বড় গন্ধুর	৮৬৭
পুণ্ডরীক	৫২	বড় বলদমা	৩৪৪
পুতিকরুয়া	৪১২	বড় বেত	১২৫২
পুজলীব	১০৬৪	বড় মেখি	৪১১
পুদিনা	২৫৬	বড় রিঠা	২৬৬
পুনর্নবা	২৪২	বসনাড	৪
পুনর্নবা (খেত)	২৪২	বদরী	২৪৭
পুয়াগ	১০৭	বদরী লঘু	২৪৫
পুগবু	১২৪১	বন আদা	১১৭৩
পুন্নিপর্ণী	৪২৮	বন আত্রক	১১৭৩
পেপে	৫০৫	বন ওকড়া	১৪০, ১৭০, ৬৫২
পেয়াজ	১২২১	বন কাপাস	৭৫৮
পেটারী	১২৪	বন টাদ	১২৪০
পেয়াহা	৪৮৫	বন চালিদা	২৫০
প্রিয়ঙ্গু	২২৪	বন চিচিঙ্গা	৫১৬
		বন খাউ	১০৫
		বন টেপারী	৮৩৭
ফণিজক	২২৮	বন তুলসী	২২৮
ফণিমনসা	৫৫২	বন নারাজা	১৮১
ফলসা	১৬৮	বননীল	৪০৫
ফুটী	৫৩৭	বন নীল (খেত)	৪০৮

১৩৬৪

ভারতীয় বনৌষধী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
বন নেবু	২০৬	বান্ধুর লাঠি	৩৩৪
বন পটল	৫১৬	বাঙ্কুলি	৮৫৮
বনপালঙ	৬৬২	বামুনহাটী	২০২
বন পেয়াজ	১২৩৩	বারসক	২০২
বন মল্লিকা	৬২৬	বার্তাকু	৮১১
বন মেথি	৩৭০	বাবলা	৩০২
বন যমানী	৫৭৮	বাবলা (শুয়ে)	৩০৮
বন ধোয়ান	৫৭৮	বাবুই তুলসী	২৩১
বন লবঙ্গ	৪২২	বালা	১৪০
বন শন	২২৬	বাসক	৮২২
বন শুলফা	৬৫	বাণা	৮৭২
বন হরিত্রা	১১৫৭	বাস্তক	২৭১
বন্দুক	৫২৭	বাহুর	৮৭২
বন্ধুজীব	১৫৮	বিহুতী	১০৬৬
বধে অঙ্কন	৪৮৭	বিড়ল	৬৬২
বদ্রমাল্লা	২০৮	বিদারী	৫০২, ৭২০
বহাচীকন	১২০৪	বিভীতক	৪৫৪
বরণ বৃক্ষ	৮২	বিষ	৫০০
বর্ষর	৩০২	বিষমী	৮০৪
বর্ষর	৩০২	বিলাতী মেম্বি	৪৮২
বলা	১৪২	বিলাতী ঝাউ	১১২২
বলিকুমড়া	৫২৫	বিলিঙ্গী	১৭৮
বহনারী	৭০৫	বিহ	১৮৭
বহনারী (ছোট)	৭০৮	বিশাল্যকরণী	৬৩০
বহেড়া	৪৫৫	বিশালাচলী	৭৭৩
বাখাকপি	৬২	বিশ্বভেষজ	১১৬৫
বাশ	১৩০০	বিশ্বতিলক	৭৬২
বাকুচী	৬২৫	বিশ্বগুণ্ডি	৮০২
বাঘ ঝাঁকড়া	২৫৩	বিশ্বদানা	৪৪০
বাঘ ঝাঁচড়া	২৫৩	বীজতড়ক	৭৮৩
বাঘভেরেও	১০৫৬	বীনা	২২৪
বাঘনখা	৮৬৫	বুঝানক	৩১২
বাঘবারণ	১০৪৫	বুঝারক	৭৮৩
বাতয়ী	২০৫	বুজাকী	৮১১
বাতাবী নেবু	২০১	বুজী	৮১৭
বাগাম	৪৫৭	বেগপুরা	১২২
বাগাম (চীনে)	৩১২	বেগুন	৮১১
বাগাম (জঙ্গলি)	১৬৪	বেগুন গোঠ	৮২১
বাগাম (হিজলী)	২৭৫	বেগুন রাম	৮১০
বানরা	৩৭৭	বেড়োলা	১৪৭

বর্ণমালা অনুযায়ী সূচীপত্র

১৩৬৫

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
বেড়েল পীত	১৪২	ম	
বেনা	১২৩২	মউল	৬৭৪
বেত ছাঁচী	১২৬১	মকা	১৩১১
বেত বড়	১২৫২	মঙ দিকা	২২৬
বেতস	১২৫২	মহিষ্ঠা	৬০২
বেতোশাক	২৭১	মধুকপণী	৫৫৭
বেথো (চন্দন)	২৭৩	মতিয়া	৮২১
বেদানা	৪২৬	মদন ফল	৬০৫
বেল	১৮৭	মধুক	৬৭৪
বেল ফুল	৬২৬	মধুক জল	৭৫২
বৈট	৮২, ২২	মধুদুতী	৮৬৩
বাকুড়	৮১৭	মধু নিষিদ্ধ	১১৪৩
ব্রাহ্মী	৮৪৩	মধুরিকা	৫৭৭
		মনসাসিদ্ধ	১০৪৭
		ময়না	৬১২
		ময়র শিখা	১৩৪২
		ময়র পখী	১৩৪৮
ভদ্রবরী	৭৩৫	ময়রক	২৫৬
ভল্লাতক	২৮৪	মরিচ	২২৫
ভাট	২০২	মসন্দার	২০২
ভাদারা	৩৬৫	মসুর	৩৬১
ভাগী	২০২	মহাকাল	৫০৭
ভিন্দ	১৩৬	মহানিষ	২১৮
ভীমরাজ	৬৫৪	মহানিষ (উড়িয়া)	২২৮
ভুই আমলা	১০৭৮	মহাবরী বচ	১১৬২
ভুই কুমড়া	৫০২, ৭২০	মহারা	৬৭৪
ভুই ঠাপা	১০৫০	মহারা জল	৬৭৭
ভুইজাম	২১৫	মাকড়শাল	১১৬
ভুর্কু দার	৭৭৮	মাকাল	৫০৭
ভুটা	১৩১১	মাধনা	৪৭
ভুতভৈরবী	২১২	মাছুফল	১১২৫
ভুতুলসী	২৩২	মাতুলুস	১২৪
ভুতুণ	১৩০০	মাদার	১০৮২
ভুধাজী	১১১৬	মাদার পালুঙে	৩৬৩
ভুনিষ	৭৭০, ৮৮২	মাধবী	৬২৩
ভুমি চন্দক	১১৫০	মাধবী লতা	১৭৪
ভুমিবলা	১৫৩	মানক	১২৭৩
ভুর্জপত্র	১১২৪	মানকহু	১২৭৩
ভুলবাজ	৬৫৪	মান্দা (ছোট)	১১৪০
ভেরেন্দা গাং	১০৬০	মান্দা (বড়)	১১৪০
ভেরেন্দা লাল	১০৫৮	মায়াফল	১১২৫
ভেলা	২৮৪		

১৩৬৬

ভারতীয় বর্নোমধী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
মালকাউনী	২৪১	মেস্তাপাট	১৩৭
মালা	৫২৮	মোম চীনা	১০৮৫
মাবকলাই	৩৮৩	মোরজ এলাচ	১১৭৭
মাবপর্ণী	৪০২	মো আনু	১২০৫
মাবানী	৪০২	মোরী	৫৭৭
মিঠা লেবু	১২৮	ম্যানোঠিন	১০২
মিঠোরা	৫৭৭		
মুক্তবুরি	১০৩৭	মুক্তবুরি	১১০৩
মুক্তবর্ষী	১০৩১	মব	১৩৩৩
মুখজালি	৪৪৬	মবসা	৩১৬
মুগ (কাল)	৩৮১	মবানী	৫৬৩
মুগ (ঘোড়া)		মবানী (বন)	৫৭৮
মুগ (হালি)		মুটিমধু	৪১৭
মুগামী	৩৮০	মুই বর্ণ	৭০০
মুঠকুল চাপা	১৬২	মুখিকাপর্ণী	৮২৫
মুগ	১৩৩০	মই	১৩৩৭
মুগী	৬৫৭		
মুখা	১২২৭	মুক্ত কখন	৫২
মুখা নাগক	১২৮৫	মুক্ত কাঞ্চন	৩২৫
মুগপর্ণী	৩৮০	মুক্ত চলন	৩২৪
মবলী	১১২৬	মুক্তচিত্তা	৬৬৭
মুগসর	১২১৮	মুক্তপিট	২৪৩, ২৪৪
মুগক	৮৬৩	মুক্তালু	১২০৫
মুগক	১২২৭	মুগন	৫২৩
মুগী	১১২২	মুগন বেল	৪৬৮
মুগী (লাল)	২৬৫	মুগনীগড়া	১২৩১
মুগী (লিখা)	২৬৫	মুগন	৩০১
মুগী (খেত)	২৬৩	মুগনা	২৭৪
মুগী	১১৮৬	মুগাঞ্জন	৪২
মুগক	৭১	মুগন	১২২৪
মুগা	৭১	মুগনে গাছ	২৩১
মুগপুজ	১৫২	মুগুনি	৫৬৭
মেচেতা	৬৬১	মুগাল ললা	৫৩২
মেড়াশিকে	৭৫২	মুগা আনু	৭৮৮
মেখি (বড়)	৪১১	মুগাশানি	৬৬৩
মেখি (বন)	৩৭০	মুগতিস	৬৪৭
মেন্দী	৪২০	মুগতুলসী	২২৮
মেন্দী (বিলাতী)	৪৮২	মুগবেগুন	৮১০
মেয়াড়	২২	মুগা	১১৪০
মেগপুজী	৭৫২	মিঠা (হোট)	২৬৮

বর্নমালা অক্ষরানুসারে সূচীপত্র

১৫৬৭

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
বিঠা (বড়)	২৬৬	লিচু	২৬৩
ঝড়জটা	২৮৪	লুবান	৬২১
জনাঘাস	১২২৬	লোধ	২২০, ৬৮৮
ঝেড়ি	১১৬০	লোধু	২২০, ৬৮৮
ঝেগুকা	১১৩৫		
ঝেবান্দিচিনি	২৭৮		
ঝোড়া	২৩৩	শকর জটা	৬৩০
ঝোহন	২৩৬	শম্পুপুণী	৭৬৮
ঝোহিতক	২৩৩	শটা	১১৬১
ঝোতিষ	১২২৬	শণ	২২৫
ঝোহিষক (দীর্ঘ)	১২২৬	শণ (বন)	২২৬
		শতমূলী	১২১৪
		শতপর্ণা	৭২৩
		শতাবরী	১২১৪
		শনকেশ্বর	২৬৩
লঘুকর্ণী	১১	শমী	৩২০
লঘু পাঠা	৪০	শব	১৩৩০
লঘু বদরী	২৪৫	শবপুন্ধ্যা	৪০৫
লঘু লোনিক	১১৩	শলুকা	৫৮০
লঙ্কা	২২৫	শলা	৫৩২
লঙ্কাসিদ্ধ	১০৫০	শল (রাখাল)	৫৩২
লঙ্কাবতী	৩৭৩	শাইকাটা	৩১০, ৩২০
লটকন	৮৮	শারিবা	৭৫৬
লতাকন্তরী	১৩৪	শাল	১২২
লতা পলাশ	৩২৩	শাল (পীত)	৩২৫
লতা ফটকী	২৬৩	শালগম	৬৫
লবঙ্গ	৪৭২	শালপর্ণা	৩৫৩
লবঙ্গলতা	২১৪	শালপানি	৩৫৩
লবান	৬২১	শাল মাকড়ী	১১৬
লহন	১২২৪	শালুক	৪২
লাউ	৫১৭	শিউলী	৭০১
লাঙ্গলিকা	৭২০	শিউলী (পান)	১০৮৩
লাঙ্গলি লতা	৭২৩	শিউলী ছোপ	৭৭২
লাঙ্গুল	৮০৫	শিগ্র	২২০
লাঙ্গক	৩৭৩	শিবরুগ	২৬৩
লাম্বাক	১২২২	শিম	৩৫৭
লাল চিতা	৬৬৭	শিমুল	১২২
লাল ঝাউ	১০৬	শিমুল (খেত)	১২২
লালনটে	২৬৮	শিখাকুল	২৪৫
লাল ভেবেণ্ডা	১০৫৮	শিরীষ	৩১২
লাল মূর্গা	২৬৫		
লাল শিমুল	১২২		

১৩৬৮

ভারতীয় বন্যোষধী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
শিঙা	৩৫০	সখোটক	১১২২
শুঠ	১১৬৫	সজিনা	২২০
শুঁধি	৫২	সপেটা	৬৭২
শুকনাশ	৮৫৮	সপ্তপর্ণ	৭১৪
শুপারী	১২৪১	সমুজ ফল	৪৭২
শুলকা বন	৬৫	সব	১৩৩০
শূরন	১২৬৭	সবল	১১২৮
শুগাল কেলি	২৪৫	সবিয়া	৬৬
শুজাটক	৫০২	সবিয়া (বেত)	৬৬
শেওড়া	১১১৬	সৰ্পদংষ্ট্রা	৭৪২
শেওড়া ঘটি	১১০৮	সৰ্পাক্ষী	৬৪২
শেয়াল কাটা:	৬২	সৰ্বজয়ী	১১৮০
শোনা	৮৫৬	সহসেবা	৬২৩
শোভাঞ্জন	২২০	শাক	২১০
শামক	১৩৪৩	শাক (গোলা)	১২৫২
শামদলন	৬১৭	শান্টি	২৬২
শামা	১৩২৩	শাবুনী	১০১, ৫৫৪
শামালতা	৭১৭	শালই (শুগগুল)	২২০
শোনা ক	৮৫৬	শালেম মিলি	১১৪৫
শীকল	১৮৭	শালকী	২২০
শেত আকন্দ	৭৪৬	সিংহমুখী	৮৭২
শেত কাঞ্চন	৬২২	সিঙ্গেরা	৫০২
শেত কেবই	১০৫৫	সিঙ্গি	১০২১
শেত গোধূবি	১২৮১	সিঙ্গুবা	২১২
শেত কাঁটি	৮৮৮	সিঙ্গাকুল	২৪৫
শেত ধুতরা	৮২৫	সৌম	৩৫৭
শেত পাটলা	৮৬০	স্বপ্নদর্শন	১২০২
শেত বচ	১২৬২	স্বপ্ন বচ	১১৬২
শেত বননীল	৫০৮	স্বপারি	১২৪১
শেত বিশালা	৫৭২	স্ববর্ণক	৩৬৪
শেত বেড়েল	৫৫১	স্বরসা	২২৬
শেত মূর্গা	২৬৩	স্বহনি আলু	১২০৫
শেত শিমূল	১২৭	স্বহনি শাক	১৩৫১
শেত সরিষা	৬৬	সেওড়া (আস)	২০৬
শেত হাজরমনি	১০৭৮	সেগুন	২১০
শেত ছড়ছড়িকা	৮০	সেফালিকা	৭০১
		সেয়াল কাটা	৬২
		সৈবৈয়ক	৮৮৮
		সোনামুখী	৩৩৪
		সোন্দাল	৩৩৪

স

সকরবন্দ আলু

৭৮৮

বর্ণমালা অনুযায়ী সূচীপত্র

১৩৬৯

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সোমরাজ	৬২৫	হাকুচ	৩২১
সোমলতা	৭৫৪	হাজরমনি	১০৮১
সোমগুজা	৬৪৭	হাজরমনি (বত)	১০৭৮
সোমজ এলাচ	১১৭৭	হাজুজোড়া	২৫৬
সুহি	১০৭৭	হাতিগুড়া	৭৭২
স্বর্ণলতা	৮০৪	হাপরমালী	৭০৫
স্বর্ণ ধুই	৭০০	হালিম	৭৪
		হিংচা	৬৪৬
		হিমন	২১৬
		হিনু	৫৭২
হরেশ্বর	৩৭	হিঙ্গলী বাগাম	২৭৫
হরিজা	১১৫৮	হিঙ্গল	৪৬২
হরিজা (কাল)	১১৬৪	হিমসাগর	৪৪৪
হরিজা (মাক)	৪২	হিলমোচিকা	৬৪৬
হরিজা (বন)	১১৫৮	হড়হড়িয়া	৮০
হরীতকী	৪৫২	হড়হড়িয়া (বত)	৮৫
হলকসা	২৪২	হোগ্লা	১২৬৫
হলকসা (বড়)	২৪৩	হোপা	৫১৪
হলদে করবী	৭৩৩	হীবেয়	১৪০
হলদে বনস্ত	৮৫১	হংসরাজ	১৩৪৪
হস্তিকর্ণ পলাশ	৩২৩	হংসলী	১৩৪৩
হস্তিগুণী	৭৭২	হবকুচ কাটা	৮৮৮
হাফুন	১০৩৭		

দ্বিতীয় বিঘণ্ট বনৌষধির নামের ইংরেজী বর্ণমালানুযায়ী সূচী

[বাঙ্গলা, সংস্কৃত, হিন্দি, তামিল, তেলেগু, আসামী, সামতালী
প্রভৃতি ভারতীয় নামের ও ইংরেজী নামের ইংরেজী
বর্ণমালানুযায়ী সাধারণ সূচী]

বনৌষধি	A	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Abartani		85	Adabi	324
Abbaya		242	Adansonía digitata	77
Abhulas		252	Adapukadi	381
Abidbya-karni		17	Adasora	445
Abies Pindraw & Wabbiana		564	Adavi-navi	608
Abir		216	Addalaya	531
Abishi		215	Addru-tin-pallya	500
Abroma augusta		83	Adenanthera pavonia	161
Abrus precatorius		160	Adhaki	178
Abutilon Avicennae		66	Adhatoda vasica	445
„ indicum		65	Adiantum caudatum	665
Acacia arabica		162	„ Capillus-venaris	666
„ Catactu		163	„ lunulatum	664
„ Farnesiana		164	„ vedustum	667
„ tomentosa		166	Adina cordifolia	305
Acalypha indica		518	Adrak	581
Acanthaceae		442	Aegle marmelos	101
Acanthus ilicifolius		447	Aerua lanata	486
Ach		318	Aglaia Roxburghiana	121
Achras sapota		346	Aganosma calycina	355
Achyranthes aspera		485	„ caryophyllata	365
„ porphyristachys		485	Agaru	513
„ rubrofusca		485	Agati	215
Acid Hydrocarpic		47	Agave cantula	596
Aconitum ferox		2	Aglichonda	513
„ heterophyllum		1	Agnibendro-pacu	256
„ Napellus		2, 3	Agni-Jiwha	608
Acorus calamus		627	„ mantha	464
Ada		581	„ mukh-churna	336
			„ Sikha	343, 592



বনৌষধির নামের ইংরেজী বর্ণমালানুযায়ী সূচী

১৩৭১

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Aguru	513	Aloe littoralis	605
Agya-ghas	641	„ officinalis	605
Ailanthus excelsa	118	„ perfoliata	605
Ajamoda	295	„ vera	605
Ajasringi	382	„ wood	513, 574
Ajjuk	318	Alok-lata	409
Akanadi	17	Alpinia-Galanfa	570
Akanda	378	Alpo-gada-pazham	230
Akashballi	409	Alstonia scholaris	366
Akashbel	409, 510	Alternanthera sessilis	487
Akhar	557	Alu-bokhara	230
Akharot	519, 557	Alui—Agnimanda	446
Akhrotu	557	Am-ada	575
Akhotucottai	519	Amkolam-chettu	302
Akyam	514	Amkulanga	538
Al	318	Amla	538
Ala	587	Amlaki	538
Alach—bara	585	Amlaparni	141
„ chota	587	Amalkunchi	225
„ Guzrati	587	Amalok	451
„ moranga	586	Aman	294
„ Nepali	585	Amara-gandhaka	433
Alambush	430	Amarantaceae	82
Alangi	302	Amarantus atropurpureus	491
Alangium Lamarckii	302	„ lanceolatus	491
Alarka	378, 379, 416	„ lividus	491
Albizzia amara	168	„ oleraceus	491
„ Lebbek	167	„ polygamus	491
Aleurites cordata	520	„ spinosus	490
„ Fordii	520	„ tenuifolius	491
„ molluccana	519	„ tristis	491
„ Montana	520	„ viridis	491
Albagi camelorum	169	Amarillideae	106
„ maurorum	169	Ambuli	432
Alichadu	255	Ambu-prosadan	388
Alkushi	203	Am-haldi	575
Allium Ceba	606	Amlavetas	498
„ macleanii	569	Amli	220
„ sativaum	607	Ammania baccifera	256
Alcassia indica	628	Amogha	410
Alse, American	579	Amomum aromaticum	586
„ Indian	605	„ subulatum	585



১৩৭২

ভারতীয় বন্যোষধি

বন্যোষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বন্যোষধি	ক্রমিক সংখ্যা
<i>Amoora cucullata</i>	124	<i>Ant-mora</i>	85
„ <i>Robituka</i>	125	<i>Anuga-pippallu</i>	631
<i>Amrah</i>	156	<i>Apamarga</i>	485
<i>Amora-bel</i>	409	<i>Apang</i>	485
<i>Amorphophallus campanulatus</i>	626	<i>Aparajita-Nil</i>	186
<i>Ampelideae</i>	35	<i>Apocynaceae</i>	66
<i>Amrita balli</i>	18	<i>Aquilaria Agallocha</i>	513
<i>Amrul</i>	99	<i>Arabari</i>	457
<i>Amrut</i>	254	<i>Arachis hypogaea</i>	170
<i>Anacardiaceae</i>	37	<i>Aragbadha</i>	179
<i>Anacardium occidentale</i>	151	<i>Arahar</i>	178
<i>Anacyclus pyrethrum</i>	329, 378	<i>Arak</i>	501
<i>Anamirta cocculus</i>	16	<i>Arakham</i>	378
<i>Ananas sativa</i>	591	<i>Aranda</i>	530, 532
<i>Ananta-mul</i>	384	<i>Aran-saram</i>	235
<i>Anaras</i>	591	<i>Arak</i>	548
„ <i>chhota</i>	605	<i>Arasaka</i>	445
<i>Andair-purna</i>	237	<i>Ardonda</i>	35
<i>Andrographis paniculata</i>	446	<i>Areca Catechu</i>	616
<i>Andropogon citratus</i>	643	<i>Argemone mexicana</i>	29
„ <i>laniger</i>	442	<i>Argyreia argentea</i>	398
„ <i>Nardus</i>	640	„ <i>speciosa</i>	398, 426
„ <i>Schoenanthus</i>	641	<i>Arista</i>	145
„ <i>Sorghum</i>	644	<i>Aristha</i>	324
„ <i>squarrosus</i>	639	<i>Aristolochia bracteata</i>	29, 500
<i>Aneilema adscendens</i>	595	„ <i>indica</i>	499
„ <i>sarmentosum</i>	614	<i>Aristolochiaceae</i>	45
„ <i>scapiflorum</i>	614	<i>Arjuna</i>	239
„ <i>tuberosum</i>	595	<i>Arka</i>	378
<i>Angakora</i>	286	<i>Arkamula</i>	499
<i>Angira</i>	229	<i>Aroideae</i>	117
<i>Angur</i>	142	<i>Arrowroot</i>	579
<i>Anisomeles ovata</i>	477	„ <i>East Indian</i>	579
<i>Anjan</i>	255	„ <i>West Indian</i>	579
<i>Ankor</i>	302	<i>Arsa</i>	430, 500
<i>Ankot</i>	302	<i>Arsaghna</i>	626
<i>Anogeissus latifolia</i>	244	<i>Artemisia vulgaris</i>	330
<i>Anona reticulata</i>	14	<i>Artocarpus integrifolia</i>	514
„ <i>squamosa</i>	13	„ <i>Lakoocha</i>	545
<i>Anonaceae</i>	4	<i>Arun-bach</i>	592
<i>Antamul</i>	386	<i>Arunalli</i>	537
<i>Anthocephalus Cidamba</i>	303	<i>Asafoetida</i>	298

১৩৭৩

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Banspata-nota	491	Basella rubra	495
Bansa-lochan	645	Basil, holy	470
Banyan tree	547	„ shrubby	471
Baobab	77	„ sweet	472
Bappaye	265	Basna	215
Bara-alach	585	Basra-gall	561
„ bathaya	492	Bassia latifolia	347, 348
„ bet	622	Bastak	492
„ holkusa	479	Bataghna	459
„ kalpa	397	Batmadakaki	459
„ kanur	597	Batsaka	368
„ kerui	527	Bauhinia purpurea	174
„ kukurchita	512	„ tomentosa	177
„ malla	461	„ vahlii	176
„ manda	516	„ variaegata	173
„ muria	397	Baur-bans	653
„ nunia	48	Bay-berry	558
„ samadi	551	Bayu-bilamagam	345
Barangi	458	Bead tree	123
Baranjan	654	Bedam	241
Barbara	517	Beet-wood	559
Barberang	171	Beejjaturki	1
Barthur	162	Beena	469
Barela	78	Beerlokang-arak	455
Barhanta	534	Beeron	639
Barleria cristata	449	Beggpura	103
„ prionitis	448	Begun	413
„ strigosa	450	Bel	357
Barley	660	Bela-bemu	445
Barley-arishi	660	Belamcanda chinensis	593
Bar-mala	461	Beleric myrobalan	231
Barringtonia acutangula	246	Belluli-takagadda	607
„ racemosa	247	Belchittira	343
Barsonga	112	Bena	639
Bartaku	413	Bengal hemp	158
Bartangi	223	Benincasa cerifera	275
Basa	445	Benne-oil	442
Basak	445	Berberideae	6
Basakabaleha	445	Berberis asiatica	23
Basanta-gandha	536	Bespali	216
Basella cordifolia	495	Betav	622
„ lucida	495	Beta vulgaris	494

বনৌষধির নামের ইংরেজী বর্ণমালানুযায়ী সূচী

১৩৭৫

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Betel-nut-palm	616	Bhumi champak	572
Betot	517	Bhurjapatra	560
Bettilli	502	Bhustrina	643
Beto-sak	492	Bhut-bhairovi	464
Betula Bhojpatra	560	" keshi	
Bhabya	10	Bhuttra	648
Bhadraballi	374	Bhutuya	275
Bhalko-bans	645	Bi	257, 402
Bhallatak	155	" gandhadi-kuath	402
Bhallai-marud-maram	239	Bibhirak	240
Bhandaru	319	Bichhuti	534
Bhadra-sree	517	B di	393
Bhang	546	Big-bond	497
Bhanga-ahiri-bengu	413	Bienoniaceae	75
Bhangara	427	Bihidana	233
Bhanora	427	Bijasar	111
Bhanra	325	Bij-tarak	398
Bhant	457	Bijauri	103
Bhargi	458	Bikham-mog ri	358
Bhasma-roha	604	Bilaikanda	401
Bhatamagari	357	Bilari	287
Bhedi-janatet	499	Bilati-chameli	355
Bhela	155	" Jhau	559
Bhellai-kadamba	303	Billainag	244
Bhellaroku	379	Billi-kidhangu	400
Bhendayam	219	Bilva	101
Bhengai	212	Bimba	277
Bheriyattoo	496	Bimbala	637
Bbringaraj	338	Biophytum sensitivum	98
Bhu-badari	134	Biran	639
" dhatri	539	Biranga	345
" kamra	257	Bird cherry	230
" karbudar	394	Birmee	428
" nimba	390, 446	Birhwort	500
" Tulsi	476	" Indian	499
Bhui-amla	539	Bisa-tinduka	387
" champa	572	Bisala	278
" dumur	552	" Swet-puspi	266
" jam	465	Bismangil	597
" jambu	465	B snukrandam	408
" kumra	401	Bisnugandhi	408
Bhumi-bola	81	Bisva-bheshaja	581



বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Bisva-tulsi	472	Bon tulasī	471
Bisnu-taila	604	Bondhujiba	84
Bitter gourd	275	Bonduk	307
Bixa Ocellara	41	Borassus flabellifer	618
Bixineae	13	Bora-tarapu	339
Black, musali	595	Borbbar	472
" pepper	503	Bori-khatai	415
Blood flower	385	Borobanal chuina	330
Blue water lily	26	Botsonabhi	2
Blumea densiflora	328	Boswellia serrata	119
" eriantha	328	Bowstring plant	590
" glomerata	328	Brahmadandi	29
" lacera	323	Brahma-jastik	458
" laciniata	328	Brahmi	428
Berhaavia diffusa	482	Brassica alba	31
" procumbens	482	" Botrytis	31
" repens	482	" campestris	31
Bogibittula	210	" gongylodes	31
Boragineae	71	" juncea	31
Bomba × malabaricum	68	" Nipus	31
Bon asheora	596	" Oleracea	31
" ada	583	" Rapa	31
" adraka	583	Bridegroom's berry	504
" barbarika	471	Briddhadarak	398
" chand	615	Brihati	415
" haridra	576	Brihati —varieties	415
" Jamani	300	Brihat-panchamul	95
" kalai	218	Brinjal	413
" kapas	335	Brintaki	413
" marich	256	Brischikali	534
" methi	83, 199	Bromeliaceae	104
" mollika	357	Bryonia gracilis	277
" naranga	98	" laciniosa	276
" nil	216	Bryophyllum calycinum	234
" nimba	110	Buchanania latifolia	154
" nirgundi	466	Budar	564
" notia	491	Buddelgummadi	275
" palang	497	Burum	562
" peyaj	610	Butea frondosa	171
" raj	175	" superba	172
" tabari	405	Butter tree Indian	347
" tiktika	19	Byakur	415



বনৌষধির নামের ইংরেজী বর্ণমালানুযায়ী সূচী

১৩৭৭

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Byatalok	78	Carum Copticum	294
		" Roxburghianum	295
Cabbage	31	Caryophyllaceae	15
Cactae	52	Caryota urens	619
Caesalpinia Bonducella	222	Casearia tomentosa	264
" coriaria	226	Cashew-nut	151
" digyna	225	Cassia alata	183
" pulcherrima	224	" angustifolia	184
" Sappan	223	" buds	507
Cajanus indicus	178	" Cinnamon	507
Calamus tenuis	623	" fistula	179
" viminalis	622	" Lignea	507
Callicarpa arborea	461	" purpuria	181
" lanata	462	" sophora	181
Calonyction Bona-nox	407	" occidentalis	180
Calophyllum inophyllum	55	" tora	182
Calotropis gigantea	378	Casuarina equisetifolia	559
" procera	379	Casuarineae	97
Camphor	509	Cassytha-adulteration	409
Canna indica	588	" filiformis	409
Cannabis sativa	546	Castor oil plant	532
Canscora decussata	389	Cedrela Toona	127
Cantharides	246	Cedrus Deodara	565
Capparideae	11	" Libani	565
Capparis horrida	35	" atalantia	565
" sepiaria	34	Celastrineae	33
" zeylanica	36	Celastrus paniculata	130, 143
Capsicum abbreviata	418	Celosia argentea	488
" acuminata	418	" Cristata	489
" grossa	418	" Coromandeliana	430
" frutescens	418	Centipeda orbicularis	341
Cardamon, lesser	587	Centrantherum anthelminticum	324
Cardanthera uliginosa	442	Cephalandra indica	277
Cardiospermum Halicacabum	43	Chabok	505
Carica Papaya	265	Chabica, gajpippali	631
Carissa carandas	364	Chaff-plant	485
Carrot	297	Chai	505
Carthamus tinctorius	331	Chaili	318
Carum Caru	284	Chakbot	492
		Chakulia	227
		Chalmeri	537
		Chamba	357

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Chambeli	356	Chhota alachi	587
Chameli	355	" dudhi	529
Chamlani	353	" gokshur	337
Chamomile	327	" indrayan	266
Champaha	321	" kalpa	396
Champai	214	" kerui	528
Champa-noti	491	" lasora	394
Chanak	185	" manda	515
Chandmala	391, 572, 573	Chichinga	269
Chandon	517	Chicrasi	128
Chandon amaren	517	Chickrassia tabularis	128
" betho	493	Chilla	264
Chandra	369	Chillajinjalu	388
" mallika	319	Chiluki	594
Chandra sura	33	China-badam	170
Changeri	99	" ghash	612
Chansor	33	" pagu	601
Charati	40	" rose	72
Chatni	366	" tallowtree	543
Chaulmugra	45, 46, 47	Chiranji	154
Chaya	486	Chirchita	485
Chebira	456	Chireta	390
Chebulic myrobalan	242	" Country	446
Chebulapilli-tigi	399	Chirnit	270
Cheena	654	Chirui	350
Chennangi	259	Chiru-noti	491
Chenopodiaceae	83	Chita	343
Chenopodium album	492	Chitra	236
" ambrosiodes	493	Chitraka	343
" purpurascens	492	Chitrakadya churna	343
Chenuku	658	Chobica	505
Chepur	176	Chocramarda	182
Chhagal alantrika	398	Chol	431
" bata	380	Chola	185
" khuri	398, 399	Chompak	12
" nadi	339	Chrozophora plicata	523
Chhanchi-bet	623	Chrysanthemum Coronarium	332
" kumra	275	" indicum	332
Chbinnaruha	624	Chubamabil-pori	369
Chhola	185	Chucra	498
Chholanga-nebu	103	Chuka-palang	498
Chhota-akanda	379	Chupri-alu	600



বনৌষধির নামের ইংরেজী বর্ণমালানুযায়ী সূচী

১৩৭২

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধী	ক্রমিক সংখ্যা
Chutrika	99	Coix aquatica	663
Chuya	517	" gigantea	663
Chyuta	152	" Lachryma-Jobi	663
Cicer arietinum	185	Coleus aromaticus	473, 501
Cinchona calysaya	304	Colocasia antiquorum	629
" columbian	304	Colosynth	273
" cordifolia	304	Columnnea balsamea	433
" country	222	Combretaceae	44
" officinalis	304	Commelinaceae	112
" red	304	Commelina benghalensis	613
" succirubra	304	" communis	613
" wild	303	" obliqua	613
" yellow	304	" salicifolia	613
Cinnabar	2	Compositae	58
Cinn amomum camphora	509	Conessi bark	368
" iners	508	Convolvulaceae	72
" nitidum	508	Convolvulus paniculata	267
" Tamala	507	Coral tree, Indian	195
" zeylanicum	508	Corchorus capsularis	89
Cissampelos pareira	22	" olitorius	90
Citrullus Colocynthis	278	Cordia myxa	393
" fistulosus	279	" obliqua	394
" vulgaris	279	Croiander	296
Citrus acida	105	Coriandrum sativum	296
" aurantium	107	Cornaceae	55
" decumana	108	Costus, Indian	544
" Limetta	106	Costus root	336
" Limonum	104	Costus speciosa	336, 584
" medica	103	Couch-grass	646
Cleistanthus collinus	535	Cow hage plant	203
Clematis triloba	5	Crassulaceae	41
Cleome viscosa	37	Crataeva religiosa	38
Clerodendron infortunatum	457	Crinum asiaticum	597
" phlomoides	459	" latifolium	598
" serratum	465	Crocus sativa	592
" siphonanthus	458	Cromuk	616
Clitoria ternatea	186	Crotalaria juncea	158
Cloves	250	" verrucosa	159
Cluster fig	529	Croton tiglium	522
Cobra's saffron	58	Cruciferae	10
Cocculus villosus	20	Cryptogamia	1
Cocos nucifera	617	Cubebs	484



বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Cucumber bitter	278	Dandhillas	436
Cucumis melo	280	Dandotpala	389
„ sativa	281	Danimma	260
Cucurbita maxima	282	Dankuni	389
„ moschata	283	Danti	521
„ Pepo	288	„ gurastaka	521
Cumin, black	8	„ haritaki	521
„ seed	293	Darbha	649
Cupuliferae	98	Daruchini	508
Curculigo orchioides	574, 595	Daru-haridra	23
„		Dasamula	227
Curcuma amada	575	Dasbahu	593
„ angustifolia	579	Dasbai-chandi	593
„ aromatica	576, 579	Dasee	450
„ caesia	580	Datura alba	419
„ leucorhiza	579	„ fastuosa	420
„ longa	577, 579	Daucus carota	297
„ montana	579	Deba-daru	565
„ rubescens	579	„ daru chettu	563
„ zedoaria	578	„ drone	478
Cuscuta reflexa	409	„ druma	565
Custard apple	14	Deb.kanchan	174
Cydonia vulgaris	335	Deergba rohisak	641
Cynodon dactylon	647	Delo	545
Cyperaceae	118	Delphinium denudatum	1, 4
Cyperus rotundus	637	„ saniculaefolium	4
„ scarious	636	Denodrobium strictus	646
		„ Macraei	566
		Denga-gargar	663
		Derris uliginosa	188
		Desmodium gangeticum	189
		Devil's cotton	83
Dabi-dubi	612	Dhania	296
Dabra	228	Dhanilanka	418
Dadrughna	183	Dhanya	652
Dadrumardon	183	Dhanyak	296
Daemia extensa	380	Dharakosutoki	272
Dahu	545	Dharauli	371
Dakam	305	Dharkadamba	303
Dalbergia sissoo	187	Dharkai	272
Dam pel	57	Dhar-karola	286
Dan nalu	296	Dhar-karola maru	437
Danda-kalas	478		

D



বনৌষধি নামের ইংরেজী ক্রমান্বয়ে অক্ষরানুসারে সূচী

১৩৮৩

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Ganja	546	Girikarnika	169
Gaojayan	396	Gloriosa superba	608
Gappara-chettu	470	Glycosmis pentaphylla	110
Garania-alu	600	Gmelina arborea	468
Garcinia Mangostana	56	Goabean	191
" xanthochymus	57	Goala-lata	140
Garden Daisy	332	Gobra	477
Gargar	663	Gobra nota	191
Gargunadu	276	Gobria	564
Gari-kolai	192	Godhapadi	140
Garlic	607	Godhum	661
Garuga	120	Gojihva	325
Gazdar	431	Gokshur	95, 443
Gelonium multiflorum	98	Gokshur—Bara	440
Gentianaceae	69	Golancha	18
Geraniaceae	27	Golap-jam	250
Ghanta-karna	457	Gol-himalheri	332
" patali	361	Gol-sagu	619
" parul	438	Gonra-nebu	105
" pushpa	419	Gooseberry, chinese	97
Ghatiseora	552	Gorakadru	653
Ghati-peet-papra	452	Goraksha-amli	77
Ghebu-nelli	464	" chakulia	82, 227
Ghee-karola	286	Gorbi	535
Gheli-jehoru	290	Goria	238
Ghenti-note	491	Gosampigi	358
Ghentu	457	Goshtha-bartaku	416
Ghericha	646	Gosirsha	517
Ghet-kachu	632	Gosypium herbaceum	69
Ghia-tarai	274	Gostofi-draksha	142
Ghisee	574	Goth-begun	416
Gholghosa	578	Gothubi	634
Ghora-bach	582, 627	Goya-aswatha	549
" nimba	123	Gramineae	119
Ghorki	513	Grangea maderaspatana	326
Ghosa-lata	273	Grewia asiatica	91
Gbrita-kumari	605	Groksha-chakula	82
Gila	193	Gronthiparni	330
Gima	291	Groundnut	170
Gingeli-seed	441	Guava	254
Ginger	581	Guggul	119
Ginger grass	640	Guizotia abyssinica	335



বনৌষধি	কবিক সংখ্যা	বনৌষধি	কবিক সংখ্যা
Gulabbas	484	Halkosa	478
Gulab-tulsi	471	Haltita	446
Gulchini	332	Halud	577
Gulkhand	232	" kadami	305
Gul-sabba	609	Hansapadi	666
Gumadi	468	" raj	667
Gum, Arabic-Indian	162	Harara	242
" Butea	171	Hargoza	447
" gada	114	Hariali	646
" guggul	119	Haridra	577
Gundha ferosah	119	Harikosa	447
" -tinga	638	Harjora	139
Gunja	160, 555	Harkunch-kanta	447
Gunuta-chettu	257	Harpoda	553
Gur-kamai	411	Harsinghar	360
" kanta	34	Harsini	546
Guri-jenja-chettu	588	Hasak	548
Guruchi	18	Hastikarna-Polas	172
Gurugu-chettu	523	Hasti-Sundri	335
Gurulu	488	Hati-ankush	489
Gurur	668	Hatisurah	395
Gutia-sakchini	602	Hatiyan	67
Guttiiferae	18	Haya.maruk	372
Guye-genda	460	Hazar-mani	540
Gymnema sylvestre	382	Hedychium spicatum	574
Gynandropsis pentaphylla	39	Helenium	568
Gynocardia odorata	46	Helicteres Isora	85
Gynocardic acid	46	Heliotropium indicum	395
		Hellebore	429
		Hemapuspi	595
Habbulas	252	Hemidesmus indicus	384
Hab-el.arus	504	Hemp. Indian	546
Habshi	536	" mountain	422
Hachuti	341	Hempuspica	359
Hsemodoraceae	103	Hena	257
Hakuch	210	Henbane	421, 423
Hakun	521	Henna	113
Halda-bosanta	431	Herira	331
Haldi	577	Herpestis Monniera	428
" korupi	373	Hibiscus abelmoschus	70
Halim	33	" cannabinus	78
		" esculentus	71



বনৌষধির নামের ইংরেজী বর্ণমালাভূয়ায়ী সূচীপত্র

১৩৮৫

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Hibiscus Rosa-sinensis	72	Ichum-pannai	620
Hijjal	246	Idakula	366
Hijli-badam	151	Ikshu	658
Hilmochica	334	" gandhi	658
Himsagar	235	" rak	443
Hincha	334	Ilumik-cham-tulasi	471
Hingan	117	Ilupi	347
Hingu	298	Imperata arundinacea	650
Hingu-Abu-sayeri	298	Impatiens Balsamina	100
" Artak-churna	298	Indian, almond	241
" kandabari	298	" Beech	208
Hiptage Madab-lota	94	" berry	203
Hirbacha	643	" Laburnum	179
Hogla	625	" Madder	316
Hog-plum	156	" Sarsaparilla	384
Holarrhena antidysenterica	368	" Senna	184
Honey-bush	111	" Sorrel	497
Honpa	269	" Walnut	557
Hordeum vulgare	660	Indigofera linifolia	196
Horse-radish	157	" tinctoria	197
Hriber	74	Indrabaruni	278
Humula	573	Indrajab	368, 372
Hurhuchi	334	Indrayan (Lal)	266
Hurhuria	37	Indurkani-pana	671
" Swet	39	Ingu	298
Hydrocotyle asiatica	292	Ingudi	117
Hydrocyanic acid	231	Ionidium suffruticosum	40
Hydrolea zeylanica	392	Ipecacuanha	309
Hydrophyllaceae	70	" Bastard	385
Hygrophila obovata	444	" Country	309
" salicifolia	444	Ipomaea batatas	400
" spinosa	443	" grandiflora	407
Hygropyza aristata	682	" muricata	402
Hymenodictyon excelsum	319	" Nil	402
Hyoscyamus muticus	422	" paniculata	401
" niger	421	" Pes-caprae	399
" reticulatus	423	" pestigridis	403
		" reptans	404
		Irak	625
		Irangun-malla	245
Ibajam-randu	254	Irideae	105
Ichnocarpus frutescens	367	Iris nepalensis	594



১৩৮৬

ভারতীয় বনৌষধি

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Isan-bedi	620	Jasminum latifolia	355
Isaphgul	481	" montana	355
Isbandh	113	" pubescens	358
Isolangula	392	" sambac	357
Itipala	562	Jastimadhu	221
Iti-puc-ka	278	Jata-lanka	526
Ittic-kollai	108	" mansi	320
Ixora coccinea	307	Jatiphal	506
		Jatiphaladya-churna	546
		Jatropha curcas	47, 530
		" gossypifolia	531
		Java	660
		Jaya	66
Jabanal	656	Jayanti	214
Jadipatri	506	Jaya-phal	506
Jadwar	1	Jayitri	506
Jafran	592	Jaypal	522
Jagat-modon	451	Jeebonti	566
Jai	662	Jhampi	65
Jaikea	506	Jhau-bilati	559
Jaitri	506	Jhingaka	272
Jajna-dumbur	550	Jhinjhirista	92
Jalanol-ras	546	Jibaniya	566
Jal-chaulad	262	Jingini	195
" gargar	643	Jirak	293
" kumbhi	630	Jiyaputa	533
" madbuk	348	Jobsa	169
" pippal	6	Jonar	648
" tanduliya	491	Jonka	81
" tinduka	491	Joya-dumbur	553
Jale	660	Joypal	522
Jamalpota	522	Juar	644
Jamani	294, 421	Juglandaceae	95
Jambu	249	Juglans regia	557
Jangli-badam	88	Jui-pona	453
" chichinga	270	Jujuba fruit	134
" peyaj	610	Juncellus inundatus	635
Janum-arak	490	Jussiaea repens	262, 491
Jaraghna-gutika	268	" suffruticosa	261
Jaromaddi	239	Justicia diffusa	452
Jasminum arborescens	355	" gendarussa	451
" grandiflorum	356	Juthika-parni	453
" heyneana	357		
" humilis	359		

বনোবধির নামের ইংরেজী বর্ণমালাভূয়ায়ী শৃচী

১৩৮৭

বনোবধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনোবধি	ক্রমিক সংখ্যা
K		K	
Kabab-chini	504	Kallam-ghento	546
Kabaro	549	Kallibituloo	402
Kachhantharai	291	Kalmegh	446
Kachu	629	Kalmi-sak	404
Kachur	578	Kalo-aguru	437
Kadakai	242	" bala	322
Kadali	589	" bana	403
Kada-met	465	" dhutura	420
" mara	500	" haridra	580
Kadej-gia	624	" Karpur	433
Kadu	46	" kasturi	70
Kadukar	242	" kera	36
Kaempferia angustifolia	571	" marich	503
" galanga	573	Kaloi-paiki-jangu	608
" rotunda	572	Kamala-dye	536
Kafur	509	Kamalagunri	536
Kaibarta-mutha	637	Kamabali-chettu	555
Kaidariam	558	Kambupudalai	268
Kajupati	253	Kamo-lata	406
Kak-dachettu	285	Kampillaka	536
" dumbur	551	Kamraj	141
" dumburica	551	Kamsutu	233
" jangha	138	Kanak-champa	86
" marchi	411	" dhutura	420
" mari	16	Kanan eronda	530
" nasa	444	Kanchan	115
" tundi	355	Kanchanar	177
Kakji-nebu	105	Kanchata	613
Kakkola	116	Kanchat	491
Kakni-dona	657	Kanchhira	613
Kakoli	426	" pani	613
Kakphal	16	Kanchipunda	491
Kala	442	Kanchot	262
Kalaka	364	Kanchra-dam	262
Kalanchoe laciniata	235	Kanda-amadam	521
Kalauji	324	" bal	572
Kalfah	508	Kandan-kattiri	414
Kali-jhat	568, 664	Kandelia Rheedii	238
Kali-vikeya	364	Kaner	370
Kalkesenda	180	Kanguni	558
" chhota	181	Kanja	115
		Kanjan-bura	571



১৩৮৮

ভারতীয় বনৌষধি

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Kankali	668	Karpur balli	473
Kanki	483	" harida	576
Kankra-arangi	149, 150	" kachili	574
Kknkrole	284	" kachuri	573, 574
Kanmu	597	Kartari-nirgundi	466
Kanni-elach	587	Karu-indu	483
Kanphuti	37	Karula	626
Kansari-nata	399	Karumbu	658
Kanta alu	600	Karu-noch-chi	451
" kalika	443	" pasupu	575
" gurkamai	362	Karuya	508
" jhanti	448	Kasamar	180
" phal	419	Kasamardda	181
Kantar	544	Kaseru	638
Kanthai	544	Kash	657
Kanti-dar	490	Kasmiraja	336
" kari	414	Kasmirika	142, 592
Kanuga chettu	233	Kaso	237
Kanya	504	Kastha-debdaru	414
Kaoali	276	Kasus	409
Kapila-draksha	142	Katak	388
" pedi	536	Kata-malli	296
Kapili	536	Katamulek	530
Karabir	354	Kat-champa	375
Karada	535	" kaleja	222
Karail-bans	646	" nimba	112
Karalu	558	Kateri	414
Karamardaka	364	Katila	229
Karanja	208	Katki	429
Karankusha	642	Kattali	605
Karava-priya	363	Kattu-mannal	583
Karebi	242	Kauri-buti	396
Karee	410	Kayuram	578
Karkatoki	284	Kedari tumba	479
Karkkat sringi	149, 150	Kedok-arak	398
Karo-bella	285	Keechak	644
Karobi-tarai	273	Kela	589
Karobiradya Taila	370	" geda	400
Karonda	364	Keli-kadamba	305
Karovi	370	Kemuka	584
Karpa-karashi	210	Keora	624
Karpur	433, 509	Kesha	657

বনৌষধির নামের ইংরেজী বর্ণমালাভূয়ায়ী সূচী

১৩৮৯

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Keshar-dam	262	Kohibung	422
Kesharaj	333	Kokanad	27
Keshuria	333	Kokilaksha	443
Kesur	638	Kokuina	634
Ketaki	624	Kokuva	239
Keu	584	Kolombi	404
Keya	624	Kolpa	396, 397
Khadaki	568	Komola-nebu	107
Khadir	163	Konamul	501
Khagra	659	Kondai	44
Kham-alu	600	Kongu	656
Khamo	237	Konguni	130
Khara-menjuri	485	Konkolak	504
Khss-khas	639	Konkon-dhupam	119
Khejur	620	Kopikachhu	203
Khesari	198	Kopittha	109
Khiri	351	Kop-pata	334
Khirika	350	Korai	637
Khirni	350, 381	Kork	264
Khokali	518	Korkotika	65
Khorasani-jawan	421, 423	Korkotoki	284
Kbori	659	Korkot-Sringi	149
Khormuja	280	Kormaoranga	97
Khurkus	553	Korna-nebu	104
King-suk	171	Kornika r	86
Kino-bengal	171	Koruna-nebu	104
„ gum	212	Kosto-i-sirin	336
„ polas	171	Kota-gandhal	306
Kiramar	500	Kotola	275
Kirambu	251	Kot-phala	558
Kirata	446	Ko-trina	642
„ tikta	390	Kotuka	429
Kis-mis	142	Kotuku-bhogani	429
Kiwara	588	Koturohini	429
Klitanak	221	Koyet-bel	109
Kobidar	173	Kripa	116
Kodipalai	377	Krishna-chura	224
Kodo	653	„ dhutura	420
Kodoli	589	„ kamboji	541
Kodroba	653	„ keli	484
Kodu	271	„ kutaja	371
Kofekanam	186	„ musali	595



১৩২২

ভারতীয় বনৌষধি

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Madhukaray	314	Manjistha	316
Madhu-karkkatika	106	Manjit	316
" nirbisa	571	Manjol	577
Madhurika	299	Mankachu	628
Magadam	349	Man-kanda	628
Magling-amaram	361	Manna-takal-sullum	411
Magnolia pterocarpa	11	Marandi	447
Magnoliaceae	3	Maranta arundinacea	579
Magra-elach	587	Margosa tree	122
Mahabari-bach	582, 627	Mari	619
Mahakal	266	Marich	503
Mahalib	574	Maris	490
" nmba	118, 127	Marking-nut	155
" satabari	604	Marsh-mint	475
" ticta	446	Marsileaceae	122
Mahua	347	Marsilea quadrifolia	672
Majuphal	561	Martynia diandra	439
Makal	266	Marubak	471
Makhuna	175	Maru-dampa-tai	558
Makoi	411	Masandari	462
Malabar-bach	570	Masani	218
" nut	445	Masaparni	218
Malakuili	235	Maskolei	206
Malkagni	130	Mastaru	326
Mallotus philippinensis	536	Mat-kolai	170
Maloti	365	Matta-pal-tiga	401
Malpighiaceae	26	Matulunga	103
Malvaceae	21	Mau-alu	600
Manka	628	Maya-phal	561
Manakka	142	Mayuark	485
Manda	567	Mayur-sikha	665
Mandar	195	Meda	510, 512
Mandaramu	378	Meda-lacti	511
Manditta	316	" singi	382
Mando	314	Meera-pakai	418
Mandua	650	Meezhanla	514
Manduka-brahmi	292	Melaleuca leucadendron	253
Manduka-parni	292	Melastomaceae	46
Mangifera indica	152	Melia azadirachta	122
Mango-ginger	575	" azedarach	123
Manjapu	360	Meliaceae	39
Manjarika	470	Melilotus alba	199

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Melilotus indica	199	Monkey-face tree	536
" perviflora	199	Monks-hood	2
Melon	280	Nonochoria vaginalis	611
" (water)	279	Monsa-sij	525
Memecylon edule	255	Moon-flower	407
Mendi	257	Moranga-alach	586
Menispermaceae	5	Morinda bracteata	318
Menphal	314	" citrifolia	318
Mentha arvensis	474	Moringa pterygosperma	157
" incana	474	Moringaceae	38
" oleum	475	Morus alba	555
" piperita	475	" indica	555
" sylvistris	474	Mosei	264
" viridis	474	Mosina	93
Mentula	219	Mosur	194
Mera-chitramulam	344	Motia	357, 619
Merua	651	Motisadori	323
Mesa-sringi	382	Mountain hemp	422
Mesta-pat	73	Moyana	317
Mesua ferrea	58	Mridvika	142
Methi	219	Mriga-sringa	85
Michelia Champaca	12	Muchkunda-champa	87
Milagu	503	Mucuna prurines	203
Mimosa pudica	201	Mudar	378
" rudicaulis	202	Mug	205
Mimusops elengi	349	Mugani	204
" hexandra	351	Mugra	596
" kauki	350	Mukadi	361
Mirabilis Jalapa	484	Mukadi	361
Mirialu	504	Mukia-scabrela	287
Misreya	১৭	Mukta-barshi	518
Mitha-indrajau	371, 372	" jhuri	518
" jahor	2	" pulagum	384
" til	441	Mula	32
Mollugo hirta	291	Mulberry, Indian	318
" spargula	291	" white	555
Molsari	349	Muli-goant	448
Momchina	543	Mulkash	644
Momordica charantia	285	Mullak-kirai	490
" cochinchinensis	284	Mulla-ppai	418
" dioica	286	Muncha kanda	626
" muricata	285	Mundi	339
		Munja	659



১৩২৪

ভারতীয় বন্যোষধি

বন্যোষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বন্যোষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Munni	464	Naga-ranga	107
Murbba	590	Nagar-mukutakai	407
Murga	596	" mustaka	636
" Sikha	489	Nagar-mutha	636
Murraja exotica	111	Nagdali	289
" koenigii	112	Nagdamani	330, 597
Musabbar	605	Nageswar	58, 59
Musadi-Nag	21	Nagfali	289
Musaka-dana	70	Nagfani	289
Musali	21, 595	Najna	157
" swet	569, 595	Najuribi	485
" krishna	569, 595	Nak-chikni	341, 377
Musa sapientum	589	Nak-churuppan	386
Muskak	438	Nalla-babhili	451
Muskmallow	70	Namuti	326
Musk root	320	Nannari	384
Mussaenda frondosa	311	Nappamara	469
Mustaka	637	Naramamudi	512
Musti-bittuloo	387	Narangi	107
Musu	555	Naravelia zeylanica	7
Mutha	637	Narayani-taila	604
Myricaceae	96	Narchalam	522
Myrica Nagi	558	Nardostachys jatamansi	320
Myrtistica fragrans	506	Naregamia alala	309
Myristiceae	87	Nar-kachur	580, 582
Myrobalan, Beleric	240	Narikel	617
" chebulic	242	Nariyel	617
" embelic	538	Nasbhaga	456
Myrsinaceae	60	Natba-dum	241
Myrtaceae	45	Nat reva-chini	496
Myrtus Communis	252	Navi-anguri	417
		Neepa	303
		Neerbrahmi	428
		Nelausirika	539
		Nellatari	595
		Nelumbium speciosum	27
		Nepala-bitana	522
		Nepali-alach	585
		" dhania	114
		Nephelium litchi	147
		" longana	148
		Nerium odorum	370
Nachchi	466		
Nadyu-dumbur	552		
Naga-bola	82		
" donti	521		
" malli	453		
" mugatei	407		
" musadi	21		

N

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Nerkirambu	251	Nymphaeaceae	7
Nibar	652	Nymphaea cyanea	26
Nicotiana Tabacum	424	" lotus	26
Nidigdhika	414	" rubra	26
Nigella sativa	8	" stellata	26
Niger seed	335		
Night, Jsamine	360		
Nikumbha	531	O	
Nil	197	Oak-gall	561
Nila-bamboo	390, 446	Ochrocarpus longifolius	59
Nilbem	390	Ocimum and malaria	471
" beppa	490	" basilicum	472
" jhanti	450	" caryophyllatum	471
" kalmi	402	" fly-preventive	471
" nirgundi	451	" gratissimum	471
" nisinda	466, 467	" magnus	469
" padma	27	" parvum	469
Nilobish	4	" sanctum	470
Nimba	122	Odina wodier	153
Nimbak	105	Okanu-kattu	223
Nimpa-gandhi	643	Ol	626
Nimukha	17	Olacinae	32
Niranuki	467	Olat-chandal	608
Nirbisha	1, 4, 634, 643	" kambal	83
Nirgundi	666	Olax scandens	129
Nirguri teru	443	Oldenlandia corymbosa	74, 308
Nirmali	388, 443	Oleaceae	64
Niruli	606	Oleander	373
Nirumel	256	Oletum nigrum	130
Nisinda	466	Olibanum, Indian	119
Nittu-ribal-chinni	496	" Java	354
Noar	537	Oman	294
Nolaniredo	465	Omatai	419
Noltiga	367	Omoti-oman	295
Nukha	611	Onion, wild	610
Nulibard	274	Operculina turpethum	405
Nut-grass	637	Ophiorrhiza, mungos	310
" meg	506	Opium	28
" " malabar	365	Opuntia Dillenii	289
Nyagrodha	547	Orchideae	101
Nyctagineae	81	Orchis mascula	569
Nyctanthes Arbor-tristis	360	Oroxylum indicum	436



১৩৯৬

ভারতীয় বন্যোষধি

বন্যোষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বন্যোষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Orris root	336, 594	Panicum miliaceum	654
Oryza sativa	625	Panijama	562
Osog	584	Paniri	500
Ougeinia dalbergioides	200	Panjhuli	541
Oxalis corniculata	99	Panos	544
Oxystelma esculentum	381	Pansewli	541
Oyadugu	535	Panupakhel-kalunga	286
<hr/>		Papa-Am	265
P		Papari	554
Pachchai	472	Papaveraceae	8
Padari	437	Papaver somniferum	28
Padma	25	Papaw	265
Padma-golancha	19	Pappani	265
" gomru	468	Papputtoo-boyru	313
" kastha	231	Papra	24
Padmak	231	Parabata-padi	138
Padri	437	Paras-pipul	76
Paederia foetida	312	Parbbati	258
Paeonia emodi	9	Paribhadra	195
Paeony rose	9	Parigadda	263
Pagada-manu	349	Parijat	195
Paiyel	154	Paripat	308
Pakki	556	Parkoti	554
Pakur	554	Parpadagam	308
Palak-juin	453	Parpot	308
Palam	618	Parsik-jomani	171
Palandu	606	Parul	438
Palas	171	Pasan-bhedi	473
Palla	351	Paspalum scrobiculatum	653
Palla-ramalli	415	Passifloreae	50
Palmeae	114	Pasupu	577
Palong-sak	498	Patala-gandhi	369
Palpirai	556	Patal-gorure	19
Palta-madar	195	Patar-rambona	625
Palyoka	353	Patha	17
Pana	670	Pathar-chur	473
Pancha-balkal	547, 554	" kunchi	234
Pandanaceae	115	Pati	635
Pangonari	523	" nebu	105
Paniala	43	Patra-banga	500
Panicum frumentaceum	655	Pavetta indica	313
		Pavonia odorata	74



বনৌষধির নামের ইংরেজী বর্ণমালাভূয়ায়ী সূচী

১৩৯৭

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Payo-komati	278	Phyllanthus reticulatus	541
Pedagi	212	„ urinaria	540
Pedalineae	76	Physalis minima	425
Pedaliium murex	440	Pica-pullam	279
Pedda-palleru	440	Picrorhiza kurrooa	429
Peet-berela	80	Pikunkai	272
Peet-bhringi	427	Pilu	363
„ papra	452	Pindalu	315
„ patala	437	Pindi	315, 455
Peganum harmala	113	Pindi-kanda	486
Pellitory root	278, 316	„ khejur	621
Pengba	584	„ kundu	455
Pengu alakulu	585	Pinditak	306
Pennywort, Indian	428	Pineapple	591
Pentapetes phoenicea	84	Piniru	426
Peppermint	475	Pinus longifolia	563
Pepri	554	Pipal	548
Periploca aphylla	383	Piper betle	502
Peristrophe bicalyculata	456	„ chaba	505
Persimon, Indian	352	„ cubeba	504
Peru-marindu	499	„ longum	501
Perunarashadi	440	„ nigrum	503
Perungayam	298	Piperaceae	86
Peucedanum sowa	301	Piplakhan	554
Phala-kantaka	380	Pippali	501
Pharagi	258	Pipperment	475
Phalkohala	401	Pipul	501
Phanijjak	471	„ paras	76
Phaseolus aurea	205	„ jala	6
„ grandis	205	Pisonia aculeata	483
„ mungo	205	Pistacia integerrima	150
„ radiatus	205	Pistia stratiotes	630
„ Roxburghii	206	Pisum sativum	207
„ sublobatus	205	Pitaban	227
„ trilobus	204	Pita kanda	297
Phenila	145	Pitakaravi	356
Phoenix dactylifera	621	„ kari	386
„ sylvestris	620	„ malati	359
Phola-punna	227	„ papra	308
Phyllanthus distichus	537	Pit-chandan	517
„ emblica	538	Pito hari	405
„ niruri	539	Pittala-bhanrah	338



বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Pituli	542	Psoralea corylifolia	210
Piyaj	606	Psychotria ipecacuanha	309
Plaksha	554	Pterocarpus marsupium	212
Plantaginaceae	80	" santalinus	211, 261
Plantago ovata	481	Pterospermum acerifolium	86
Plumbaginaceae	59	" suberifolium	87
Plumbago rosea	344	Puama-tosi	478
" zeylanica	343	Pudel	270
Plumeria acutifolia	375	Pudina	475
Podabala	269	Pudma	27
Podophyllum emadi	24	Pudmak	231
Poduka-sak	495	Puga.briksha	616
Pogaku	424	Puin-sak	495
Polianthes tuberosa	609	Pukai-elari	424
Polyalthia longifolia	15	Puli	220
Polygalaceae	14	Punarnava	482
Polygala chinensis	48	Pundarik	27
" crotalarioides	49	Purganmaram	208
Polygonaceae	84	Punica granatum	260
Polypodiaceae	120	Punnag	55
Polypodium quercifolium	668	Purgative croton	522
Pomegranate	260	Purus	91
Pomelo	108	Putranjiva Roxburghii	533
Pongamia glabra	208		
Pontederiaceae	110		
Popli (colour)	131	Q	
Poppy. Mexican	29	Quamoclit pinnata	406
Porkoti	554	Quercus infectoria	561
Portulacaceae	16	Quince	233
Portulaca oleraceae	51	Quince, Bengal	101
" quadrifida	52	Quinine	304
Potassium-permanganate	28	Quisqualis indica	245
Premna herbacea	465		
" integrifolia	464	— —	
Prisni-parni	227, 228	R	
Prome-ha-mihir-taila	604		
Prosarini	312	Raiga	550
" leha	11	Raisins	142
Prosopis specigera	209	Raizade cobra	499
Prunus communis	230	Raja-briksha	179
Prunus puddum	231	Rajadan	351
Psidium guyava	254		



বনোবধির নামের ইংরেজী বর্ণমালানুযায়ী পৃষ্ঠা

১৩২২

বনোবধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনোবধি	ক্রমিক সংখ্যা
Rajadani	351	Rheum acuminatum	496
Rajanigandha	609	„ emodi	242, 496
Rajarka	378	„ officinale	496
Rajbaka	370	„ palmatum	496
Rakhal-kolai	204	„ specifforme	496
„ sasa	278	„ webbianum	496
Rakshimatalu	596	Rhinacanthus communis	453
Rakta-alu	600	Rhizophoraceae	43
„ boch	582	Rhizophora mucronata	237
„ bindu-chand	529	Rhubarb—Indian	233
„ chandan	161, 211	Rhus gl'as	641
„ chitrak	344	„ succedanea	149
„ kambal	26	Ricinus communis	532
„ kanchan	173	Ringworm, shrub	183
„ padma	27	Risabhiak	401
Rambegun	412	Rohis	640
Ramsar	374	„ gabat	640
Ramtarai	273	„ trina	642
Ramtulasi	471	Robitaka	125
Ranamba	512	Rohon	126
Randhuni	295	Rosa alba	232
Randia dumetorum	314	„ damascena	232
„ uliginosa	315	„ grass	640, 641
Ranga-alu	400	„ indica	232
Rangan-malli-chettu	245	Rose-bay, Indian	127
Rang-holdi	576	„ berry spurge	370
Ranjai	349	„ coloured, leadwood	344
Ranjan	161, 517	„ wood	147
Ranunculaceae	1	Rosunia gachh	238, 454
Ranunculus sceleratus	6	Rosut	23
Raphanus sativus	32	Royna	125
Rasna	567	Rubiaceae	56
Rasun	607	Rubia cordifolia	316
Ratalu	600	Rudra-jata	499
Ratanhia	137	Rumex maritimus	497
Ratnapuras	40	Rumex vesicarius	498
Rauwolfia serpentina	369	Rumgia parviflora	455
Reband-chini	496	Rush	636
Redwood, Indian	126	Rutaceae	28
Rerhi	532		
Revanda bhindi	496		
Rhamnaceae	34		



বনৌষধি	ক্রমিকসংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিকসংখ্যা
S			
Sabja	472	Samydaceae	49
Sabuku-pattai	559	Sanalifu	508
Sabuni	290	Sanballi	523
Saccharum arundinaceum	659	Sankarjata	228
„ fuscum	656	Sankbahuli	389
„ officinarum	658	Sansevieria Roxburghiana	590
„ sara	659	„ zeylanica	590
„ spontaneum	650, 657	Santalaceae	92
Saccolabium papillosum	568	Santalum album	517
„ praemorsum	568	Santonine, butea	171
„ wightianun	568	„ polas	171
Sacred fig	548	„ sonamukhi	184
Sadanga paniya	74	Sapindaceae	36
Sada nota	491	Sapindus mukorossi	146
Safed chandan	517	„ trifolius	145
Safflower	331	Sapium sebiferum	543
Saffron	592	Saponaria vaccaria	50
Sahadevi	323	Sapason	499
Sain kanta	165, 202	Sapota	346
Sak	463	Sapotaceae	61
Sakarkanda alu	400	Sappan wood	223
Sakhotak	556	Sapta-parni	366
Sanknarur-pilli	640	Sar	659
Sal	64	Saraca indica	213
Salaya-dhup	119	Sarala	563
Salibmisri	569	„ debdaru	563
Salicineae	99	„ lodhra	353
Salix tetrasperma	562	Saranga-paniya	637
Sallaki	119	Sarapunkha	216
Salparni	189	Sarbbajaya	583
Salvadoraceae	65	Sarcostemma brevistigma	383
Salvadora persica	363	Sariba	367
Salvia plebeia	476	Sarma	384
Salviniaceae	121	Sarpa-gandha	369
Salvinia cucullata	671	Sarpakshi	310
Samandar ka-pat	398	Sarpashi-chell	310
Samantippu	332	Sarpasi chettu	310
Sambani-chettu	428	Sarsaparilla, Indian	384
Samudra-pela	398	„ rasna	568
„ phal	246	Sarunnai	290
„ sok	398	Sasung	525
		Satabari	604



বনৌষধির নামের ইংরেজী কৰ্মালোচনায় নুটী

১৪০১

বনৌষধি	ক্রমিক নং	বনৌষধি	ক্রমিক নং
Satabari Mede, Mahameda	604	Sheduri	574
Satamul	604	Shofed-kumra	283
Sata-oyar	604	Shorea camphora	509
Sata-padi	604	„ robusta	64
Sati	578	Shrubby Basil	491
Satlyam	366	Shyamaghas	655
Sausurea lappa	336	Shyama lota	367
Savina	113	Shyama-dalan	325
Schfca wallichii	60	Sia-jira	298
Schleichera trijuga	144	Siakul	138
Schrebera chelonoides	361	Sia-musali	614
„ pubescens	361	Sibappu-baslakiri	495
„ swietenioidea	361	Sibfialul	143
Scindapsus officinalis	631	Sida cordifolia	78
Scippus grossus	638	„ rhombifolia	79
Scitamineae,	102	„ rhomboides	80
Scrotopine, fragrant,	624	„ spinosa	82
„ tree, Indian	87	„ veronicaefolia	81
Scrophularineae	74	Sidhi	546
Sebamu	505	Sigru	157
Sebantika	332	Sij	525
Segapu	254	Sikta karanja	382
Segobani	380	Silver fir, Himalayan	664
Segun	463	Sira	6, 191
Semicarpus ancardium	155	Sinai-aluppui	346
Saramuli	448	„ madala-birai	233
Senari	214	Simajilakar	348
Sendurphul	331	Simappa	29
Senna Indian	171, 181, 184	Simarubae	466
„ puepuria	181	Sindhubaram	467
„ sophora	181	Sindubar	263
Sensitive plant	201	Singhara	218, 445
Seora	556	Singha mukhi	218
Sephalika	380	„ hasya	113
Sesamum indicum	441	Sipand	323
Sesbania aegyptica	214	Sastrasanganir	167
„ grandiflora	215	Siris	187
Seseli indicum	300	Sisur	406
Setaria italica	656	Sita-ki-kesh	504
Sevit	461	Sital-chini	391
„ chhop	391, 604	Siull-chop	344
Shabhuja	280	Sivappu-chittrira	



ବନୋଷଧି	କବିକ ନଂ	ବନୋଷଧି	କବିକ ନଂ
Smilaxaglabra	601	Spaeranthus indicus	173, 339
„ lanceaefolia	602	Spearmint	474
„ macrophylla	603	Spinacia oleracea	494
Snigdha-debdaru	565	Spirunarubili	394
Snuhi	525	Spogel seed	481
Socotrin	605	Spondias mangifera	156
Sodiam-salt	47	Spongar	481
Sohodevi-bori	342	Sreem	460
Solanaceae	73	Srigaber	581
Solanum esculentum	413	Srigala-keli	133
„ ferox	412	Sringataka	263
„ indicum	415	Sri-garnika	558
„ insana	413	Stephania bernandifolia	17
„ melongenum	413	Sterculiaceae	22
„ nigrum	411	Sterculia foetida	88
„ torvum	416	Sterospermum Chelonoides	437
„ trilobatum	417	„ suaveolens	361, 434
„ xanthocarpum	414	Stbulgranthi	582
Soluka	301	Stbulgranthi laila	585
Soma-lata	383	Streblus asper	556
Somanti	214	Strychnos colubrina	21
Somaras	383	„ nox-vomica	387
Somi	165, 209	Stryaceae	63
Somraj	324	Sugandha-bach	570, 573, 582, 627
Sona	436	„ ras	640
Sona-balli	523	Sukaka kuraku	498
Sonamukhi	184	Sukan-kirai	498
Sonchus arvensis	342	Sukha-darsan	597 598
Sadal	179	Sukkar	517
Son-keshar	141	Suknas	436
Sonyak	463	Sukshma-ila	587
Sora alu	600	Sul-horon	387
Sorakaya	271	Sultan-champa	55
Sorguja	335	Sunam-jore	549
Sorrel, Indin	497	Suni-sannak	471
„ red	73	Sundew	236
„ country	493	Sundhi	26
Sosan	594	Sunti	581
Sorajan	157	Sunwar	427
Soya bean	192	Superb lily	403
Soymida febrifuga	126	Suran	626
Spaeranthus africanus	339	„ batak	626

বনোবধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনোবধি	ক্রমিক সংখ্যা
3urasa	470	Tallow tree	543
Surjabarta	39	Talmakhana	443
Susuni-alu	600	Talmuil	595
" Sak	672	Tamak	424
Sweet-flog	627	Tamial	57
Swertia chirata	390	" paku	502
" decussata	390	Tamarindus indica	220
" elegans	390	Tamarisciae	17
Sweta bach	582, 627	Tamarix dioica	54
" brihati	415	" gallica	53
" chamoni	428	Tambul	502
" dbutura	419	Tamburu	216
" gothubi	633	Tamrakut	424
" hazarmani	539	Tamral	218
" jhanti	449	Tandi	240
" kanda	378	Tandikodebaha	408
" keroi	529	Tanko	492
" mandarak	378	Tapasa-drum	117
" morogphul	488	Tarali	288
" murga	488	Taranjobin	169
" padma	27	Tartar emetic	561
" patala	438	Taru-lata	406
" sariba	367	Tauri	226
<hr/> T		Teak wood	463
		Tectona grandis	463
Taba-nebu	103	Tejpatra	507
Tacca integrifolia	599	Tekata-sij	524
Tagada	437	Tekkutek	463
Tagar	376	Tela-chitra	343
Tambar	311	Tela-ketilak	459
Tagar-paduka	319, 604	Telakuncha	277
Taburi	405	Tellai	657
Tail-chitra	343	Tellategada	405
Tala	618	Tellamulaka	415
Talisadya-churna	564	Tephrosia purpurea	216
Talispatra	564	Tara	302
Talispatri	507	Teramnus labialis	218
" (Cinnamomum Tamala)	507	Terminalia Arjuna	239
" (Flacourtia cataphracta)	43	" balerica	240
Tal-jata	618	" catappa	241
		" chebula	242
		" laurinoides	240



বন্যোষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বন্যোষধি	ক্রমিক সংখ্যা
<i>Terminalia tomentosa</i>	243	<i>Trewia nudiflora</i>	542
<i>Ternstroemiaceae</i>	19	<i>Tribrit</i>	405
<i>Teuri</i>	405	<i>Tricosanthes anguina</i>	269
<i>Thaika</i>	498	„ <i>bracteata</i>	266
<i>Thespesia populnea</i>	76	„ <i>cordata</i>	267
Thorn-apple	419	„ <i>cucumerina</i>	268-270
<i>Thulkuri</i>	292	„ <i>dioica</i>	268
<i>Thvetia nerifolia</i>	373	„ <i>palmata</i>	266
<i>Thymelaeaceae</i>	89	<i>Tridbara</i>	524
<i>Tictashak</i>	38	„ <i>hatu</i>	581
<i>Tidanga</i>	288	„ <i>phala</i>	240
<i>Tiktara</i>	125	<i>Trigonella foenum-graecum</i>	219
<i>Tikta dhundul</i>	273	<i>Trikanta-ganti</i>	362
<i>Tikur</i>	579	<i>Trina-panchamul</i>	650
<i>Tii</i>	441	<i>Trisira-mansa</i>	524
<i>Tiliaceae</i>	23	<i>Triticum vulgare</i>	651
<i>Tiliacora racemosa</i>	21	<i>Triumfetta rhomboidea</i>	92
<i>Timmar</i>	469	<i>Tukakunga</i>	46
<i>Tinduk</i>	352	<i>Tukh-malanga</i>	480
<i>Tinis</i>	200	<i>Tulasi</i>	470
<i>Tinospora cordifolia</i>	18	<i>Tulati-pattee</i>	425
„ <i>tomentosa</i>	19	<i>Tulkmini</i>	402
<i>Tipili</i>	501	<i>Tumbari</i>	478
<i>Tippa-tigo</i>	18	<i>Tumbi</i>	271
<i>Tirukalli</i>	526	<i>Tumburu</i>	296
<i>Tisi</i>	93	<i>Tuntuni nota</i>	491
<i>Tobacco</i>	424	<i>Turitananda</i>	546
<i>Toddalia aculeate</i>	115	<i>Turmeric, wild</i>	576
<i>Toka-pana</i>	630	<i>Turpeth root</i>	405
<i>Tok-mari</i>	480	<i>Tutikora</i>	404
<i>Tolda-bans</i>	645	<i>Typhophora asthmatica</i>	386
<i>Toon</i>	127	<i>Typha elephantina</i>	625
<i>Topchina</i>	602	<i>Typhaceae</i>	116
<i>Topchini</i>	601	<i>Typhonium trilobatum</i>	632
<i>Topmari</i>	480		
<i>Torai</i>	272		
<i>Tormuja</i>	279		
<i>Totula</i>	551		
<i>Tragacanth</i>	229		
<i>Tragia involucrata</i>	534		
<i>Trapa bispinosa</i>	263		
„ <i>incisa</i>	263		

U

<i>Udicham</i>	74
<i>Udsalem</i>	9
<i>Udujati</i>	454
<i>Udumber</i>	550
<i>Ughai-pottai</i>	368

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Ulu	650	Water clove	261
Umbelliferae	54	" Lily	26
Unna-maram	208	White leadwort	343
Upodoki	495	" mulberry	555
Uraria lagopoides	227	Wild egg plant	414
" picta	228	" lime	102
Urena lobata	75	Winter cherry	426, 427
Urginea indica	610	Withania somnifera	426
Urticaceae	94	Wood apple	109
Usiriki	538	Wood oil	61
		Woodfordia floribunda	258
V		Woolf's bane	3
Valerian	321, 322	Wrightia tinctoria	368, 372
" hardwickii	321	" tomentosa	371
" officinalis	322		
Valerianeae	57	X	
Vallisneria Heynei	374	Xanthium strumarium	337
Vanda Roxburghii	567	Xyris pyuciflora	612
Vandellia pyxidaria	434	Xytideae	111
Vangueria mollis	317		
" spinosa	317	Z.	
Ventilago madaraspata	131, 132	Zanthoxylon alatum	114
Verbenaceae	78	Zea Mays	648
Vernonia cinerea	323	Zedoarea	578
Violaceae	12	Zehneria umbellata	288
Vitex Negundo	466	Zingiber casumunar	583
" trifolia	467	" officinale	581
Vitis pedata	140	" zerumbet	329, 585
" quadrangularis	139	Ziriki-bilai	402
" trifolia	141	Zizyphus Jujuba	134
" vinifera	142	" oenopia	133
W		Zygophyllaceae	26
Walnut	519		
" Indian	557		

তৃতীয় বিবৃতি ব্যাপি অনুযায়ী সূচী

অ

অগ্নিদেব—আম্র ২৭৭ ; হিঙ্গল ২১৬ ; বিহিঙ্গানা ৪৪০ ; বনমেধি ৩৭০ ; কুচিকাটা ৩৭৫ ; ইঙ্গুদি ২১৬ ; কুমড়া ৫৪০ ।

অগ্নিবুদ্ধিকরণে—আদা ১১৬৫ ; আম্র আদা ১১৫৫ ; কাবাবচিনি ২২৮ ; গাঁজা ১০২১ ; তোপচিনি ১২২০ ; হিঙ্গু ৫৭২ ; চিতা ৬৬৩ ।

অগ্নিমান্দ্যে—কালমেঘ ৮৮২ ; শালুক ৪২ ; মহানিধ ২১৮ ; হরীতকী ৪৫২ ।

অঙ্গুলির কড়ার—জাতি ৬২৪ ।

অঙ্গীরে—আমলকী ১০৭৪ ; কুড় ৬৪২ ; চিতা ৬৬৩ ; গাঁজা ১০২১ ; জাতিম ৭১৪ ; ছোলা ৩৪৬ ; জোয়ান ৫৬৩ ; দাড়ি ৪২৬ ; ধুতুরা ৮২৫ ; নারিকেল ১২৪৫ ; পাথরচূর ২০৪ ; বাগভেবেন্দা ১০৫৬ ; শতমূলী ১২১৪ ; বেতবচ ১২৬২ ; লবঙ্গ ৪৭২ ; হিঙ্গু ৫৭২ ; হরিতকী ৪৫২ ।

অঙ্কুরোষ-বেদনার—একলিঙ্গা জটব্য ।

অতিসুখানিবারণে—ডুমুর ১১০০ ।

অতিমিষ্টার—মরিচ ২২৫ ।

অজিরজে—কাঞ্চন ৩২৫ ; বনকড়া ৬৫২ ; ভুলরাজ ৬৫৪ ; কাটানটে ২৬৬ ।

অতিসারে—কুল ২৪৭ ; কুরচি ৭১২ ; ধাতকী ৪২১ ; নিম্বা ৩০ ; পুঁইশাক ২৭৬ ; বহেড়া ৪৫৫ ; মহাবরীবচ ১১৬২ ; মহা ৬৭৪ ।

অনিজার—নিজানাশে জটব্য ।

অস্তদাঁহে—ধনে ৫৬৮ ।

অপন্নারে (মূত্র)—অগ্নি ৪০২ ; পাথরচূর ২০৪ ; জাতিকুমড়া ৫২৫ ; জটামাংনী ৬১৬ ; হুহন ; ১২২৪ ; বেতবচ ১২৬২ ; শতমূলী ১২১৪ ; মুখা ১২২৭ ; বিঠা ২৬৬ ; আকর-করা ৬৩৪ ; বিরমী ৮৩৪ ।

অবসান-করণে—খোয়ালানী জোয়ান ৮৩২ ।

১৪০৮

ভারতীয় বনৌষধি

অভিস্রব (চক্ষুস্রাব)—রেড়ি ১০৬০ ; কণ্টিকারী ৮১৩ ।

অগ্নিপিত্ত—পারুল ৮৬৩ ; ঘণ্টাপারুল ৭০৪ ; আম ৪৭৫ ; ডহর করঞ্জা ৩৮৭ ।

অগ্নিরোগে—আমরুল ১৮৩ ; সরিষা ৬৬ ; রক্তপিট ২৪৪ ; আমড়া ২৮৫ ; কালমেঘ ৮৮২ ;
মরিচ ২২৫ ; সটকী ৮৪২ ; লবঙ্গ ৪৭২ ; ইশেহমূল ৮৮৪ ।

অরুচিতে—সোন্দাল ৩০৪ ; টাবানেবু ১২২ ; তেঁতুল ৪১৩ ; দাড়িহ ৪২৬ ।

অর্ধশিরঃশূলে—জগৎমদন ৮২২ ; বিড়ক ৬৬২ ; বনওকড়া ৬৫২ ; গুলঞ্চ ৩২ ; অপরাধিতা
৩৪৮ ; জাকরণ ১১২১ ।

অর্ধমূত্র রোগে—বট ১০২৫ ; পুঁইশাক ২৭৬ ; গুল ১২৬৭ ; কাকনামা ৮৭৭ ।

অর্ধ রোগে—নিম্বা ৩০ ; কামরাজা ১৮০ ; মূলা ৭১ ; নাগেশ্বর ১১৩ ; শিমূল ১২২ ; পল্ল
৫২ ; দাক হরিজা ৪২ ; কাফন ৩২৬ ; হুলথ কলাই ৩৩৫ ; ডহর করঞ্জা ৩৮৭ ;
কুঁচিকাটা ৩৭৫ ; মস্তী ১০৩৭ ; বেতো ২৭১ ; পিপুল ২৮৮ ; পুঁইশাক ২৭৬ ; বেগুন
৮১১ ; আকন্দ ৭৪৬ ; তরুলতা ৭২২ ; টহরী ৭২৬ ; কুঁচিলা ৭৬২ ; পেঁপে
৫০৫ ; চিরা ৫০৩ ; ধাতকী ৪২১ ; চিতা ৬৬৩ ; কুহুরচড়া ৬০৪ ; তালমূলী
১১২৬ ; সেবদাক ১১৩৩ ; গুল ১২৬৭ , রহন ১২২৪ ; মাজুল ১২২৫ ; কহু ১২৭৫ ;
মনসা ১০৪৭ ; শতমূলী ১২১৪ ; টোকা পানা ১২৭৬ ; গুল ১২৬৭ ।

অর্ণের রক্তস্রাব নিবারণে—মূর্কা ১৩০৭ ।

অশ্মরীভেদকরণে—গোকুর ১৭৫ ।

অশ্মরী রোগে (পাথুরী)—গাব ভেয়েন্দা ১০৬০ ; কাবাবচিনি ২২৮ ; বৃহতী ৮১৭ ; পল্লক
৪৩৫ ; করবী ৭২৫ ; বড়বেত ১২৫২ ; কণ্টিকারী ৮১৩ ; হরিতকী ৪৫২ ; কুহুমূল
৬৩২ ; পেরাজ ১২২১ ; জরপাল ১০৪১ ; কমলাওড়ি ১০৭০ ; আঙ্গুর ২৬০ ; মূলা
৭১ ; অশোক ৩২৮ ।

অস্থিকলে—হাড়বোড়া ২৫৬ ; অর্জুন ৪৫০ ; অন্নন ৪৮৭ ; তেঁতুল ৪১৩ ; মেহেন্দী ৪২০ ;
মূর্কা ১১২২ ।

অস্থিকেন বিষে—জিঙল ২৮০ ; কাঠাল ; ১০৮৭ ; এরণ্ড ১০৬০ ; কলমী ৭২৫ ; খদির
৩০৫ ; কদলী ১১৮২ ।

অস্থিকেন সেবন নিবারণে—মালকাউনী ২৪১ ।

আ

আকর্ণে—চন্দন বেতো ২৭৩ ; খেত হড়হড়িয়া ৮৫ ; ধুতুরা ৮২৫ ; কালবালা ৬২১ ;
নাগমমনী ৬৩৭ ; গন্ধ তাজুলিয়া ৬০২ ; হিঙ্গু ৫৭২ ; জাকরণ ১১২১ ; শতমূলী ১২১৪ ;
খেত বচ ১২৬২ ; খোয়ালানী বোয়ান ৮৩০ ।

আগাছা নাশে (জমির)—বালক ৮৭২ ।

আঘাত-জমিত বেদমায়—ভেঁতুল ৪১৩; আম্বলানতমী ২৩১; বন চালিদা ২৫০;
হাড়বোড়া ২৫৬।
আলুল হাড়ার—কাছর ১২০১; গামার ২২১।
আবিরে—শাট ১১৬১।
আমাশার—পদ্ম ৫২; কাকমাচি ৮০৭; কালজাম ৪৭৫; বদন ৫২৩; শেওড়া ১১১৬;
আদা ১১৬৫।
আমবাতে—পুনর্গবা ২৪২; আদা ১১৬৫; খেতবচ ১২৬২; সোন্দাল ৩০৪; শেওড়া ১১১৬।
আম্বুরজিতে—হবিতকী ৪৫২; নাগবলা ১১৪; বিবমী ৮৩৪; অম্বগছা ৮৪১; ডেলা
২৮৪; থুলকুড়ি ৫৫৭।
আর্জব লাতে (খু)—জবা ১৩৭; জ্যোতিষতী ২৬৩; অশোক ৩২৮; থুলকুড়ি ৫২৭;
মদন ৬০৫; কুঁচিলা ৭৬২; গোস্বর ১৭৫; চুর্কা ১৩০৭।
আলজিত-বর্জনে—খদিয় ৩০৫।
আসেমিক বিষে—চায়া ২৬০; কলমী ৭২৫; কমলী ১১৮২; নীল ৩৬৬।

ই

ইক্ষুমেহে—গণিয়ারী ২১২।
ইন্দুর বিষে—পুনর্গবা ২৪২; খেতকাটা ৮৮৮; চাপানটে ২৬৮।
ইন্দুরগুণ্ডে (টাক)—কুঁচ ২২৮; বৃহতী ৮১৭; চিলে ৫১৪; কেশরাজ ৬৪২; তিল ৮৬২;
হংসপদী ১৩৪৩; অগ্যঘাস ১২২৬; লামলিকা ৭২৩, ১২২৮; নারিকেল ১২৪৫;
বিহুটি ১০৬৬।
ইন্দ্রিয়-উত্তেজনার—কাম উদ্দীপনে অষ্টব্য।
ইন্দ্রিয় শৈথিল্যে—ক্ষয়জন অষ্টব্য।
ইরিসেপলাসে—বড়ছনিয়া ১০২; কালিকাট ১৩৪০।

উ

উই-মাশে—সেগুন ২১০।
উৎকাসে—খুঁড়ীকাসি অষ্টব্য।
উস্তাপ-মিনারগে—বিহিদানা ৪৪০; মুখা ১২২৭।
উত্তেজকে—ডেলা ২৮৪।
উদরাধরে—কাফন ৩২৬; হিমসাগর ৪৪৪; বকম ৪২২; চিরজি ২৮২; তুন ২৩৭; গুলফ
৩২; পদ্ম ৫২; বেল ১৮৭; পেটাবী ১২৪; ঘোড়ানিচ ২৩০; চীনাবাদাম ৩১২;
নীতশাল ৩২৫; তিনিশ ৩৭২; খেসারী ৩৬৮; বাবলা ৩০২; খেতমুর্গা ২২৩;
ইন্দ্রপু ২৪৬; কাকতুতী ৭৫৮; বিহুগুণ্ডি ৮০২; নিখলী ৭৬৫; বিহনী ৬৮১;

বন চিচিহ্নে ৫১৬ ; কালজাম ৪৭৫ ; হিঙ্কল ৪৬৩ ; হরিতকী ৪৫২ ; পানিকল ৫০২ ;
ইন্দ্রায়ন ৫০৭ ; অর্জুন ৪৫০ ; ক্ষেতপাপড়া ৫২৪ ; পিরআলু ৬০৮ ; গন্ধভাঙ্গলিয়া
৬০২ ; বট ১০২৫ ; কাকন ৩২৬ ; আমআনা ১১২৫ ; দুর্কা ১৩০৭ ; গাঁজা ১০২১ ;
বাগভেয়েনা ১০৫৬ ; শতমূলী ১২১৪ ; সালই ২২০ ।

উদররোগে—আকন্দ ৭৪২ ; পূর্ণর্বা ২৪২ ; তুই কুমড়া ৫০২ ; ধূলকুড়ি ৫৫৭ ; সনলা
১০৮৩ ; করাছুল ১২২৮ ; নটে ২৬৮ ।

উদ্ভেদনাশে—অপহাজিতা ৩৪৮ ।

উন্নাদে—অপহাজিতা ৩৪৮ ; ধারমাক ৮২৫ ; ধুতুরা ৮২৫ ; বহুল ৬৭৮ ; তাল ১২৪২ ; বলা
১৪২ ; বিহমী ৮৩৪ ; লক্ষপুলী ৭৬৮ ; বচ ১১৬২ ; ইন্দ্রাকনী ৫০২ ।

উপদংশে—নিবিদা ২ ; লঘুকর্ণী ১১ ; গুড়কামাই ৮০৭ ; ভেলা ২৮৪ ; কালকেসেনা ৩৩৭ ;
সজিনা ২২০ ; কালমেঘ ৮৮২ ; কাটাঝাঁটি ৮৮৬ ; বাতরী ২০৫ ; কিসামার ২৮৬ ;
কাবাবচিনি ২২৮ ; অনন্তমূল ৭৫৬ ; অগ্নন ৪৮৭ ; আঁকোড় ৫৮১ ; কেছুরিয়া
৬৪২ ; দুর্কা ১৩০৭ ; বায়া ১১৪০ ; তাল ১২৪২ ; মূর্গা ১১২২ ; তোপচিনি ১১১০ ;
জটালকা ১০৫০ ; যুক্তচিহ্ন ৬৬৭ ; সালই ২২০ ; নিষ ২২৬ ; পালতে মাদার ৩৬৩ ;
ধূলকুড়ি ৫৫৭ ;

উরুস্তে—সোমাল ৩৩৪ ; ডহর করঙ্গা ৩৮৭ ; ছাঁচিবেঁত ১২৫২ ; হুহুনী ১৩৫২ ; আকন্দ
৭৪২ ; কাকমাচী ৮০৭ ; তুঁঠ ১১৬৪ ; সুরিবা ৬৬ ; বেতোলাক ২৭১ ; পিপুল ২৮৮ ;
পটোল ৫১২ ।

অ

অতুক্রমে—জবা ১৩৭ ; পলাশ ৩২০ ; পালতে মাদার ৩৬৩ ; ধসথস ১২২৪ ; তিল ৮৬২ ;
মরিচ ২২৫ ; বড়গোন্ধুর ৮৭৪ ; ইশেরমূল ৮৮৪ ; পেঁয়াজ ১২২১ ; কুঁচিলা ৭৬২ ;
জটামাংনী ৬১৬ ; নামুতি ৬২২ ; কালা ৮৭৩ ; ইন্দ্রায়ন ৫০৭ ; জাফরল ১১২১ ;
তোপচিনি ১২১০ ; ইশবীধ ২১০ ; শলুকা ৫৮০ ; কুটজ ৭১২ ; ধূলকুড়ি ৫৫৭ ; দুর্কা
১৩০৭ ।

অতুনাশে—পলাশ ৩২০ ; বিঠা ২৬৮ ; জ্যোতিষতী ২৬৩ ; তুলা ১৩২ ; ভাঙ্গারা ৩৬৫ ;
নীলনিসিন্দা ২১৬ ; শিপরমেন্ট ২৩৭ ; কটিকারী ৮১৩ ; ছাগলবাটা ৭৪২ ; কুড়চি
৭১২ ; যজিষ্ঠা ৬০২ ; গাবভেয়েনা ১০৬০ ; পালতে মাদার ৩৬৩ ; অশোক ৩৮৮ ;
নাগদমনী ৬০৭ ।

অতুরোগে—লোধ ৬৮৮ ; অশোক ৩২৮ ; কুল ১৩১৩ ; লালমূর্গা ২৬৫ ; শিমুল ১২২ ;
হাড়যোড়া ২৫৬ ; ধূলকুড়ি ৫৫৭ ; জাঁতি ৬২৪ ; অগ্নন ৪৮৭ ; গড়গড়ে ১১৩৮ ; যুক্ত-
কুমারী ১২১৮ ; চন্দন ১০২৫ ।

অতুঅভ্যাস—হলকসা ২৪২ ; হুসেবাজ ১৩৪৪ ; হাড়যোড়া ২৫৬ ; আলকুশী ৩৭০ ;
ধূলকুড়ি ৫৫৭ ; কাঠাল ১০৮৭ ; শেওড়া ১১১৬ ; কাকমাচি ৮০৭ ; দুর্কা ১৩০৭ ।

এ

একশিরায়—জয়ন্তী ৪০০ ; শেওড়া ১১১৬ ; চালতা ১৮ ; কাকমাচী ৮০৭ ; তামাক ৮৩৪ ;
কাঠাল ১০৮৭ ।

ক

কটিবেদনায়—কটিকারী ৮১৩ ; পিপুল ২৮৮ ; হরিতকী ৪৫২ ; বট ১০২৫ ; গাব- ভেরেতা
১০৬০ ; মজিনা ২২০ ; উপারী ১২৪১ ।

কড়ায় (পদেয়)—জাতি ৬২৪ ।

কর্ণরোগে—দশবাহ ১১২০ ; হরিতকী ৪৫২ ।

কর্ণরোগে—মাকাল ৫০৭ ; বেগুন ৮১১ ; অশ্বখ ১০২৮ ; গাবভেরেন্দা ১০৮০ ; পেয়ারা ১২২১ ;
খেতবচ ১২৬২ ; গিয়া ৫৫৬ ; মোরী ৫৭৭ ; মজিনা ২২০ ; ভূজপত্র ১১২৪ ; স্বধর্মণ
১২০২ ; কেয়া ১১৬২ ; কটফল ১১২০ ; অপরাধিতা ৩৪৮ ; কদলী ১১৮২ ; লতাফটকী
২৬৩ ; ধুতুরা ৮২৫ ; নিশিন্দা ২১৬ ; শতাবরী ১২১৪ ।

কর্ণন-জনিভ রক্তস্রাবে—রক্তস্রাব নিবারণে প্রযোজ্য ।

কলেরায়—পেয়ারা ৪৮৫ ; জুঁটিলা ৭৭২ ; লকা ২২৫ ; পিপায়মেট ২৩৭ ; ইশের মূল ৮৮৪ ;
অপামার্গ ২৫৬ ; ভূজ ১৩০০ ; গাঁজা ১০২১ ; বড়এলাচ ১১৭৬ ; আদ্যাপান ৬৩০ ;
হুড় ৬৪২ ; কদলী ৫৪৫ ; আলহুদী ৩৭৩ ; রিঠা ২৬৮ ; অহিফেন ৫৭ ; বেল ১৮৭ ;
গুড়কানাই ৮০৭ ; হিঙ্গু ৫৭২ ; কুমনির্ম ৬০২ ; অমোঘা ৮০৬ ; আনা ১১৬৫ ।

কষ্টরজে—পানসতা ৩৫২ ; জাতি ৬২৪ ; দুর্কা ১৩০৭ ; কুম ১৩১৩ ।

কাউয় ঘায়ে -রজনীগন্ধা ১২৩১ ; বচ ১১৬২ ।

কাকমারণে—মাকাল ৫০৭ ।

কামবেদনায়—অর্জুন ৪৫০ ; বহুল ৬৭৮ ; মাকাল ৫০৭ ; কুম-তুলসী ২২৬ ; আকন্দ ৭৪২ ;
শোনা ৮৫৬ ; অপামার্গ ২৫৬ ; নিশিন্দা ২১৬ ; মনসা ১০৪৭ ; শতমূলী ১২১৪ ;
হাড়ভাঙ্গা ২৫৬ ; হাড়হাড়িয়া ৮০ ; আনা ১১৬৫ ; লতাফটকী ২৬৩ ; পালতে মান্দার
৩৬৩ ; অশ্বখ ১০২৮ ।

কামের পোকায়—বেগুন ৮১১ ।

কাস্তি-বর্জনে—তালমূলী ১১২৬ ; হুড় ৬৪২ ; মুড়মুড়িয়া ৬৫৭ ।

কাম-উল্লীপনে—কুম ধুতুরা ৮২৮ ; কুম তুলসী ২২৬ ; কুলেবাড়া ৮৭৪ ; কুলতুলসী ২০২ ;
কাবাবচিনি ২২৮ ; কপূর ৮৫২ ; পলক জুঁই ৮২৫ ; খেত কেয়ই ১০৫৫ ; পেয়ারা
১২২১ ; গাঁজা ১০২১ ; যতকুমারী ১২১৮ ; বোহন ২৩৬ ; গোন্ধুর ১৭৫ ; পেটারী
১২৪ ; শিমুল ১২২ ; কেহরিয়া ৬৪২ ; হাকুচ ৩২১ ; কুচ ২২৮ ; পলাশ ৩২০ ; চেহর
৩৩০ ; কেয়া ১২৬২ ; কদলী ১১৮২ ; কেউ ১১৭৪ ; লীম ৩৫৭ ; ককট শূদী ২৭১ ;
লবঙ্গ ৪৭২ ; হুড় ৬৪২ ; পালতেমান্দার ৩৬৩ ।

কামলার—আমলকী ১০৭৪ ; কু-আমলকী ১০৭৮ ; অড়হর ৩৩২ ; ইছ ১৩২৫ ; কেহরিয়া ৬৪২ ; গুলক ৩২ ; দ্বতকুমারী ১২১৮ ; ঘোষালতা ৫২২ ; জটামাংসী ৬১৬ ; তালমূলী ; ১১২৬ ; জ্বলতা ৭৫০ ; লাউ ৫১৭ ; নাগবন্দী ৬০১ ; পালংশাক ২৭৪ ; দস্তী ১০৩৭ ; ভূঁই আমলা ১০৭৮ ; মজিঠা ৬০২ ; শতমূলী ১২১৪ ; বেবান্দচিনি ২৭৮ ; লটকন ৮৮ ; বৈচ ২২ ; লম্বা ফল ৪৭২ ; দাবুনী ১০১ ; হলকসা ২৪২ ; হাজর মনি ১০৭৮ ;

কাসে—বিজুগন্ধি ৮০২ ; কুঁচিলা ৭৬২ ; কটিকারী ৮১৩ ; মরিচ ২২৫ ; পিপুল ২৮৮ নীল নিশিমা ২১৬ ; বায়ুন হাটী ২০২ ; আমলকী ১০৭৪ ; বটীমধু ৪১৭ ; কটফল ১১২০ ; অম্বুর্ন ৪৫০ ; তুলসী ২২৬ ; অখথ ১০২৮ ; আদা ১১৬৫ ; এরণ্ড ১০৬০ সোন্দাল ৩৩৪ ; ধনে ৫৬৮ ; মুখা ১২২৭ ; মূলা ৭১ ; বৃহতী ৮১৭ ।

কীটনাশে (জন্তুর)—আতা ২৪ ; কাকমারি ২৮ ; চৌকাপানা ১২৭৬ ; জোলসমুদ্র ২৫১ ; খেত বচ ১১৬২ ; কুড় ৬৪২ ; জ্বর করণা ৩৮৭ ; নিশিমা ২১৬ ; কিরামার ২৮৬ ; বহন ১২২৪ ।

কুকুরবিষে (পাগল)—হাতিভূঁড়া ৭৭২ ; লাজলিকা ৭২৩ ; আকন্দ ৭৪২ ; অপামার্গ ২৫৬ ; গন্ধনাকুলি ৫২২ ; যজ্ঞভূম্বর ১১০৩ ; বাঁশ ১৩০৩ ; বাবল ২০২ ; মজিন ২২০ ; ছাঁচি বেত ১২৫২ ; হংসপদী ১৩৫০ ; সর্পাকী ৬৪২ ; কাকমাটী ৮০৭ ।

কুরণ্ডে—বায়ুন হাটী ২০২ ; লজ্জাবতী ৩৭৩ ; আকন্দ ৭৪২ ।

কুষ্ঠে—রক্তচিটা ৬৬৭ ; অগ্ন ৪৬৩ ; ক্রিঙে ৫২০ ; পটোল ৫১২ ; ভূঁইকুমড়া ৫০২ ; নীল কলমী ৭২১ ; পুনর্নবা ২৪২ ; আকন্দ ৭৪২ ; মেহেরী ৪২০ ; পিপুল ২৮৮ ; অগ্ন ১০১৭ ; দস্তী ১০৩৭ ; বাসক ৮৭২ ; দেবদাক ১১৩৩ ; ক্ষুদিগকড়া ১০৪৪ ; বিজুতী ১০৬৬ ; ধূলকুড়ি ৫৫৭ ; সোমরাজ ৬২৫ ; পটোল ৫১২ ; কুরচি ৭১২ ; আঁকোড় ৫৮১ ; কুড় ৬৪২ ; জ্বর করণা ৩৮৭ ; চিত্রা ৬৬৩ ; কুঁচ ২২৮ ; নাটা ৪১২ ; জেলা ২৮৪ ; জগাভূম্বর ১১১১ বনপেঁয়াজ ১২৩৩ ; মূর্কী ১১৮৬ ; মহাবতী বচ ১১৬২ ; লিগ ৩৫০ ; বিলাতী ঝাউ ১১২২ ; নিষ ২২৬ ; শেখাল কাটা ৬২ ; চাউল মগরা ২৪,২৬ ; পুরাগ ১০৭ ; গম্বর্ন ১২২ ; শ্রিয়ল ২২৪ ; হিঙ্গলী বাগাম ২৭৫ ; কব্বী ৭২৫ ; ছাতিম ৭১৪ ; লোধ ৬৮৮ ; ধনির ৩০৫ ; চাকুনে ৩৪১ ; ইছদি ২১৬ ; বোহিতক ২৩৩ ; বাহুচি ৬২৫ ; হরিজা ১১৫৮ ।

কৃষিক্ষেত্রে—অতিবিষা ১ ; আকন্দ ৭৪২ ; আঁকোর ৫৮১ ; আঁতঘোরা ১৫২ ; আনারস ১১৮৮ ; আম্র ২৭৭ ; আলকুলী ৩৭৩ ; আশকল ২৭০ ; ইস্রায়ন ৫০৭ ; কব্বা ৫৪৫ ; কাককুতী ৭৫৮ ; কালকেলেন্দা ৩৩৭ ; কালজাম ৪৭৫ ; কালমেঘ ৮৮২ ; কিরামার ২৮৬ ; কুকসিম ৬০২ ; কেহরিয়া ৬৪২ ; খোরাগানী ঘোয়ান ৮৩০ ; গন্ধবিষেজা ১১২৮ ; গামার ২২১ ; ঘেঁটু ২০১ ; চিরেতা ৭৭০ ; ছাঁচিকুমড়া ৫২৫ ; ছাতিম ৭১৪ ; জরপাল ১০৪১ ; খেতকেরই ১০২৫ ; জৈজী ১০০২ ; ঘোয়ান ৫৬৩ ;

তিজুয়া ২৩৩ ; তুঁত ১১১৪ ; তেঁতুল ৪১০ ; কমলাগুঁড়ি ১০৭০ ; তেঁকাটানি ১০৮১ ; দাড়ি ৪২৬ ; নারিকেল ১২৪৫ ; নাটা ৪১২ ; নিশিন্দা ২১৬ ; নীলকলমী ৭২১ ; পলকজুই ৮২৫ ; পলাশ ৩২০ ; পালুতে মাদার ৩৬৩ ; পেঁপে ৫০৫ ; চিচি ৫১৪ ; বন বোয়ান ৫৭৮ ; বড়নুনিয়া ১০২ ; বাবুই তুলসী ২০১ ; বিড়ল ৬৬২ ; ভেলা ২৮৪ ; মাকড়ী-শাল ১১৬ ; মুক্তানুরী ; ১০৩১ ; বহন ১২২৪ ; বহন বেল ৪৬৮ ; লাজনিকা ৭২০ ; শুপারী ১২৪১ ; সোন্দাল ৩০৪ ; সজিনা ২২০ ; সোমরাজ ৬২৫ ; শেফালিকা ৭০১ ; সেগুন ২১০ ; হলকলা ২৪২ ; হরিদ্রা ১১৫৮ ; হিঙ্গু ৫৭২ ; হিঙ্গন ২১৬ ; হড়হড়িয়া ৮০ ; হাকুচ ৩২১ ; ছাতিম ৭১৪ ।

কেশ-কৃষ্ণকরমে—জটামাংলী ৬১৬ ; হুহন ১২২৪ ; তিল ৮৬২ ; সোনামুখী ৩০৪ ; কেহরিয়া ৬৪২ ; তুলসী ৬৫৪ ; রাখাল শশা ৫০২ ।

কেশ-মাশে—কুম্ভ ফুল ৬৩২ ; আকন্দ ৭৪২ ।

কেশবর্জনে কেশরাজ ৬৪২ ; কাঁকরোল ৫৪০ ; বিষ্ণুগুড়ী ৮০২ ; আকাশ বেল ১০১৩ ; হুড় ৬৪২ ; হুঙ্গলপদী ১০৫০ ; কেহরিয়া ৬৫২ ; মুড় মুড়িয়া ৬৫৭ ; জবা ১০৭ ; জয়ন্তী ৪০০ ; তিল ৮৬২ ।

কেশের পোকা-মাশে (উকুম)—ইশবী ২১০ ; হুড় ৬৪২ ।

কোষ্ঠ-বজ্জে—বকুল ৬৭৮ ; বিষ্ণু ৮০৪ ; পান ২২০ ; জয়পাল ১০৪১ ; মানক ১২৭৩ ; ইন্দ্রায়ন ৫০৭ ; ফণিমনসা ৫৫২ ; কাঁকন ৩২৫ ; ভেলা ২৮৪ ; সোনামুখী ৩০৪ ; ছোলা ৩৪৬ ; বেল ১৮৭ ; যুতকুমারী ১২১৮ ; সরিষা ৬৬ ।

কুতে—হড়হড়িয়া ৮০ ; তুলা ১০২ ; পুয়াগ ১০৭ ; কনকটাপা ; ১৬১ ; সেতাকুল ২১৫ ; কীতমোরা ১৫২ ; আন্দেওড়া (পাবাজনিত) ২০৬ ; জিঙল ২৮০ ; কুঁচ ২২৮ ; পাখর কুচি ৪৪২ ; হিমসাগর ৪৪৪ ; কুম্ভনিরীষ ৩১৫ ; পালুতেমাদার ৩৬৩ ; বাবলা ৩০২ ; লাল ভেবেন্দা ১০৫৮ ; পুত্রগীষ ১০৬৪ ; কেতকী ১২৬২ ; সজিনা ২২০ ; পেঁয়াজ (গলার) ১২২৬ ; মুখা ১২২৭ ; কচু ১২৭৫ ; ধারকরলা (সর্পাঘাত জনিত) ৫৪৭ ; বনপাল (পোড়া) ৬৬২ ; ইঙ্গু ২১৬ ; গীতশাল ৩২৫ ; হরিতকী ৪৫২ ; নিশিন্দা ২১৬ ; কমলাগুঁড়ী ১০৭০ ।

কুতে (বিবাক)—কুড়ী ৪৭০ ; টগর ৭০২ ; ইষলাজুলা ৭৭৩ ; আকন্দ ৭৪২ ; নিশিন্দা ২১৬ ; তামাক ৮০৪ ; অগুরু ১০১৭ ; গামার ২২১ ; কাঁটা কাঁটা ৮৮৬ ; হরিতকী ৪৫২ ; কুদারী (ভেলাবিষে) ৫৫১ ; কুম্ভ ফুল ৬৩২ ; আচ ৬১৫ ; মরিচ ৬০২ ; কদম্বী ৭২৫ ; কুল ২৪৭ ; জিঙল ২৮০ ।

কুম্ভ কাশে—ছাঁচি কুমড়া ৫২৫ ; অগুরু ৮৪১ ; মান্দা ১১৪০ ; বাসক ৮৭২ ; অসন ৫৬৩ ; অম্বুন ৪৫০ ; আকোর ৫৮১ ; কুচি ৭১২ ; জিঁকাটা গাঁতি ৭০৬ ; অমলকুচি ৪২৫ ; নাটা ৪১২ ; গোলাপ ৪৩৭ ; বাঁশ ১০০৩ ; নারিকেল ১২৪৫ ; তালি পত্র ১১৩০ ; কাঁকড়া ২৫৪ ; সালেম মিছারী ১১৪৫ ; আকুর ২৬০ ; কাঁকড়াগুড়ী ২৭৪ ; নাগবলা ১৫৪ ।

কুম্ভামাশে—অতিথি কপলে ঝটকা ।

কুম্ভা-বর্জনে—অতিথি কপলে ঝটকা ।

গনোরিয়া রোগে—কাবাবচিনি ২২৮ ; শুলক ৩২ ; গুলটকহল ১৫৬ ; লিয়াল-কাটা ৬২ ; চোঁড়স ১৩৬ ; চাউলমুগরা ২৪ ; গজ্বন ১২২ ; বড়ছনিয়া ১০২ ; লটকন ৮৮ ; পুয়াগ ১০৭ ; কালকেসেন্দা ৩৩২ ; জয়েবাবলা ৩০৮ ; বননীল ৪০৫ ; ডহর কয়লা ৩৮৭ ; খদির ৩০৫ ; গামাখ ২২১ ; মরিচ ২২৫ ; দাকচিনি ১০০৭ ; পুঁই ২৭৬ ; জু-তুলসী ২৩২ ; বাবুই তুলসী ২৩১ ; চন্দন ১০২৫ ; কাকমাচি ৮০৭ ; কটিকাষী ৮১৩ ; কাকতুলী ৭৫৮ ; বনটেপারী ৮৩৭ ; মাকাল ৫০৭ ; বাসাম ৪৫৭ ; অজুন ৪৮৭ ; রজন ৩০১ ; গুলচিনি ৬৪১ ; খেত কেয়ই ১০৫৫ ; তেকাটা সিজ ১০৮১ ; গাবজেরেন্দা ১০৬০ ; শটী ১১৬১ ; হোলগা ১২৬৫ ; তালমুলী ১১২৬ ; বড় এলাচ ১১৭৬ ; ইন্ধু ১৩২৫ ; লাললিকা ৭২৩ ; গন্ধবিবেজা ১১২২ ; গাঁজা ১০২২ ; বড় কেয়ই ১০৫১ ; অখথ ১০২৮ ; হিচা; ৬৪৬ ; বনগুড় ৬৫২ ; গোন্ধুর ৮৭৪ ।

গরুর গলাফুলায়—কেহরিয়া ৬৪২ ।

গরুর পেটফুলায়—সর্ষজরা ১১৮০ ।

গরুর ঔষধ করণে—বাখ ১৩০৩ ।

গরুর ক্ষতক্ষতে—আমলতা ২৫২ ।

গর্ভ করণে—অখগড়া ৮৪১ ; তোপচিনি ১২১০ ; পুজ্জীব ১০৫৪ ।

গর্ভ কালীন বমনে—চিরেতা ৭৭০ ।

গর্ভ নিবারণে—জয়ন্তী ৪০০ ; কুঁচ ২২৮ ; খোরাশানী যোয়ান ৮৩০ ; লবঙ্গ ৪৭২ ; পান ২২৩ ।

গর্ভপাত নিবারণে—নাটা ৪১২ ; চাকুলিয়া ৪২৮ ; পদ্মক ৪৩৫ ; কেতকী ১২৬২ ; লোধ ৬৮৮ ; হিঙ্গু ৫৭২ ; দাড়িম ৪২৬ ; আমলকী ১০৭৪ ।

গর্ভজাবে—গরুরচাপা ৭৩৭ ; কালজীরা ১৫ ; তুলা ১৩২ ; খদির ৩০৫ ; ভেগা ২৮৪ ; কুঁচ ২২৮ ; সজিনা ২২০ ; ইশের মূল ৮৮৪ ; হাপরমালি ৭৩৫ ; খিরনী ৬৮১ ; কয়বী ৭২৫ ; পেপে ৫০৫ ; মদন ৬০৫ ; চিতা ৬৬৩ ; আনারস ১১৮৮ ; জুমাবী ১২১৩ ; হিঠা ২২৬ ; গাব ৬৮৫ ; ইশবীধ ২১০ ।

গলগণ্ডে—অপরাজিতা ৩৪৮ ; খুলকুড়ি ৫৫৭ ।

গলা ফুলায় (ডিপথিরিয়া)—আসলেগড়া ২০৬ ; চিরজি ২৮২ ; লাল জেরেন্দা ১০৫৮ ।

গলা বেদনায়—আম্র ২৭৭ ; বামুনহাটি (গণ্ডমালায়) ২০২ ; পান ২২৩ ; পিপার-মেন্ট (গণ্ডমালায়) ২৩৭ ; লাল জেরেন্দা ১০৫৮ ; কাঁঠাল ১০৮৭ ; রজন ৫২৩ ; পলাশ ৩২০ ; কাফন ৩২৫ ; লবঙ্গ ৪৭২ ।

গাত্র-বেদনায়—অর বেদনা ঔষধ ।

জ্বর রোগে—তিক্তবাক ২৩৩ ; তেঁতুল ৪১৩ ; কেয়া ১২৬২ ; আমলকী ১০৭৪ ; জুঁঠ ১১৬৫ ; জিহু ৭২৬ ; কমলাঙড়ি ১০৭০ ; যোয়ান ৫৬৩ ।

গেটেবাত্তে—দোপাটা ১৮৬ ; সজিনা ২২০ ; বরন ৩০১ ; বেগুন (গুহনী) ৮১১ ; কবলা ৫৪৫ ; শেফালিকা ৭০১ ; গন্ধতালুয়া ৬০২ ; অরপাল ১০৪১ ; কবাজুল ১২২৮ ; পিটুলী ১০৮৪ ।

গৃহসীতে (কটিবাত্তে)—নিম্ব ২২৬ ; কুচ ২২৮ ; লিপুল ২৮৮ ; লিউলি ৭০১ । শিমূল ১২২ ।
গ্রাহী রোগে—চাপানটে ২৬৮ ; কটকী ৮৪৬ ; মহা ৬৭৪ ; কেসবনাম ৫০০ ; কেলিকদম ৫২৩ ; লিছি ১০২১ ; তালিশপত্র ১১৩০ ; যান ১২৭৩ ; অসন ৫৬০ ; চিতা ৬৬৩ ; আদা ১১৬৫ ।

ঘ

ঘর্ষ-করণে—কাকমাচি ৮০৭ ; কুকসিম ৬৩২ ; কাকুলটি ৪৮৪ ।

ঘর্ষ-নিবারণে—কুতিকলাই ৩৫৫ ।

ঘুঁড়িকাসি (উৎকাসি)—ডহর কবজা ৩৮৭ ; সজিনা ২২০ ; হালিম ৭৪ ; কাটানটে ২৬৬ ; পিপায়মেন্ট ২৩৭ ; পাকল ৮৬৩ ; অন্তমূল ৭৬০ ; কণিমনসা ৫৫২ ; হিঙ্গু ৫৭২ ; তাল ১২৪২ ; লবঙ্গ ৪৭২ ।

চ

চক্ষু উঠায়—আকন্দ ৭৪২ ; দাকহরিয়া ৪২ ; ময়ূর ৩৬১ ; শিবী ৩১২ ; হাতিতড়া ৭৭২ ; মনসা সিং ১০৪৭ ; মূর্গা ২৬৫ ; বহেড়া ৪৫৫ ; হিঙ্গল ৪৬২ ; বেল ১৮৭ ; ভুঁই আমলা ১০৭৮ ; সজিনা ২২০ । কুতিকলাই ৩৫৫ ; পালুতেমাদার ৩৬৩ ।

চক্ষু প্রদাহে—কদম্ব ৫৮৪ ; আমলকী ১০৭৪ ; ভুঁই আমলা ১০৭৮ ; সজিনা ২২০ ; বহেড়া ৪৫৫ ; নির্মলী ৭৬৫ ।

চক্ষু রোগে—আকন্দ ৭৪২ ; লঘুকর্ণী ১১ ; পলাশ ৩২০ ; সজিনা ২২০ ; বক ৪০২ ; পালুতে মাদার ৩৬৩ ; মূর্গা ৩৮০ ; কৃষ্ণশিবী ৩১৫ ; শীতপাণ্ডা ৮২৪ ; পান ২৩৩ ; খোরাসানী ঘোবান ৮৩২ ; বড় গোহর ৮৭৪ ; কাকমাচী ৮০৭ ; হাতিতড়া ৭৭২ ; নির্মলী ৭৬৫ ; কটিকারী ৮১৩ ; অনন্তমূল ৭৫৬ ; উপর ৭৩৩ ; লোধ ৬৮৮ ; দারমারি ৪৮৮ ; গেরদাফুল ৬৫২ ; নাগবল্লী ৬০১ ; হরিয়া ১১০৮ ; দ্বতকুবাৰী ১২১৮ ; কেয়া ১২৬২ ; যান কচু ১২৭৩ ; গোলাপ জাম ৪৭৮ ।

চন্দ্র আকর্ষণকরণে—কাকফাশ্বী ২৭১ ; পলাশ ৩২০ ; দারমারি ৪৮৮ ।

চন্দ্র রোগে—জল্লী বাদাম ১৬৪ ; বরুণীট ২৪৪ ; বদ্বি ৩০৫ ; ভেলা ২৮৪ ; বকম্ব ৪২২ ; কালকসেন্দা ৩৩৭ ; বরুচন্দন ৩২৪ ; কাকমারি ২৮ ; শীতপাণ্ডা ৩২৫ ; সিনা ৩৬০ ; ডহর কবজা ৩৮৭ ; আকন্দ ৭৪২ ; জাঁতি ৬২৪ ; অনন্তমূল ৭৫৬ ; মেহেদী ৪২০ ; দারমারি ৪৮৮ ; জল মহা ৬৭৭ ; সোমযাজ ৬২৫ ; কেহরিয়া ৬৪২ ; মতিঠা ৬০২ ; হাতিম ৭১৪ ; তাল ১২৪২ ; হাজবরনি ১০৮১ ; চাকুলে ৩৪১ ।

ছ

ছুলী-রোগে—নীলকাঁটা ৮২০ ; মূলা ৭১ ; কমলী ১১৮২ ।

জ

জননযন্ত্রের রোগে—গাবভেবেন্দা ১০৬০ ; কুমারিকা ১২১৩ ; তোপচিনি ১২১০ ; ঢেঁড়স ১৩৬ ; ইশবীধ ২১০ ; মারুনী ১০১ ; ফেলা ২৮৪ ; সজিনা ২২০ ; কাবাবচিনি ২২৮ ;

জীবাণু নাশে—বাসক ৮৭২ ।

জোলাপে—আলোকমত্তা ৮০৪ ; জটালতা ১০৫০ ; কৃষ্ণচূড়া ৪২৪ ; অস্তমূল ৭৬০ ; নীলকম্বী ৭২১ ; তহরী ৭২৭ ; হরিতকী ৪৫২ ; ছাঅরমনি ১০৮১ ; পিলু ৭০৮ ; পলাশ ৩২০ ; সোন্দাল ৩০৪ ।

জৌকধরায়—হরিজা ১১৫৮ ।

জ্বর-নাশে—বিছটী ১০৬৬ ; তালমূলী ১১২৬ ; খয়ের ৩০৫ ; বোহণ ২৩৬ ; নিষ ২২৬ ; বাহসল ২০২ ; ইশবীধ ২১০ ; গোরক্ষচাকুলে ১৫৪ ; নাগবলা ১৫৪ ; শালপানি ৩৫৩ ; কালকেসেন্দা ৩৩৭ ; পলাশ ৩২০ ; চৌরী ৪২৭ ; জয়ন্তী ৪০০ ; তিনিশ ৩৭২ ; সোনা ৮৫৬ ; বিষ্ণুগন্ধী ৮০২ ; পটোল ৫১২ ; চিরেতা ৭৭০ ; সমুদ্র ফল ৪৭২ ; করবী ৭২৫ ; অর্জুন ৪৫০ ; জাকল ৪২৪ ; হিফল ৪৬২ ; কুইনাইন ৫৮৭ ; কলকেমূল ৭৩৩ ; কদম্ব ৫৮৪ ; কুহুর কট ৬১৫ ।

জ্বরে অবিরাম—বৈচ ২২ ; গোরক্ষ আমলি ১৪৫ ; লক্ষা ২২৫ ; মনসা সিঙ্গ ১০৪৭ ; বোহণ ২৩৬ ; বিষ্ণুগন্ধী ৮০২ ; কাল বালা ৬২১ ; ক্ষেত্‌পাপড়া ৫২৪ ; নিষ ২২৬ ; চৌরী ৪২৭ ; শেফালিকা ৭০১ ।

" উত্তাপনিবারণে—উত্তাপনিবারণে ঔষ্য ।

" কম্প—বন শুলফা ৬৫ ; ঈশের মূল ৮৮৪ ।

" জীর্ণ—পীতবেড়োলা ১৪২ ।

" পালা—করবী ৭২৫ ; কৃকসিম ৬৩২ ; শিরীষ ৩১২ ; বক ৪০২ ; চাকুলিয়া ৪২৮ ;

" পিত্তজনিত—ঘটিমণ্ড ৪১৭ ; খাতকী ৪২১ ; শেফালিকা ৭০১ ; অতিবিষা ১ ; বন নারায়ণ ১৮১ ; সপেটা ৬৭২ ।

" বিষম—শেফালিকা ৭০১ ; দস্তী ১১৩৭ ; ভূমিকুমড়া ৫০২ ; আদা ১১৬৫ ; ক্ষেত্‌পাপড়া ৫২৪ ; চিরেতা ৭৭০ ; চন্দন ১০২৫ ; কটকী ৮৪২ ; বাসক ৮৭২ ; নাগিকেল ১২৪৫ ; পটোল ৫১২ ।

" বেদনামুক্ত—বিছটী ১০৬৬ ; রক্তপিঠ ২৪৩ ; মদন ৬০৫ ; আদ্যাপান ৬৩০ ; জালাফা ৩৬৫ ; ঘেবাম্‌চিনি ২৭৮ ।

" ম্যালেরিয়া—শালপানি ৩৫৩ ; দাকহরিজা ৪২ ; অতিবিষা ১ ; মাটা ৪১২ ; নিষ ২২৬ ;

কাঁকন ৩২৫ ; কালমেঘ ৮৮২ ; কৃষ্ণভূগঙ্গী ২২৬ ; শেতবচ ১২৬২ ; বায়ভূগঙ্গী ২২৮ ;
যষ্টিমধু ৪১৭ ; কুইনাইন ৫৮৭ ; ইপিকাক ৫২৭ , কটকী ৮৪৬ ।

অরে সাধারণ—অগাধাস ১২২৬ ; পানশিউলী ১০৮৩ ; মুখা ১২২৭ ; দেবদারু ১১৩৩ ; শুলক
৩২ ; চিক্রাশি ২৩২ ; গোক্ষুর ১৭৫ ; বেড়েলা ১৪৭ ; জয়ন্তী ৪০০ ; বালা ১৪২ ;
অপরাধিতা ৩৪৮ ; পারুল ৮৬৩ ; বৃহতী ৮১৭ ; অস্তমূল ৭৬০ ; কটিকারী ৮১৩ ;
তহরী ৭২৬ ; শেফালিকা ৭০১ ; চন্দ্রা ৭২৩ ; বনচিচিলে ৫১৬ ; বনলবঙ্গ ৪২২ ;
তরমূল ৫৩৫ ; থুলকুড়ি ৫৫৭ ; ধনে ৫৬৮ ।

„ সান্নিপাতিক—কুলথ ৩৩৫ ; লম্বা ২২৫ , হরিতকী ৪৫২ ; গোরক্ষচাকুলে ১৫৪ ;
গনিয়াবি ২১২ ; আমলকী ১০৭৪ ; কুড়ুল ১৩০০ ; কেউ ১১৭৪ ; ঘেঁটু ২০১ ; কুহুবকট
৬১৫ ।

„ সূতিকায়—শালপানি ৩৫৩ ; বরিচ ২২৫ ; পেটারী ১২৪ ; পূর্ণবা ২৪২ ।

ঠ

„ ঠুংকায়—শ্বন ঠুংকা অষ্টবা ।

ড

ডাইনী-নিবারণে (শিশুর)—ওয়েবাবলা ৩০৮ ; বায়নহাটি ২০২ ।

ড

ডড়কায়—গাঁজা ১০২১ ; চন্দ্রা ১৭ ; বাতরী ২০৫ ; নাগদমনী ৬৩৭ ; অটামারনী ৬১৬ ,
কালকেন্দ্রা ৩৩৭ ; উল্-সালেম ১৭ ।

ডিমির দোষে—ছুম ২২২ ; লালকেন্দ্রা ১০৫৮ ; তিল ৮৬২ ।

ডীর বিষাক্ত-কারণে—কাঠবিষ ৪ ।

ডুংকায়—তিল ৮৬২ ; ধনে ৫৬৮ ; নিধ ২২৬ ; চাকুলিয়া ৪২৮ ; লবঙ্গ ৪৭২ ; কদম্ব ৫৮৪ ;
মুখা ১২২৭ ।

ত্রিদোষ-নাশে—হরিতকী ৪৫২ ; কুম্পর্ণ ১১২৪ ।

দ

দক্ষ রোগে—দাদমর্দন ৩৪৩ ; চাকুলে ৩৪১ ; লজিনা ২২০ ; পেঁপে ৫০৫ ; দাবিহবি ১১৩৩ ;
নারিকেল ১২৪৫ ; সোঁদাল ৩০৪ ।

দস্ত-কুমিতে—নাগকেশব ১১৫ ; লাউ ৫১৭ ; ছাতিম ৭১৪ ; আকন্দ ৭৪২ ; মনলা সিং
১০৪৭ নীলকণ্ঠী ৮২০ ; কাকজন্মা ২৫৪ ।

দস্ত-বেদনায়—জয়ন্তী ৪০০ ; নির্ঝিবি ২ , বসির ৩০৫ ; জিওল ২৮০ ; লজিনা ২২০ ;
শীতশাল ৩২৫ ; বাবলা ৩০২ ; পুদিনা ২০৬ ; ধুতুরা ৮২৫ ; আকন্দ ৭৪২ ;
কটিকারী ৮১৩ ; টগর ৭৩২ ; পেয়াবা ৪৮৫ ; বহুল ৬৭৮ ; বিহু ৫৭২ , ইন্দ্রব ৭১২ ;
আগমুখী ৩৭৭ ; হৃদকরবী ৮০১ ; কুহুতি ৭১২ ; মেহেতা ৬৬১ ; বট ১০২৫ ;

১৪১৮

ভারতীয় বন্যোষধি

কটকল ১১২০ ; বেঙ্গুর ১২৫৪ ; শুপারী ১২৪১ ; ঘূর্ণী ১১২২ ; পানশিউলি ১০৮৬ ;
নেপালী ধনে ২১২ ; পালতে মাদার ৩৬৩ ।

দাছে—বালা ৬০ ; বনধস ১২২৪ ।

দীর্ঘজীবন লাভে—চিতা ৬৬৩ ; খুলকুড়ি ৫৫৭ ; অখগড়া ৮৪১ ; হরিতকী ৪৫২ ;
ব্রাহ্মী ৮৪৩ ।

দুহু অমটি করণে—অখগড়া ৮৪১ ; টাঙ্গমালা ৭৭২ ; মুখআলি ৪৪৬ ; কুহুমফুল ৬৩২ ;
টেপারী ৮৩৭ ।

দৌর্বল্যে—মহানিধ ২১৮ ; নিধ ২২৬ ।

ধ

ধবল কুঠে—বালা ১৪২ ; বৃকচিটা ৬৬৭ ।

ধুতুরা বিষে—আমফল ১৮৩ ।

ধ্বজভক্ত করণে—বহন ৩০১ , ধমির ৩০৫ ।

ধ্বজভক্তে—নিমূল ১২২ ; বহন ৩০১ ; আলুবাখরা ৪৩৩ ; ধমির ৩০৫ ; কুঁচিলা ৭৬২ ;
বামতুলনী ২২৮ ; তুলনী ২২৬ ; কুলকন ১১৪৭ ; গীজা ১০২১ ; হরিতকী ৪৫২ ;
আকরকরা ৬৩৪ ; তালমূলী ১১২৬ ; শতাবরী ১২১৪ ।

ম

মধুকুশীতে—হাগল বাটি ১৪ ; টাঙ্গা নটে ২৬৮ ; হাগলমালি ৭৩৫ ; হরিতকী ৪৫২ ;
ভূমিআমলকী ১০৭৮ ।

মাতি শুলে—বহন ৬০৫ ।

মাসা রোগে—তুলনী ২১৬ ; বহুল ৬৭৮ ।

মাসিকার রক্তস্রাবে—দাড়ি ৪২৬ ; চুর্কা ১৩০৭ ; হুয়ালতা ৩২৬ ; সীম ৩৫৭ ;
আম ২৭৭ ; আমলকী ১০৭৪ ।

মিষ্টাকরণে—কাকজন্মা ২৫০ ; মরিচ ২২৫ ; হুয়নী শাক ১৩৫২ ; কুলেখাড়া ৮৭৪ ।

মিষ্টা-মাশে—আতা ২৪ ; কুলেখাড়া ৮৭৪ ; অপামার্গ ২৫৬ ; অখগড়া ৮৪১ ;
কাকজন্মা ২৫৪ ; পুর্নবা ২৪২ ; পিপুল ২৮৮ ; মরিচ ২২৫ ; বৃহতী ৮১৭ ।

প

পক্ষাঘাতে—আকরকরা ৬৩৪ ; অণ্ডক ১০১৭ ; বামতুলনী ২২৮ ; তানকুনী ৭৬৮ ;
অনন্তমূল ৭৫৬ ; মজিঠা ৬০২ ; হরকুচ কাটা ৮৮৫ ; আখীষ ২০১ ; মজিনা ২২০ ;
ভেলা ২৮৪ ; তোপচিনি ১২১০ ; কুহুম ২৬৫ ; মেচেতা ৬৬১ ; লালকোরেন্দা ১০৫৮ ;

বহন ১২২৪ ; লালিকা ৭২০ ; সোন্দাল ৩০৪ ; মাধকলাই ৩৮০ ; হুঁচ ২২৮ ;
পানলতা ০৫২ ; নাটা ৪১২ ;

পতিত শুনে—ত্বন পতনে অষ্টব্য ।

পরিপাক-শক্তি-বৃদ্ধিতে—অমীর্ষে অষ্টব্য ।

পশুর কৃষি-মাশে—বাত্মী ২০৫ ।

পশুর গায়ের কীট-মাশে—কাকমারি ২৭ ।

পশুর পানক্কেতে (এসেরোগে) —দেবদাক ১১৩০ ।

পশুর বক্ষঃপ্রদাহে—মাকাল ৫০৭ ।

পশুর বলাধানে—চন্দ্রা ১৭ ; গাড়ীকলাই ৩৫২ ।

পশুর বসন্ত-নিবারণে—যজ্ঞভূষ ১১০৩ ।

পশুর বিষ-মাশে—মশবাহ ১১২৩ ।

পশুর রক্ত আমাশয়ে—চালতা ১৮ ।

পশুর কক্ষক্কেতে—শোনা ৮৫৮ ; আমললতা ২৫২ ; কুহুম ২৬৫ ।

পাগলে—ভানকুনি ৭৬৮ ।

পাণ্ডুরোগে—তালিশপত্র ১১৩০ ; শতমূলী ১২১৪ ; মান১২৭৩ ; যষ্টিমধু ৪১৭ ; দন্তী ১০৩৭ ।

পায়ের কড়ায়—কড়ায় অষ্টব্য ।

পায়ের পাঁকুই রোগে—কণ্টিকারী ৮১৩ ; কাটাঝুঁটি ৮৮৬ ।

পালাজরে—জরে অষ্টব্য ।

পাঁচড়ায়—আলোকলতা ৮০৪ ; বড়মাল্লা ২০৮ ; জগৎ মদন ৮২২ ; কুহুম ২৬৫ ; টালা ২১ ;

পবন পিপুল ১৪৪ ; পেয়ালদাটা ৬২ ; চাউলমুগরা ২৪, ২৬ ; মাজুল ১১২৫ ;

করবী ৭২৫ ; করমচা ৭১৫ ; কুহুমফুল ৬০২ ; হাপর মালী ৭০৫ ; অথর্ব ১০২৮ ;

বাগভেরেন্দ্রা ১০৫৬ ; বিহুতি ১০৬৬ ; বনশণ ২২৬ ; বন নাহালা ১৮১ ।

পিস্তমাশে—হিচা ৬৪৬ ; তাল ১২৫২ ।

পিস্তশূলে—বেতো ২৭১ ; ভুঁইকুমড়া (শূলে) ২০২ ; মলমার ২০২ ; তমাল ১১১ ; গাবভেরেতা
১০৬০ ; কালকেন্দ্রা ৩৩৭ ; কেতপাণ্ডা ৫২৪ ; দুর্গা (বমনে) ১১২২ ; শতাবরী
১২১৪ ।

পিলাসা-নিবারণে—বিলিচি ১৭৮ ; আমলকী ১০৭৪ ; দুধা ১২২৭ ; গরুর টালা ৭০৭ ;
ধনে ৫৬৮ ; করম ৫৮৪ ; ভুঁত ১১১৪ ; চিরুতি ২৮২ ; বড়হুনিয়া ১০২ ।

পীমস রোগে—মরিচ ২২৫ ।

পুতলা রোগে—পেচো পাওয়া অষ্টব্য ।

পূর্কপ্রণে—তুলতা ৭২২ ; ছাগলবাণী ৭৪২ ; তাল ১২৪০ ।

পূর্ক-বেদমায়—কুহুম ২৬৫ ।

১৪২০

ভারতীয় বনৌষধি

পেঁচোপাওয়ায়—খেতবচ ১২৬২ ; শ্রামালতা ৭১৭ ; পালতে মাদার ৩৬৩ ; শোনা ৮৫৬ ;
কুঁচ ২২৮ ; বরুণ ৮২ ; বৃহতী ৮১৭ ।

পেট-ফাঁপায়—জৈত্রী ১০০২ ; পিপারমেন্ট ২৩৭ ; চৈ ১০০০ ; অধগন্ধা ৮৪১ ; আলোকলতা
৮০৪ ; চিত্রা ৬৬৩ ; বাতরী ২০৫ ; চাঁপা ২১ ; কাঞ্চন ৩২৫ ; পলাশ ৩২০ ; মহাবরী
বচ ১১৬২ ; পিটুণী ১০৮৪ ; কুল্লন ১১৪৭ ; কবাজুল ১২৩৮ ; দেবদার ১১৩৩ ;
বিড়র ৬৬২ ; ধনে ৫৬৮ ; আগমুখী ৩৭৭ ; শ্রামালন ৬২৭ ; শলুকা ৫৮০ ; বনঘোয়ান
৫৭৮ ; তালমুলী ১১২৬ ; ছোট এলাচ ১১৭৮ ; সজিনা ২২০ ; লবঙ্গ ৪৭২ ; হিঙ্গু ৫৭২ ;

পেটবেদনায়—অপামার্গ ২৫৬ ; পিটুণী ১০৮৪ ; মুক্তারুহি ১০৩১ ; চিরেতা ৭৭০ ;
ঘেঁটু ২০১ ; হাড়জোড়া ২৫৬ ; নাটা ৪১২ ; জটাগন্ধা ১০৫০ ; পেঁয়াজ ১২২৬ ;
বৃন্দনবেল ৪৬৮ ; হিঙ্গু ৫৭২ ; বনওকড়া ৬৫২ ; জটামাংসী ৬১৬ ; চম্পা ৭২৩ ;
আদা ১১৬৫ ; লবঙ্গ ৪৭২ ; আমলকী ১০৭৪ ।

পুত্রলাভার্থে—পলাশ ৩২০ ; শতাবরী ১২১৪ ।

পুল্টেসে—কাটানটে ২৬৬ ; বড়কর ৭৮২ ; আমলক ১৮৩ ; মসিনা ১৮৩ ; শুড়কামাই ৭৪ ;
সরিষা ৬৬ ; পলাশ ৩২০ ; কুঁইচাঁপা ১০৫০ ; কাঞ্চন ৩২৫ ; তেঁতুল ৪১৩ ; আতা ২৪ ।

পৃষ্ঠভ্রণে—তাল ১২৪২ ; লাললিকা ৭২৩ ; কুম্ভ ২৬৫ ।

প্রদরে—কাবাবচিনি ২২৮ ; আম্র ২৭৭ ; কয়েতবেল ২০২ ; বেড়েলা ১৪৭ ; পেটারী ১২৪ ;
বদির ৩১৫ ; শটা ১১৬১ ; বট ১০২৫ ; পাকুড় ১১১২ ; যজ্ঞ ডুমুর ১১০৩ ; অনন
৪৬৩ ; বৃন্দন ৫২৩ ; লোধ ৬৮৮ ; কুষ্ঠিকলাই ৩৫৫ ; সোমরাজ (খেত প্রদর) ৬২৫ ;
গাব ৬২৫ ; কুমি আমলকী ১০৭৮ ; আলকুশী ৩৩৭ ; অশোক ৩২৮ ; কাটানটে ২৬৬ ।

প্রদাহিক কুলায়—অশ্বথ ১০২৮ ; হিমসাগর ৪৪৪ ।

প্রলাপ-নিবারণে—লঙ্কা ২২৫ ।

প্রসব-করণে—বাসক ৮৭২ ; জাকরণ ১১২১ ; তাল ১২৪২ ; আকনাহি ৩০ ; সোন্দাল ৩৩৪ ;
গাজর ৫৭১ ; কুলেখাড়া ৮৭৪ ।

প্রসব-বেদনা-বর্জনে—কিয়ামার ২৮৬ ; গুয়েগাঁমা ২০৬ ; বাসক ৮৭২ ; রিঠা ২৬৮ ; নিম্বুপা
৩০ ; সোন্দাল ৩৩৪ ; জাকরণ ১১২১ ; তাল ১২৪২ ; সজিনা ২২০ ; বাবুই
তুলসী ২৩১ ; অহিকেন ৫৭ ; বনওকড়া ১৪৩ ; চম্পা ৭২৩ ; বননীল ৪০৫ ;
লাললিকা ৭২৩ ; গিলা ৩৬০ ; কুলেখাড়া ৮৭৪ ; গাজর ৫৭১ ।

প্রসবান্তিক আবে—বড় গোস্কুর ৮৬৭ ; গিমা ৫৫৬ ; জিকটাগাঁতি ৭০৬ ; কুষ্ঠিকলাই ৩৫৫ ;
হিঙ্গু ৫৭২ ; গিলা ৩৬০ ; মজিষ্ঠা ৬০২ ।

প্রসূতির পুত্র সন্তান লাভার্থে—হুঁকা ১৩০৭ ।

প্রসূতির যসাধানে—জিওল ২৮০ ; হরীতকী ৪৫২ ; অর্জুন ৪৫০ ; তালিশ পত্র ১১৩০ ;
বাণি ১৩৩৩ ।

প্রসূতির মাথা বেদনার—নাকটিকনী ৭৪০ ।

প্লাহা রোগে—দস্তী ১০৩৭ ; কটি কারী ৮১৩ ; মেঘশূলী ৭৫২ ; আকন্দ ৭৪২ ; ইন্দ্র-বাকনী ৫০২ ; তিষ্ঠরাজ ২৩৩ ; কুল ২৪৭ ; কাকজন্মা ২৫৪ ; দারুহরিদ্রা ৪২ ; তেলা ২৮৪ ; তালিশপত্র ১১৩০ ; গাবভেদেনা ১০৬০ ; কুই আমলা ১০৭৮ ; হিঙ্গল ৪৬২ ; কুই-কুমড়া ৫০২ ; ঘোষালতা ৫২২ ; পিলু ৭০৮ ; বষ্টিমধু ৪১৭ ; তাল ১০৪২ ; পিপুল (নাশে) ২৮৮ ।

ক

ফলপাত-নিবারণে বুৎকর)—নাটা ৪১২ ।

ফল পাতনে (প্রসূতির)—নালিকা ৭২০ ; পিপুল ২৮৮ ।

কুসফুল প্রদাহে—ভহর করঞ্জা ৩৮৭ ; কাকড়াশূলী ২৭১ ।

ফোড়ার—তেঁতুল ৪১৩ ; বীজতাড়ক ৭৮৩ ; কুইকুমড়া ৭২০ ; কাটানটে ২৬৬ ; বিছুটি ১০৬৬ ; বন-নারাঙ্গা ১৮১ ; আতা ২৪ ; হয়ের ৩৭ ; টাপা ২১ ; সজিনা ২২০ ; পীতশাল ৩২৫ ; কুইটাপা ১০৫০ ; ভোকমারি ২৪৫ ; শলুফা ৫৮০ ; মুড়মুড়িয়া ৬৫৭ ; পিলু ৭০৮ ; গন্ধবিবেজা ১১২৮ ; লোধ ৬৮৮ ; দস্তী ১০৩৭ ; অপামার্গ ২৫৬ ; মদন ৬০৫ ; চিতা ৬৬০ ; শেওড়া ১১১৬ ; অধর্মন ১২০২ ; কেহর ১২২০ ; গাব ৬৮৫ ; নিম্বা ৩০ ; আমরুল ১৮৩ ; নিষ ২২৬ ; ভহর করঞ্জা ৩৮৭ ।

ফোফাকরণে—রক্তচিতা ৬৬৭ ; পিলু ৭০৮ ; হানমারি ৪৮৮ ; মুখজালি ৪৪৬ ; সজিনা ২২০ ; হিঙ্গলী বাদাম ২৭৫ ।

খ

বক্ষঃপ্রদাহে—অর্জুন ৪৫০ ; মাসকলাই ৩৮৩ ; ডিজিটেলিস ৮৫৬ ; পেঁয়াজ ১২২১ ; বীশ ১০০৩ ; কমলী ১১৮২ ; ঘটীশেওড়া ১১০৮ ।

বধিরতা রোগে—কর্ণরোগে ঔষ্য ।

বক্ষ্যাকরণে—গত নিবারণে ঔষ্য ।

বক্ষ্যাবস্থানে—কটিকাথী ৮১৩ ; অথ ১০২৮ ; অথগন্ধা ৮৪১ ; তোপচিনি ১২১০ ; পুত্রহীষ ১০৬৪ ।

বমন-করণে—ধনুল ৫২৪ ; ঘোষালতা ৫২২ ; কলকে ফুল ৭৩৩ ; রাঁধুনী ৫৬৭ ; আঁকোড় ৫৮১ ; কম্ব ৫৮৪ ; গন্ধতালুলিয়া ৬০২ ; মদন ৬০৫ ; ইপিকাক (মণ্ডপান জনিত) ৫২৭ ; কুকসির ৬৩২ ; নিশিন্দা ২১৬ ; ছাগলবেটে ৭৪২ ; মেঘশূলী ৭৫২ ; ছোট এলাচ ১১৭৮ ; আদা ১১৬৫ ; কাকড়াশূল ১১০৬ ; ফেতপাড়া ৫২৪ ।

বমন-নিবারণে—বস্ফল (কলেহার) ১২২৪ ; কমলানেবু ১২২ ; বালা ১৪২ ; নারিকেল ১২৪৫ ; খেজুর ১২৫৪ ; আদা ১১৬৫ ; বট ১০২৫ ; অথ ১০২৮ ; আদাশান ৬৩০ ; কুড় (কলেহার) ১৩০০ ।

কলাধামে—অর্জুন ৪৫০ ; কৃষ্ণকেলি ২০৪ ; কুড়ী ৪৭৩ ; লবঙ্গ ৪৭২ ; বোহিতক ২৩৩ ;
জিঙল ২৮০ ; পুনর্নবা ২৪২ ।

বসন্ত রোগে—কুদারী ৫৫১ ; মেহেনী ৪২০ ; ধনে ৫৬৮ ; হিংচা ৬৪৬ ; বনওকড়া ৬৫২ ;
মহুর ৩৬১ ; বক ৪০২ ; জয়ন্তী ৪০০ ; পিতি ৮২৮ ; শতমূলী ১২১৪ ; বিরমী ৮৩৪ ;
গাবভেরেন্দা ১০৬০ ; মুচকুম্ভ ১৬২ ; নিম্ব ২২৬ ; বনহরিদ্রা ১১৫৭ ; যজ্ঞভূষ ১১০৩ ;
কংলা ৫৪৫ ; কেতকী ১২৬২ ।

বস্ত্রে পোকা-নিবারণে—অণ্ডক ১০১৭ ; কুড় ৬৪২ ।

বহুযুক্তে—ডেলাকুচা ৫৩০ ; ছাঁচিকুমড়া ৫২৫ ; কালজাম ৪৭৫ ; থামো ৪৪৮ ; আম্র ২৭৭ ;
ডহর করঞ্জা ৩৮৭ ; গোখুবি ১১৮১ ; কুসুম ৬৩২ ; নির্মলী ৭৬৫ ; কাল-কেন্দা
৩৫২ ; ঘই ১৩৩৭ ; মধুরশিখা ৬৪৫ ।

বাগীতে—সালই ২৪ ; পালতে মাদার ৩৬৩ ।

বাগী কসাইতে—পালতে মাদার ৩৬৩ ; লবানধূপ ২২০ ; কাটানটে ২৬৬ ।

বাড়ীকরণে—বীণ্যন্তনে ব্রষ্টব্য ।

বাত রোগে—ডহর করঞ্জা ৩৮৭ ; কুড় ৬৪২ ; গরুরচাঁপা ৭৩৭ ; গম্ভভালুগিয়া ৬০২ ; জগৎ
মন ৮২২ ; সজিনা ২২০ ; চিত্তা ৬৬৩ জয়ন্তী ৪০০ ; ডেলা ২৮৪ ; ত্রিকাঁটা-গাঁতি
৭০৬ ; নীলনিশিন্দা ২১৬ ; মোরী ৫৭৭ ; রাখা ১১৪০ শমী ০২০ ; হরকুচ কাটা ৮৮৫ ;
বড় গোখু ৮৬৭ ; বেবান্দ চিনি ২৭৮ ; দাকচিনি ১০০৭ ; কুহুরচিতে ১০১৪ ;
কাবাবচিনি ২২৮ ; হুশুনিশাক ১৩৫২ ; তোকমায়ি ২৪৫ ; বিরমী ৮৩৪ ; নিশিন্দা
২১৬ ; কুলেখাড়া ৮৭৪ ; আকন্দ ৭৪২ ; অশগড়া ৮৪১ ; বীজতাড়ক ৭৮৩ ; শেকানিকা
৭০১ ; কাজুপটি ৪৮৪ ; বাগভেরেন্দা ১০৫৬ ; ছুরালভা ৩১৬ ; জিঙল ২৮০ ; রাখা
১১৪০ ; জ্যোতিষতী ২৬৩ ; বড়কাছর ১২০১ ; ওল ১২৬৭ ; অহিফেন ৫৭ ; বরণ
৮২ ; কাকন ৩২৫ ; আদা ১১৬৫ ; হাড়যোড়া ২৫৬ ; তেকাটা-সিঙ্গ ১০৮১ ;
গাবভেরেন্দা ১০৬০ ; পানলতা ৩৫২ ।

বাথকে—অশোক ৩২৮ ; উজ্জীতি ৮২৭ ; তিল ৮৬২ ; ওলটকদল ১৫৬ ; ছোলা ৩৪৬ ;
পানলতা ৩৫২ ; তালমূলী ১১২৬ ; কালজীরা ১৫ ; বেতকেই ১০৫৫ ; কুড়ুলসী ২৩২ ।

বার্জক্য-নিবারণে—নাগবলা ১৫৪ ; বিরমী ৮৩৪ ; শতাবরী ১২১৪ ; শম্পুলী ৭৬৮ ;
বীজতাড়ক ৭৮৩ ; নালেমমিলি ১১৪৫ ; অহিফেন ৫৭ ; তালমূলী ১১২৬ ।

বিছা, ভীমরুল, বোলতা কামড়ে—করবী ৭১৫ ; পানিকল ৫০৭ ; জীরা ৫৬০ ; জয়ন্তী
৪০০ ; পাথরচূর ২৩৪ ; কচু ১২৭৫ ; বাঘনখা ৮৬৫ ; রামতুলসী ২২৮ ; হাতীভাঁড়া
৭৭২ ; কুল ২৪৭ ; লবঙ্গলতা ২১৫ ; হুড়হুড়িয়া ৮০ ; শেরালকাটা ৬২ ; একলেয়া
৪০ ; লাললিঙ্গা ৭২৩ ; পলাশ ৩২০ ; অপামার্গ ২৫৬ ; বহন ১২২৪ ।

বিরেচনে—চিচিলে ৫১৪ ; বহেড়া ৪৫৫ ; চিরা ৫০৩ ; মনসালিঙ্গ ১০৪৭ ; কটকী ৮৪২ ;
ছাগল খুরী ৭৮৬ ; ডেলো ১০৮২ ; জটালকা ১০৫০ ; নোয়াড় ১০৭২ ; সোন্দাল

৩০৪ ; কাকন ৩২৫ ; ছোবালতা ৩১৬ ; ছোট এলাচ ১১৭৮ ; বাগভেবেম্মা ১০৫৬ ;
আমলকী ১০৭৪ ।

বিষপে—ফোড়ায় ঝটব্য ।

বিষনাশে—ঘোবালতা ২২ ; কুমড়া ৫৪২ ; পিমা ৫৫৬ ; টাপানটে ২৬৮ ; হুহুনী ১০৫২ ;
হিজলী বাদাম ২৭৫ ; কমলাগুড়ি ১০৭০ ; বজ্রহুহু (বিড়াল) ১১০৩ ; নিধ ২২৬ ;
খদির ৩০৫ ।

বীৰ্য্যজ্ঞানে (বাজীকরণে)—নিরীষ ৩১২ ; অখথ ৭২৫ ; কুলেবাড়া ৮৭৪ ; কুঁচ ২২৮ ;
বিদারী ৫০২, ৭২০ ; মাধানী ৪০২ ; আলকুশী ৩৭০ ; লবঙ্গ ৪৭২ ; কাকড়াশুদী ২৭১ ।

বুক ধড়ফড়ানিতে—আসা ১১৬৫ ; হাড়বোড়া ২৫৬ ; বেল ১৮৭ ; শালুক ৪২ ।

বেগি বেগি রোগে—নীল নিশিন্দা ২১৬ ; পিপুল ২৮৮ ; বিরনী ৫৮১ ; ভেলা ২৮৪ ;
মাল কাঙনী ২৪১ ।

বেলেস্তারায়—হুদি ওকড়া ১০৪৪ ; কাকড়াশুদী ২৭১ ।

বোলতা কামড়ে—বিছা কামড়ে ঝটব্য ।

জগ প্রলেপে—অখথ ১০২৮ ; কদম্ব ৫৮৪ ; পাটলা ৮৬২ ; আকন্দ ৭৪২ ; অর্জুন ৪৫০ ।
জগে—কদম্ব ৫৮৪ ; অনন্ত মূল ৭৫৬ ; কমলাগুড়ি ১০৭০ ; হরিদ্রা ১১৫৮ ; অখথ ১০২৮ ;
কমলা-নেবু ১২২ ; তিত্তরাজ ২৩৩ ; বজ্রহুহু ১১০৩ ; বট ১০২৫ ।

ভ

ভগ্নপরে—লজ্জাবতী ৩৭০ ; আকন্দ ৭৪২ ; অখথ ১০২৮ ; গুল ১২৬৭ ; মনসা সিঙ্গ ১০৪৭ ।

ভগ্ন স্থানের বেদনা আরামে—পাথরকুঁচি ৪৪২ ; পলাশ ৩২০ ; কুঁই আমলা ১০৭৮ ;
হুহুহুচিতে ১০১৪ ; জটালকা ১০৫০ ।

ভীমরুল কামড়ে—বিছা কামড়ে ঝটব্য ।

ভুত-বিতাড়নে—বামুনহাটি ২০২ ।

ভেক-নাশে—বালক ৮৭২ ।

ম

মৎস্ত-মারগে—কাকমারি ২৮ ; নেপালী-ধনে ২১২ ; হিম্বন ২১৬ ; কটকী ৮৪৬ ;
পানলতা ৩৫২ ; চিল্লা ৫০৩ ; মধন ৬০৫ । সমুদ্র কল ৪৭২ ; গাবরি ১০৬৮ ; হিম্বল
৪৬৯ ; জটালকা ১০৫০ ।

মজ্জতা-নিবারণে—মুখা ১২২৭ ; কলসা ১৬৮ ; কুল ২৪৭ ; বলা ১৪২ ; পুনর্ব্বা ২৪২ ;
বালক ৮৭২ ।

মধুমেহে—জয়ন্তী ৪০০ ; বন ওকড়া ৬৫২ ; আমাশা ১১৫৫ ; বেজুর ১২৫৪ ।

মশক-দংশনে—টাবানেবু ১২২ ; কয়েত বেল ২০২ ; বড় কাছুর ১২০১ ; নিশিন্দা ২২৬ ;
বনহরিদ্রা ১১৫৭ ।

মশক-নিবারণে—জুলগী ২২৬, ২২৮ ; বড় কাছুর ১২০১ ।

মাথা ধরাই—বড়হনিয়া ১০২ ; কুহুর জিহ্বা ২৫৩ ; আমলক ১৮৩ ; নাগেশ্বর ১১৩ ;
চীপা ২১ ; ছোট এলাচ ১১৭৮ ; মহায়া ৬৭৪ ; কাঞ্চন ৩২৫ ; হরিজা ১১৪৮ ;
কানছিড়ে ১২৩৭ ; কেলিকদম্ব ৫২৩ ; কেহরিয়া ৬৪২ ; গাছবি ১০৬৮ ; মুচকুল ১৬২ ;
মেহেনী ৪২০ ; কুড় ৬৪২ ; হিঙ্গু ৫৭২ ; বনকড়া ৬৫২ ।

মাথার উকুনে—আকন্দ ৭৪২ ।

মাথার ক্ষতে—কুড় ৬৪২ ; মুচকুল ১৬২ ।

মুখের ক্ষতে—অড়হর ৩৩২ ; কাকমাচি ৮০৭ ; মহাবরীবচ ১১৬২ ; বকুল ৬৭৮ ;
জাঁতি ৬২৪ ; অথথ ১০২৮ ।

মুখের মেহেতায়—জিঙল ২৮০ ; আকন্দ ৭৪২ ; বিহনী ৬৮১ ; কীট-খেলুর ৬৮৩ ;
তালমূলী ১১২৬ ; কুড় ৬৪২ ; মজিষ্ঠা ৬০২ ; বট ১০২৫ ; গাব ৬৮৫ ; চিরজি ২৮২ ।

মুখের রোগে—বিঠা ২৬৮ ; অটামাসী ৬১৬ ; সজিনা ২২০ ।

মুত্রকরণে—বনমেধি ৩৭০ ; বননীল ৪০৫ ; কুলেখাড়া ৮৭৪ ; মসন্দার ২০২ ; কাটানটে ২৬৬ ;
পুদিনা ২৩৬ ; অথগড়া ৮৪১ ; সজিনা ২২০ ; পানি ১৩৪৮ ; ছাগলখুসী ৭৮১ ;
মুড়মুড়িয়া ৬৫৭ ; সাপেটা ৬৭২ ; লাউ ৫১৭ ; তুর্কা ১৩০৭ ; কাঁকড় ৫০৭ ; শলা ৫৪২ ;
বেত ১২৫২ ; তাল ১২৪২ ; জিকটাগাঁতি ৭০৬ ; পুন্ডরীক ১০৬৪ ; আমলকী ১০৭৪ ;
পানশিউলী ১০৮৩ ; মুখা ১২২৭ ; উলু ১৩১৬ ; মানকচু ১২৭৩ ; দোপাটা ১৮৬ ;
অনন্তমূল ৭৫৬ ; বড়হনিয়া ১০২ , পুনর্বা ২৪২ ।

মুত্রকৃষ্ণে—শলা ৫৪২ ; তোকমারি ২৪৫ ; আমলকী ১০৭৪ ; ইন্দু ১৩২৫ ; হুহনী ১৩৫২ ;
বহন ১২২৪ ; কুকসিম ৬৩২ ; জামালন ৬২৭ ; বন নায়াজা ১৮১ ; গোয়ালেলাতা
২৫৮ ; কাঁকড় ৫৩৭ ।

মুত্রযন্ত্রের রোগে—নারিকেল ১২৪৫ ; বকুল (ক্ষতে) ৬৭৮ ; বহন ১২২৪ ; নিম্বা ৩০ ;
আমলকী ১০৭৩ ; আছুর ২৬০ ; গোকুর ১৭৫ ; ইশেরমূল ৮৮৪ ; অপরাজিতা ৩৪৮ ;
তিজিটেলিস ৮৫৬ ; পলাশ ৩২০ ; তোকমারি ২৪৫ ; জয়াভূষ ১১১১ ; পাকড় ১১১২ ;
আলকুশী ৩৭৩ ; বকল ৮২ ; গালশাক ২৭৪ ; প্রিয়লু ২২৪ ; অঁজমোরা ১৫২ ;
চীনেবাদাম ৩১২ , কুলেখাড়া ৮৭৪ ; মাজুল ১১২৫ ; পুনর্বা ২৪২ ; বহনারী ৭৭৫ ;
মহানিষ ২১৮ ।

মূত্ররোগে—বেতবচ ১২৬২ ; তুর্কা ১৩০৭ ; শলা ৫৪২ ; কাঁকড় ৫৩৭ ; ছাঁচিকুমকা ৫২৫ ;
জাকরাণ ১১২১ ; তিল ৮৬২ ; কটিকারী ৮১৩ ; ছুরালতা ৩১৬ ; গোয়ালেলাতা ২৫৮ ;
মহাবরীবচ ১১৬২ ; কুকসিম ৬৩২ ; অনন্তমূল ৭৫৬ ।

মূষিকবিষে—ঘোঁড়ানিষ ২৩০ ; জামালতা ৭১৭ ; ইন্দুরি ২১৬ ; কাকমাচি ৮০৭ ; পুনর্বা
২৪২ ; মাহলনী ৪০২ ; নীল খাঁটি ৮২০ ; মুলানী ৩৮০ ।

মূষীরোগে—অপমারে ঔষধ ।

মৈত্রপাকৈ—আকন্দ ৭৪২ ; জরা ১২৬।

মেধাবর্জমে—বিষমী ৮০৪ ; বীজতাক ৭৮০ ; বিষ্ণুগন্ধী ৮০২ ; মালকাটনী ২৪১ ; তানহুনি ৭৬৮ ; ধূলকুড়ি ৫৫৭ ; হরিতকী ৪৫২ ; চিতা ৬৬০ ; বিড়ল ৬৬২।

মেহরোগে—অম্বোবোহা ৪০০ ; মাখনা ৪৭ ; তিক্তরাজ ২০০ ; মনিয়া ১৭২ ; কাবাবচিনি ২২৮ ; ছনবোহা ৮৬ ; জরতী ৪০০ ; পুরাগ ১০৭ ; কর্পূর ৮৫২ ; সোনাধুখী ৩০৪ ; খেজুর ১২৫৪ ; অর্জুন ৪৫০ ; মেহেরী ৪২০ ; ঈশপগুল ২৪৬ ; ইন্দু ১০২৫।

মৌচাকজলে—নাগদমনী ৬০৭ ; ওলালতুলসী ২২৮।

য

যক্ণদোষে—নিষ ২২৬ ; অড়হর ৩০২ ; সজিনা ২২০ ; কাকন ৩২৫ ; কাকমাটি ৮০৭
পেপে ৪০৫ ; হরিতকী ৪৫২ ; হিংচা ৬৪৬ ; ফুঁই আমলা ১০৭৮ ; জাকরণ ১১২১ ;
শতমূলী ১২১৪ ; বড়এলাচ ১১৭৬ ; কটকী ৮৪২ ; যষ্টিমধু ৪১৭।

যক্ষ্মারোগে—করকালে ঝটবা।

যোনী কন্দে—কোষাতকী ৫২২।

যোনী-কণ্ডে—লাউ ৫১৭ ; লোধ ৬৬৮।

যোনী দৃঢ়করণে—বজ্রধূর ১১০০ ; ছাচিবৈত ১২৫৩ ; পলাশ ৩১০।

যোনী-শূলে—মৌরী ৫৭৭।

যোনী সংকীর্ণকরণে—আলকুন্নি ৬৭০।

যোনী জ্রাবে—পাকুড় ১১১২ ; আমলকী ১০৭৪ ; শতমূলী (শূলে) ১২১৪।

র

রক্ত অর্শে—তেঁতুল ৪১৪ ; অর্জুন ৪৫০।

রক্ত আমাশয়ে—শালপানি ৩৫৩ ; কাকন ৩২৫ ; আমড়া ২৮৮ ; বিহিবানা ৪৪০ ;
অশোক ৩২৮ ; বনমেধি ৩৭০ ; রক্তচন্দন ৩২৪ ; অর্জুন ৪৫০ ; কুকশিম ৬৩২ ;
কুল ২৪৭ ; বোহা ২৫৬ ; আতা ২৪ ; করতবেল ২০২ ; বেল ১৮৭ ; পেছালকাটা
৬২ ; শাল ১২২ ; চন্দন ১০২৫ ; চুপপালং ২৮২ ; অস্তমূল ৭৬০ ; কুঁচিলা ৭৬২ ;
আকন্দ ৭৪২ ; ককতুলসী ২২৬ ; হরিতকী ৪৫২ ; কুম্ভি ৭১২ ; ধূলকুড়ি ৫৫৭ ;
আমলকী ১০৭৪ ; বিলাতীকাউ ১১২২ ; কমলী ১১৮২ ; বড়করই ১০৫০ ; পুরুলী
১০৬৪ ; মুখা ১২২৭ ; বেতবচ ১২৬৩ ; আম্র ২৭৭ ; তুল ২৩৭।

রক্ত কালে—ছাঁচিহুমড়া ৫২৫ ; বড়ছনিয়া ১০২ ; অর্জুন ৪৫০ ; বট ১০২৫।

রক্ত দুষ্টিভে—গজাবতী ৩৭০ ; বেত ১২৫৩ ; আলোকলতা ৮০৪ ; গজমালতী ৭১২।

রক্ত পিণ্ডে—ছুরালতা ৩১৬ ; বাসক ৮৭২ ; কাটানটে ২৬৬ ; চিবৈতা ৭৭০ ; পেওড়া ১১১৬ ;
বজ্রধূর ১১০০ ; বট ১০২৫ ; নিওখেজুর ১২৫৬ ; ওপারী ১২৪১ ; সালেমদিহুখী

১১৪৫ ; তালিশপত্র ১১৩০ ; কৃষ্ণপত্র ১১২৪ ; শুশুনি শাক ১০৫২ ; কচু ১২৭৫ ; কেশে ১৩৩১ ; শতমূলী ১২১৪ ; চীনা ১৩২১ ; ইক্ষু ১৩২৫ ।

রক্ত প্রদরে—অশোক ৩২৮ ; ধাতকী ৪২১ ; আম্র ২৭৭ ; ভূমি আমলকী ১০৭৮ ; লোধ ৬৮৮ ; বট ১০২৫ ।

রক্ত প্রস্রাবে—বালা ১৪০ ; গোয়ালেলতা ২৫৮ ; বজন ৫২৩ ; বাবলা ৩০২ ; ত্রিনিশ ৩৭২ ।

রক্ত বমনে—বনরাজ ৫৫৭ ; বড়হুনিয়া ১০২ ; যষ্টিমধু ৪১৭ ; বনলবঙ্গ ৪২২ ।

রক্ত শোষণে—অপামার্গ ২৫৬ ।

রক্তপ্রস্রাব-নিবারণে—(কর্কশজনিত) দস্তী ১০৩৭ ; গৈমা ৬৫২ ; কচু ১২৭৫ ; দুর্কা ১৩০৭ ; আম্র ২৭৭ ; ঢোলমুখ ২৫১ ; অপামার্গ ২৫৬ ; বট ১০২৫ ।

রক্ত-প্রস্রাবে—শিঙ ৩৫০ ; ভেলা ২৮৪ ; মুগানী ৩৮০ , আম্র ২৭৭ ; শিমুল ১২২ ; দাড়ি ৪২৬ ; ভীমরাজ ৬৫৪ ; আকোড় ৫৮১ ; দুধকরবী ৭২২ ; আনা ১১৬৫ ; ইক্ষু ১৩২৫ ; কেশে ১৩৩১ ; আমলকী ১০৭৪ ; গাবভেবেন্দা ১০৬০ ; আমলকী ১০৭৪ ; কদলী ১১৮২ ; শতাবরী ১২১৪ ।

রক্তহীমভায়—ককোআক ২৪০ ; পেঁয়াজ ১২২১ ।

রক্তিবর্জনে—অশ্বগন্ধা ৮৪১ ; কাঁকড়াশূকী ২৭১ ; পুনর্গবা ২৪২ ; বিড়ঙ্গ ৬৬২ ; বৃহদারক ৭৮৩ ; ভেলা ২৮৪ ; যষ্টিমধু ৪১৭ ; শতাবরী ১২১৪ ; গুলক ৩২ ; মতুলকর্ণী ৫৫৭ ; নাগবালা ১৫৪ ।

রসায়নে—তালমূলী ১১২৬ ; সোনামুখী ৩৩৪ ; ভেলা ২৮৪ ; যষ্টিমধু ৪১৭ ; হাকুচ ৩২১ । পালতেমাদার ৩৬৩ ; আলকুশী ৩৭৩ ; অতিবিদা ১ ; পলাশ ৩২০ ; কাঁকড়াশূকী ২৭১ ; গুলক ৩২ ; হযের ৩৭ ; অহিকেন ৫৭ ; ইক্ষু ১৩২৫ ; শ্বেতমুর্গা ২৫৩ ; পিপুল ২৮৮ ; বীজভাড়ক ৭৮৩ ; অশ্বগন্ধা ৮৪১ ; ভূমিকুমড়া ৭২০ ; অনন্তমূল ৭৫৬ ; বিড়ঙ্গ ৬৬২ ; মহরা ৬৭৪ ; কুরচি ৭১২ ; শ্রামালতা ৭১৭ ; মুড়মুড়িয়া ৬৫৭ ; কাঁকড়াশূকী ১১০৩ ; কুবেলী ১২৩৮ ; জাফর ১১২১ ; সলেমমিছরী ১১৪৫ ; কেউ ১১৭৪ ; নাগবালা ১৫৪ ; লিঙ্গি ১০২১ ; শতাবরী ১২১৪ ।

রাজবজ্রায়—অশ্ববোণে প্রটব্য ।

রাজ্যন্ত্র নিবারণে—শিরীষ ৩১২ ; বক ৪০২ ; মরিচ ২২৫ ; কেহরিয়া ৬৪২ ; জীবন্তী ১১৩৭ ; গাবভেবেন্দা ১০৬০ ; পেঁয়াজ ১২২১ ; পান ২২৩ ।

ল

লোমক্কাশে—কেশনাশে প্রটব্য ।

শ

শরীরের দুর্গন্ধনাশে—হিচা ৬৪৬ ।

শর্করা রোগে—কাঠবিষ ৭ ; অরুণী ৪০০ ।

শিশুর দন্ত উচ্ছেদে—তালিশপত্র ১১৩০।

শিশুর নাভিপাকে—চন্দন ১০২৫।

শিশুর পৈঁচোরোগে—বৃহতী ৮১৭।

শিশুর সর্দিতে—কেহরিয়া ৬৪২; তুলসী ২২৬; কুঁদ ৬২০; ইশেব মূল ৮৮৪।

শীতপিত্তে—গণিয়ারী ২১২।

শুক্রক্ষয়ে—আকরকরা ৬৩৪; দুধকলমী ৮০১; কর্পূর ৮৫২; ইশপুণ্ডল ২৪৬; বেড়েল ১৪৭; গুলঞ্চ ৩২; বেল ১৮৭; ভেলা ২৮৪।

শুক্রবৃদ্ধিকরণে—মাথানী ৪০২; শিমুল ১২২; শতাবরী ১২১৪।

শুক্রমেহ—মেহে জটব্য।

শুল্লালাগায়—কানছিড়ে ১২৩৭।

শূলরোগে—ছাটিকুমড়া ৫২৫; নারিকেল ১২৪৫; কমলাগুঁড়ি ১০৭০; গুল ১২৬৭; তোপ-চিনি ১২১০; চীনেবাদাম ৩১২; অপবাসিতা ৩৪৮; ঘোহান ৫৬৩; চীনা ১৩২১।

শোথে—ধুতুরা ৮২৫; গন্ধবিষেজা ১১২৮; কৃত্তণ ১১২৬; কাটাগাঁটা ৮৮৬; অপবাসিতা ৩৪৮; অড়হর ৩৩২; আলকুশী ৩৭৩; হাড়হাড়িয়া ৮০; মূলা ৭১; পরাশপিপুল ১৪৪; অহিফেন ৫৭; দারুহরিয়া ৪২; কাকড়াশূঙ্গী ২৭১; অপামার্গ ২৫৬; দস্তী ১০৩৭; কটকী ৮৪৬; ডিজিটেলিস ৮৫৬; লতা ২২৫; সুলেখাড়া ৮৭৪; আকন্দ ৭৪২; পুনর্নবা ৪৪২; কাকমাটি ৮০৭; ছাগলখুরী ৭৮৬; সোমরাজ ৬২৫; দেবদারু ১১৩৩; আমা ১১৬৫; ফুঁইচাপা ১১৫০; সর্বজয়া ১১৮০; বনপেঁয়াজ ১২৩০; শেওড়া ১১১৬; বিলাতীকাউ ১১২২; তুর্কা ১৩০৭; গাঁজা ১০২২; পেঁয়াজ ১২২১; মনসা সিঁজ ১০৪৭; মুখা ১২২৭; মানিকচূ ১২৭৩; বেল ১৮৭; ভেলা ২৮৪; তেঁতুল ৪১৩।

শ্লীপনে—পুঁইশাক ২৭৬; অপবাসিতা ৩৪৮; ডহরকরজা ৩৮৭; গোয়ালেলাতা ২৫৮; আকন্দ ৭৪২; বীজতাড়ক ৭৮৩; অনন্তমূল ৭৫৬; কেহরিয়া ৬৪২; শেওড়া ১১১৬; গুল ১২৬৭; আলকুশী ৩৭৩; ধুতুরা ৮২৫; দেবদারু ১১৩৩।

শ্লেছ্মানালে—হাড়বোড়া ২৫৬; রেবানচিনি ২৭৮; হলুস ২৪২; বিহমী ৮৩৪; ইচ্ছায়ণ ৫০৭; আমবাদা ১১৫৫; কেয়া ১২৬২; বনগুলফা ৬৫।

শ্বাস রোগে—শিরীষ ৩১২; দুহালতা ৩১৬; সালই ২২০; মুক্তখুরী ১০৩১; ধুতুরা ৮২৫; পুনর্নবা ৪৪২; আকন্দ ৭৪২; কৃষ্ণতুলসী ২২৬; জটালতা ১০৫০; মেন্দী ৪২০; তেলাকুঁচা ৫১০।

শ্বেতকুষ্ঠে—শিরীষ ৩১২; নাগবল্লী ৬০১; বক্তচিতা ৬৬৭।

শ্বেতশ্রবণে—হরকুঁচ কাটা ৮৮৫; ফুঁইচামলা ১০৭৮; আমলকী ১০৭৪; রোহিকত ২৩৩; সোমরাজ ৬২৫; লোধ ৬৮৬।

স

সংক্রামকব্যাধি নিবারণে—ঘোড়ানিম ২৩০।

সংজ্ঞানামকরণে—কোহিবাড় ৮০১ ; আকরকরা ৬৩৪ ।

সংজ্ঞাহীনতা নিবারণে—বৃহত্তী ৮১৭ ; কোহিবাড় ৮০১ ; আকরকরা ৬৩৪ ।

সন্ন্যাসরোগে—অপম্বাবে ত্রৈব্যা ।

সর্দিরোগে—ভেলা ২৮৪ ; বাসক ৮৭২ ; স্কুসিম ৬৬২ ; ইশের মূল ৮৮৪ ; জৈজী ১০০২ ;
নাতিমুখী ৮২২ , কৃষ্ণতুলসী ২২৬ , কুঁদ ৬২৩ ; তেলাকুচা ৫১০ ; সাবুনী ৫৫৪ ;
ধারকরলা ৫৪৭ ; কুড় ৬৪২ ; আচ ৬১৪ ; অগাঘাস ১২২৬ ; লবঙ্গ ৪৭২ ।

সর্পবিভাডনে—পেরাজ ১২২১ ; রত্নন ১২২৪ ; শেতবচ ১২৬২ ।

সর্পবিষে—আকন্দ ৭৪২ ; নাগেশ্বর ১১৩ ; রিঠা ২৬৬ ; একলেজা ৪০ ; তিলিয়ারকরা ৩২ ;
কাঠবিষ ৭ ; আঁতমোরা ১৫২ ; কালকঙ্করী ১৩৪ ; বেল ১৮৭ ; আমসেঙা ২০৬ ;
নীলকণ্ঠী ১০০ ; অপরাধিতা ৩৪৮ , দাদমর্দন ৩৪৩ ; পলাশ ৩২০ ; শিরীষ ৩১২ ;
শঙ্করজটা ৪৩০ ; হরকুচকাটা ৮৮৫ ; শেতকাটা ৮৮৮ ; পলকজুই ৮২৫ ; নাসভাগ ২০০ ;
অপামার্গ ২৪৬ ; হলকসা ২৪২ ; কৃষ্ণতুলসী ২২৬ ; দুধকলমী ৮০১ ; ছোট কল্প ৭৮১ ;
মেঘশৃঙ্গী ৭৫২ ; বেগুন ৮১১ ; কুম্ভ ৬২৩ ; কষবী ৭২৫ ; কুড়ী ৪৭৩ ; সোমবাড় ৬২৫ ;
আমাপান ৬৩০ ; দুধকরবী ৭২২ ; চন্দ্রা ৭২৩ ; সেঙা ১১১৬ ; বনহলুদ ১১৫৭ ;
কানছিড়ে ১২৩৭ ; দশবাছ ১১২৩ , রত্নন ১২২৪ ; গোথুবি ১২৮১ ; কাঠাল ১০৮৭ ;
শেতকেরই ১০৫৫ ; আমলকী ১০৭৪ ; মনসা সিঙ্গ ১০৪৭ ; ঘেঁটকচু ১২৮০ ; শেতবচ
১২৬২ ; পিলু ৭০৮ ; বাসক ৮৭২ ; জীবন্তী ১১৩৭ ; বনহরিদ্রা ১১৫৭ ; কুরেলী
১২৩৮ ।

সূতিকাদোষনাশে—নিম্ব ২২৬ ।

স্বরভজে—কুল ২৪৭ ; ঘটিমধু ৪১৭ ; কুঁচ ২২৮ ; চৈ ১০০০ ; কাবাবচিনি ২২৮ ; বিষমী
৮৩৪ ; কৃষ্ণতুলসী ২২৬ ; তুঁত ১১১৪ ; কটকল ১১২০ ; তালিশপত্র ১১৩০ ; বহেড়া
৪৫৫ ; পিপুল ২৮৮ ; কুল্লন ১১৪৭ ।

স্বরভজে—কতু স্বরভাজ ত্রৈব্যা ।

স্তন্যমকায়—ইন্দ্রাঘণ ৫০৭ ; গাবভেবেন্দ্রা ১০৬০ ; বেলতুল ৬২৬ ; ধূতুরা ৮২৫ ; মাকাল
৫০৭ ।

স্তন্যনাশে—অড়হর ৩৩২ ; মহুয ৩৬১ ; পান ২২৩ ; কর্পূর ৮৫২ ।

স্তন্যপতনে—গাঙ্গারী ২২১ ; অনন্তমূল ৫৭৬ ; বনটেপারী ৮০৭ ।

স্তন্যবর্দ্ধনে—কালজীরা ১৫ ; ইশবাধ ২১০ ; চীনেবাদাম ৩১২ ; ধদিয় ৩০৫ ; পালতেমাদাম
৩৬৩ ; গুলক ৩২ ; পিপুল ২৮৮ ; সান্টি ২৬২ ; কুমিকুমড়া ৭২০ ; ছাতিম ৭১৪ ;
কাকডুঘ ১১০৬ ; বড়কেরই ১০৫৩ ; এবণ্ড ১০৬০ ; কুমারী ১২১৩ ; মুখা ৮৬৩ ।

স্তন্যশোধনে—কটকী ৮৪২ ।

স্তায়বিক রোগে—ঘোড়ানিম ২৩১ ; চীনেবাদাম ৩১২ ; ভেলা ২৮৪ ; সজিনা ২২০ ;
কুঁচ ২২৮ ; ডানকুনি ৭৬৮ ; বীজতাক ৭৮৩ ; কুঁচিলা ৭৬২ ; ছাঁটিমুড়া ৫০৫ ;
তপারী ১২০১ ; বড়এলাচ ১১৭৬ ; তেকাটাসিঙ্গ ১০৮১ ।

ফোটকে—ফোড়ার অষ্টব্য।

শ্রমগণশক্তিনামে—মেধাবর্জনে অষ্টব্য।

হ

হস্তপদ আলা নিবারণে—বড়ছনিয়া ১০২ ; লাউ ৫১৭ ' কদলা ৫৪৫।

হস্তপদ ক্ষীভতায়—কুড় ৬৪২।

হস্তপদ ফাটার—কদলী—১১৮২।

হাজায় (পায়ের)—পায়ের পাকুইএ অষ্টব্য।

হাড়ভাজায়—ভগ্নহানের বেদনার অষ্টব্য।

হাঁপানিতে—টোকা পানা ১২৭৬ ; গাজা ১০২১ ; তালিশ পত্র ১১৩০ ; বহন ১২২৪ ;
বনপেয়াজ ১২৩৩ ; গদাখণ্ড ১১০২ ; কটকল ১১২০ ; কুরেলী ১১৩৮ ; সজিনা ২২০ ;
ডেলা ২৮৪ ; জয়ালকা ৩১৬ ; শালপানি ৩৫৩ ; আম্র ২৭৭ ; কাঠবিষ ৫ ; মাখবীলতা
১৭৪ ; বায়সল ২০২ ; ছুয় ২২২ ; বাগক ৮৭২ ; চরকুচকাটা ৮৮৫ ; অপায়ার্গ
২৫৬ ; মান্দা ; ১১৪০ ; পাথরচুর ২৩৪ ; ধুতুবা ৮২৫ ; অন্তমূল ৭৬০ ; আবদ ৭৪২ ;
হরিতকী ৪৫২ ; ফণিমল ৫৫২ ; হিজু ৫৭২ ; কুড় ৬৪২ ; বড়কেরই ১০৫৩ ;
বামুনহাটী ২০২ ; মনসা নিজ ১০৪৭ ; অখণ্ড ১০২৮।

হায়ে—(মহাবিকায়) নাটা ৪১২ ; কয়েতবেল ২০২ ; কাফন ৩২৬ ; জয়ন্তী ৪০০ ; চন্দন
১০২৫ ; জেতুল ৪১৩ ; পটোল ৫১২ ; বিয়মী ৮৩৪ ; কুল ২৪৭ ; ডহর কদলা
৩৮৭ ; কদলা ৫৪৫ ; বাগক ৮৭২।

হিজায়—ইকু ১৩২৫ ; পেয়াজ ১২২১ ; আদা ১২৬৫ ; পিত্তথেরুয় ১২৫৬ ; দেবদার ১১৩৩ ;
পদ্মক ৪৩৫ ; কয়েতবেল ২০২ ; বামুনহাটী ২০২ ; পাকল ৮৬৩ ; হরিতকী ৪৫২ ;
ঘণ্টাপাকল ৭২৪ ; সজিনা ২২০ ; মহরা ৬৭৪ ; ছুয় আমলকী ১০৭৮।

হিষ্টিরিয়ায়—পেয়াজ ১২১১ ; কদলী ১১৮২ ; হরিজা ১১৫৮ ; নাটা ৪১২ ; কালকেসেন্দা
৩৩৭ ; সজিনা ২২০ ; রিঠা ২৬৬ ; চন্ডা ১৭ ; আতা ২৪ ; ঘোড়ানিষ ২০০ ;
অপায়ার্গ ২৫৬ ; কালবালা ৬২১ ; জটায়াসী ৬১৬ ; হিজু ৫৭২ ; নামুতি ৬২২ ;
নাগদমনী ৬৩৭।

হুজোগে—গম ১৩৩৫ ; বহন ১২২৪ ; মুর্সা ১১৭৬ ; আদা ১১৬৫ ; কুলজন ১১৪৭ ; ঘটিমধু
৪১৭ ; বিহিদান ৪৪০ ; দস্তী ১০৩৭ ; চন্দন ১০২৫ ; কাকমাচি ৮০৭ ; বহনায়ী ৭৭৮ ;
অর্জুন ৪৫০ ; এলাচ ১১৭৭ ; নাগবলা ১৫৪ ; কটকী ৮৪২ ; নিষ ২২৬ ; বচ ১১৬২।

হেতাল বেদনায়—মহানিষ ২২৮ ; কাঁকরোল ৫৪৩।

বৈজ্ঞানিক বিভাগ অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয়

উদ্ভিদের সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

- I. Ranunculaceae.
 1. Aconitum heterophyllum Wall. (অতিবিষ)
 2. „ ferox Wall. (কাঠবিষ)
 3. „ rapellus Linn. („)
 4. Delphinium denudatum Wall. (নিষ্কিষি)
 5. Clematis triloba Heyne. (লঘুকর্কী)
 6. Ranunculus sceleratus Linn. (কাণ্ডী)
 7. Naravelia zeylanica DC. (ছাগল বাটী)
 8. Nisella sativa Linn. (কালজীরা)
 9. Paeonia emodi Wall. (চন্দ্রা)
- II. Dilleniaceae.
 10. Dillenia indica Linn. (চালতা)
- III. Magnoliaceae.
 11. Magnolia pterocarpa Roxb. (ভুলিচাঁপা)
 12. Michelia champaca Linn. (চন্দ্রক, চাঁপা)
- IV. Anonaceae.
 13. Annona squamosa Linn. (আতা)
 14. „ reticulata Linn. (নোনা)
 15. Polyalthia (Sonnerat Thwaites.) Longifolia Benth. (দেবদাড়)
- V. Menispermaceae.
 16. Anamirta cocculus W. & A. (কাকমারি)
 17. Stephania bernandifolia Walp. (নিম্বা)
 18. Tinospora cordifolia Miers. (গুলক)
19. Tinospora tomentosa Miers. (পদ্মগুলক)
20. Cocculus villosus DC. (হয়েব)
21. Tiliacora acuminata (Lamk) Miers. (তিলাকরা)
22. Cissampelos pareira Linn. (একলেজা)
- VI. Berberideae.
 23. Berberis asiatica Roxb. (দারুহরিজা)
 24. Podophyllum emodi Wall. (পাপরা, হংসপদী)
- VII. Nymphaeaceae.
 25. Euryale ferox Salisb. (মাধুনা)
 26. Nymphaea lotus Linn. (কুমুদ, শালুক)
 27. Nelumbium nucifera Gaertn. (পদ্ম)
- VIII. Papaveraceae.
 28. Papaver somniferum Linn. (অহিফেন)
 29. Argemone mexicana Linn. (শিয়াল কাটা)
- IX. Fumariaceae.
 30. Fumaria parviflora Lamk. (বনভুলকা)
- X. Cruciferae.
 31. Brassica campestris Linn. Var. Sarson. (বেত সবুজ)
 32. Raphanus sativus Linn. (মুলা)
 33. Lepidium sativum Linn. (হালিম)
- XI. Capparideae.
 34. Capparis sepiaria Linn. (কাটাগড়কামাই)



ভাৰতীয় বনৌষধি

35. *Capparis horrida* Linn.

(বাধনাই)

36. „ *zeylanica* Linn.

(কালকেহা)

37. *Cleome viscosa* Linn. (হড়হড়িয়া)

38. *Crataeva religiosa* Forst. (বকশ)

39. *Gynandropsis pentaphylla* DC.

(খেত হড়হড়িয়া)

XII. Violaceae.

40. *Ionidium suffruticosum* Ging.

(হুনবোড়া)

XIII. Bixineae

41. *Bixa orellana* Linn. (লটেকন)

42. *Flacourtia indica* (Burn. f) Merr.

(বৈচ)

43. „ *jangomas* (Lour) Raeusch.

(পানিহালা)

44. „ *sepiaria* Roxb. (বৈচ)

45. *Taraktogenos Kurzii* King.

(চাউলমুগরা)

46. *Gynocardia odorata* R. Br. („)

47. *Hydnocarpus laurifolia* (Dennst)

Sleumer. (প্রকৃত „)

XIV. Polygalaceae.

48. *Polygala chinensis* Linn.

(মেহাড়)

49. „ *crostarioides* Buch

Ham. en.-DC. (নীলকণ্ঠ)

XV. Caryophyllaceae.

50. *Saponaria vaccaria* Linn.

(সাবুনী)

XVI. Portulacaceae.

51. *Portulaca oleracea* Linn.

(বড় ছনিয়া)

52. „ *quadrifida* Linn.

(ছোট „)

XVII. Tamariscineae.

53. *Tamarix gallica* Linn.

(বক ঝাউ)

54. „ *dioica* Roxb.

(লাল ঝাউ)

XVIII. Guttiferae.

55. *Calophyllum inophyllum* Linn.

(পুয়াগ)

56. *Garcinia mangostana* Linn.

(ম্যাঙ্গোস্টিন)

57. „ *xanthochymus* Hook.f.

(তমাল)

58. *Mesua ferrea* Linn. (নাগেশ্বর)

59. *Ocbrocarpus longifolius* Benth.

& Hook. f. (নাগকেশ্বর)

XIX. Ternstroemiaceae.

60. *Schima wallichii* Choisy.

(মাক্‌ডীশাল)

XX. Dipterocarpeae.

61. *Dipterocarpus turbinatus*

Gaertn. (মুলিয়া গজ্ঞন)

62. „ *incanus* Roxb.

(গজ্ঞন)

63. „ *alatus* Roxb.

(তেলিয়া গজ্ঞন)

64. *Shorea robusta* Gaertn. f. (শাল)

XXI. Malvaceae.

65. *Abutilon indicum* (Linn)

Sweet emend Hochr (পেটাতী)

66. *Abutilon avicennae* Gaertn.

(জয়া বা জয়তী)

67. *Eriodendron anfractuosum* DC.

(খেত শিমুল)

68. *Salmaal malabaricum* (DC.)

Schott & Endl. (বক শিমুল,

লাল শিমুল)

69. *Gossypium herbaceum* Linn.

(কাপাস)

70. *Hibiscus abelmoschus* Linn.

(লতাকঁচরী)

71. „ *esculentus* Linn. (ঢেঁড়স)

72. „ *rosa-sinensis* Linn. (জবা)

73. „ *cannabinus* Linn.

(মেতাপাট)

74. *Pavonia odorata* Willd. (বালা)

75. *Urena lobata* Linn. (বন জুড়া)

উদ্ভিদেৰ নুটীপত্ৰ

76. *Thespesia populnea* Corr.

(পৰাশ পিপুল)

77. *Adansonia digitata* Linn.

(গোৱৰ্খ, আমূলি)

78. *Sida cordifolia* Linn. (বেড়োলা)

79. „ *rhombifolia* Linn. emerd
Mast. (পীত বেড়োলা)

80. „ *rhomboidea* Roxb.
(খেত বেড়োলা)

81. „ *veronicaefolia* Lamk.
(জোঁকা)

82. „ *spinosa* Linn. (গোৱৰ্খ চাকুল)

XXII. Sterculiaceae.

83. *Abroma augusta* Linn.
(ওলট কথল)

84. *Pentapetes phoenicea* Linn.
(ছপুয়েমনি, দোপাটি)

85. *Helicteres isora* Linn.
(জীতমোৰ)

86. *Pterospermum acerifolium*
Willd. কনকটাপা)

87. *Pterospermum suberifolium*
Lamk. (মুচ, কুন্দটাপা)

88. *Sterculia foetida* Linn.
(জললী বাহাৰ)

XXIII. Tiliaceae.

89. *Corchorus capsularis* Linn.
(পাট, বি নাৰুতে পাট)

90. „ *olitorius* Linn. (পাট)

91. *Grewia asiatica* Linn. (ফল, সা)

92. *Triumfetta bartramia* Linn.
(বনগুৰু)

XXIV. Linaceae.

93. *Linum usitatissimum* Linn.
(মসিনা, তিলি)

XXV. Malpighiaceae

94. *Hiptage madablota* Gaertn.
(মাখবীলতা)

XXVI. Zygophyllaceae.

95. *Tribulus terrestris* Linn. (গোছৰ)

XXVII. Geraniaceae.

96. *Averrhoa bilimbi* Linn.

(বিলিবি)

97. „ *carambola* Linn.

(কামৰাঙ্গা)

98. *Biophytum sensitivum* DC.

(বননাৰাঙ্গা)

99. *Oxalis corniculata* Linn.

(আমকল)

100. *Impatiens balsamina* Linn.

(দোপাটি)

XXVIII. Rutaceae.

101. *Aegle marmelos* Corr. (বেল)

102. *Atalantia monophylla* Corr.
(আতবীজাখীৰ)

103. *Citrus medica* Linn. var.

typica (বেগপুৰা)

104. „ *medica* Linn. var.

imonum (কৰ্ণনেৰু)

105. „ *medica* Linn. var. *Acida*
(পাতি বা কাগজী লেবু)

106. „ *medica* Linn. Var.
Limetta. (মিঠালেবু)

107. „ *aurantium* Linn.

(কমলা লেবু)

108. „ *decumana* Linn.

(বাতাবী লেবু)

109. *Feronia limonia* (Linn.)

Swingle. (কহেতবেল)

110. *Glycosmis pentaphylla* Corr.
(আসুপেঙা)

111. *Murraya paniculata* (Linn.)

Jack. (কাছিনী)

112. „ *koenigii* Spreng. (বাহনজ)

113. *Peganum harmala* Linn.

(ইশৰাখ)

114. *Zanthoxylum alatum* Roxb.

(নেপালী ধনে)

115. *Toddalia asiatica* (Linn)

Lamk. (কাফন বা দাহন)

116. *Luvunga scandens* Buch. Ham.

(লবঙ্গলতা)



ভাৰতীয় বনৌষধি

XXIX. Simarubaceae.

117. *Balanites roxburghii* Planch.
(হিজন)
118. *Ailanthus excelsa* Roxb.
(মহানিষ)

XXX. Burseraceae.

119. *Boswellia serrata* Roxb.
(মালই, লুবান)

120. *Garuga pinnata* Roxb. (জুম)

XXXI. Meliaceae.

121. *Aglaia roxburghiana* Miq.
(শ্রিয়ঙ্গু)
122. *Melia azadirachta indica*, A.
Juss. (নিষ)
123. „ *azedarach* Linn.
(বোড়ানিষ)
124. *Amora cucullata* Roxb.
(আমুর লাভ্রী)

125. *Aphanamixis polystachya*
(Wall) Parker. (বোহিডক, তিক্তবাল)

126. *Soyimida febrifuga* A. Juss.
(যৌগ)

127. *Cedrela toona* Roxb. (তুন)

123. *Chickrassia tabularis* Juss.
(চিক্রাসি)

XXXII. Olaciceae.

129. *Ola x scandens* Roxb. (ককোআল)

XXXIII. Celastraceae.

130. *Celastrus paniculatus* Willd.
(মালকাতনী)

XXXIV. Rhamnaceae.

131. *Ventilago madraspatana*
Gaertn. (বরুপীট)

132. „ *denticulata* Var. *calyculata*
King. (বরুপীট)

133. *Zizyphus oenoplia* Mill.
(নেয়াফল)

134. „ *jujula* Lamk. (জুল)

XXXV. Vitaceae.

135. *Leea crispa* Linn. (বনচালিদা)

136. „ *macrophylla* Roxb.
(ডোল সবুজ)

137. *Leea indica* (Burm) Merr.

(কুবুৰজিহ্বা)

138. „ *aequata* Linn. (কাৰুজিয়া)

139. *Cissus quadrangularis* Linn.
(হাড় জোড়া)

140. *Vitis pedata* (Vahl-ex-Wall)
Gagnep. (গোয়ালে লতা)

141. „ *trifolia* Cayratia *carnosa*
Gagnep. (আমললতা)

142. „ *vinifera* Linn. (আম্র)

XXXVI. Sapindaceae.

143. *Cardiospermum halicacabum*
Linn. (লতাফটকা)

144. *Schleichera trijuga* Willd
Linn. (কুম্ব)

145. *Sapindus trifolius* Hiern
(in part) Linn. (বড় ঝিঠা)

146. „ *mukorossi* Gaertn.
(ছোট ঝিঠা)

147. *Nephelium litchi* Camb. (লিচু)

148. „ *longana* Camb.
(আশফল)

XXXVII. Anacardiaceae.

149. *Rhus succedanea* Linn.
(কাৰুজাশুজী)

150. *Pistacia integerrima* Stewart.
(কাৰুজা শূজী)

151. *Anacardium occidentale*
Linn. (হিঙ্গলী বাদাম)

152. *Mangifera indica* Linn. (আম্র)

153. *Odina Woodier* Roxb. (জিওল)
—*Lannea coromandelica* (Houtt)
Merr.

154. *Buchanania latifolia* Roxb.
—*lanzan* Spreng. (চিৰজি)

155. *Semecarpus anacardium* Linn.
(ডেলা)

156. *Spondias mangifera* Willd.
(আমড়া)

XXXVIII. Moringaceae.

157. *Moringa pterygosperma*
Gaertn. (মজিনা)

বৈজ্ঞানিক বিভাগ অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদের সূচীপত্র দ্বিতীয় খণ্ড

XXXIX. Fabaceae.

158. *Crotalaria juncea* Linn. (শণ)
159. „ *verrucosa* Linn. (বনশণ)
160. *Abrus precatorius* Linn. (জুঁট)
161. *Adenanthera pavonina* Linn. (বরন)
162. *Acacia arabica* Willd. (বাবলা)
163. „ *catechu* Willd (খদির)
164. „ *farnesiana* Willd. (গুয়ে বাবলা)
165. „ *suma* Buch. Ham. (সমী, শাইকাটা)
166. „ *tomentosa* Willd. (সালশাইবাল)
167. *Albizzia lebbek* Benth. (শিরীষ)
168. „ *amara* Boivin. (কুশিরীষ)
169. *Albani maurorum* Desv. (যবসা, ছুরালতা)
170. *Arachis hypogaea* Linn. (চিনেবাদাম)
171. *Butea monosperma* (Lamk) Taub. (পলাশ)
172. „ *superba* Roxb. (লতাপলাশ)
173. *Bauhinia variegata* Linn. (বককাকন)
174. „ *purpurea* Linn. (বেবকাকন, বককাকন)
175. „ *racemosa* Lamk. (বেঁতকাকন)

176. *Bauhinia Vahlia* W & A. (চেহর)
177. „ *tomentosa* Linn. (কাঞ্চন)
178. *Cajanus Cajan* (Linn) Millsp. *C. indicus* Spreng. (অড়হর)
179. *Cassia fistula* Linn. (সোঁদাল)
180. „ *occidentalis* Linn. (বড় কালকেসেন্দা)
181. „ *sophora* Linn. (ছোট কালকেসেন্দা)
182. „ *tora* Linn. (চাকুন্দে)
183. „ *alata* Linn. (দামদর্দন)
184. „ *angustifolia* Vahl. (সোনামুখী)
185. *Cicer arietinum* Linn. (ছোলা)
186. *Clitoria ternatea* Linn. (অলরাভিতা)
187. *Dalbergia sissoo* Roxb-ex DC. (শিত)
188. *Derris uliginosa* Benth. (পানলতা)
189. *Desmodium gangeticum* DC. (শালপাণি)
190. *Dolichos biflorus* Linn. (কুড়িকলাই)
191. „ *lablab* Linn. (শিম)
192. *Glycine soja* Sieb & Zucc. (গাড়ীকলাই)
193. *Entada scandens* Benth. (সিলাগাছ)



ভাৰতীয় বন্যোষধি

- | | |
|---|--|
| <p>194. <i>Lens Gren & Godr.</i>
 <i>esculenta</i> Moench, (মসুরি)</p> <p>195. <i>Erythrina indica</i> Lamk.
 (পাল্তেমাদাৰ)</p> <p>196. <i>Indigofera linifolia</i> Retz.
 (ভাৰাড়া)</p> <p>197. " <i>tinctoria</i> Linn. (নীল)</p> <p>198. <i>Lathyrus sativus</i> Linn.
 (খেসারী)</p> <p>199. <i>Melilotus indica</i> All.
 (বনমেথি)</p> <p>200. <i>Ougeinia dalbergiodes</i> Benth.
 (তিলিশ)</p> <p>201. <i>Mimosa pudica</i> Linn.
 (লজ্জাবতী)</p> <p>202. " <i>rubicaulis</i> Lam.
 (হুঁচিকাটা)</p> <p>203. <i>Mucuna prurita</i> Hook.
 <i>pruriens</i> DC. (আলকন্থী)</p> <p>204. <i>Phaseolus trilobus</i> Ait.
 (মৃগানী)</p> <p>205. " <i>mungo</i> Linn. (মৃগ)</p> <p>206. " " "
 Var. <i>Roxburghii</i> Author.
 (মাধকলাই)</p> <p>207. <i>Pisum sativum</i> Linn.
 (কাবুলি মটর)</p> <p>208. <i>Pongamia glabra</i> Vent.
 (তহনকবজা)</p> <p>209. <i>Prosopis specigera</i> Linn.
 (শমী)</p> <p>210. <i>Psoralea corylifolia</i> Linn.
 (হাকুচ, বুকি)</p> <p>211. <i>Pterocarpus santalinus</i> Linn.
 (বক্তচন্দন)</p> <p>212. " <i>marsupium</i> Roxb.
 (পীতলাপ)</p> <p>213. <i>Saraca indica</i> Linn. (অশোক)</p> <p>214. <i>Sesbania aegyptiaca</i> Pers.
 (অরবী)</p> | <p>215. <i>Sesbania grandiflora</i> (Linn)
 Pers. (বাসনা, বক)</p> <p>216. <i>Tephrosia purpurea</i> (Linn.)
 Pers. (বননীল)</p> <p>217. " <i>Villosa</i> Pers.
 (বেত বননীল)</p> <p>218. <i>Teramnus Sw. labialis</i> Spreng.
 (মাধাগী)</p> <p>219. <i>Trigonella foenum graecum</i>
 Linn. (বড় মেথি)</p> <p>220. <i>Tamarindus indica</i> Linn.
 (জেতুল)</p> <p>221. <i>Glycyrrhiza Tourn ex. glabra</i>
 Linn. (যষ্টিমধু)</p> <p>222. <i>Caesalpinia bonducella</i> Linn.
 Crista Linn. (নাটা)</p> <p>223. " <i>sappan</i> Linn.
 (বকম)</p> <p>224. " <i>pulcherrima</i> Swartz.
 (কৃষ্ণহুড়া)</p> <p>225. " <i>digyna</i> Rottl.
 (অমলকুঁচি)</p> <p>226. " <i>coriaria</i> Willd.
 (চৌরী)</p> <p>227. <i>Uraria lagopoides</i> DC.
 (চাহুনিয়া)</p> <p>228. " <i>picta</i> Jacq. Desv.
 (শঙ্করজটা)</p> <p>229. <i>Astragalus</i> (Tourn, ex-Linn.)
 <i>gummifer</i> Labill. (কটীলা)</p> <p style="text-align: center;">XL. Rosaceae.</p> <p>230. <i>Prunus Communis</i> Huds
 Var. <i>insititia</i> Hook. f.
 (আলুবোথরা)</p> <p>231. " <i>puddum</i> Roxb. (পদ্মক)</p> <p>232. <i>Rosa damascena</i> Mill.
 (গোলাপ)</p> <p>233. <i>Cydonia vulgaris</i> Pers.
 (বিহিদানা)</p> |
|---|--|

উদ্ভিদের শ্রেণীপত্র

XLI. Crasulaceae.

234. *Broyphyllum calycinum* Salisb.
B. pinnatum (Lamk) Oken.
 (পাখরকুচি)
 235. *Kalanchoe laciniata* DC.
 (হিমসাগর)

XLII. Droseraceae.

236. *Drosera burmanni* Vahl.
 (মুখজালি)

XLIII. Rhizophoraceae.

237. *Rhizophora mucronata* Lamk.
 (বায়ো)
 238. *Kandelia rhædii* W. & A.
K. candel (Linn) Druce.
 (গেবিয়া)

XLIV. Combretaceae.

239. *Terminalia arjuna* Bedd.
 (অর্জুন)
 240. „ *belerica* Retz. (বহেড়া)
 241. „ *catappa* Linn. (বাদাম)
 242. „ *chebula* Retz.
 (হরীতকী)
 243. „ *tomentosa* Bedd.
 (মলমল)
 244. *Anogeissus latifolia* Wall.
 (দাঁড়িয়া)
 245. *Quisqualis indica* Linn.
 (ব্রহ্মবেল)

XLV. Myrtaceae.

246. *Barringtonia acutangula*
gaertn. (হিম্মল)
 247. „ *racemosa* Bl. (লম্বুফল)
 248. *Careya arborea* Roxb. (কুড়ী)
 249. *Eugenia jambolana* Linn.
 (কালজাম)
 250. „ *jambos* Linn.
 (গোলাপজাম)
 251. „ *caryophyllata*
Thunb. (লবঙ্গ)

252. *Myrtus communis* Linn.

(বিলাতী মেন্দী)

253. *Melaleuca leucadendron*
 Linn. (কাছপটি)
 254. *Psidium guayava* Linn. (পেয়ারা)

XLVI. Melastomaceae.

255. *Memecylon edule* Roxb.
 (বয়ে স্বজন)

XLVII Lythraceae.

256. *Ammannia baccifera* Linn.
 (দামধারি)
 257. *Lawsonia alba* Lamk.
 (দেহেবী)
 258. *Woodfordia floribunda* Salisb.
W. fruticosa (Linn) Kurz.
 (খাইফুল)
 259. *Lagerstroemia flos-reginae*
 Retz. *Speciosa* (Linn) Pers.
 (জাকল)
 260. *Punica granatum* Linn.
 (দাড়িফ)

XLVIII. Onagraceae.

261. *Jussiaea suffruticosa* Linn.
 (বন লবঙ্গ)
 262. „ *repens* Linn.
 (কেশবদাম)
 263. *Trapa bispinosa* Roxb.
 (পানিফল)

XLIX. Samydaceae.

264. *Casearia tomentosa* Roxb.
C. elliptica Willd (চিন্না)

L. Passifloraceae.

265. *Carica papaya* Linn. (পেপে)

LI. Cucurbitaceae.

266. *Trichosanthes palmata* Roxb.
T. bracteata (Lamk) Voigt
 (মাকাল)
 267. „ *Cordata* Roxb.
 (কুঁইকুমড়া)



ভাৰতীয় বনৌষধি

268. *Trichosanthes dioica* Roxb.

(পটোল)

269. „ *auguina* Linn.

(চিচিঙ্গা)

270. „ *cucumerina* Linn.

(বনচিচিঙ্গা)

271. *Lagenaria vulgaris* Seringe.

(লাউ)

272. *Luffa acutangula* Roxb.

(ঝিঙা)

273. „ *amara* Roxb. (ঘোষালতা)

274. „ *aegyptiaca* Mill.

(ধুন্দুল)

275. *Benincasa cerifera* Savi.

(ছাঁচিকুমড়া)

276. *Bryonopsis Bryonia laciniosa*

(Linn) Naud. (মালা)

277. *Cephalandra indica* Naud.

C. Cordifolia (Linn) Cogn.

(তেলাকুচা)

278. *Citrullus colocynthis* Schrad.

(ইন্দ্রবাকী, রাখালশশা)

279. „ *vulgaris* Schrad.

(তরমুজ)

280. *Cucumis melo* Linn.

(কাঁকড়, ফুটী)

281. „ *sativus* Linn. (পশা)

282. *Cucurbita maxima* Duch.

(মিঠাকুমড়া)

283. „ *pepo* DC. (কুমড়া,

কেতকুমড়া)

284. *Momordica cochinchinensis*

Spreng. (কাঁকরোল)

285. „ *charantia* Linn.

(কংলা)

286. „ *dioica* Roxb.

(ধাবকবুলা)

287. *Mukia scabrella* Arn.

(আগমুখী)

288. *Zehneria umbellata* Thw.

(কুদারী)

LII. Cactaceae.

289. *Opuntia Tourn-ex* Mill

dillenii Haw. (কপিমন্দা)

LIII. Ficoideae

290. *Trianthema monogyna* Linn.

T. portulacastrum Linn

(মাবুনী)

291. *Mollugo spargula* Linn.

(গীয়াশাক)

LIV. Umbellifereae

292. *Hydrocotyle* (Tourn) Linn.

asiatica Linn (থুমকুড়ি)

C. asiatica (Linn) Urban.

293. *Cuminum* (Tourn) Linn.

C. cyminum Linn. (জীরা)

294. *Carum Rupp. ex-Linn.*

copticum Benth. (জোয়ান)

295. „ *roxburghianum*

Benth. (বাঁধুনি)

296. *Coriandrum* (Tourn)

sativum Linn. (ধনে)

297. *Daucus* (Tourn) *carota* Linn.

(গাজর)

298. *Ferula* Tourn. ex Linn.

foetida Regel. (হিঙ্গু)

299. *Foeniculum vulgare* Gaertn.

(ফোঁদা)

300. *Seseli indicum* W. & A.

(বন জোয়ান)

301. *Peucedanum sowa* Kurz.

(শলুকা)

LV. Cornaceae

302. *Alangium lamarckii* Thw.

(বাধ অঁকড়া, অঁকোড়)

LVI. Rubiaceae

303. *Anthocephalus*. A. RICH.

cadamba Miq. (কদম্ব)

304. *Cinchona officinalis* Linn.

(কুইনাইন)

305. *Adina salisb cordifolia* Benth

& Hook. (ধূলিকদম্ব, কেলিকদম্ব)

306. *Ixora parviflora* Vahl.

(গাছালরজন)

307. „ *coccinea* Linn. (রক্তন)

308. *Oldenlandia corymbosa* Linn.

(কেতগাঁপড়া)

309. *Psychotria ipecacuanha*

Stokes (ইপিকাক)

310. *Ophiorrhiza mungos* Linn.

(গছ নাকুলি)

বৈজ্ঞানিক বিভাগ অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদের সূচীপত্র তৃতীয় খণ্ড

Genus—*Mussaenda* Linn.
311. *M. frondosa* Linn. (নাগবন্দী)
Genus—*Paederia* Linn.
312. *P. foetida* Linn. (গন্ধকাহলিঙ্গা)
Genus—*Pavetta* Linn.
313. *P. indica* Linn. (কুহুহুড়া)
Genus—*Randia* Linn.
314. *R. dumetorum* Lamk.

(মদনকল)

315. *R. uliginosa* DC. (পিরআলু)

Genus—*Rubia* Linn.

316. *R. cordifolia* Linn. (মজিষ্ঠা)

Genus—*Vangueria* Juss.

317. *V. spinosa* Roxb. (ময়না)

Genus—*Morinda* Linn.

318. *M. citrifolia* Linn. (আচ)

Genus—*Hymenodictyon* Wall.

319. *H. excelsum* Wall. (কুহুহুড়া)

LVII. Valerianeae

Genus—*Nardostachys* DC.

320. *N. jatamansi* DC. (জটামাংসী)

Genus—*Valeriana* Linn.

321. *V. hardwickii* Wall. (টগর)

322. *V. officinalis* Linn.

(কালবালা)

LVIII. Compositae.

Genus—*Vernonia* Schreb.

323. *V. cinerea* Less.

(ছোটকুকদিয়া)

324. *V. anthelmintica* Willd.

(সোমরাজ, হাকুচ)

Genus—*Elephantopus* Linn.

325. *E. scaber* Linn.

(গোজিঙ্গা, কামদলন)

Genus—*Grangea* Forsk.

326. *G. maderaspatana* Poir.

(নামুতি)

Genus—*Eupatorium* Linn.

327. *E. ayapana* Vent. (আয়াপান)

E. triplinerve Vahl.

Genus—*Blumea* DC.

328. *B. lacera* DC. (কুকদিম)

Genus—*Anacyclus* Linn.

329. *A. pyrethrum* DC.

(আকবকরা)

Genus—*Artemisia* Linn.

330. *A. vulgaris* Linn. (নাগদমনী)

Genus—*Carthamus* Linn.

331. *C. tinctorius* Linn.

(কুমড়ুল)

Genus—*Chrysanthemum* Linn.

332. *C. coronarium* Linn.

(গুলচিনি)

Genus—*Eclipta* Linn.

333. *E. alba* Hassk. (কেহরিয়া)

E. prostrata (Roxb.)

Genus—*Enhydra* Lour.

334. *E. fluctuans* Lour. (ছিংচা)

Genus—*Guizotia* Cass.

335. *G. abyssynica* Cass. (রামতিল)

Genus—*Saussurea* DC.

336. *S. lappa* C. B. Clarke. (কুড়)

Genus—*Xanthium* Linn.

337. *X. strumarium* Linn.

(বনওকড়া)

Genus—*Wedelia* Jacq.

338. *W. calendulacea* Less.

(ভীষরাজ কুমড়া)

Genus—*Sphaeranthus* Linn.

339. *S. indicus* Linn.

(মুড়মুড়িয়া, মৃত্তী)

Genus—*Tagetes* Linn.

340. *T. erecta* Linn. (গেঁদাফুল)



ভাৰতীয় বনৌষধি

Genus—*Centipeda* Lour.

341. *C. orbicularis* Lour. (মেচেতা)
C. minima (Linn.) A. Br. et.
 Aschers.

Genus—*Sonchus* Linn.

342. *S. arvensis* Linn. (বনপালং)

LIX. Plumbaginaceae.

Genus—*Plumbago* Linn.

343. *P. zeylanica* Linn. (চিতা)

344. *P. rosea* Linn. (রক্তচিতা)

P. indica Linn.

LX. Myrsinaceae.

Genus—*Embelia* Burm.

345. *E. ribes* Burm. f. (বিড়ল)

LXI. Sapotaceae.

Genus—*Achras* Linn.

346. *A. sapota* Linn. (মপেটা)

Genus—*Bassia* Linn.

347. *B. latifolia* Roxb. (মহুয়া)

348. *B. longifolia* Linn.
 (জলমহুয়া)

Genus—*Mimusops* Linn.

349. *M. elengi* Linn. (বকুল)

350. *M. Kauki* Linn. (পিহনী)
Manilkara Kauki Dub.

351. *M. hexandra* (Roxb) Dub.
 (ক্ষীরবেঙ্গুর)

LXII. Ebenaceae.

Genus—*Diospyros* Pers.

352. *D. embryopteris* Pers. (গাব)

D. peregrina Gurke.

LXIII. Styraceae.

Genus—*Symplocos* Roxb.

353. *S. racemosa* Roxb. (লোথ)

Genus—*Styrax* Dryand.

354. *S. benzoin* Dryand. (লবান)

LXIV. Oleaceae.

Genus—*Jasminum* Linn.

355. *J. arborescens* Roxb.
 (বড়কুঁদ)

356. *J. grandiflorum* Linn. (জাতি)

357. *J. sambac* Ait. (বেল)

358. *J. pubescens* Willd. (কুন্দ)

359. *J. humile* Linn. (স্বর্ণধূই)

Genus—*Nyctanthes* Linn.

360. *N. arbor-tristis* Linn.
 (শেফালিকা)

Genus—*Schrebera* Roxb.

361. *S. swietenoides* Roxb.
 (ঘণ্টাপাকস)

LXV. Salvadoraceae.

Genus—*Azima* Lamk.

362. *A. tetraantha* Lamk.
 (ত্রিকটাপাতি)

Genus—*Salvadora* Linn.

363. *S. persica* Linn. (পিলু)

LXVI. Apocynaceae.

Genus—*Carissa* Linn.

364. *C. carandas* Linn. (করমন্ডা)

Genus—*Aganosma* G. Don.

365. *A. caryophyllata* G. Don.
A. dichotoma (Roth) K.
 Schum (গন্ধমালতী)

Genus—*Alstonia* R. Br.

366. *A. scholaris* R. Br. (ছাতিম)

Genus—*Ichnocarpus* R. Br.

367. *I. frutescens* R. Br.
 (কামালতা)

Genus—*Holarrhena* R. Br.

368. *H. antidysenterica* Wall.
 (হুহুটি)

Genus—*Rauwolfia* Benth.

369. *R. serpentina* Benth. (চন্দা)

Genus—*Nerium* Soland.

370. *N. Odorum* Soland. (কবরী)
N. indicum Mill.

Genus—*Wrightia* R. Br.

371. *W. tomentosa* Roem and
 Schult. (দুধকবরী)

372. *W. tinctoria* R. Br. (ইন্দ্রধব)

Genus—*Thevetia* Juss.

373. *T. neriiifolia* Juss. (কলকেশুল)
T. peruviana (Pers.) Schum.

Genus—*Vallaris* Spreng.

374. *V. heynei* Spreng. (ছাপহমালী)

V. solanacea O. Ktze.

উদ্ভিদেব মূৰ্চাপত্র

Genus—Plumeria Linn.

375. *P. acutifolia* Poir. (গন্ধু চাপা)
P. rubra Linn. Var. *acutifolia* Bauley.

Genus—Tabernaemontana R. Br.

376. *T. coronaria* R. Br. (টগর)
Ervatamia coronaria Stapf.

LXVII Asclepiadaceae.

Genus—Dregea Benth.

377. *D. volubilis* Benth.
 (নাক্‌টিকনী)

Genus—Calotropis R. Br.

378. *C. gigantea* R. Br. (বড়আকন্দ)
 379. *C. procera* R. Br. (খেতআকন্দ)

Genus—Pergularia Linn.

380. *Daemia extensa* R. Br.
 (ছাগলবেটে)
P daemia (Forsk.) Chiov.

Genus—Oxystelma R. Br.

381. *O. esculentum* R. Br. (হুখলতা)

Genus—Gymnema R. Br.

382. *G. sylvestre* R. Br. (মেড়াশিলে)

Genus—Sarcostemma Wight

383. *S. brevistigma* W. & A.
 (সোয়লতা)

S. acidum (Roxb) Voigt

Genus—Hemidesmus. R. Br.

384. *H. indicus* R. Br. (অনন্তমূল)

Genus—Asclepias Linn.

385. *A. curassavica* Linn. (বনকার্পাস;
 কাকতুণ্ডী)

Genus—Tylophora W. & A.

386. *T. asthmatica* W & A. (অন্তমূল)
T. indica (Burm. f.) Merr.

LXVIII. Loganiaceae.

Genus—Strychnos Linn.

387. *S. nux. vomica* Linn. (হুচিলা)
 388. *S. potatorum* Linn. f. (নির্মলী)

LXIX. Gentianaceae.

Genus—Canascora Roem.

389. *C. decussata* Roem. (ভানকুনি)

Genus—Swertia Ham.

390. *S. chirata* Ham. (চিবতা)

Genus—Nymphoides

- N. indicum* Kuntze.
 391. *Limanthemum cristatum* Griseb. (চাঁদমালা)

LXX. Hydrophyllaceae.

Genus—Hydrolea Vahl.

392. *H. zeylanica* Vahl. (দৈবলাজুলা)
 LXXI Boraginaceae.

Genus—Cordia Linn.

393. *C. dichotoma* Forst. f.
 (বহনারী)
 394. *C. obliqua* Willd (ছোট বহনারী)

Genus—Heliotropium Linn.

395. *H. indicum* Linn. (হাতিগুঁড়া)

Genus—Trichodesma R. Br.

396. *T. indicum* R. Br. (ছোটকর)
 397. *T. zeylanicum* R. Br. (বড়কর)

LXXII. Convolvulaceae.

Genus—Argyrea Sw.

398. *A. speciosa* Sw. (বীজতাক)

Genus—Ipomoea Linn.

399. *I. pes-caprae* (Linn.) Sw.
 (ছাগলকুড়ী)

400. *I. batatas* Lamk. (সকবকন্দআলু)

401. *I. paniculata* R. Br. (ভূইকুমড়া)

402. *I. nil* (Linn.) Roth (নীলকলমী)

403. *I. pestigridis* Linn (লালনীলতা)
I. aquatica Forsk.

404. *I. reptans* (Linn.) Poir.
 (কলমীশাক)

Genus—Operculina Manso.

405. *O. turpethum* (Linn.)
 Silva Manso. (হুখলমী, তহরী)

Genus—Quamoclit Linn.

406. *Q. pinnata* Boj. (তকলতা)

Genus—Calonyction Boj.

407. *C. bona-nox* Linn. (হুখলমী)
C. aculeatum House.

Genus—Evolvulus Linn.

408. *E. alsinoides* Linn. (বিহুগড়ি)

Genus—Cuscuta Roxb.

409. *C. retlexa* Roxb. (অলোকলতা)

Genus—Erycibe Roxb.

410. *E. paniculata* Roxb. (অমোষা)

LXXIII. Solanaceae.

Genus—Solanum Linn.

411. *S. nigrum* Linn. (কাকমাচী
 গুড়কামাই)

412. *S. ferox* Linn. (সামবেগল)

413. *S. melongena* Linn. (বেগল)

414. *S. xanthocarpum* Schr. &
 Wendl. (কটিকারী)



ভাৰতীয় বনৌষধি

415. *S. indicum* Linn. (বৃহত্তী)
 416. *S. torvum* Swartz. (গোঠবেগুন)
 417. *S. trilobatum* Linn.
 (নাভিআহুৰী)
 Genus—*Capsicum* Linn.
 418. *C. frutescens* Linn. (ধানিলতা)
 Genus—*Datura* Linn.
 419. *D. fastuosa* Linn. Var. *alba*
 Clarke. (ধূতুৰা)
D. metel Linn.
 420. *D. fastuosa* Linn. (কালধূতুৰা)
 Genus—*Hyscyaenus* Linn.
 421. *H. niger* Linn.
 (খোয়াসানী ঘোঘান)
 422. *H. muticus* Linn. (কোহিৰাজ)
 423. *H. reticulatus* Linn.
 (খোয়াসানী ঘোঘান)
 Genus—*Nicotiana* Linn.
 424. *N. tabacum* Linn. (তামাক)
 Genus—*Physalis* Linn.
 425. *P. minima* Linn. (বনটেপাৰি)
 Genus—*Withania* Pauq.
 425. *W. somnifera* Dunal. (অৰুগড়া)
 427. *W. coagulans* Dunal. (অৰুগড়া)
LXXIV. Scrophulariaceae.
 Genus—*Herpestis* H. B & K.
 428. *H. mooniera* (Linn.) H. B & K.
 (বিবমী)
Bacopa monnieri (Linn.) Pennell.
 Genus—*Picrorhiza* Royle.
 429. *P. kurroa* Royle ex-Benth.
 (কটকী)
 Genus—*Celsia* Linn.
 430. *C. coromandeliana* Vahl.
 (ছোটকুকলিমা)
 Genus—*Lindenbergia* Lehm.
 431. *L. urticaefolia* Lehm.
 (হলুদবনস)
L. indica (Linn.) O. Kuntze.
 Genus—*Limnophila* R. Br.
 432. *L. gratissima* Blume. (কপূৰ)
 433. *L. gratioloides* R. Br. (কাপূৰ)
L. indica (Linn.) Bruce
 Genus—*Vandellia*
 434. *V. pyxidaria* Maxim. (বক পুণ্ড)
 Genus—*Digitalis* Linn.
 435. *D. purpurea* Linn. (ডিজিটেলিস)

- LXXV. Bignoniaceae.**
 Genus—*Oroxylum* Vent.
 436. *O. indicum* Vent. (শোনা)
 Genus—*Stereospermum* Cham.
 437. *S. chelonoides* DC. (নীতপাটলা)
 438. *S. suaveolens* DC. (পাৰুল)
LXXVI. Pedalineeae.
 Genus—*Martynia* Linn.
 439. *M. diandra* Glox. (বাঘনধা)
M. annua Linn.
 Genus—*Pedaliu* Linn.
 440. *P. murex* Linn. (বড় গোন্ধুৰ)
 Genus—*Sesamum* Linn.
 441. *S. indicum* DC. (তিল)
LXXVII. Acanthaceae.
 Genus—*Cardanthera* Buch. Ham
 442. *C. uliginosa* Buch. Ham. (কালা)
Synnemauliginsum O. Kuntze
 Genus—*Hygrophila* R. Br.
 443. *H. spinosa* Anders. (কুলেখাড়া)
Asteracantha longifolia (Linn)
 Nees.
 444. *H. salicifolia* Nees. (কালনামা)
 Genus—*Adhatoda* Ness.
 445. *A. vasica* Ness (বাসক)
 Genus—*Andrographis* Wall.
 446. *A. paniculata* Nees. (কালমেঘ)
 Genus—*Acanthus* Linn.
 447. *A. ilicifolius* Linn. (হৰকুচকাটা)
 Genus—*Barleria* Linn.
 448. *B. prionitis* Linn. (কাটাৰ্কাটা)
 449. *B. cristata* Linn. (খেতৰ্কাটা)
 450. *B. strigosa* Willd. (নীলৰ্কাটা)
 Genus—*Justicia* Linn.
 451. *J. gendarussa* Burm.
 (জগৎমদন)
 452. *J. diffusa* Willd. (নীতপাপড়া)
 Genus—*Rhinacanthus* Nees.
 453. *R. Communis* Nees (শলক জুই)
 Genus—*Ecbolium* A. Kurz.
 454. *E. linneanum* Kurz.
 (উজ্জ্বলি)
 Genus—*Rungia* Nees.
 455. *R. parviflora* Nees (পিতি)
 Genus—*Peristrophe* Nees.
 456. *P. bicalyculata*
 Nees. (নাসভাগ)

বৈজ্ঞানিক বিভাগ অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয়

উদ্ভিদের মূচীপত্র

চতুর্থ খণ্ড

LXXVIII. Verbenaceae.

Genus—*Clerodendrum* Linn.

457. *C. infortunatum* Linn. (বেঁটু)
C. viscosum Kent

458. *C. siphonanthus* R. Br.
(বানুনহাটী)

C. indicum (Linn) Ktze.

459. *C. phlomidis* Linn. f. (বাতারী)

Genus—*Lantana*, L.

460. *L. camara* Linn. (গুয়ে গেরা)
L. camara var. *aculeata*
(Linn) Moldenke

Genus—*Callicarpa*, Linn.

461. *C. arborea* Roxb. (বরমাল্লা)

462. *C. lanata* Linn. (মসন্দার)

C. tementosa (Linn) Murray.

Genus—*Tectona* Linn. f.

463. *T. grandis* Linn. f. (সেতল)

Genus—*Premna* Linn.

464. *P. integrifolia* Linn.
(কুতৈবর)

465. *P. herbacea* Roxb. (কুইজায়)

P. herbacea (Roxb) Moldenke.

Genus—*VITEX* Linn

466. *V. negundo* Linn. (নিশিনা)

467. *V. trifolia* Linn. (নীল
নিশিনা)

Genus—*Gmelina* Linn.

468. *G. arborea* Linn. (গামায)

Genus—*Avicennia* Linn.

469. *A. officinalis* Linn. (বীনা)

LXXIX. Labiatae.

Genus—*Ocimum*, Linn.

470. *O. sanctum* Linn. (তুলসী,
হুফতুলসী)

471. *O. gratissimum* Linn.
(হামতুলসী)

472. *O. basilicum* Linn. (বারুইতুলসী)

Genus—*Coleus*, Lour.

473. *C. aromaticus* Benth. (পাখবচুয়)
C. amboinicus Lour.

Genus—*Mentha* Linn.

474. *M. viridis* Linn. (পুদিনা)

M. spicata Linn.

475. *M. piperita* Linn. (পিপারমেন্ট)

Genus—*Salvia* Linn.

476. *S. plebeia* R. Br. (হুতুলসী)

Genus—*Anisomeles*, R. Br.

477. *A. ovata* R. Br. (গোবরা)

A. indica (Linn) Ktze.

Genus—*Leucas*, R. Br.

478. *L. linifolia* spreng. (হলকড়া)

Anisomeles indica (Linn.)
Ktze.

479. *L. cephalotes* Spreng (বড় হলকড়া)

L. lavandu laefolia Rees.

Genus—*Lallemantia* Fich & Mey.

480. *L. royleana* Benth. (তোকমারি)

LXXX Plantaginaceae.

Genus—*Plantago* Linn.

481. *P. ovata* Forsk. (ইস্পগুস)

LXXXI. Nyctagineae.

Genus—*Boersahvia* Linn.

482. *B. repens* Linn. (পুনর্বা)

B. diffusa Linn.

Genus—*Pisonia* Linn.

483. *P. aculeata* Linn. (বাঘ আঁচড়া)

Genus—*Mirabilis* Linn.

484. *M. jalapa* Linn. (কুককেলি)

LXXXII. Amarantaceae.

Genus—*Achyranthes* Linn.

485. *A. aspera* Linn. (আপাঙ)

Genus—*Aerva*, Forsk.

486. *A. lanata* Juss. (চাড়া)

Genus—*Alternanthera* Forsk.

487. *A. sessilis* R. Br. (সান্টি)

ভাৰতীয় বনৌষধি

Genus—*Celosia* Linn.

488. *C. argentea* Linn. (বেতমূৰ্গা)

489. *C. cristata* Linn. (লালমূৰ্গা)

Genus—*Amaranthus* Linn.

490. *A. spinosus* Linn. (কাটানটে)

491. *A. tristis* Linn. (চাপানটে)

LXXXIII *Chenopodiaceae*.

Genus—*Chenopodium* Linn.

492. *C. album* Linn. (বেতো শাক)

493. *C. ambrosioides* Linn.
(চন্দন বেতো)

Genus—*Spinacia* Linn.

494. *S. oleracea* Linn. (পালংশাক)

Genus—*Basella* Linn.

495. *B. rubra* Linn. (পুইশাক)

LLXXIV *Polygonaceae*.

Genus—*Rheum* Wall.

496. *R. emodi* wall. (বেবান্দিনি)

Genus—*Rumex* Linn.

497. *R. maritimus* Linn. (বনপালং)

498. *R. vesicarius* Linn. (চুকপালং)

LXXXV. *Aristolochiaceae*.

Genus—*Aristolochia* Linn.

499. *A. indica* Linn. (ইণ্ডিয়ান মূল)

500. *A. bracteata* Retz (কিৰামাৰ)

A. praeae Lamk.

LXXXVI. *Piperaceae*.

Genus—*Piper* Linn.

501. *P. longum* Linn (পিপুল)

502. *P. betle* Linn. (পান)

503. *P. nigrum* Linn. (গোলমরিচ)

504. *P. cubeba* Linn. (কাৰাবিহিনি)

505. *P. Chaba* Hunter (চৈ)

LXXXVII. *Myristiceae*.

Genus—*Myristica* Linn.

506. *M. fragrans* Houtt.

(জৈতী, জায়ফল)

LXXXVIII. *Lauraceae*.

Genus—*Cinnamomum* Bl.

507. *C. tamala* Nees & Eberm.

(তেজপাতা)

508. *C. zeylanicum* Bl. (দাড়িচিনি)

509. *C. camphora* Nees & Eberm.

(কপূৰ)

Genus—*Cassytha* Linn.

510. *C. filiformis* Linn. (আকাশ বেল)

Genus—*Litsea* Lamk.

511. *L. sebifera* Pers (হুহুৰচিতে)

L. glutinosa (Lour) C. B.
Robinson.

512. *L. polyantha* Juss

(বড় হুহুৰচিতে)

L. monopetala (Roxb.) Pers.

LXXXIX. *Thymelaeaceae*.

Genus—*Aquilaria* Lamk.

513. *A. agallocha* Roxb. (অগুরু)

XC. *Elaeagnaceae*.

Genus—*Elaeagnus* Linn.

514. *E. latifolia* Linn. (গুয়াৰা)

XCI. *Loranthaceae*

Genus—*Loranthus* Linn.

515. *L. globus* Roxb. (ছোটমান্দা)

Macrosolen cochinchinensis
(Lour) V.T.

516. *L. longiflorus* Desr. (বড়মান্দা)

Dendrophthoe falcata (Linn.
f.) Etting.

XCII. *Santalaceae*.

Genus—*Santalum* Linn.

517. *S. album* Linn. (চন্দন)

XCIII. *Euphorbiaceae*.

Genus—*Acalypha* Linn.

518. *A. indica* Linn. (মুক্তমূৰি)

Genus—*Aleurites* Linn.

519. *A. moluccana* Willd.

(আখহোট)

520. *A. fordii* Hemsl (টাঙ্গাইল ব
টাঙ্গাইল)

Genus—*Baliospermum* Blume.

B. montanum

(Willd) Muell Arg.

521. *B. axillare* Blume (হাড়ন)

Genus—*Croton* Linn.

522. *C. tiliolum* Linn. (জয়পাল)

Genus—*Chrozophora* Neck.

523. *C. plicata* A. Juss (হুঁদিকড়া)

C. prostrata Dalz.

C. rottiieri A. Juss. ex-Spreng

Genus—*Euphorbia* Linn.

524. *E. antiquorum* Linn.

(বাজবায়ণ)

525. *E. neriiifolia* Linn. (মনসামিষ্)

526. *E. tirucalli* Linn. (জটালকা)

527. *E. pilulifera* Linn. (বড় কেরাই)

E. hirta Linn.

উদ্ভিদের শ্রেণীপত্র

528. *E. microphylla* Hayne.

(ছোটকেরই)

E. bombaiensis Sant.

529. *E. thymifolia* Linn. (খেতকেরই)

Genus—*Jatropha* Linn.

530. *J. curcas* Linn. (বাগাডেহেন্দা)

531. *J. gossypifolia* Linn.
(জালভেহেণ্ডা)

Genus—*Ricinus* Linn.

532. *R. communis* Linn.

(গাবভেহেণ্ডা)

Genus—*Putranjiva* Wall.

533. *P. roxburghii* Wall (পুত্রজীব)

Genus—*Tragia* Linn.

534. *T. involucrata* Linn. (বটুটা)

Genus—*Cleistanthus*

535. *C. collinus* (Roxb) Benth. &
Hook. f. (গাবরি)

Genus—*Mallotus* Lour.

536. *M. philippinensis* Muell-Arg
(কমলাগুড়ি)

Genus—*Phyllanthus* Linn.

537. *P. distichus* Muell. (নোয়াড়)

Cicca acida (Linn) Merr.

538. *P. emblica* Linn. (আমলকী)

Emblica officinalis Gaertn.

539. *P. niruri* Linn. (ভুইআমলা)

P. frattinus Webster

540. *P. urinaria* Linn. (চাঙ্গরমণি)

541. *P. reticulatus* Poir. (পানশিউলি)

Genus—*Trewia* Linn.

542. *T. nudiflora* Linn. (পিটুলি)

Genus—*Sapium*.

543. *S. sebiferum* Roxb. (মোমচীনা)

XCIV. Urticaceae.

Genus—*Artocarpus* Forst.

544. *A. intigrifolia* Linn. (কাঠাল)

A. heterophyllus Lamk.

545. *A. lakoocha* Roxb. (ডেলো)

Genus—*Cannabis* Tourn.

546. *C. sativa* Linn. (গাঁদা)

Genus—*Ficus* Linn.

547. *F. bengalensis* Linn. (বটগাছ)

548. *F. religiosa* Linn. (অশ্বথ)

549. *F. rumphii* Blume. (গয়াঅশ্বথ)

550. *F. glomerata* Roxb. (বজ্রভূম্ব)

551. *F. hispida* Linn. (কাকভূম্ব)

552. *F. heterophylla* Linn. f.
(বটী শেওড়া)

553. *F. cunia* Ham. ex-Roxb.

(জয়া ভূম্ব)

554. *F. infectoria* Roxb. (পাকুড়)

F. lacor Buch.-Ham.

Genus—*Morus* Linn.

555. *M. indica* Linn. (তুঁত)

M. acedosa Griff.

Genus—*Streblus* Lour.

556. *S. asper* Lour. (শেওড়া)

XCV. Juglandaceae.

Genus—*Juglans* Linn.

557. *J. regia* Linn. (আখরোট)

XCVI. Myricaceae

Genus—*Myrica* Linn.

558. *M. nagi* Thunb. (কটফল)

XCVII. Casuarineae.

Genus—*Casuarina*. Forst.

559. *C. equisetifolia* Linn.
(বিলাতী কাউ)

XCVIII. Cupuliferae.

Genus—*Betula* Tourn.

560. *B. utilis* D. Don. (ভুজপত্র)

Genus—*Quercus* Linn.

561. *Q. infectoria* Oliv. (মাছফল)

XCIX. Salicineae.

Genus—*Salix* Linn.

562. *S. tetrasperma* Roxb.

(পানিআমা)

C. Coniferae.

ভাৰতীয় বনৌষধি

Genus—Pinus Linn.

563. *P. longifolia* Roxb. (গছবিহেজা)

Genus—Abies Juss.

564. *A. webbiana* Lindl. (তালিশপত্র)

Genus—Cedrus Loud.

565. *C. libani* Bartr. (দেবদারু)
C. deodara (Roxb) Loud.

CI. Orchidaceae.

Genus—Dendrobium Sw.

566. *D. macraei* Lindl. (জীবন্তী)

Genus—Vanda Br.

567. *V. roxburghii* R. Br. (বান্ধা)
V. tessellata Hook. ex-G. Don.

Genus—Saccolabium Bl.

568. *S. papillosum* Lindl. (হাঙ্গা)
Acampe papillata (Roxb)
 Lindl.

Genus—Eulophia Br.

569. *E. campestris* Wall.
 (নালেনমিথি)

CII. Scitamineae.

Genus—Alpinia Linn.

570. *A. galanga* Willd. (কুলঙ্গন)

Genus—Kaempferia Linn.

571. *K. angustifolia* Rosc.
 (মধুনির্জিবা)
 572. *K. rotunda* Linn. (কুই চাপা)
 573. *K. galanga* Linn. (চন্দ্রদা)

Genus—Hedychium Koenig.

574. *H. spicatum* Ham. ex-Smith.
 (কপূর—কচুরি)

Genus—Curcuma Linn.

575. *C. amada* Roxb. (আমাদা)
 576. *C. aromatica* Salisb. (বন-হলুদ)
 577. *C. longa* Linn. (হরিদ্রা)
 578. *C. zedoaria* Rosc. (শঠী)
 579. *C. angustifolia* Roxb (এম্বাকট)
 580. *C. caesia* Roxb. (কালহরিদ্রা)

Genus—Zingiber. Adans.

581. *Z. officinale* Rosc. (আদা)
 582. *Z. zerumbet* Rose. ex-Smith.
 (মহাবরী বচ)
 583. *Z. cassumunar* Roxb. (বনআদা)
 Genus—Costus Linn.
 584. *C. speciosus* (Koen) Smith.
 (কেউ)

Genus—Amomum. Linn.

585. *A. subulatum* Roxb. (বড় এলাচ)
 586. *A. aromaticum* Roxb.
 (দোবল এলাচ)

Genus—Elettaria Maton.

587. *E. cardanum* Maton.
 (ছোট এলাচ)

Genus—Canna Linn.

588. *C. indica* Linn. (মর্কজিহা)

Genus—Musa Linn.

589. *M. sapientum* Linn. (কদলী)
M. paradisiaca Linn. var.
Sapientum Kuntze.

CIII. Haemodoraceae.

Genus—Sansevieria Thu

590. *S. roxburghiana* Sch.

CIV. Bromeliaceae.

Genus—Ananas Adans.

591. *A. sativus* Schult. (আনারস)
A. comosus Merr.

CV. Irideae.

Genus—Crocus Linn.

592. *C. sativus* Linn. (জাকরণ)

Genus—Belamcanda Adans.

593. *B. chinensis* DC.
 (দলবাই চণ্ডী)

Genus—Iris Linn.

594. *I. nepalensis* D. Don. (কুড়জাতীয়)

CVI. Amaryllidaceae.

Genus—Curculigo Gaertn.

595. *C. orchoides* Gaertn. (ভালমুলী)

Genus—Agave Linn.

596. *A. cantala* Roxb. (মুগা)